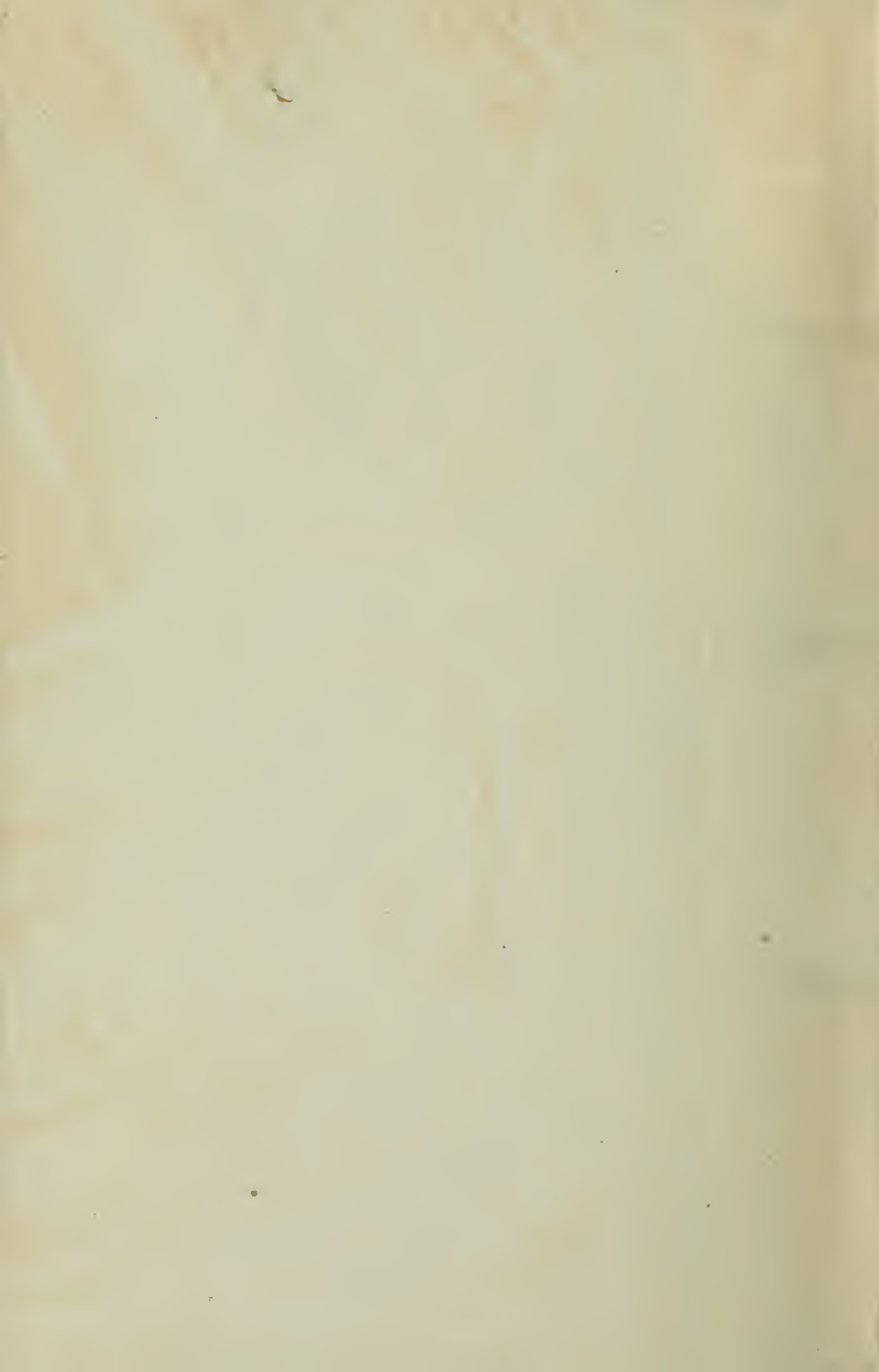




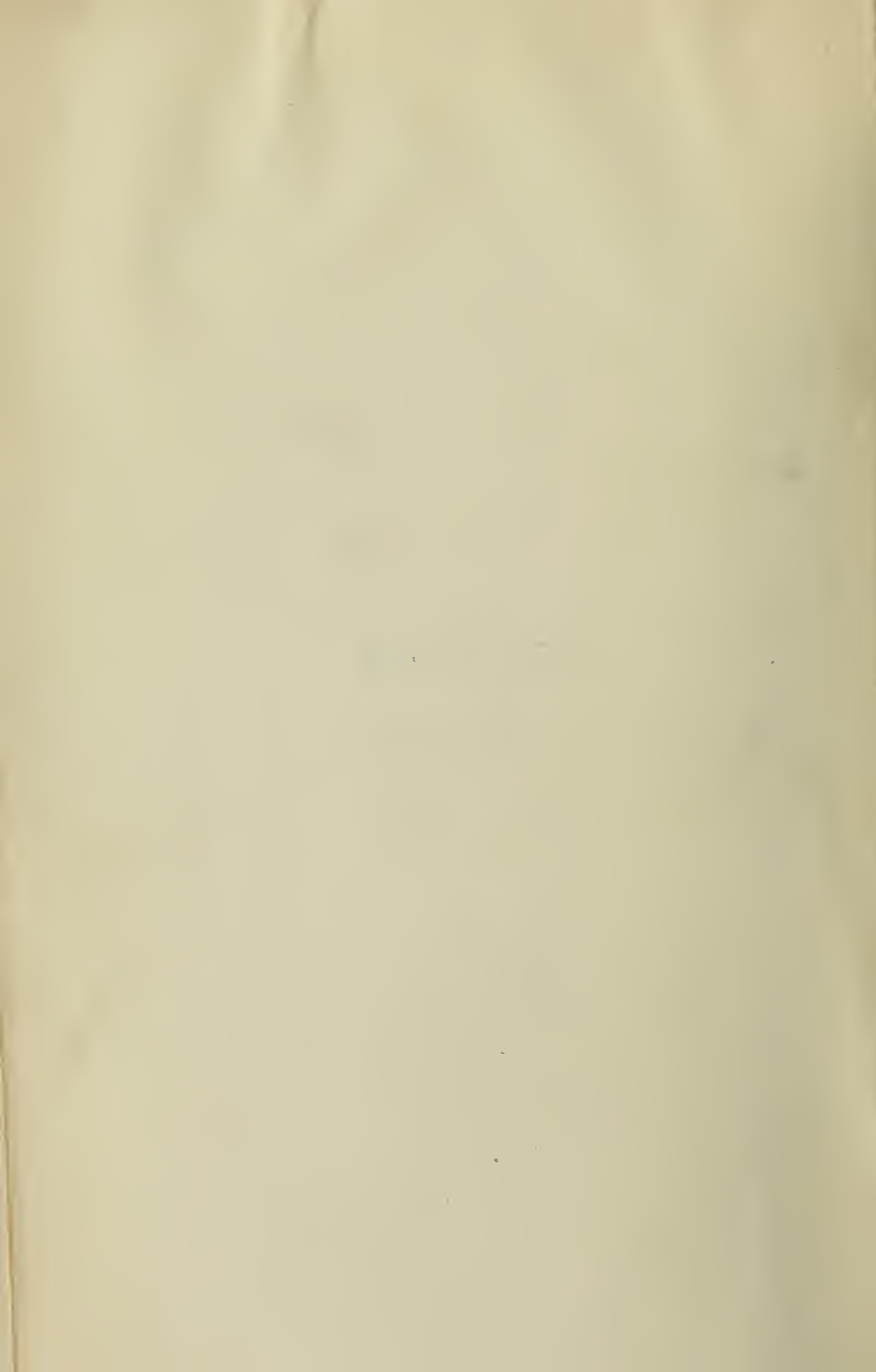
3 1761 08821856 5





গোপীচন্দ্র

প্রথম খণ্ড



5474

গোপীচন্দ্রের গান

উত্তর-বঙ্গে সংগৃহীত

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

(গান সঙ্কলয়িতা)

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

এবং

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

সম্পাদিত



193693
22.1.25

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত



PRINTED BY ATULCHANDRA BHATTACHARYYA,
AT THE CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, SENATE HOUSE, CALCUTTA

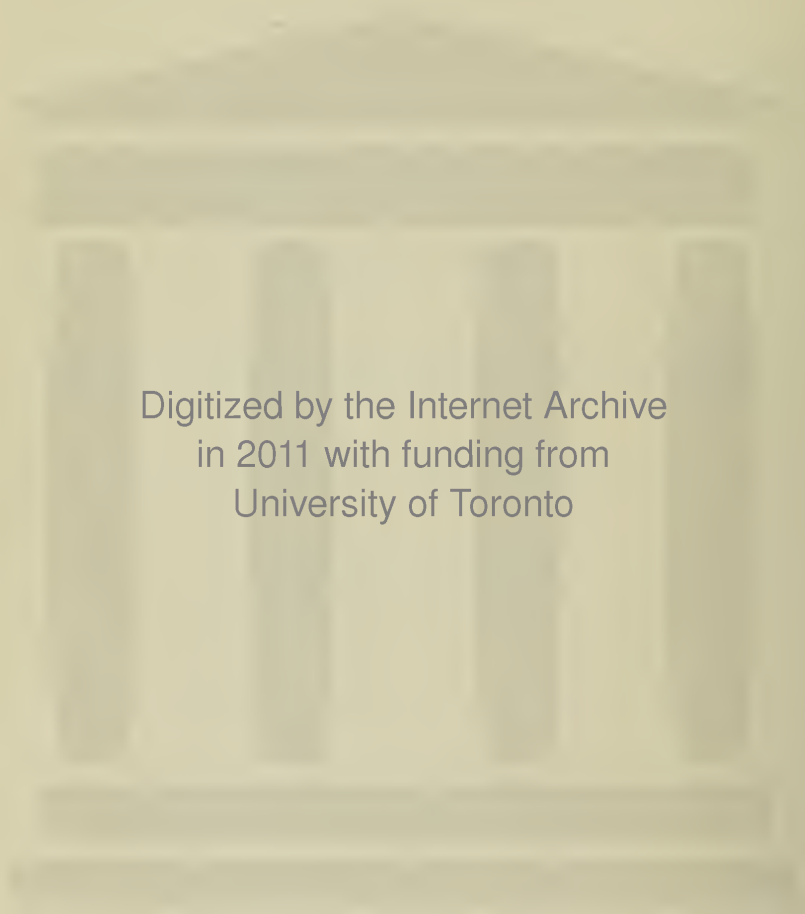
বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আশ্রয়কল্পতরু

মাননীয় বিচারপতি

শ্রীযুক্ত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সরস্বতী, সি. এন্স. আই.,

মহাশয়ের করকমলে



Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
University of Toronto

গোপীচন্দ্রের গান

জন্মখণ্ড

মানিকচন্দ্র রাজা ছিল ধর্ম্মি বড় রাজা ।

মএনাক বিবা করিল তার নও বুড়ি ভারজা ॥

মএনাক বিবা করি রাজার না পুরিল মনের আশ ।

তার পর ছাবপুরের পাঁচ কন্যা বিবা করি

পুরি গেল মনের হাবিলাস ॥

আজি আজি কালি কালি বার বছর হৈল ।

৫

ছাবপুরের পাঁচ কন্যা ডাহিনী মএনা কন্দল নাগিল ।

দেখিবার না পারি মহারাজ ব্যাগল করি দিল ॥

সেই মএনাক ঘর বান্দি দিল ফেফুসা নগরে ॥ *

মানিকচন্দ্র রাজা বস্বে বড় সতি ।

হাল খানাএ খাজনা ছিল ছাড় বুড়ি কড়ি ॥ †

১০

* নিম্নলিখিত রূপ একটা বিশ্লিষ্ট পাঠ প্রচলিত দেখা যায়—

মএনামতি সিন্দুরমতি তিলকচন্দ্রের বেটি

মএনামতির বিআও হইল মানিকচন্দ্রের ঘরে ।

সিন্দুরমতির বিআও হইল নিলমনি রাজার ঘরে ॥

মএনাক বিআও করি রাজা পঞ্চাশ বিআও করে ।

বুড়া দেখি মএনামতিক ব্যাগল করি দিলে ॥

মহারাজা রাজ্য করি খায় পাটের উপর ।

মএনার ঘর বান্দি দিলে ফেফুসার বন্দর ॥

মহারাজা রাজ্য করি খায় পাটের উপর ।

মএনামতি চৰ্খা কাটি ভাত খায় বন্দরের ভিতর ॥

† ডাক্তার গ্রীয়ার্সন সাহেব কর্তৃক এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় (১৮৭৮ সাল, ১ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা) যে মানিকচন্দ্র রাজার গান প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে এই চরণের পরিবর্তে

হাল খানায় মাসড়া সাধে দেড় বুড়ি কড়ি ॥

সেই জে রাজার রাইয়ত প্রজা দুক্খ নাহি পায় । *

কারও মারুলি দিয়া কেহ নাহি জায় ॥

কারও পুস্কনির জল কেহ না খায় ।

আথাইলের ধন কড়ি পাথাইলে শুকায় ॥

সোনার ভাটা দিয়া রাইয়তের ছাওআলে খ্যালায় । †

১৫

হান দুক্খি কাঙ্গাল নাই জে ধরিয়া পালায় ॥

পাতবেচা হইয়া রাইয়ত পাত বেছেয়া খায় ।

স্ত্রী পুরুসে জুক্তি করি হস্তি কিনিবার চায় ॥

খড়িবেচা হৈয়া খড়ি বেছেয়া খায় ।

স্ত্রী পুরুসে বুদ্ধি করি দালান দিবার চায় ॥

২০

সেকা রাইয়তের ছিল সরঙ্গা নলের ব্যাড়া ।

ব্রেতন করি জে ভাত খায় তার দুআরত ঘোড়া ॥ ‡

ঘিনে বান্দি নাহি পিন্দে পাটের পাছড়া ॥

এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয় এবং ইহার পরে নিম্নলিখিত কয়েক চরণ পাওয়া যায়—

দেড় বুড়ী কড়ী লোকে খাজনা যোগায় ।

অষ্টমি পুজার দিনে পাঠা গোঠে লয় ॥

খড়ীবেচা হৈয়ে যে খড়ী ভার যোগায় ।

তার বদলী ছয় মাস পাল খায় ॥

পাতবেচা হৈয়ে যে পাত আট যোগায় ।

তারে বদলী ছয় মাস পাল খায় ॥

* পাঠান্তর—

সুখ্খ সএ রাইয়ত জন দুক্খ নাহি পায় ।

† পাঠান্তর—

সোনার কুমড়া গুলা গড়াগড়ি বয় ।

‡ গ্রীয়াসর্ন সাহেবের প্রকাশিত পাঠ—

ত্রৈত মানিকচন্দ্র রাজা সরুয়া নালের বেড়া ।

একতন যেকতন কৈরে যে খাইছে তার দুআরত ঘোড়া ॥

আজি আজি কালি কালি বার বছর হৈল ।
 এক দক্ষিণ দেশি বাঙ্গাল সেই রাজার দরবারত উপস্থিত হৈল ॥ ২৫
 দক্ষিণ হৈতে * আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি ।
 সেই বাঙ্গাল আসিয়া মুলুকত কৈল কড়ি ॥
 দেওআনগিরি চাকরি রাজা সেই বাঙ্গালক দিল ।
 ছাড় বুড়ি ছিল খাজনা পোন্দর গণ্ডা নিল ॥
 রাম লক্ষন দুটা গোলা দুআরে ছান্দিল ॥ ৩০
 কাঙ্গাল দুক্ষিক মারি রাজার এখন ছাছিল । †
 খানে খানে রাজার তালুক ছন হইয়া গেল ॥
 পোন্দর গণ্ডা কড়ি রাইয়তের সাদিতে নাগিল ।
 স্মৃতিত রাইয়ত প্রজা দুক্ষিতা হইল ॥
 চামালোকে ছায় খাজনা হাল গরু বেছেয়া । ৩৫
 সাউত সদাগর ছায় খাজনা লাউ নৌকা বেছেয়া ॥
 ফকির দরবেশ ছায় খাজনা ঝোলা কেথা বেছেয়া ॥
 নাঙ্গল বেছায় জোঙ্গাল বেছায় আরো বেছায় ফাল ।
 খাজনার তাপত বেছায় দুধের ছোআল ॥
 দুধের পুত্র বেছেয়া হাকিমের মালগুজার জোগাইল । ৪০
 পুত্র শোকে রাইয়ত পরজা কান্দিতে নাগিল ॥
 ছোট রাইয়ত উঠি বলে বড় রাইয়ত ভাই । ‡

* গ্রীয়াস'র্ন সাহেবের প্রকাশিত গাথায় 'ভাটি হইতে' ।

† গ্রীয়াস'র্ন সাহেবের প্রকাশিত গাথায় 'রাড়ী কাঙ্গাল দুঃখির বড় ছুফ হইল' ।

‡ এই স্থানে এবং ইহার পরবর্তী অংশে গ্রীয়াস'র্ন সাহেবের প্রকাশিত পাঠে
 কি ছু বিশেষত্ব আছে—

ছোট রায়ত উঠে বলে বড় রায়ত ভাই ।

প্রধানের বরাবর সবে চল যাই ॥

কি আজ্ঞা বলে প্রধান সকল ।

যেত রায়ত পরামস করিয়া প্রধানের বাড়ী বৈলে চৈলে গেল ॥

কেমন বুদ্ধি করি ভাই কেমন সমাচার ।

অসতি রাজা হইল রাজ্যের ভিতর ॥

ধন কাঙ্গালি হৈল রাজা রাজ্যের ভিতর ।
 ক্যামন করি বন্ধিব রাইয়ত সকল ॥
 ছোট রাইয়তে বড় রাইয়তে পরামশ করিয়া ।
 মহতের বাড়ি নাগি চলিল হাটিয়া ॥

৪৫

প্রধান বলে রায়ত সকল এ বুদ্ধি নাই আমার বরাবর ।
 চল যাই সিবের বরাবর কি আজ্ঞা বলে বোলা মহেশ্বর ॥
 যত রায়ত পরামস করিয়া গেল সিবের বরাবর ।
 সিব ঠাকুর বৈলে তোলে ছাড়ে বাও ।
 বরে ছিল সিবঠাকুর বাহিরে দিলে পাও ॥
 সিবকে দেখিয়া রায়ত জন করে পরনাম
 গলে বস্ত্র বান্ধিয়া করে পরনাম ॥
 জীও জীও রায়ত ধর্ম দেউক বর ।
 যত গুটি সাগরের বালা এত আরিকবল ॥
 কেনে কেনে রায়ত সকল আইলেন কি কারন ॥
 কেমন বুদ্ধি করি কেমন চরিচর ।
 অসতি রাজা হইল রাজ্যের ভিতর ॥
 ধেয়ানে বুড়া সিব ধেয়ান কৈরে চায় ।
 ছয় মাসের পরমাই রাজার কপালে নাগাল পায় ॥
 মোর কথা কন যদি ময়নার বরাবর ।
 কৈলাশ ভূবন মোর কৈর্কে নগু ভগু ॥
 এক সত্য দুই সত্য তিন সত্য হরি ।
 তোমার কথা যদি কওঁ মহাপাপে মরি ॥
 যেত রায়ত জন পরামস করিয়া ।
 স্রীকলের হাঠত নাগিয়া যান চলিয়া ॥
 ধুপ সিন্দুর নেন পাতিল ভরিয়া ।
 হাঁস কৈতর নেন খাঞ্চা ভরিয়া ॥
 ধওলা পাঁঠা নেন রসী সাইঙ্গ করিয়া ।
 রবিবার দিন নিরা থাকিয়া পারনী গঙ্গা যান চলিয়া ।
 ধর্মেরে থান গঙ্গা কিনারে বান্ধিয়া ।
 ধওলা পাঁটা দেন বালু ছেদ করিয়া ॥

মহৎ মহৎ বৈলে রাইয়ত তুলিয়া ছাড়ে রাও ।
ঘরে ছিল মহৎ বাহিরে দিল পাও ॥

হাঁস কত গুলা দেন ঘাটে উছরগিয়া ॥
ধূপ সিন্দূর দেন ঘাটে জ্বালাইয়া ॥
অফিন্না বিন্দার থোপ আনে উপারিয়া ।
নাংটি চিপিয়া সাপ দেন ছাড়িয়া ।
ঐ সাপ নিলে অঞ্চল পাতিয়া ॥

পাঠান্তর :—ছোট রাইয়ত বলে দাদা বড় রাইয়ত ভাই ।
চল সকল মেলি জুক্তি করি পরামানিকের বাড়ি জাই ॥
চল চল জাই দাদা পরামানিকের নাগিয়া ।
কি বুদ্ধি ছায় পরামানিক আমাকে নাগিয়া ॥
এক রাজা না পাইয়া রাইয়ত পরজা দুইও রাজা পাইল ।
পরামানিক মহলক নাগি গমন করিল ॥
এক জন বেরায় দুই জন বেরায় বেরায় হল্কে হল্কে ।
এইঠে হতে ত্যাং নাগলো পরামানিকের মহালে ॥
বসিয়াছে পরামানিক দিব সিঙ্গাসনে ।
স্থান কালে রাইয়ত পরজা রুপস্থিত হৈল ॥
গৈরমুগু হএয়া পরামানিকক পরনাম জানাইল ।
হাতে মাতে পরামানিক চমকিয়া উঠিল ॥
পরামানিক বলে গুন পরজাগন বচন মোর হিয়া ।
এত দিন না আইস আমার মহাল চলিয়া ।
আইজ বা ক্যানে আইলেন আমার মহালক নাগিয়া ॥
স্থখিতা রাইয়ত আমরা ছস্কু নাহি পাই ।
কারো পুস্কনির জল আমরা কেহ নাহি খাই ।
কারো মারলি দিয়া কেহ নাহি জাই ॥
সোনার ভ্যাটা দিয়া আমার ছাওআলে খালায় ।
স্থান দুক্খি কাঙ্গাল নাই ধরিয়া পালায় ॥
এক দক্খিন দেশি বাঙ্গাল আসিল চলিয়া ।
দেওয়ানগিরি চাকরি নিলে রাজার দববাবে আসিয়া ॥

রাইয়তক বসিবার দিল দিবব সিঙ্গাসন ।
 করপুর তাম্বুল দিয়া জিগ্গায় বচন ॥
 কি বাদে আসিলেন তার কও বিবরন ॥
 রাইয়ত বলে শুন মহৎ করি নিবেদন ।

নাঙ্গল বেছান্ন জোঙ্গাল বেছান্ন আরো বেছান্ন কাল ।
 খাজনার তাপত বেছেয়া দিহ্ন দুধেব ছাওআল ॥
 দুধের পুত্র বেছেয়া খাজানা দিলাম জোঙ্গাএয়া ।
 ইহার বিচার করিয়া ছাও মহালে বসিয়া ॥
 পরামানিক বোলে শুন রাইয়ত প্রজা বচন মোর হিয়া ।
 একটা করি টাকা ন্যাও অঞ্চলে বান্দিয়া ।
 কলিঙ্গার বাজার বুলি জ্ঞান চলিয়া ॥
 ধূপ ধূনা স্নত কলা ত্রান কিনিয়া ।
 ধবল ধবল কৈতর ত্রান খাঞ্চাত ভরিয়া ॥
 ধবল ধবল পাঠা ত্রান রশি-সাং করিয়া ।
 একটা করি বিন্না-থোপ ত্রান উপারিয়া ॥
 মঙ্গলবার দিনে জান বৈথানি বলিয়া ।
 ধূপ ধূনা স্নত কলা ত্রান ধরাএয়া ।
 ধবল ধবল কৈতর ধম্মের নাএয়া ছাড়িয়া ।
 ধবল ধবল পাঠা ত্রান গাঙ্গিক ছাড়িয়া ॥
 একটা করি বালুর পিণ্ড ত্রান তৈয়ার করিয়া
 তাতে একটা করি বিন্নার থোপ ত্রান গাড়িয়া ॥
 গাঙ্গিক পুজেন রাইয়ত পরজা হরিধ্বনি দিয়া ॥
 লাংটি চিপিয়া শাও ত্রান মানিকচান বলিয়া ॥
 যখন পরামানিক একথা বলিল ।
 আপনার মহালক নাগি গমন করিল ॥
 আত্রি করে ঝিকি মিকি কোকিলা করে রাও
 শেত কাউআ বলে রাত্রি প্রোহাও প্রোহাও ॥
 এক দণ্ড ছুই দণ্ড তিন দণ্ড হৈল ।
 একটা করি টাকা অঞ্চলে বান্দিয়া নিল ।
 শ্রীকলার বাজার নাগি গমন করিল ॥

ধন কাঙ্গালি হৈছে রাজা রাজ্যের ভিতর ।
 ক্যামন করি বঞ্চিব রাইয়ত সকল ॥
 মহৎ বলে শুন রাইয়ত বলি নিবেদন । ৫৫
 কোড়াকের বুদ্ধি নাই আমার শরিলের ভিতর ॥
 লক্ষ টাকা ভাঙ্গিয়া রাইয়ত চৌহাটা বসাইও ।
 কালো ধওলা পাঠা ঝাও রসি সঙ্গরিয়া ॥
 হাস কৈতর ঝাও খাঞ্চা ভরিয়া ।
 ধূপ স্নন্দুর ঝাও নান্দিয়া ভরিয়া । ৬০
 মহাদেবের কাছে জাওতো চলিয়া ॥
 কি রাজা ছায় মহাদেব শুন কর্ণ ভরিয়া ॥
 ওঠে থাকি রাইয়ত হরসিত মন ।
 মহাদেবের কাছে জাইয়া দিল দরশন ।
 জোড়হস্ত করিয়া কয় বিবরন ॥ ৬৫
 ধন কাঙ্গালি হৈল রাজা, মহাদেব, রাজ্যের ভিতর ।
 কেমন করি বঞ্চি রাইয়ত সকল ।
 কি রাজা হয় পরভু রাইয়তের বরাবর ॥
 মহাদেব বলে শুন রাইয়তগন,
 পারনি গঙ্গার নাগি চল হাটিয়া । ৭০
 হরিবোল বলিয়া ছিনান করিয়া ।
 কালো ধবল পাঠা ছাও বলিছেদ করিয়া ॥
 হাস কৈতর গুনা ছান জল উছরগিয়া,
 ধূপ স্নন্দুর গুনা ছান ঘাটত ধরেয়া ॥
 একটা বিম্বার থোপ আনে উথরিয়া ।
 লাংটি চিপি শাপ ছান রাজাক মঙ্গলবার দিনা ॥ ৭৫
 ধন কাঙ্গালি হৈল রাজা রাজ্যের ভিতর ।
 এয়ার বিচার করবেন ধম্ম নিরঞ্জন ॥
 লাংটি চিপিয়া শাও দিল সকলে মানিকচান বলিয়া ।
 আঠার বছরের পরমাই ছিল রাজার ফেলাইল টুটিয়া ॥

এক মঙ্গলবার দিনা রাজাক রভিশাপ দিল ।
 ফের মঙ্গলবার দিনা রাজার এজরি কাড়াল ॥
 ফের মঙ্গলবার দিনা বিধাতা তলপ চিঠি নেখিল ।
 তলপ চিঠি নেখি গোদাক ফেলি দিল ॥
 তলপ চিঠি নিগা গোদা আঞ্চলে বান্দিয়া ।
 মানিকচান রাজার জিউ আনেক বান্দিয়া ॥ *

৮০

৮৫

* পাঠান্তর—

মঙ্গলবার দিন রাইয়ত শাওবর দিল ।
 বুধবার দিন রাজার বুক্‌হারা হৈল ॥
 বৃহদ্বার দিন রাজার গাএ জরি হৈল ।
 শুক্রবার দিন রাজার সমুদ্র শুকাইল ॥
 শনিবার দিন রাজার শনি পিছা নৈল ।
 রবিবার দিন রাজা পালঙ্কে ঢলিল ॥
 সমবার দিনে রাজার জমে পিছা নৈল ।
 আজি আজি কালি কালি ছয় মাস হৈল ॥

গীয়াস'ন সাহেবের প্রকাশিত পাঠে—

রবিবার দিন লোকে সাঁও দিল ।
 সোমবার দিন রাজার এ জরি করিল ॥
 মঙ্গলবার দিন রাজা কাহিলা পড়িল ।
 বুধবারে রাজা অন্ন পানি ছাড়িল ॥
 বিহুদ্বারে রাজা এ গুরু ছাড়িল ।
 ফির মঙ্গল বারে চিত্রগোবিন্দ দফতর খুলিল ॥
 মানিকচন্দ্র রাজার ছয় মাস পরমাই দফতর নাগাইল পাইল ।
 বেলা মুখ হৈয়ে সমন রাজাক বলিবার লাগিল ॥
 অসতি রাজা হইল রাজ্যের ভিতর ।
 সেই রাজাক লৈয়া আইস যমালয়ের ভিতর ॥
 আবাল যমকে ডাকিবার লাগিল ।
 গোদা যমের নামে চিঠি হাওলাত কৈরে দিল ॥
 তোক বলোঁ গোদা যম বাক্য মোর ধর ।
 হাতে গলে মানিকচন্দ্র রাজাক বান্দিয়া হাজির কর ॥

বিধাতার লুকুম গোদা জম ত্রথা না করিল ।
 মানিকচান রাজার রাজধানি বুলি গমন করিল ॥
 তলপ চিঠি নিলে অঞ্চলে বান্দিয়া ।
 মানিকচান রাজার সিতানে জাএয়া বসিল ভিড়িয়া ॥

চামের দড়ি লোহার ডাঙ্গ নৈলে গিরো দিয়া ।
 তখনে গোদা যম চলিল হাঠিয়া ॥
 কত ছুরে যেয়ে গোদা কত পাছা পায় ।
 কতক যাইতে মানিকচন্দ্র রাজার বাড়ী পায় ॥
 ছয় মাসের কাহিলা রাজা মহলের ভিতর ।
 তওত খবর নাহি করে ময়না সুন্দর ॥
 তোক বলৌ যে নেঙ্গা পাত্র বাক্য মোর ধর ।
 এই কথা জানাও গিয়ে ময়নার বরাবর ॥
 ছয় মাসের কাহিলা রাজা মহলের ভিতর ।
 দেখা কৈরবার চায় রাজ রাজেশ্বর ॥
 একথা শুনিয়া নেঙ্গা না থাকিল রৈয়া ।
 ময়নার মহলে চলিল হাঁটিয়া ॥
 আগ ছুয়ারে ময়নামতি পসার খেলায় ।
 থিরকির ছুয়ারে দিয়া পরনাম জানায় ॥
 কেনে কেনে নেঙ্গা আইলেন কি কারন ॥
 নেঙ্গা বলে সোন মা সোন সমাচার ।
 ছয় মাসের কাহিলা রাজা মহলের ভিতর ॥
 দেখা কৈরবার চায় রাজ রাজেশ্বর ॥
 ধেয়ানে ময়নামতি ধেয়ান কৈরে চায় ।
 ধেয়ানের মধ্যে যমের নাগাল পায় ॥
 আনিল বাঙ্গলা গুয়া মিঠা ভরি পান ।
 ঐ বাঙ্গলা গুয়া কাটাইর দিয়া করে ছই খান ॥
 পানের বৃকে চুনের নেওয়া দিয়া ।
 ছোট থিলি উপর থিলি মাইল্লৈ তুলিয়া ॥
 শোল পুটি জ্ঞান দিলে থিলিত ভরিয়া ।
 পানের বাটা বান্দির মাথায় দিয়া ॥

মানিকচান রাজার সিতানে ভিড়িয়া বসিল ।
 ফেরুসাতে থাকিয়া মএনা শিউরিয়া উঠিল ॥
 ধিয়ানের বুড়ি মএনা ধিয়ান করিল ।
 ধিয়ানত বসিয়া মএনা জমক দেখিল ॥

নিকলিল ময়নামতি যাত্রা করিয়া ।
 ঐ রাজার মহালে উত্তরিল গিয়া ॥
 কেনে কেনে মহারাজা ডাকিলে কি কারণ ॥
 ছয় মাসের কাহিলা রাজা মহলের ভিতর ।
 তত খবর না করেন ময়না সুন্দর ॥
 ময়না বলে সোন রাজা রাজ রাজেশ্বর ।
 আমার সরীরের জ্ঞান নেও বোল সিকিয়া ।
 আমার বসের নদী কন্দে যাবে সুখাইয়া ॥
 আমার বয়সে বড় বৃক্ষ যাবে মরিয়া ।
 দুই জনে রাজাকি করিম ঘর জুয়ান হইয়া ॥
 রাজা বলে সুন ময়না বাক্য মোর ধর ।
 এখনি মোর মানিকচন্দ্র যমে লইয়া যাউক !
 তাহাতেও স্ত্রীর জ্ঞান গরবে না সুনাইক ॥
 নারীর জ্ঞান দেখিয়া জ্ঞানে করিল হেলা ।
 ঠিক ছুপর ভাড়ুয়া যম করিয়া গেল মেলা ॥

পাঠান্তর—

ছয় মাসিয়া কাহিলা রাজা মহলের ভিতর ।
 তত খবর না পাইল মএনা সুন্দর ॥
 আইজ মরে কাইল মরে বাচিবার আশা নাই ।
 নাক দিয়া পবন বেটা করে আসি জাই ॥
 হেমাই পাত্র বলি তখন ডাকে ঘনে ঘন ।
 ডাক মধ্যে হেমাই পাত্র দিল দরশন ॥
 রাজা বলে সুন হেমাই কার প্রানে চাও ॥
 এই খবর তুমি ধরি জাও মএনার বরাবর ।
 ছয় মাসিয়া রোগী রাজা মহলের ভিতর ।
 ঝাখা করিতে চায় রাজার কুণ্ডর ॥

হাতে মাথে বুড়ি মএনা চমকিয়া উঠিল ।
 সাজ সাজ বলি মএনা সাজিতে নাগিল ॥
 ধবল বস্ত্র নিল মএনা পরিধান করিয়া ।
 হেমতালের নাচি নিল হস্তেতে করিয়া ॥

৯৫

জখন হেমাই পাত্র একথা শুনিল ।
 মএনার মহলক নাগি গমন করিল ॥
 জখন মএনামতি হেমাই পাত্রক দেখিল ।
 বসিবার দিলে হেমাইক দিব্ব দিঙ্গাসন ।
 কোরফুল তাম্বুল দিয়া জিগ্গায় বচন ॥
 ক্যানে ক্যানে হেমাই পাত্র হরসিত মন ।
 হস্তি ঘোড়া ছাড়িয়া ক্যান তোর মৃত্তিকায় গমন !
 কি বাদে আসিলু তার কও বিবরন ॥
 হেমাই বলে শুন মএনা কার প্রানে চাও ।
 ছয় মাসিয়া রোগী রাজা মহালের ভিতর ।
 বাচে কিনা বাচে রাজার কোঙর ॥
 মএনা বলে হেমাই পাত্র কার প্রানে চাও ।
 এক শত রানি আছে রাজার মহালের ভিতর ।
 তারে সাতে ঝাংখা করুক রাজার কোঙর ।
 কি কারনে জাইম মুই মএনা সুন্দর ॥
 জখন হেমাই পাত্র একথা শুনিল !
 আপনার মহলক নাগি গমন করিল ।
 রাজার সাক্ষাত্ জাইয়া দরশন দিল ॥
 হেমাই বলে শুন রাজা বিলাতের নাগর ।
 একশত রানি আছে তোমার মহলের ভিতর ॥
 তার সাতে তুমি ঝাংখা কর রাজার কোঙর ।
 কি কারনে আসিবে তোমার মএনা সুন্দর ॥
 রাজা কইছে হেমাই পাত্র কার প্রানে চাও ।
 এই খবর দির ধরি জাও মএনার বরাবর ।
 তোমার বিয়াত টাকা কড়ি খরচ বিস্তর ।
 এক ঝাড়ি জলে রাজার প্রান রক্ষা কর ॥

রাজার দরবারক নাগি জাএছে চলিয়া ।	
বাওছধরে গ্যাল রাজার দরবার নাগিয়া ॥	
জখন ধম্মি রাজা মএনাক দেখিল ।	১০০
কপালে মারিয়া চড় রাজা কান্দিতে নাগিল ॥	
মএনা বলে শুন রাজা করি নিবেদন ।	
ভয় না খাও মহারাজ প্রানে না খাও ডর ।	
আমি মএনা থাকিতে ভাবনা কি কারন ।	
উঠ উঠ প্রানপ্রিয় শিতল মন্দির জাই ।	১০৫
আমার শরিলের জ্ঞান তোমাকে শিখাই ॥	
ছাচা করি দেই জ্ঞান তুমি মিছা করি ধরো ।	
সুখ্খে সুখ্খে ধম্মি রাজা তোকে রাজাই করাবো ।	
রাজা কয় শুন মএনা কার প্রানে চাও ॥	
অমনি মানিকচন্দ্র রাজাক জমে নইয়া জাবে ।	১১০
তবু তো তোর তিরির জ্ঞান মোর গবেব না সোন্দাবে ॥	
আইজ তিরির জ্ঞান জদি মুই ছাও শিথিয়া ।	
ক্যামন করি তোক ভক্তি করিম গুরুমা বলিয়া ॥	
তিরির ঘরের জ্ঞান দেখি রাজা জ্ঞান কইলে হেলা ।	
ঐ দিনে ভাড়ুয়া জন্ম পাতি গ্যাল খালা ॥	১১৫
মএনা বোলে হায় বিধি মোর কস্মের ফল ।	
ক্যামন বুদ্ধি করি মএনা সুন্দর ॥	

জখন হেমাই পাত্র সংবাদ শুনিল ।

মএনার মহলক নাগি ফের গমন করিল ।

মএনার মহলে গিয়া দরশন দিল ॥

হেমাই বলে শুন মএনা কার প্রানে চাও ॥

তোমার বিয়াত বোলে টাকা কড়ি খরচ বিস্তর ।

এক ঝাড়ি জলে রাজার প্রান রকুখা কর ॥

জখন মএনামতি একথা শুনিল ।

রাজার দরশনক নাগি গমন করিল ॥

- চাইট্টা মোমের বাতি দিলে ধরাইয়া ।
 দিবা রাতি ঘর রাখিলে জালাইয়া ॥
- চাইর কলসী জল খুইলে বিরসে ভরিয়া । ১২০
 জেই রোগের জেই দাওআ আনিলে ধরিয়া ॥
 দাওআ প্রকার খুইলে বিস্তর করিয়া ।
 রাজার পইখানত বসিল ধেয়ান করিয়া ॥
 ধেয়ানে মএনামতি ধেয়ান করি চায় ।
 ধেয়ানের মধ্যে মএনা জমের নাংগাল পায় ॥ ১২৫
 এত দিনে না আসিস বেটা দরবারক নাগিয়া ।
 আইজ ক্যানে আমার সোয়ামির সিতানে বস্‌ছিষ্‌ ভিড়িয়া ॥
 জম বলে শুনেক মএনা হামি বলি তোরে ।
 তোর সোয়ামির তলপ চিঠি আনছি বান্দিয়া ॥
 আইজ তোর সোয়ামির জিউ নিগাব বান্দিয়া ॥ ১৩০
 জখন গোদা জম একথা বলিল ।
 করুনা করিয়া মএনা কান্দিতে নাগিল ।
 আপনার টাঙ্গন জমকে আনি দিল ॥
 জাও জাও জম বেটা মোর টাঙ্গন ধরিয়া ।
 আমার সোয়ামির জিউ জা আমার ঠে খৈরত করিয়া ॥ ১৩৫
 ও দিনে গ্যাল যম টাঙ্গন ধরিয়া ।
 ফের দিনে আসে জম দুই ভাই সাজিয়া ।
 সিতানে পৈতানে রাজার বসিল ভিড়িয়া ॥
 আইজ মএনার প্যাংটা থুমু এক দিক করিয়া ।
 তলপ চিঠি আনছি রাজার জিউ নিগাব বান্দিয়া ॥ ১৪০
 ধিয়ানের বুড়ি মএনা ধিয়ান করিল ।
 সিতানে পৈতানে দুই জন জমক দেখিল ॥
 কালি টাঙ্গন দিয়া দিনু গোদা জমক বিদায় করিয়া ।
 আইজ আরো আইছে বেটা দুই ভাই সাজিয়া ॥
 কান্দি কাটি বুড়ি মএনা জমের কাছে গ্যাল । ১৪৫

জমের তরে কথা বলিতে নাগিল ॥

আপনার সোয়ামির বদল দিনু টাঙ্গন সাজাএয়া ।

আইজ আরও ক্যানে আইছেন বেটা দুই ভাই সাজিয়া ॥

গোদা বলে শুনেক মএনা মএনামন্তি মাই ।

তোমার সোয়ামির তলপ চিঠি আনছি বান্দিয়া ।

১৫০

তের সোয়ামির জিউ নিগাব বান্দিয়া ॥

জ্যান কালে গোদা জম একথা বলিল ।

কান্দি কাটি বুড়ি মএনা হস্তি ঘরে গ্যাল ।

আপনার হস্তি আনি গোদার হস্তে দিল ॥

জ্যান কালে গোদা জম একথা শুনিল ।

১৫৫

কোর্দ হএয়া কোরদে জলিয়া গ্যাল ॥

বিধাতার লুকুমে রাজার জিউ নিগাব বান্দিয়া ।

হস্তি ঘোড়া বুড়ি মএনা মোগ ছায় সাজাএয়া ॥

ওদিনা গ্যাল জম হস্তি ধরিয়া ।

ফের দিনা আসিল্ জম তিন ভাই সাজিয়া ।

১৬০

সিতানে পৈতানে পাঞ্জারে বসিল্ ভিড়িয়া ॥

জখন মএনা বুড়ি তিন জন জমক দেখিল ।

করুনা করি বুড়ি মএনা কান্দিতে নাগিল ॥

দুই জন বান্দিক নিলেক সঙ্গে করিয়া ।

সোয়ামির পালঙ্ক নাগি জাএছে চলিয়া ॥

১৬৫

সোয়ামির চরন ধরি মএনা কান্দিতে নাগিল ॥

আইস আইস প্রানপতি ভিতর অন্দর জাই ।

আমার শরিলের অমর গিয়ান কিঞ্চিৎ তোমাক শিখাই ।

স্ত্রী পুরুসে বুদ্ধি কৈরে জমের হাত এড়াই ॥

রাজা বলে শুন মএনা মএনামন্তি বাই ।

১৭০

এমনি জদি আমার জাহান জায় মোগ ছাড়িয়া ।

তবু মাইয়ার গিয়ান না নিমু শিখিয়া ॥

আইজ জদি তোমার গিয়ান নেই শিখিয়া ।

- কাইলকে ডাকাবেন হামাক শিস্য বেটা বলিয়া ॥
 জখনে ধর্মি রাজা একথা বলিল । ১৭৫
 আপনার বান্দিক নিগি জমের হস্তে দিল ॥
 জাও জারে জম বেটা বান্দিক ধরিয়া ।
 আমার সোয়ামির জিউ আমার ঠে জা তুই খইরাত্ করিয়া ॥
 ওদিনে গ্যাল গোদা জম বান্দিক ধরিয়া ।
 ফের দিন আসিল্ জম চাইর ভাই সাজিয়া ॥ ১৮০
 পালঙ্কের চতুদ্দিগে বসিল্ ভিড়িয়া ।
 ধিয়ানের বুড়ি মএনা ধিয়ান করিল ।
 ধিয়ানেতে বুড়ি মএনা চাইর বন জমক দেখিল ।
 আপনার ভাই নিগি জমের হস্তে দিল ॥
 জা জারে জম বেটা তুই আমার ভাইকে ধরিয়া । ১৮৫
 আমার সোয়ামির জিউ জা আমার কাছে খইরাত্ করিয়া ॥
 ওদিনে গ্যাল গোদা জম ওয়ার ভাইকে ধরিয়া ।
 ফের দিনে আসিল গোদা পাচ ভাই সাজিয়া ॥
 পালঙ্কের চত্রুদিগে বসিল ভিড়িয়া ॥
 ধিয়ানের বুড়ি মএনা ধিয়ান করিল । ১৯০
 ধিয়ানেতে বুড়ি মএনা পাচ বন জমক দেখিল ।
 করুনা করি বুড়ি মএনা কান্দিতে নাগিল ॥
 এক জিবের বদল কত জিব দিলাম সাজেয়া ।
 আইজ আরো বেটা আইছে পাচ ভাই সাজিয়া ॥
 পাশ্শ্ টাকা নিলে মএনা অঞ্চলে বান্দিয়া । ১৯৫
 রাজার দরবারে জাএছে কান্দিয়া কাটিয়া ॥
 রাজার পালঙ্কক কাছে রুপস্থিত হৈল ।
 কান্দি কাটি জমক কথা বলিতে নাগিল ॥
 এক জিবের বদল কত জিব দিলাম সাজেয়া ।
 আইজ আরো আইস্ছেন বেটা পাচ ভাই সাজিয়া ॥ ২০০
 জম বোলে—থো মএনা তোর প্যাংটা এক দিক করিয়া ।

- মানিকচন্দ্র রাজার জিউ নিগাব বান্দিয়া ॥
 জখন গোদা জম একথা বলিল ।
 পতির চরন ধরি মএনা কান্দিতে নাগিল ॥
 আইস আইস প্রানপতি ভিতর অন্দর জাই । ২০৫
 আমার শরিলের অমর গিয়ান তোমাক শিখাই ।
 স্ত্রী পুরুসে বুদ্ধি করি জমের দায় এড়াই ॥
 রাজা বোলে—এমনি জদি আমার প্রান জায় ছাড়িয়া ।
 তবুতো মাইয়ার গিয়ান আমি না নিব শিখিয়া ॥
 জখানে ধর্ম্মরাজ একথা বলিল । ২১০
 করুনা করি বুড়ি মএনা কান্দিতে নাগিল ॥
 পাশ্শ টাকা নিগিয়া জমের হস্তে দিল ।
 পাশ্শ টাকা দিলাম বেটা তোক নাড়ু খাইবার ॥
 ঝা ঝা গোদা বেটা তুই পাশ্শ টাকা ধরিয়া ।
 আমার সোয়ামির জিউ আমার ঠে জা তুই খইরাত্ করিয়া ॥ ২১৫
 জখন গোদা জম টাকা দেখিল ।
 থর থর করি গোদা জম কাপিয়া উঠিল ॥
 য্যাক্কে ঞ্চাদে মএনার ধন ঞ্চাদেয়ে ফেলিল ।
 থর থর করি মএনা কাপিয়া উঠিল ।
 ক্রোদ্ধমান হএআ মএনা ক্রোদ্ধে জলি গেল ॥ * ২২০

* পাঠান্তর—

জখন মএনামতি জমকে দেখিল ।
 পাচটা গুয়া নেগি জমক ভোট দিল ॥
 সেউ বেলা গ্যাল জম গুয়াক ধরিয়া ।
 ফির বেলা আসিল্ হুই ভাই সাজিয়া ॥
 জখন মএনামতি জমক দেখিল ।
 জল থোয়া ঝাড়ি রাজার জমকে ভোট দিল ।
 হাতে ঝাড়ি নিয়া জমের ধর গমন করিল ॥

মহামন্ত্র গিয়ান নইল হুদএ জপিয়া ।
 চণ্ডি কালি রুদ্র হৈল কায়া বদলিয়া ॥
 তৈল পাটের খাড়া নিল হস্তে করিয়া ।
 মার মার করি জমক নিগায় পিট্টিয়া ॥

ফির বেলা আসিল জমের ঘর চাইর ভাই সাজিয়া ।
 এই বাব তোর ধম্মি রাজাক না জামু ছাড়িয়া ॥
 জখন মএনামতি জমকে দেখিল ।
 রাজার থাকিবার পালঙ্ক জমক ভেটি দিল ॥
 পালঙ্ক মাথাএ নিয়া জম গমন করিল ।
 জমপুরিতে জাএয়া জমের ঘর ভাবিতে নাগিল ॥
 এই মএনামতি গিয়ানে ডাঙ্গর ।
 কেমনে আনিব রাজাক জমপুরিব ভিতর ॥
 ফির বেলা জমের ঘর সাজিবার নাগিল ।
 আট জন জম সাজিয়া বেরাইল ॥
 সারা ঘাটা আসে জম দৈত্য দান হৈয়া ।
 এবার তোর ধম্মি রাজাক না জামু ছাড়িয়া ॥
 উলুক ভুলুক করে জমের ঘর ছুআরত আসিয়া ।
 এমন কারো সাদি নাই রাজাক নিয়া জায় বান্দিয়া ॥
 জখন মএনামতি জমকে দেখিল ।
 আপনার রাজার বান্দি নিগি জমক ভেটি দিল ॥
 বান্দি নগে নিয়া জমের ঘর গমন করিল ।
 জমপুরিতে জাএয়া জমের ঘর ভাবিবার নাগিল ॥
 সাজ সাজ বলি জমের ঘর সাজিবার নাগিল ॥
 সকল জন সাজি গ্যাল আবাল জমের বাড়ি ।
 আবাল জম বেরিয়া খাড়া হৈল মাটিত পৈল দাড়ি ॥
 সোল জন জম ভাওতো সাজিয়া ।
 নিশ্চয় করি ধম্মি রাজাক আইসন ধরিয়া ॥
 সোলজন জম তখন আসিল সাজিয়া ।
 এমন কারো সাদি নাই জে রাজাক নিয়া জায় বান্দিয়া ॥

প্রানের ভয়ে জম বেটা জায়তো পালাএয়া ।
 একখান ময়দানতে ডাহিনি মএনা আইল ফিরিয়া ॥
 সোয়ামির চরন ধরি মএনা কান্দিতে নাগিল ।
 এইতো জমক প্রানপতি খুইলাম পিড়িয়া ॥

জখন মএনামতি ধেয়ানত বসিল ।
 ধেয়ানের মএনামতি ধেয়ান করি চায় ।
 ধেয়ানের মধ্যে জমের নাগাল পায় ॥
 জখন মএনামতি জমক দেখিল ।
 আপনার পাটহস্তি জমক ভেটি দিল ।
 হস্তিত চড়ি জমের ঘর গমন করিল ।
 জমপুরিতে জাইয়া দরশন দিল ॥
 গোদা বলে আরে জমের ঘর কার প্রানে চাও ॥
 বারে বারে জাও মএনার মহলক নাগিয়া ।
 কি কারনে মহারাজাক না আইসেন ধরিয়া ॥
 কুড়ি জন জম জাওতো সাজিয়া ।
 এইবার রাজাক তোর না আইসেন ছাড়িয়া ॥
 কুড়ি জন জম আইসে দৈত্য দানা হৈয়া ।
 এই বার মএনা তোর সোয়ামিক না জামু ছাড়িয়া ॥
 ধেয়ানে মএনামতি ধেয়ান করি চায় ।
 ধেয়ানের মধ্যে জমকে নাগাল পায় ॥
 জম গুলা দেখিয়া মএনা ভয়ঙ্কর হৈল ।
 হাতের ইসারা দিয়া বান্দিক ডাকাইল ॥
 কি কর বান্দির বেটি কার প্রানে চাও ।
 বহুং গুলা জম আইস্ছে মহলক নাগিয়া ।
 এই বার তো ধম্মি রাজাক না জাইবে ছাড়িয়া ॥
 কি কর বান্দির বেটি কার প্রানে চাও ।
 চাইর খান নোয়ার খাড়া আনিয়া জোগাও ॥
 এক ঘড়ি ঠিক থাক বান্দির বেটি পাহারাত বসিয়া ।
 কত গুলা জম আইস্ছে মুই আদৌ দেখিয়া ॥

এখনো আইস প্রানপতি ভিতর অন্দর জাই ।
 আমার শরিলের গিয়ান তেমাকে শিখাই ॥ ২৩০
 স্ত্রী পুরুসে বুদ্ধি করি জমের দায় এড়াই ॥
 কান্দি কাটি বুড়ি মএনা বলিতে নাগিল ॥
 ডাঙ্গাত বসি জমের ঘর ভাবিতে নাগিল ॥
 গোদা বলে শোনেক দাদা আবাল প্রানের ভাই ।
 কি চাকরি দিলে বিধাতা ভোলা মহেশ্বর । ২৩৫
 মাইয়া হএয়া পিট্টিয়া আনলে ময়দানের উপর ॥
 এলায় জদি রাজার জিউ না নিজাই বান্দিয়া ।
 চাকরি খারিজ করবে বিধাতা পাটত বসিয়া ॥
 কি বুদ্ধি করি দাদা কিবা চরিত্তর ।
 কড়াটিকের বুদ্ধি নাই শরিলের ভিতর ॥ ২৪০
 মহাদেবের কাছে জাএয়া জমের ঘর দরশন দিল ।
 জোড়হস্ত হএয়া কথা বলিতে নাগিল ॥
 মহাদেব, অইত মএনা গেয়ানে ডাঙ্গর ।
 কেমন করি আইনবেন রাজাক জমপুরির ভিতর ॥
 বাওথুকরা জম জাও বাওনুরি হএয়া । ২৪৫
 চাইট্টা প্রদীপ রাজার ফ্যালান নিবিয়া ॥
 চাইর কলসি জল তার ফ্যালান ঢালিয়া ॥ *
 কোন জম জান বিড়াল রুপ্ত হইয়া ।

ওরুপ্ত খুইলে মএনা একতর করিয়া ।
 নান্নাকালি হৈল মএনা কারা বদলিয়া ॥
 চাইর হাতে চাইর খান খাড়া নইলে তুলিয়া ।
 জমের নধ্যত পৈল জাইয়া আলগ্চ্চিত্ দিয়া ।
 মার মার বলিয়া জমক নিগায় পিট্টিয়া ॥

* পাঠান্তর—

এক জম জাও বা ওনুরি রুপ্ত হএয়া ।
 কটিকের ভিড়া এ আছে গঙ্গাজল ফ্যালান ঢালিয়া ॥

জত জনে দাওআ খুইছে তুই ফ্যালান খাউয়া ॥	
নলুআ জম জা তুই ই নল ধরিয়া ।	২৫০
ইন্দিরার জল তুই ফ্যালাক চুসিয়া ।	
শেত কুয়ার জল চোসো ব্রহ্ম নল দিয়া ॥ *	
ছত্শন জম জা তুই ছত্শন হৈয়া ।	
বজ্জর তিরসা রাজাক মারো তুলিয়া ॥	
জল জল বলি রাজা উঠিবে কান্দিয়া ।	২৫৫
বুদ্ধি জম জাএয়া রাজাক বুদ্ধি দ্যাও শিখাইয়া ॥	
একশত বান্দি দাসি আছে মহলে বসিয়া ।	
তার হাতে জল খাবো না পালঙ্গে বসিয়া ॥	
হাতে ঝাড়ি নিয়া মএনা বাহিরে বেরাবে ।	
নিশ্চয় করি ধস্মি রাজাক জমপুরিত আনিবে ॥	২৬০
মরন তিরিশ ঘড়িকে নাগাইল । †	
জল জল বলিয়া রাজা কান্দিতে নাগিল ॥	
হাত ধরি ডাহিনি মএনা পাও ধরি তোর ।	
এক ঝাড়ি জল দিয়া প্রান রক্ষা কর ॥	
রাজার কান্দন দেখিয়া মএনার দয়া হৈল ।	২৬৫
সোনার ঝাড়ি নিয়া মএনা শেত কুয়ার পার গ্যাল ॥	

* পাঠান্তর—

এক জম জাও এন্দুর রুপ্ত হএয়া ।

শেত কুয়ার জল ফ্যালান মঃিয়া ॥

† এক পাঠে পাই—

লিশা জম জাএয়া রাজার গবে বসিল ।

গ্রীয়াসর্ন সাহেবের প্রকাশিত পাঠে পাই---

মরন তৃসা মারিল তুলিয়া ।

জল জল বলিয়া রাজা উঠিল কান্দিয়া ॥

জল খোআও খোআও ময়না সুন্দর ।

এক ঝাড়ি জল দিয়া প্রান রক্ষা কর ॥

ওখানেতে বুড়ি মএনা জল না পাই কান্দিতে নাগিল । *

ঐঠে হৈতে বুড়ি মএনা দলানে সন্দাইল ॥

ছাখেছে গঙ্গার জল ব্যাড়ায় ঢেঁ খাএয়া ।

কান্দি কাটি গেল মএনা রাজার পালঙ্গক নাগিয়া ॥

২৭০

ওহে প্রানপতি,—জম বেটা শেত কুয়া আর

ফটিকের জল ফেলাইছে চালিয়া ॥

এলায় জদি জল ভরিবার জাই আমি বৈতরনি নাগিয়া ।

এপাক দিয়া জম বেটা তোমার জিউ নিজাবে বান্দিয়া ॥

একশত বান্দি দাসি † আছে মহলর ভিতর ।

২৭৫

তার হাতে জল খাও রাজ রাজেশ্বর ॥

রাজা বোলে শোন মএনা আমি বলি তোরে ।

এমনি জদি আমার প্রান জায় চলিয়া ।

তবু বান্দির হাতের জল খাব না পালঙ্গে শুতিয়া ॥

* পাঠান্তর—

শেতকুয়ার জল ছাখে শেত কুয়াত নাই ।

ইন্দিরার জল ছাখে ইন্দিরাতে নাই ॥

দরিয়ার নাগি মএনা গমন করিল ।

দরিয়ার ঘাটে জাইয়া দরশন দিল ॥

† গ্রীয়াসর্ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে ‘রানী’ এবং পরবর্তী অংশে—

এক সত রানীর হস্তের জল আইসঠানি গোন্দায় ।

তোমার হাতে জল খাইলে বহু ভাগ্য হয় ॥

এলায় যদি আমি যাই জলক নাগিয়া ।

ঐত ভাড়ুয়া যম তোক লইয়া যাবে বান্দিয়া ।

রাজা বলে সুন ময়না বাক্য মোর ধর ।

তৈলপাঠের খাড়া থোও বিছানাত ফেলায়া ॥

যখন আসিবে ভাড়ুয়া যম দৈন্ত দানব হয় ॥

তৈলপাঠের খাড়া দিয়া ফেলানু কাটিয়া ॥

যেন মতে ময়নামতি হস্তে ঝাড়ি লৈল ।

হাঁচি জিটি বাধা বিস্তর পড়িল ॥

আইস আইস প্রানপতি ভিতর অন্দর জাই ।	২৮০
আমার শরিলের অমর গিয়ান তোমাকে শিখাই ॥	
জত জল চায়েন তত জল খাওআই ॥	
জল ভরিবার জাই জদি আমি বৈতরনি নাগিয়া ।	
এপাক দিয়া জম বেটা তোমার জিউ নিজাবে বান্দিয়া ॥	
তবু আরো মহারাজ কান্দিতে নাগিল ।	২৮৫
রাজার কান্দন দেখি মএনার দয়া হৈল ॥	
সোনার ঝাড়ি নিলে মএনা হস্তে করিয়া ।	
জল ভরিবার জায় মএনা বৈতরনি নাগিয়া ॥	
আজপুরি ছাড়িয়া মএনা আস্তাএ পাও দিল ।	
খানিক খানিক করি জমের ঘর কাছাইতে নাগিল ॥	২৯০
রাজার পালঙ্ক জম বসিল ভিড়িয়া ।	
ভগবানের হুকুম রাজাক দিলেক শুনাইয়া ॥	
বিদাতার তলপ চিঠি আনছোঁ বান্দিয়া ।	
আইজ তোমার জিউ আমরা নিগাব বান্দিয়া ॥	
জখন গোদা জম একথা বলিল ।	২৯৫
কান্দি কাটি জমকে কথা বলিতে নাগিল ॥	
এক দণ্ড থাকরে জম ধৈরন ধরিয়া ।	
আমার মএনা জল ভরিবার গেইছে বৈতরনি নাগিয়া ॥	
এক ঝাড়ি জল খাবে সন্তোস করিয়া ।	
তার পর জম আমাক নিজাইস বান্দিয়া ॥	৩০০
জম বোলে শুন রাজা বচনে মোর হিয়া ।	
জত জল খায়েন খোআব আমি বৈতরনি নিগিয়া ।	

ঘেন বাড়ি ময়নামতি চতুরার বাহির হইল ।

সাত দিয়া সাত জনা গর্জিয়া সোন্দাইল ॥

চামের দড়া দিয়া বান্দিল ।

লোহার মুদগর দিয়া ডাঙ্গাইবার লাগিল ॥

একথা বলিয়া জম কোন কাজ করিল ।
 লোহার মুদগর নিলে জম হস্তে করিয়া ॥
 চামের দড়ি দিয়া জম বান্দিলে ভিড়িয়া । ৩০৫
 বার মোকামে বার ডান্স দিল মুগ্ধর তুলিয়া ॥
 মরনশুরি দিয়া রাজাক দুই ডান্স দিল ।
 রাজার জিউ গোদা জম লাংটিত বান্দি নিল ॥
 রাজার জিউ নিল লাংটিত বান্দিয়া ।
 সোনার ভোমরা হৈল জম কায়া বদলিয়া ॥ ৩১০
 সোনার ভোমরা হৈল জম কায়া বদলিয়া ।
 জমপুরি নাগিয়া জম জাএছে চলিয়া ॥
 জে ঘাটতে জল ভরে মএনা হাটমুণ্ড হৈয়া ।
 মাথার উপর দিয়া জিউ নিগ্যাল বান্দিয়া ॥
 চাক্খসে গাঙ্গি জমক দেখিল । ৩১৫
 মএনার তরে একথা গাঙ্গি বলিতে নাগিল ॥
 ওগো মা !—জার জন্মে জল ভরো তুমি হাটমুণ্ড হৈয়া ।
 সে তোর ছুলাল সোয়ামি গ্যাল পার হৈয়া ॥ *

* পাঠান্তর—

দরিয়ার নাগি মএনা গমন করিল ।
 দরিয়ার ঘাটে জাইয়া দরশন দিল ॥
 জল ভরিয়া মএনা ডাঙ্গাএ উঠিল ॥
 সত্যে ছিল গঙ্গা মাতা সত্যে ছিল ভাও ।
 নরদেহা হৈয়া গঙ্গা মাতা কারে পঞ্চ রাও ॥
 গঙ্গা বোলে শুন মএনা কার পানে চাও ।
 কার বাদে জল ভরি নিজাও বিরসে ভরিয়া ।
 জে তোরে রসিয়া কানাই পালাইছে ছাড়িয়া ॥
 জখন মএনামতি এ কথা শুনিল ।
 ঐষ্টিকোনা মএনামতি ধেয়ানত বসিল ॥

জ্যান কালে বুড়ি মএনা একথা শুনিল ।
 সোনার ঝাড়ি ডাঙ্গি মএনা কপালে ভাঙ্গিল ॥ ৩২০
 শিশের সিন্দুর হাতের শাখা মৈলান দেখিল ।
 কপালত চড়িয়া মএনা কান্দন জুড়িল ॥
 একটা রামের পল্লব হস্তে করিয়া ।
 সোয়ামি সোয়ামি বলিয়া চলিল কান্দিয়া ॥
 আপনার মহলক নাগি গমন করিল ॥ ৩২৫
 মানিকচন্দ্র রাজার জ্ঞাত সকল আনিল ডাক দিয়া ।
 এক দণ্ড থাক আমার সামি আশুরিয়া ॥
 ডাহিনি মএনা জাই আমি জমপুরি নাগিয়া ।
 ঘাটাএ পথে নাগাল পাইলে জিউ আনি ছিনিয়া ॥
 জ্ঞাত সকল রাজাক থাকলো আশুরিয়া । ৩৩০
 ডাহিনী মএনা জাএছে তবে জমপুরি নাগিয়া ॥

আপনার মহলে আসি দরশন দিল ।
 একশত রানি রাজার কান্দন জুড়িল ॥
 চরনে ধরিয়া মএনার কান্দন জুড়িল ॥
 হেমাই পাত্র বলি মএনা ডাকিবার নাগিল ।
 ডাক মধ্যে হেমাই পাত্র দরশন দিল ॥
 মএনা বলে শুন হেমাই কার পানে চাও ।
 জত মোনে গিয়াস্তা আইস ধরিয়া ॥
 জখন হেমাই পাত্র এ কথা শুনিল ।
 জত মোনে গিয়াস্তা ডাকিয়া আনিল ॥
 গিয়াস্তার তরে মএনা বলিবার নাগিল ।
 কি কর গিয়াস্তা সকল কার পানে চাও ।
 সোকল গুলা থাকেন পহারা বান্দিয়া ।
 যাবৎ আইসেঁ। মএনামতি যমপুরিক দেখিয়া ॥
 পারেক জদি ধম্মি রাজাক আইসন ধরিয়া ॥

কতেক ছুর জাএয়া মএনা কতেক পন্ত পাইল ।

বৈতরনির ঘাটে জাএয়া রুপস্থিত হৈল ॥ *

মহামন্ত্র গিয়ান নৈল বুড়ি মএনা হৃদএ জপিয়া ।

সোনার ভোমরা হৈল কায়া বদলিয়া ॥

৩৩৫

* মতাস্তরে অতিরিক্ত পাঠ—

সেই জে ঘাটে ঘাটিয়াল শশান মশান ।

এইরূপে জদি জাই ঘাটকে নাগিয়া ।

দেখিলে সে শশান মশান জাইবে পালেরা ॥

মহামন্ত্র গিয়ান নিলে হৃদএ জপিয়া ।

বিভ্রা গোআলনি হৈল কায়া বদলিয়া ॥

দদির পসার নৈল মএনা মন্তকে করিয়া ।

ঘাটকে নাগিয়া মএনা জাএছে চলিয়া ॥

ঘাটের পারে জাএয়া মএনা রুপস্থিত হৈল ।

শশান মশান বলি ডাকাইতে নাগিল ॥

পার কররে ঘাটিয়াল বেটা ব্যালা জায় বৈয়া ।

দদি বেছাবার জাব আমি ওপার নাগিয়া ॥

শশান বলে শোন দাদা মশান প্রানের ভাই ।

এলায় জে নন্দ গোআলের মাইয়া খুইনু পার করিয়া ।

এ কোনঠাকার গোআলনি আসিল্ ঘাটকে নাগিয়া ॥

দাদা ও গোআলনি নয় গোআলনি নয় মএনার চক্র ।

মায়া করি ছলিবার আইছে ঘাটের উপর ॥

নৌকা খান খুই জলেতে লুকিয়া ।

আপনার মহলক নাগিয়া জাই পালাইয়া ॥

এখন নৌকা খুইল জলেতে লুকাইয়া ।

আপনার মহলক গেল পালাইয়া ॥

ত্রৈখানতে বুড়ি মএনা ধিয়ান করিল ।

ধিয়ানতে বুড়ি মএনা পলানের লাগ্য পাইল ॥

উড়াও দিয়া বুড়ি মএনা ওপারে পড়িল ।
 ওপারেতে জাএয়া বুড়ি মএনা বুদ্ধি আলয় হৈল ॥ *
 জিউ নিগিয়া জম বেটা আছেত বসিয়া ।
 হান কালে বুড়ি মএনা গ্যাল চলিয়া ॥

* গ্রীয়াস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে আনরা পাই—

যমালয় লাগিয়া ময়না চলিল হাঁটিয়া ।
 নদীর পারে ময়নামতি গেল চলিয়া ॥
 নদী দেখিয়া ময়না ভয়ঙ্কর হইল ।
 ছয় মাস ওসার নদী বছরত পড়ে খেওরা ।
 এক এক চেউ উঠে পর্বতের চূড়া ॥
 বিধি আমার দুঃখের কপাল । যেমন বিন্দার গোপাল ॥
 ভাঙ্গা নৌকা ছিড়া কাছি গুরু কেমনে হবে পাড় ॥
 যদি আমার গুরু সহায় থাকে ॥
 ধরম হাইল ধরে, ভাঙ্গা নৌকা ছিড়া কাছি
 গুরু লাইগাব কিরানে ॥ ধুয়া ॥
 পরিধানের সাড়ী অর্দ্ধখান ময়নামতী দিল জলত বিছায়া ।
 যোগ আসন ধরিল ময়না ধরম সরন করিয়া ॥
 তুড়ু তুড়ু করিয়া ময়না হুক্কার ছাড়িল ।
 ছয় মাসের দরিয়া ছয় দণ্ডে পার হইল ॥
 যমপুরি লাগিয়া চলিল হাঁটিয়া ।

অপর একটা পাঠে পাওয়া যায়—

পার হৈয়া মএনামতি পাইয়া গেল কুল ।
 ঝাড়িয়া বান্দে মএনা মন্তকের চুল ॥

মতান্তরে অতিরিক্ত পাঠ—

মএনা বোলে জয় বিধি কশ্মের বৌঝ ফল ।
 এইরূপে জদি জাই আমি জমপুরি নাগিয়া ।
 আমাক দেখিয়া জম বেটা জাইবে পালেয়া ॥
 মহামন্ত্র গিয়ান নিল বুড়ি মএনা হৃদয়ে জপিয়া ।
 বিছায়া ব্রাহ্মনি হৈল কায়া বদলিয়া ॥

জমপুরিতে জাএয়া মএনা পাতি গেল ধুম ।
 জত জমের ঘরে উঠিল মাথার বিস কারও উঠিল ঘুম ॥
 ওঝা বৈদ্য হৈয়া কেহ ঝাড়িবার নাগিল ।
 ঔসধ করিবার আলে জম জন জন পালাইল ॥

৩৪০

পাঞ্জি পুস্তক নিলেক ঝোলঙ্গা ভরিয়া ।
 বামনির রূপে জাএছে মএনা জমপুরি নাগিয়া ॥
 জখন জম বামনিক দেখিল ।
 হাতে মাথে জম বেটা চমকিয়া উঠিল ॥
 জমপুরিতে নরলোক না আইসে চলিয়া ।
 আইজ ক্যান কোনঠাকার বামনি আসিল সাজিয়া ॥
 এখন জমের ঘর জিজ্ঞাস করিতেছে—ওগো বৃধুমাতা ।
 তুমি কোথায় জাও চলিয়া ॥
 কি কারণে আসিলেন আগার জমপুরি নাগিয়া ॥
 বামনি বলে শুনরে জম জমের নন্দন ।
 আমিতো বিহুয়া বামনি গননা করিবার গেছিলাম বিলাতক নাগিয়া ।
 ঘুলা নাগি আসিলাম তোমার জমপুরিক নাগিয়া ।
 কিছু ভিক্খা ছাও আমি জাই চলিয়া ॥
 স্তবুদ্ধ ছিল জমের কুবোধ নাগাল পাইল ।
 দশার গননা বামনির কাছে শুনিবার চাইল ॥
 একটু গননা শুনান পুস্তক হাতে নিয়া ।
 কিছু করি ভিক্খা দিব জান চলিয়া ॥

তখন মএনা করিল কি ;—

শুব শুব বলি পাঞ্জি বাহের করিল টান দিয়া ।
 আপনি ধম্মের পাঞ্জি বোলে রাও দিয়া ॥
 প্রথমে গনিল জত সগ্গর তারা ।
 তার পরতে গনিল জত পাতালের বাল ।
 তার পরতে গনিল জত বৃক্খের পাত ।
 অবশেষে গনিল মএনা ভরন হাড়ির ভাত ॥
 গনিতে গনিতে মএনা এক ছফর করিল ।
 জমের কথা বলিতে নাগিল ॥

হাতের দোআদশ নাগি ছুঙ্কার ছাড়িল ।
 ডাক মধ্যে দোআদশ আসিয়া খাড়া হৈল ॥ *
 চামের দড়ি দিয়া গোদা জমক ভিড়িয়া বান্দিলা ।
 নোহার মুদগর দিয়া জমক ডাঙ্গাইতে নাগিল ॥

৩৪৫

রে জম বেটা তোনার বড় গুজব দেখিতেছি ।
 নানিকচন্দ্রর রাজার জিউ আনছেন বান্দিয়া ।
 সে ডাহিনি মএনা আসিছে তোনার জমপুরি নাগিয়া ॥
 জখনে গোদা জম মএনার নাম শুনিল ।
 হাতে মাথে গোদা জম কাপিয়া উঠিল ॥

* পাঠান্তর—

মএনা বোলে ওরে আবাল জম তুমি কার প্রানে চাও ।
 ভয় না খাও তুমি প্রানে না খাও ডর ।
 আমি মএনা থাকিতে ভয় কর কি কারণ ॥
 আমার সোআমিক ক্যানে আনলেন জমপুরি নাগিয়া ।
 শিখ্রগতি আমার সোআমিক ছাওতো আনিয়া ॥
 জদি বলেন আমার সোআমিক হোরা না দিবেন আনিয়া
 জত মোনে জমক আমি ফ্যালাব মারিয়া ;
 শিখ্রগতি সোআমিক আমার ছাওতো আনিয়া ।
 আবাল বোলে শুন মএনা কার প্রানে চাও ॥
 একটা হাটের জিউ জত মুই ছাওতো দেখাইয়া ।
 কুষ্ঠি হয় তোমার সোআমির জিউ নিজাও ধরিয়া ॥
 এ গলি ও গলি মএনা বেড়ায় দেখিয়া ।
 তবুও রাজার জান না পাইল খুজিয়া ॥
 জখন মএনামতি রাজাক না দেখিল ।
 দেখিতে দেখিতে মএনা বান্দির নাগাল পাইল ॥
 বান্দির গলা ধরি কান্দন জুড়িল ॥
 দেখিতে দেখিতে মএনা পাটহস্তির নাগাল পাইল ।
 পাটহস্তির গলা ধরি কান্দন জুড়িল ॥
 জখন মএনামতি রাজাক না দেখিল ।

এক জিবের বদল কত জিব দিলাম সাজেয়া ।
 তবুও আমার সোআমির জিউ আনছিস বান্দিয়া ॥
 কোন্দ হএয়া বুড়ি মএনা ডাঙ্গাইতে নাগিল ।
 মাও দায় দিয়া কবুল করিল ॥

৩৫০

গোদা জমক ধরি মএনা মারিবার নাগিল ।
 মাইর ধৈর খাইয়া জম মাও দায় দিল ॥
 গোদা বোলে শুন মা জননি লক্ষ্মি রাই ।
 চল দেখি চলি জাই শিবের বরাবর ।
 জদি কালে হুকুম করে ভোলা মহেশ্বর ॥
 তবে জে ধরি জাও তোমার সোআমিক আপনার মহল ॥
 ওঠে থাকি হৈল মএনার হরসিত মন ।
 শিবের সাকুখাং জাইয়া দিল দরশন ॥
 শিব বোলে শুন মএনা বাক্য আমার শ্রাও ।
 তুমি জ্যামন আইস্ছ আমার জমপুরিক নাগিয়া ।
 এই মত নরলোক আসিবে সাজিয়া ॥
 আপনা আপনি জিউ নি জাইবে ফিরিয়া ॥
 পেষ্ঠি জুথিয়া আইয়ত জাগা না আর পাবে ।
 তালুকে তালুকে এ হাট বসিবে ॥
 একটা কথা বলি মা তোর বরাবর ।
 মানেন কি না মানেন বলি তোরে মএনা সুন্দর ॥
 একটা আশিক্বাদ দেই মা তোর বরাবর ।
 মানেন কি না মানেন বলি তোরে মএনা সুন্দর ॥
 মএনা বোলে প্রভু কি আশিক্বাদ দিবেন আমার বরাবর ।
 শিব বোলে শুন মএনা বাক্য আমার শ্রাও ।
 এই আশিক্বাদ আমি দিবার চাই তোর বরাবর ॥
 নও মাসিয়া ছেলে হইবে তোর হিদের ভিতর ।
 তাকে নৈয়া তুই রাজ্য করবু পাটের উপর ॥
 মানিকচন্দ্র মরি গেল গোপিচন্দ্র হবে ।
 নাম কলম লিথিয়া দিহু জমপুরির ভিতর ।
 শিব বোলে শুন মএনা সেও ছেইলার কথা তুমি মোর ঠে শ্রাও শুনিয়া ।

আর না ডাঙ্গাইস আমাক বিস্তর করিয়া ।
 আইস আইস জাই জমের বাজারত নাগিয়া ॥
 কোন্টা হইছে তোর সামির জিউ নেইক চিনিয়া ॥
 জমক ধরি ডাহিনি মএনা জমের বাজার গালা । ৩৫৫
 হস্তি ঘোড়া দেখি মএনা কান্দিতে নাগিল ॥
 আমার সামির বদল হস্তি ঘোড়া দিলাম সাজেয়া ।
 তবু ও আমার সামির জিউ আনলু বান্দিয়া ॥
 এই গলি হৈতে মএনা ওগলি গেল ।
 ভাই বান্দিকে দেখি মএনা কান্দিতে নাগিল ॥ ৩৬০
 আপনার বান্দি ভাইকে দিলাম সাজেয়া ।
 তবুও আমার সামির জিউ বেটা গোদা আনলেক বান্দিয়া ॥
 সৈন্য সেনার গলা ধরি মএনা কান্দিতে নাগিল ।
 হাত হস্কিয়া গোদা জম পলায়ন হৈল ॥
 আপনার মহালে গোদা জম গেল পালেয়া । ৩৬৫
 জমরানিকে গোদা ছাএছে বলিয়া ॥

আঠার বছর জনম উনিশে মরন ।
 শিষ্যগতি গুরু ভজে জ্যান ঐ হাড়ির চরন ॥
 একিকালে তোর পুত্রের না হবে মরন ।
 মএনা বোলে শুন শিব ঠাকুর বলি নিবেদন ।
 এইত আবাল জমক মুই না দিমু ছাড়িরা ।
 জদি কালে ছাইলা হয় আমার বরাবর ।
 তবু নি আসিবে তোনার জমপুরির ভিতর ॥
 জদি কালে ছাইলা না হয় আমার বরাবর ।
 সোআমির নগতে জমক পাঠামো জমের ঘর ॥
 হস্ত গলায় গোদা জমক ফ্যালাইল বান্দিয়া ।
 আপনার মহলক নাগি চলিল হাটিয়া ॥
 আপনার মহলে মএনা দরশন দিল ।
 হেমাই পাত্র বলি মএনা ডাকিবার নাগিল ॥

হাত ধরি জমরানি পাও ধরি তোর ।
 তোমার ধম্মের দোহাই নাগে আমার প্রাণ রক্ষা কর ॥
 মানিকচন্দ্র রাজার জিউ আমি আনছি বান্দিয়া ।
 ডাহিনি মএনা^৩ধরিবার কারন আইছে জমপুরি নাগিয়া ॥ ৩৭০
 ক্যানে জম কান্দিস জংলানি করিয়া ।
 বিলাদ হৈতে যদি আচ্ছিস চলিয়া ॥
 এক কল্কি তামু জদি আমি নাই দেই সাজেয়া ।
 তার জন্তে মারছিস আমাক নোহার মুদগর দিয়া ॥
 তার সাজা দেউক এখন ডাহিনি মএনা আসিয়া ॥ ৩৭৫
 তবু আরো গোদা জম কান্দিতে নাগিল ।
 গোদার কান্দন দেখি জমরানির দয়া হৈল ॥
 বিছানার খ্যাড় দিয়া জমকে কোনা বাড়িত ঢাকিয়া রাখিল ॥
 জখন গোদা জম পলায়ন হৈল ।
 তখনে বুড়ি মএনা ধিয়ান করিল ॥ ৩৮০
 ধিয়ানতে বুড়ি মএনা জমক কোনাতে নাগাল পাইল ॥
 সৈন্যে সেনা হস্তি ঘোড়া রাখিলেক রাস্তায় ডাড়েয়া ।
 জংলানি রুপ্ত হৈল কায়া বদলিয়া ॥
 মায়া করি জাএছে গোদা জমের মহলক নাগিয়া ॥
 বৈন ভগ্নি বলি মএনা ডাকাইতে নাগিল । ৩৮৫
 কোনা বাড়ী থাকি জম কাপিতে নাগিল ॥
 এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল ॥
 গোদার স্ত্রি জমরানি বাহির বেরাইল ।
 জংলানি তরে কথা মএনা বলিতে নাগিল ॥
 ওগো দিদি—বালক কালে বাপ মায়ে বেছেয়া খাইছে অন্ন ঘরে । ৩৯০
 বৈনে বৈনে দেখা নাহি হয় এ ভব সংসারে ॥
 অবোধ কালে তোমার ভগ্নিপতি গেইছে মরিয়া ।
 গএনা পত্র নি বেড়াই আমি ঝোলঙ্গাত ভরিয়া ॥
 বৈনের মত মানুষ না পাই তাক দেই ফ্যালেয়া ॥

জখন জংলানি গএনার নাম শুনিল ।

৩৯৫

মএনাক নি গিয়া ভিতর আন্দরে আগিনাত বসিবার দিল ॥

জখন বুড়ি মএনা আগিনাত বসিল ।

ধিয়ানত গোদা জমক বিছানার খ্যাড়ত দেখিল ॥

মহামন্ত্র গিয়ান নিল হৃদএ জপিয়া ।

চ্যাম্পা বোড়া সাপ হৈল বুড়ি মএনা কায়া বদলিয়া ॥ *

৪০০

* গ্রীয়াসর্ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠ—

যেনমতে গোদা যম ময়নাকে দেখিল ।

আপনকার মহলক লাগিয়া এ দৌড় করিল ॥

আপনকার মহলে যায়া যবে লুকাইল ।

ত্রৈটে হইতে ময়নামতি দিসা হারা হইল ॥

ধেয়ানে ময়নামতি ধেয়ান কৈরে চায় ।

ধেয়ানের মধ্যে যরত লাগাল পায় ॥

ও রূপ খুইল ময়না একতর করিয়া ।

মাইলানী রূপ হইল মুরত বদলাইয়া ॥

গোদার মহলে চলিল হাঁটিয়া ॥

গোদা গোদা বৈলে ময়না তুলিয়া ছাড়ে রাও ।

যেন মতে গোদা যম ময়নাক দেখিল ।

টাটি ভাঙ্গিয়া গোদা যম এ দৌড় করিল ॥

মার মার বলিয়া ময়না নি যায় পিট্টিয়া ।

এক সত হালুয়া হাল বয় নিধুয়া পাথারে ॥

হরিন বলিয়া যমক নি যায় পিট্টিয়া ।

ত্রৈটে হইতে গোদা যম দিসাহারা হইল ।

ইচলা মাছ হইয়ে দরিয়ায় ঝাপ দিল ॥

ধেয়ানে ময়নামতি ধেয়ান কৈরে চায় ।

ধেয়ানের মধ্যে ইচলার লাগাল পায় ॥

তুড়ু তুড়ু করিয়া ময়না হৃদ্যার ছাড়িল ।

বেয়াল্লিস ভইস হইল মুরত বদলাইয়া ।

ঐ দরিয়া ভইস পড়িল ঝম্প দিয়া ॥

চ্যাম্পা বোড়া হইয়া মএনা এক বান্দুপ দিল ।
 চটকি জাএয়া গোদা জমর যাড়তে বসিল ॥
 এন্দুর হৈয়া গোদা জম খালতে সোন্দাইল ।
 এঠে বুড়ি মএনা দিশাহারা হৈল ॥

খার খাইতে খাইতে বনক নি যায় পিটিয়া ।
 মধ্য দরিয়াত বনক ধরিল ঠাসিয়া ॥
 ঐত গোদা বন আটরা বজ্জর ।
 ডাইন পিড়ের দণ্ড ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দিল লড় ॥
 ঐটে হইতে গোদা বন দিসা হারা হইল ।
 ছেপলাঁ মংস হইয়া জলত ভাসিবার লাগিল ॥
 ও রূপ খুইল নয়না একতর করিয়া ।
 পানকাউড়ি বানোয়ার হইল মুরত বদলাইয়া ॥
 পাখার সাটতে নি যায় পিটিয়া ।
 মধ্য দরিয়া গোদা বনক ধরিল ঠোকাইয়া ॥
 ঐত গোদা বন আটরা বজ্জর ।
 ঢেকেয়া ফেলাইয়া মএনাক দিল লহড় ॥
 ঐটে হইতে গোদা বন কোন কাম করিল ।
 গচি মচ্ছ হয়া কদাত মিসাইল ॥
 ঐটে হইতে নয়নামতি ধেয়ান কৈরে চায় ।
 ধেয়ানের মধ্যে কদাত লাগাল পায় ॥
 তুড়ু তুড়ু করিয়া নয়না হুঙ্কার ছাড়িল ।
 রাজহাঁস হইয়া কাদ জারিতে জারিতে গোদা বনক নি যায় পিটিয়া ।
 মধ্য দরিয়াত গোদা বনক ধরিল ঠাসিয়া ॥
 ঢেকেয়া ফেলায়া নয়নামতিক পালাইল ছাড়িয়া ।
 ও রূপ খুইল গোদা বন একতর করিয়া ॥
 যুগড়ির রূপ হইল মুরত বদলাইয়া ।
 পাতালক লাগিয়া গেল চলিয়া ॥
 পাতালক বায়া মোচড়ায় বন দাড়ি ।
 এখন কি চিনিবে মোক নয়নামতি সালী ॥

ধিয়ানের বুড়ি মএনা ধিয়ান করিল ।
 ধিয়ানতে বুড়ি মএনা এন্দুরের লাগ্য পাইল ॥
 মহামন্ত্র গিয়ান নিল বুড়ি মএনা রিদএ জুপিয়া ।
 লৈক্ক গোণ্ডা বার বিলই হৈল কায়া বদলিয়া ॥

ধেয়ানে ময়নামতি ধেয়ান কৈরে চায় ।
 ধেয়ানের মধ্যে ময়না যুগড়ির লাগাল পায় ॥
 ও রূপ খুইল ময়না একতর করিয়া ।
 তেলঙ্গা রূপ হইল ময়না মুকুত বদলাইয়া ।
 পাতাল ভুবনত নাগিয়া গেল চলিয়া ॥
 ত্রৈটে যায়া গোদা যমক ধরিল ঠাঁসিয়া ।
 ক্ষেনেক ক্ষেনেক করিয়া যমক উঠাইল টানিয়া ॥
 ও রূপ খুইল ময়না একতর করিয়া ।
 আপনার রূপ হইল মুকুত বদলাইয়া ॥
 উপর কৈরে ফেলিয়া যমক কিলিবার লাগিল ।
 কিলাইতে কিলাইতে হাত হাপসাইল ॥
 চিতর করিয়া ফেলাইয়া যমক নেদাবার লাগিল ॥
 ত্রৈত গোদা যম আঁটিয়া বজ্জর ।
 ঘড়ানী কৈতর হইয়ে সর্গে উড়ে গেল ॥
 সিকিরা বাজ হইল ময়না মুকুত বদলাইয়া ।
 আকাশ হইতে গোদা যমক ফেলাইল টালিয়া ॥
 ত্রৈটা হইতে গোদা যম দিসা হারা হইয়া ।
 সলেয়ার রূপ হইল মুকুত বদলাইয়া ॥
 কঠিয়া তেলীর বাঁড়ীক নাগিয়া গেল চলিয়া ।
 কঠিয়া তেলীর নাঁচাত থাকিল বসিয়া ॥
 ধেয়ানে ময়নামতী ধেয়ান কৈরে চায় ।
 ধেয়ানের মধ্যে সলেয়ার নাগাল পায় ॥
 ও রূপ খুইল ময়না একতর করিয়া ।
 বিলাই রূপ হইল ময়না মুকুত বদলাইয়া ॥
 এক বিলাইর বদলী বিয়াল্লিস বিলাই হইয়া ।
 কঠিয়া তেলীর ঘর লইল বেড়িয়া ॥

এক এক করি খালের এন্দুর জাএছে গিলিয়া ॥
 মুঞি জ্যাখন এন্দুর বেটাক ফ্যালানু গিলিয়া ।
 বাম গাল্‌সি দিয়া বেটা পড়িল হস্কিয়া ॥

৪১০

এক দণ্ড দুই দণ্ড তিন দণ্ড হইল ।
 স্ত্রবোধিয়া গোদা বনক কুবোধিয়া নাগাল পাইল ॥
 মাচা হইতে গোদা বনক মৃত্তিকায় নানাইল ।
 টরকিয়া যায় ময়নামতী গরদানত ধরিল ॥
 ঐত গোদা বন আঁটিয়া বহুজর ।
 আঙ্গলের সান্দি দিয়া উঠিয়া দিল লহড় ॥
 ও রূপ খুইল বন একতর করিয়া ।
 বৈষ্ণব রূপ হইল বন মুরত বদলাইয়া ॥
 কাকড়ার মাটিয়া লইল চন্দন করিয়া ।
 সাইলের ফল লইল মালা করিয়া ॥
 এণ্ডার ঠাল লইল আসা করিয়া ।
 সেবার বাড়ীক নাগিয়া গেল চলিয়া ॥
 যত বৈষ্ণবের মধ্যত রইল বসিয়া ॥
 ধয়ানে ময়নামতী ধয়ান কৈরে চায় ।
 ধয়ানের মধ্যে বৈষ্ণবের লাগান পায় ॥
 ও রূপ খুইল ময়না একতর করিয়া ।
 মৌমাছি হইল ময়না মুরত বদলাইয়া ॥
 এক মাছির বদনী বিয়াল্লিস নাছি হয় ।
 সেবার বাড়ীক নাগিয়া গেল চলিয়া ॥
 যত বৈষ্ণবের নাথার উপর বেড়ায় ঘুরিয়া ॥
 বৈষ্ণব সকল বলে ভাই সোন সমাচার ।
 কোন বৈষ্ণব অপরাধী আছেন সভার মাঝ ॥
 যেনমতে গোদা বন নাছি দেখিল ।
 বৈষ্ণবের কেঁথার তলত সন্দাইল ॥
 যেনমতে ময়নামতি সন্দান দেখিল ।
 উড়াও দিয়া বনের ঘাড়ত পড়িল ॥

কইতর হএয়া গোদা জম সগ্গে উড়াইল ।
 ওঠে মএনা বুড়ি দিশাহারা হৈল ॥
 মহামন্ত্র গিয়ান নিলে মএনা রিদএ জপিয়া ।
 লৈক্ক গোণ্ডা হাড়িয়া বাজ হৈল কায়া বদলিয়া ॥
 এক্কে টালে কৈতর বেটাক মিত্তিগ্গএ ক্যালাইল । ৪১৫
 সইস্থা হৈয়া গোদা জম ছুবুলায় লুকাইল ॥
 ওঠে বুড়ি মএনা দিশাহারা হৈল ।
 ধিয়ানের বুড়ি মএনা ধিয়ান করিল ।
 ধিয়ানতে মএনা বুড়ি সইস্থার লাগা পাইল ॥
 মহামন্ত্র গিয়ান নিলে রিদএ জপিয়া । ৪২০
 লৈক্ক গোণ্ডা ঘুঘু কৈতর হৈল কায়া বদলিয়া ॥
 এক এক করিয়া সইস্থা জাএছে গিলিয়া ।
 আবার বাম গাল্গিসি দিয়া গোদা পড়িল হস্কিয়া ॥
 ইচিলা মাছ হএয়া গোদা খারবাড়িত লুকাইল ।

নাচির কামড় সইবার না পারিয়া ।
 গোদা যম পানাইল ছাড়িয়া ॥
 মাছি রূপ থুইল ময়না একতর করিয়া ।
 আপনার রূপ হইল মুরত বদলাইয়া ॥
 ক্রৈত গোদা যমক ধরিল পিট্টিয়া ।
 এক পাঁজা এলুয়া খেড় আনিল উকড়িয়া ॥
 বান পুটি কুচনি পাকায় তেপথীত বসিয়া ।
 ময়নার কমড়ে যমের কমড়ে বান্দনে বান্দিয়া ॥
 হাতের হেমতালের লাঠি দিয়া নি বায় ডাঙ্গাইয়া ॥
 ময়না বলে সুন যম বলি নিবেদন ।
 আমার শ্রামী ধন দেও আর ছাড়িয়া ॥
 তোমার শ্রামী ধন আমি না দিব ছাড়িয়া ।
 ক্রৈটে হইতে ময়নামতি রোদন কৈরতে নাগিল ॥
 আমার পতি নাই ঘরে রে দীননাথ ।
 আমি কার লক্ষে রবরে নবিন বসতে ॥ ধুয়া ॥

ওঠে মএনা বুড়ি দিশাহারা হৈল ॥ ৪২৫
 ধিয়ানতে বুড়ি মএনা ধিয়ান করিল ।
 ধিয়ানতে বুড়ি মএনা ইচিলার লাগ্য পাইল ॥
 মুনিমন্ত্র গিয়ান নিলে রিদএ জপিয়া ।
 লৈক্ক গোণ্ডা মইস হৈল কায়া বদলিয়া ॥
 এগ্ এগ্ করি খার জাবুরাক জা এছে গিলিয়া । ৪৩০
 এই বার বেটা গোদাক ফালালু গিলিয়া ॥
 আবার বাম গাল্‌সি দিয়া গোদা পড়িল হস্কিয়া ॥
 বাম গাল্‌সি দিয়া গোদা হস্কিয়া পড়িল ।

তুড়ু তুড়ু করিয়া ময়না হুঙ্কার ছাড়িল ।
 যত মনিগনক হুঙ্কারে নামাইল ॥
 পুষ্পরথে গোরক বিছাধর ।
 ঢেকি বাহনে নামিল নারদ মনিবর ॥
 বাসারার পিটিত নামিল ভোলা মহেশ্বর ।
 ধনুক বানে নামি গেল সীরাম লক্ষন ॥
 পাঁচ ভাই পাণ্ডব নামিল ঠাঁই ঠাঁই ।
 যত সত মুনি নামিল তার লেখা বোঁথা নাট ॥
 নাথার চুল ময়না ছুঁই আপ করিয়া ।
 গোরকনাথের চরনত পড়িল ভজিয়া ॥
 রক্ষা কর রক্ষা কর গোরক বিছাধর ।
 আমার স্ত্রামি ধন আনিছে ধরিয়া ॥
 আমার সামি ধনক না দেয় ছাড়িয়া ।
 গোরকনাথ বলে সোন সোনাচার ॥
 যত মুনিগন পরামর্স করিয়া ।
 ময়নাক আসীর্বাদ দেয় ॥
 যা যা ময়না তোমাক দিলাম বর ।
 সাত মাসি ছেলে হোক উদরের ভিতর ॥
 যেন মতে মুনিগন আসীর্বাদ দিল !
 সোনার মত আছিল শরীর ক্রমে ভারি হইয়া গেল ॥

- পুটি মাছ হৈয়া গোদা দরিয়াত্ত চিলকিতে নাগিল ॥
ওঠে বুড়ি মএনা দিশাহারা হৈল ॥ ৪৩১
- মুনিমন্ত্র গিয়ান নিলে রিদএ জপিয়া ।
লৈক্ক গোপ্তা জটিয়া বক হৈল কায়া বদলিয়া ॥
এগ্ এগ্ করি পুটি মাছক ফালাছে গিলিয়া ॥
বাম গাল্‌সি দিয়া গোদা হস্কিয়া পড়িল ।
টোরা গছি মাছ হএয়া ভ্যারোতে সোন্দাইল ॥ ৪৪০
- ওঠে বুড়ি মএনা দিশাহারা হৈল ॥
ধিয়ানের বুড়ি মএনা ধিয়ান করিল ।
ধিয়ানেতে বুড়ি মএনা টোরা গছির লাগ্য পাইল ॥
মুনিমন্ত্র গিয়ান নৈল বুড়ি মএনা রিদএ জপিয়া ।
লৈক্ক গোপ্তা পানিকোড়ী বানোয়ার হৈল কায়া বদলিয়া ॥ ৪৪৫
- এগ্ এগ্ করি ভ্যারোত্ মাছক জাএছে গিলিয়া ॥
বাম গাল্‌সি দিয়া গোদা হস্কিয়া পড়িল ।
কুড়িয়া নাতুর বৈমব হএয়া ডাঙ্গাত উঠিল ॥
গায়ের মাংস গোদা জমের পড়েছে হস্কিয়া ।
সরা পচার গোন্দোতে জাএছে পালাএয়া ॥ ৪৫০
- ডালি ডালি মাছি জাএছে পাছোতে উড়িয়া ।
দুইটা আমের পল্লব নিছে দুই হস্তে করিয়া ॥
জাএছে এখন গোদা জম মাছি খ্যাদাইয়া ॥
ওঠে বুড়ি মএনা দিশাহারা হৈল ।
ধিয়ানের বুড়ি মএনা ধিয়ান করিল ॥ ৪৫৫
- খট্ খট্ করি বুড়ি মএনা হাসিয়া উঠিল ॥
ত্যামনিয়া বুড়ি মএনা এই নাও পাড়াবো ।
মাছি রূপে বেটা গোদাক আস্তায় ধরিব ॥
মুনিমন্ত্র গিয়ান নিলে মএনা রিদএ জপিয়া ।
চন চনিয়া মাছি হৈল দুইটা কায়া বদলিয়া ॥ ৪৬০
- চন চনিয়া মাছি হএয়া উড়াও করিল ।

আস্তার মধ্যে জাএয়া বেটার ঘাড়তে বসিল ।
 গায়ের রোমা গোদা জমের শিংরিয়া উঠিল ॥
 এতগুলো মাছি পড়ছে আমার গায়ে সোলাতে পাতল ।
 ইয়াও ক্যামন মাছি উড়ি পৈল বাইশ মোন পাথর ॥ ৪৬৫
 মাছি নয় মাছি নয় মএনার চক্কোর ।
 মায়া করি ধৈল্লৈ আমাক পথের উপর ॥
 জখনে গোদা জম মএনার নাম নিল ।
 নিজ মুক্তি ধারন করি জমক এ ধরিল ॥
 চামের দড়ি দিয়া বেটাক ভিড়িয়া বান্দিল । ৪৭০
 নোয়ার মুদগর দিয়া বেটাক ডাঙ্গাইতে নাগিল ॥
 বোড়ার নাগাম দিলে বেটার মুখখে তুলিয়া ।
 এক নক্ষ দিয়া গোদার পিঠেতে চড়িল ।
 নোয়ার মুদগর দিয়া ডাঙ্গাইতে নাগিল ॥
 এক ডাঙ্গ দুই ডাঙ্গ তিন ডাঙ্গ দিল । ৪৭৫
 মাও দায় দিয়া গোদা কান্দিতে নাগিল ॥
 আর না ডাঙ্গাইস মা মোগ্ বিস্তর করিয়া ।
 লাংটিত আছে তোর সোআমির জিউ দেওছোঁ হস্কিয়া ॥
 এক কোশ দুই কোশ তিন কোশ গ্যাল ।
 গুরু গুরু বলিয়া গোদা কান্দিতে নাগিল ॥ ৪৮০
 কৈল্লাস হোতে শিব গোরেকনাথ মধকে নামিল ।
 আস্তার মধ্যে ধরিয়া মএনাক বুঝাতে নাগিল ॥
 দ্যাবগন কএছে মএনাক—ওগো মা
 আমার গুলার লুকুমে রাজার জিউ আনলে বান্দিয়া ।
 এলায় জদি তোর সোআমির জিউ নিগাইস ছিনিয়া ॥ ৪৮৫
 এই মতো নর লোকে নিগাবে ছিনিয়া ॥
 একটি আশিববাদ দেই মা পতে আসিয়া ।
 তোমার সোআমির জিউ জা মা তুই খইরাত্ করিয়া ॥
 একটি সন্তান আছে মা তোর হিরিদের ভিতরে ।

তাহার অশিববাদ নিকি আমি দেই বিধাতার বরাবরে ॥ ৪৯০
নারদক নাগিয়া শিব গোরেকনাথ ছদ্মার ছাড়িল ।
ডাকমধ্যে নারদ মুনি আসিয়া হাজির হৈল ॥
গোদার বন্দন নারদ মুনি খালাস করি দিল ।
আপনার মহলক নাগি গোদা জম পলাইতে নাগিল ॥
এক খান দোলার মাঝে জাএয়া গোদা জম ভিড়িয়া বসিল । ৪৯৫
কাকড়া মইচ্চের খালোতে পাণ্ড করিল ॥
পাতালতে ছিল কাকড়া কাকড়ানী চম্কিয়া উঠিল ॥
কাকড়া বোলে শোন কাকড়ানী বচন মোর হিয়া ।
টুনিব্যং ঢ্যাচাইলো আমার খালোতে আসিয়া ॥
চল চল জাই সগ্গোক নাগিয়া ॥ ৫০০
পাতালর কাকড়া সগ্গোতে উঠিল ।
খালের মুখে জাএয়া গোদার টিক্রার নাগ্য পাইল ॥
ডাবুয়া দিয়া গোদার টিক্রা ধইলো চিম্টাইয়া ।
পাতালক নাগিয়া গোদাক নিগায় টানিয়া ॥
জাবৎ আরো গোদা নড়ে আর চড়ে । ৫০৫
ডাবুয়া দিয়া কাকড়া কাকড়ানী কচলে কচলে ধরে ॥

গোদা কএছে,—

হায় হায়রে বুড়ি শালি তুই গিয়ানে ডাঙ্গর ।
কাকড়া মইচ্চ হইয়া শালি টিক্রায় কাগড় ॥
জখনে গোদা জম একথা বলিল ।
কাকড়া কাকড়ানি পাতালে ভাবিতে নাগিল ॥ ৫১০
কাকড়া বলে শোন কাকড়ানি বচন মোর হিয়া ।
গোদা শালা আস্ছে আমার খালোতে নাগিয়া ॥
তেমনি কাকড়া মুনি এই নাও পাড়াবো ।
মানিকচান রাজার জিউ এইঠে ছিনিয়া নিব ॥
কচলান সবার না পারিয়া গোদা জম কান্দিতে নাগিল । ৫১৫
রাজার জিউ হস্কিয়া বাম হস্তে নিল ॥
গুরু গুরু বলি গোদা জম রোদন করিল ।

ধিয়ানের শিব গোরেকনাথ ধিয়ানে দেখিল ॥
 গোরেকনাথ বলে জয় বিধি কস্মের বোকাঁ ফল ।
 কাকড়া বেটা বৈরি হইছে খালের উপর ॥ ৫২০
 জখনে শিব গোরেকনাথ কাকড়ার নাম নিল ।
 পট্ করি কাকড়ার ডাবুয়া টিক্রায় ভাঙ্গি গেল ॥
 খালাস পাএয়া গোদা জম এ দৌড় ধরিল ॥
 আগে আগে জায় গোদা দৌড়িয়া দৌড়িয়া ।
 কাকড়ার ডাবুয়া জায় ঢুলানি খ্যালেয়া ॥ ৫২৫
 আপনার মহলক জাএয়া গোদা খাড়া হৈল ।
 জম রানির তরে গোদা বলিতে নাগিল ॥
 হাত ধরোঁ জম রানি পাও ধরোঁ তোর ।
 তোর ধস্মের দোহাই নাগে আমার হেউনালি কাটা খোল ॥
 গোদার কান্দন দেখিয়া জম রানির দয়া হৈল । ৫৩০
 আদুর হোতে টিকার চামড়া কাটিয়া নামাইল ॥
 আদুর হোতে টিকার চামড়া নামাইল কাটিয়া ।
 কাটা ঘাতে দিল জম রানি নুন জাময়র চিপিয়া ॥
 ঝালা সবার না পারি গোদা দরিয়া ঝাপ দিল ।
 দরিয়ার ছেবলাই মাছ কাটা ঘাত ঠোকাইতে নাগিল ॥ ৫৩৫
 গোদা বলে বুড়ি মএনা গিয়ানে ডাঙ্গর ।
 ছেবলাই মইচ্ছ হএয়া শালি মোর টিক্রায় কামড় ॥
 দরিয়া হৈতে গোদা জম ডাঙ্গাত উঠিল ।
 খ্যাড়াবাড়ি জাএয়া গোদা ভিড়িয়া বসিল ॥
 খ্যাড়াবাড়ির ফুক্টি গুনা বিন্দাইতে নাগিল । ৫৪০
 ভগবানের নিকট গোদা গমন করিল ॥
 মানিকচান রাজার জিউ দিলে দাখিল করিয়া ।
 আপনার মহলক নাগিয়া গোদা গ্যাল চলিয়া ॥
 গুরুর বাক্য নারদ মুনি ব্রথা না করিল ।
 আশিববাদের লিখন আনিয়া জোগাইল ॥ ৫৪৫

জখন ডাহিনি মএনা লিখন পাইল ।
 রক্থর ধরিয়া মএনা রক্থর চিনিল ॥
 লিখন পড়িয়া মএনা নামঞ্জুর হৈল ॥

মএনা বলিছে গুরু—

আঠারো জনম ছেইলার উনিশে মরন ।
 দোকলম করিয়া জদি ছায় বিধাতা পাঠত বসিয়া । ৫৫০
 তবে সে ডাহিনি মএনা জাবো ফিরিয়া ॥
 শিব গোরেকনাথ মএনাক বলিছে,—'ওগো মা
 বিধাতার কলম খণ্ডান না জায় ।
 ভাঙ্গা জোড়া দুইটি কস্ম বিধাতা করায় ॥
 আড়াই মাসের সন্তান আছে তোর গবেবর মাজারে । ৫৫৫
 তাহার আশিববাদ দেই দ্যাবগন পথের মাজারে ॥
 আঠারো জনম ছেইলার উনিশে মরন ।
 শিষ্য নেগি ভজাইস সিদ্ধা হাড়ির চরণ ॥
 ঐ সিদ্ধাক ভজাইলে তোমার ছেইলার না হবে মরন ॥
 জখন মএনামতি আশিববাদ পাইল । ৫৬০
 হস্তি ঘোড়া নিয়া মএনা আপনার মহলক গ্যাল ।
 আপনার মহলে মএনা দরশন দিল ।
 হেমাই পাত্র বলি মএনা ডাকিবার নাগিল ॥
 কি কর হেমাই পাত্র কার পানে চাও ।
 জত মোনে কিন্তনিয়াক আইস ধরিয়া । ৫৬৫
 সোআমিক শস্ করিব গঙ্গাক নিগিয়া ॥
 কি কর গিয়াস্তা সকল নিচন্তে বসিয়া ।
 দক্শিন দুআরি বাঙ্গলা ফালাও ভাঙ্গিয়া ।
 জত মোনে খুটা খড়ি নি জাও ধরিয়া ॥ *

* গ্রীয়াসর্ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই—

নও কড়া কড়ি নিল হস্তত করিয়া ।
 গঙ্গার কূলে গেল চলিয়া ॥

রাম খুড়া চন্দন খুড়া ব্যাল খুড়া ঝাও সাইঙ্গ নাগাএয়া ।

৫৭০

তিল সরিসা ত্যাল ঘি ঝাও কোডোরায় ভরিয়া ॥

রাজাক শস্ করিবার জাই গঙ্গাক নাগিয়া ।

চন্দন খুড়ার মছলি ঝাও তৈয়ার করিয়া ॥

নও কড়া কড়ি দিয়া মৃত্তিকা কিনি নিল ।

আপন মহলক লাগিয়া গমন করিল ॥

বুড়া বর ভাঙ্গিয়া বেগারি সাজাইল ।

সাইঙ্গে সাইঙ্গে খড়ী যাইতে লাগিল ॥

তৈল ঘৃত সরিসা তিল বাবার লাগিল ।

যত জ্ঞাতি সগ আনিল রাও দিয়া ॥

কাঁচা বাঁস কাটিয়া মছলি সাজাইল ॥

ধর্ম্ম রাজাক নিল মছলি সাজাইয়া ।

ময়নামতি চড়ে কওয়াইরক লাগাইয়া ॥

হরিগুন গান ময়না গাইবার লাগিল ।

সঙ্কীর্তন করিবার লাগিল নদীর পাহার লাগি গমন করিল ॥

উত্তর দক্ষিণে চিতা আরোপিল ।

খুটি গাড়িয়া মাচান পাতিল ॥

খুটির বগলে বগলে বসাইয়া গেল ঘৃতের হাড়ি ।

তার নিচে বসাইয়া গেল তৈলের হাড়ী ।

সরিসা তিল গুলা দিল ছিটাইয়া ॥

গুরু গুরু বলি ময়না হুকার ছাড়িল ।

সাক্ষাত গোরকনাথ আসিয়া খাড়া হইল ॥

রক্ষা কর রক্ষা কর গোরক বিছাধর ।

যাও যাও ময়না তোমাক দিলু বর ॥

নাথ মাসিয়া জার লাগিবে অনলের ভিতর ॥

কপাল ভর্তি সিন্দূর ময়না পরিতে লাগিল ।

পাটের সাড়ী ময়না পরিধান করিয়া ।

সুবন কাটারি আমের ঠাল নিল হস্তেতে করিয়া ।

উত্তর দক্ষিণে রাজাক নিল সোতাইয়া ॥

ময়নার ডাইন হস্তেতে রাজা সিতান দিল ।

সাইঙ্গ করিয়া আঁও রাজ্যাক কান্দে করিয়া ।
 শস্ করিবার জাই গঙ্গাক নাগিয়া ॥
 গঙ্গাক নাগিয়া জ্ঞাতা সকল গমন করিল ।
 গঙ্গার কুলে জাএয়া রূপস্থিত হৈল ॥

৫৭১

রাজার বান হস্ত ময়না সিতান দিল ॥
 একখান করিয়া খড়ী দিল নগরি ঘরে ঘরে ।
 আকাশ জমিনে খড়ী ঠেক লাগিল ॥
 চোয়া চন্দন ছিটাইল চন্দ্র সদাগর ।
 অনল লাগাইয়া দিতে নাই এক রতি ॥
 দুয়ারের আগত ছিল গুরু পারনের ঘর ।
 তাঁয় উকা তুলে দিল হস্তর উপর ॥
 যত জ্ঞাতা সকল এক হাড়ী জল দিয়া ।
 সাইঙ্গত করিয়া এক পাক দুই পাক পাঁচ পাক দিল ।
 হরিবোল বলিয়া অনল লাগাইয়া দিল ॥
 যত ঘড়ী ব্রহ্মা স্নতের বাস পাইল ।
 ধাঁ ধাঁ করিয়া অনল জ্বলিবার লাগিল ॥
 সাত দিন নও রাইত ময়না অনলের ভিতর ।
 পুড়িতে পোড়া না যায় পরিধানের কাপড় ॥
 ধর্ম্মি রাজাক পোড়াইয়া ময়না কোলাতে কৈল ছাই ।
 ক্রীত ময়না বৈসে আছে যেন ঘরের গোসাই ॥
 ধর্ম্মি রাজাক পোড়াইয়া সর্গে উঠিল ধুয়া ।
 বৈসে আছে ময়নামতি যেন কাঁচা সোনা ॥
 ছোট জ্ঞাতা উঠে বলে বড় জ্ঞাতা ভাই ।
 ফিক দেও ফিক দেও জ্ঞাতা সকল ॥
 ময়নামতী বৈসে আছে অনলের ভিতর ।
 ময়না বলে স্নন জ্ঞাতা সাত মাসী ছেলে আছে উদরের ভিতর ॥
 ফিক না দেন জ্ঞাতা সকল ॥
 ছোট জ্ঞাতা উঠে বলে বড় জ্ঞাতা ভাই ।
 চান্দ্রের বরাবর চল চলিয়া যাই ॥

জখন গিয়াস্তা সকল সংবাদ শুনিল ।
 ভারে ভারে খুটা খরি উঠাইবার নাগিল ॥
 মএনা বলে হায় বিধি মোর করমের ফল ॥
 পাচ নোটা গঙ্গার জলে রাজাক ছিনান করাইল ।
 ধৌত বস্ত্র রাজাক পরিধান করাইল ॥

৫৮০

ছোট হইতে জান তোরা চান্দ সদাগর ।
 কি জোয়াব দেয় আমার বরাবর ॥
 আগ ছুয়ারে সদাগর পসার খেলায় ।
 খেরকির ছয়ার দিয়া প্রনাম যোগায় ॥
 কেনে কেনে জ্ঞাস্তা সকল আইলা কি কারন ॥
 সাত দিন নও রাইত ময়না অনলের ভিতর ।
 তবু পোড়া নাই যায় ময়না স্তন্দর ॥
 ঐ ময়না পাইয়াছে গোরকনাথের বর ।
 আনলত পোড়া না যায় জলত না হয় তল ॥
 তিন ভূবন টলিয়া গেল না যায় যমের ঘর ।
 তাক মারিবার চাও জ্ঞাস্তা সকল ॥
 বাওয়ান কুটি কোচড়া পাকাও তেপথিত বসিয়া ।
 বাইস মোন পসান নেও সাইঙ্গ করিয়া ॥
 হলিয়া গুতিয়া নেও বাহের করিয়া ।
 বাইস মোন পাসান দেও বুকত বান্দিয়া ॥
 আঙ্গরার সমতে ময়নাক দেও বোল ভাসাইয়া ।
 ছিনান করিয়া যাও মহলত লাগিয়া ॥
 ঐ কথা সুনিয়া জ্ঞাস্তা না থাকিল রৈয়া ।
 বাইস মোন পাসান লৈল সাইঙ্গ করিয়া ॥
 ময়নামতিক বাহির করিল হলিয়া গুতিয়া ।
 বাইস মোন পাসান দিল বুকত বান্দিয়া ॥
 আঙ্গরার সামিল ময়নাক দিল ভাসাইয়া ।
 ছিনান করিয়া জ্ঞাস্তা গেল চলিয়া ॥

রাজাক নৈল জ্ঞাতা চৌতালে করিয়া ।
 কিন্তনিয়া জায় কিন্তন করিয়া ॥
 একটা রামের পল্লব মএনা হস্তে করিয়া ।
 সোআমির পাছে পাছে মএনা জাএছে চলিয়া ॥

৫৮৫

রাজার সংকার সংস্ঠ নিয়রূপ বর্ণনাও এক পাঠে পাওয়া যায়—

গঙ্গামাতা বলিয়া মএনা তুলিয়া ছাড়ে রাও ।
 বরে ছিল গঙ্গামাতা বাহিরে দিল পাও ॥
 কি কর গঙ্গা বহিন নিচন্তে বসিয়া ।
 মধ্য দরিয়াএ ছাও আমাক বালু চর করিয়া ॥
 জখন গঙ্গামাতা একথা শুনিল ।
 মধ্য দরিয়াত গঙ্গা বালু চর করি দিল ॥
 একইস কড়া কড়ি দি ভুঁই কিনি নিল ।
 চাইর দিকে চাইরটা গোজ গারিয়া ফেলিল ॥
 তত মোনে খুটা খরি গাথিয়া তুলিল ।
 হরি বোল বলিয়া রাজাক চিতাএ তুলি দিল ॥
 গিয়াস্তার তবে মএনা বলিতে নাগিল ।
 কেউ জ্যান ফিক্ ছায় না আনার শরিলের ভিতর ।
 নও মাসিয়া ছেইলা আছে আনার হিন্দের ভিতর ॥
 কেউ ফিক্ না দিবেন আনার শরিলটার উপর ॥
 সোআমির চরনে মএনা প্রনাম কারিয়া ।
 রাজার ডাইন দিকে মএনা রহিল শুইয়া ॥
 রাজার হস্ত দিয়া মএনা শিওর দিল ।
 মএনার হস্ত ফির রাজার সিতানে দিল ॥
 উপরত খুটা খরি গাথিয়া তুলিল ।
 হাড়ি হাড়ি তৈল থিউ ছিটিবার নাগিল ॥
 কি কর বামন সকল কার প্রানে চাও ।
 চিতা উছগ্গ তোমরা এই সময় করি ছাও ॥
 চিতা উছগ্গ করিয়া বামনের হরসিত মন ।
 কি কর গিয়াস্তা সকল নিচন্তে বসিয়া ।
 চতুদিকে আশুন ছাওতো নাগাএয়া ॥

রাজাক শস্ করিবার মএনা জাগা না পাইল ।
 জ্ঞাতার তরে কথা মএনা বলিতে নাগিল ॥
 আমার সোআমিকে নেই কোলাএ করিয়া ।
 গঙ্গার মধ্যে আমি থাকি দাড়াইয়া ॥
 কাট খুড়া ছাও চত্রুদিগে ফ্যালায়া ।
 সোআমিকে শস্ করি আমি গঙ্গাএ দাড়ায়া ॥

৫৯০

ধিক্ ধিক্ করিয়া আগুন উঠিল জলিয়া ॥
 সাত দিন নও রাইত মএনা আগুনের ভিতর ।
 পোড়া না জায় মাথার ক্যাশ পরিধানের কাপড় ॥
 মহারাজাক পুড়িয়া মএনা কোলাএ করিল ছাই ।
 মএনামতি বসিয়া আছে যেন ঘরের গোসাই ॥
 ছোট গিয়াস্তা উঠি বলে বড় গিয়াস্তা ভাই ।
 সাত দিন নও রাইত ভরি অন্ন নাহি খাই ॥
 খিদায় তিষ্ঠায় বড় ছক্খ পাই ॥
 ফিক্ দিয়া মএনামতিক বের কর টানিয়া ।
 বড় একটা কলস দেই ওর গলাত বান্দিয়া ॥
 দরিয়াত মএনামতিক দেই ভাসাইয়া ।
 ফিক্ দিয়া ফেলিয়া দেই দরিয়াত নাগিয়া ॥
 আঙ্গরা ভাসাইয়া জাব মহলক নাগিয়া ॥
 ফেক্ দিয়া ফ্যালায়া দিলে দরিয়ার মাঝারে ।
 দরিয়াতে পড়ি মএনা হাসে মনে মনে ॥
 মএনা বলে শুন গঙ্গা কার প্রানে চাও ।
 শূন্য করি ধবল বান ছাওতো তুলিয়া ।
 জত মোনে আঙ্গরাগিলা জাউক ভাসিয়া ॥
 কুঘাটে ডুবিল মএনা সূঘাটে উঠিল ।
 আনন্দে ধশ্মের নামে প্রনাম করিল ॥
 চাউলের পিণ্ড না পাইয়া মএনা বালুর পিণ্ড দিল ।
 আপনার সোআমির নামে প্রনাম করিল ॥
 হারিয়া কোনের ছাওআ জ্যান গর্জিতে নাগিল ।
 আইও বাবা বলিয়া মএনা কান্দিতে নাগিল ॥

মএনার বাক্য জ্ঞাতা সকল ত্রথা না করিল ।
 কাষ্ট খুড়া চত্রুদিগে ফ্যালায়া দিল ॥
 তিল সরিসা তৈল্ল ঘি দিল চুলিতে ফ্যালায়া । ৫৯৫
 আপনে ডাহিনি মএনা দিলে আনল নাগেয়া ॥
 বহ বহ করিয়া আনল উঠিল জলিয়া ॥
 কোলাতে পুড়েছে রাজাক সরগে উঠে ধুমা ।
 ব্রহ্মার ভেতর বসি থাকিল্ যেমন কাঞ্চা সোনা ॥
 কোলাতে পুড়িয়া রাজাক কোলাতে কৈল্ল ছাই । ৬০০
 ব্রহ্মার ভেতর বসি থাকল মএনা লোহার কলাই ॥
 কোলাএ পুড়িয়া মএনা আঙ্গার দিল ভাটি ।
 ব্রহ্মাএ বসিয়া থাকল জ্যান লোহার খাটি ॥
 দুখান একান করি খড়ি দিল চিতার উপর ।
 সাত দিন জলে আনল শিরের উপর ॥ ৬০৫
 রাজাকে শস্ করিয়া মএনা পাহাড়ে পাও দিল ।
 গুপিচন্দ্র রাজার জন্ম চুলির মাঝে হৈল ॥
 ছাইলাক দেখিয়া মএনা বড় খুসি হৈল ।
 গঙ্গাতে এক ডুব দিয়া ছেইলা কোলে নিল ॥
 হরি ধ্বনি দিয়া জ্ঞাতা সকল গমন করিল ॥ ৬১০
 মানিকচন্দ্র মরি গ্যাল গোপিচন্দ্র হৈল ।
 হেমাই পাত্র বলি মএনা ডাকিবার নাগিল ॥ *

* গ্রীষ্মাস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠ—

আঠার মাস আঠার দিন ময়নার গেল পুরিয়া ।
 ত্রৈত ধর্ম্ম রাজা করট ফিরিল ।
 মৈল্লাম মৈল্লাম বলিয়া ময়না কান্দিবার লাগিল ।
 থরুপা জ্ঞান ময়না মারিল তুলিয়া ।
 বাওয়ান কুটি কোচড়া ফেলাইল কাটিয়া ॥
 মৈল্লাম মৈল্লাম বলিয়া ময়না নিম তরু তলে উঠিল ।
 হাড়িয়া কোনে যেন দেওয়া গর্জিল ॥

কি কর হেমাই পাত্র কার পানে চাও ।
 শিব্রগতি সোনা দাইক আনিয়া জোগাও ॥
 জখন হেমাই পাত্র ছাইলাক দেখিল ।
 দেখিয়া হেমাই খুসি ভাল হৈল ॥
 সোনা দাইর বাড়ি নাগি গমন করিল ।
 সোনা দাইর বাড়ি জাএয়া দরশন দিল ॥

৬১৫

ফুলে জলে মহারাজ মৃত্তিকায় পড়িল ।
 ওঁয়া চৌরা করিয়া তিনি রাও কাড়িল ॥
 ছোট জ্ঞাস্তা উঠে বলে বড় জ্ঞাস্তা ভাই ।
 কিসের ছেলে কান্দে চল দেখিবার যাই ॥
 এক পায় ছুই পায় আইল চলিয়া ।
 ময়না বলে সুন জ্ঞাস্তা মোর বুদ্ধি ধর ॥
 বড় রাজার পালকী আন সাজাইয়া ।
 ছাওয়াল রাজাক নেও মহলক লাগিয়া ॥
 বড় যে পালকী আনাইল সাজাইয়া ।
 ধর্ম্ম রাজাক নইল পালকীত চড়াইয়া ॥
 ঢাক ঢোল তঘুরা কাঁসি বাজে ঠাই ঠাই ।
 করতাল ভেঁউড় মুচ্ছল বাজে ঠাই ঠাই ॥
 বন্দুকের ধুরা ধুরি ধুমায় অন্ধকার ।
 বাপে পুতক না চিনে ডাকা ডাকি সার ॥
 কাঙ্গালের ছেলে হইল রাজ্যের ভিতর ।
 অন্ন জল দিবার না পারে মহলের ভিতর ॥
 ফুলে জলে ফেলিয়া আইল তেপথির উপর ।
 উও ছেলেক নৈল ময়না কোলাত করিয়া ।
 মহলক লাগিয়া গেল চলিয়া ॥
 তোক বলো বান্দী বাক্য মোর ধর ।
 দাইয়ানির মহলক লাগিয়া গেল চলিয়া ।
 দাইয়ানিক আনিল ডাক দিয়া ॥

সোনা সোনা বলি হেমাই ডাকিতে নাগিল ।
 হেমাইকে বসিবার দিল দিব্য সিংগাসন । ৬২০
 কফুল তাম্বুল দিয়া জিগ্গায় বচন ॥
 ক্যানে ক্যানে হেমাই পাত্র হরসিত মন ।
 কি বাদে আসিলেন তার কণ্ড বিবরন ॥
 হেমাই কয় শুন সোনা করি নিবেদন ॥
 মানিকচন্দ্র মরি গ্যাল গোপিচন্দ্র হৈল । ৬২৫
 নাড়িছেদ করিতে সোনা শিশ্রুগতি চল ॥
 জখন সোনা দাই একথা শুনিল ।
 রাম ত্যাল বিষ্ণু ত্যাল ক্যাশেতে মাখিল ॥
 সোনার নও কড়া কড়ি ছায় অঞ্চলে বান্দিয়া ।
 গুআ খোআ বিশি নিলে কমরে বান্দিয়া ॥ ৬৩০
 সবনের খঞ্চনি নিলে খোপাএ গুঞ্জিয়া ।
 দরিয়াক নাগিয়া দাই চলিল হাটিয়া ॥
 দরিয়ার কুলে জাএয়া দরশন দিল ।
 তখন মএনামতি সোনা দাইক দেখিল ॥
 মুখত কাপড় দিয়া মএনা হাসিতে নাগিল । ৬৩৫
 ছাইলা দেখিয়া সোনা বড় আনন্দিত হৈল ॥
 কি কর হেমাই পাত্র কার পানে চাও ॥
 এক খান কলার নেউজ পাত আইস তো ধরিয়া ।
 নাড়িছেদ করব আমি এখানে বসিয়া ॥
 জখন হেমাই পাত্র একথা শুনিল । ৬৪০
 শিশ্রুগতি আনিয়া জোগাইল ॥

দোন ছেলার নাড়ি ছেদ করিল বসিয়া ।

যত কিছু দান দিল দাইমানিক লাগিয়া ।

দাইমানি গেল মহলক লাগিয়া ॥

লও কড়া কড়ি দিল পাতেত বিছিয়া ।
 তিন আঙ্গুল জুখিয়া রাজার নাড়িছেদ করিল ॥ *
 নাড়িছেদ করিয়া সোনার হরসিত মন ।
 দরিয়ার জল দিয়া করিল ছেনান ॥ ৬৪৫
 ছেনান করিয়া সোনা দাইর হরসিত মন ।
 হাসিয়া খেলিয়া দিলে মএনার কোলাত তুলিয়া ॥
 ছাইলা পাইয়া মএনার হরসিত মন ।
 আপনার মহলক নাগি করিল গমন ॥
 আগে আগে মএনামতি জাএছে চলিয়া । ৬৫০
 পাছে পাছে হেমাই পাত্র জাএছে চলিয়া ॥
 কতেক দুর জায় মএনা কতেক পশু পায় ।
 আর কত দুর জাএয়া আর এক ছাইলার পথে নাগাল পায় ॥
 রাজাক নিলে মএনা পিষ্ঠে করিয়া ।
 ছাইলাটাক নিলে মএনা কোলাত করিয়া ॥ ৬৫৫
 কাখে আর কোলে নিয়া গ্যাল চলিয়া ।
 আপনার মহলে জাএয়া মএনার হরসিত মন ॥
 তিন দিন অন্তরে রাজাক তিন কামান করিল ।
 চাইর দিন অন্তরে রাজার চতুর্থা করাইল ॥
 ব্রাহ্মন পঞ্চজন আনিয়া তার বেদ বিধি করাইল । ৬৬০
 আজি আজি কালি কালি দশ দিন হৈল ॥
 দশ দিন অন্তর রাজার দশা করিল । †

* পাঠান্তর—

আপনার মহলক নাগিয়া গমন করিল ।
 দাইয়ানিক ডাকায় নাড়ি ছ্যাদ করিল ॥
 পন্দর দিন অন্তর নাপিতক আনাইল ডাক দিয়া ।
 মস্তক খেউরি করিল রাজ পাটে বসিয়া ॥

+ গ্রীয়ার্দন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে আমরা পাই—

আজি আজি কালি কালি করিয়া সাত দিন হইল ।
 সাত দিন পর্যন্ত রাজা সাদিনা কোরাইল ॥

আজি কালি করিয়া ত্রিশ দিন পুরিল ॥

ত্রিশ দিন অন্তরে রাজার ক্রিয়া সুদু হৈল ।

জত মোনে জ্ঞাস্তা ভোজন করাইল ॥

৬৬৫

ক্রিয়া সুদু করিয়া মএনার হরসিত মন ।

রাজ্য করি খায় মএনা আপনার মহল ॥

আজি আজি কালি কালি ছয় মাস হৈল ।

ছয় মাস অন্তরে রাজার নাম কলম রাখিল ॥

মএনার গুরু শিব গোরেকনাথক আনলে ডাক দিয়া ।

৬৭০

গোপিচন্দ্র নাম খুইল পাটত বসিয়া ॥

বছরেকের ছেলে আমি রাজাই করাব ।

গুরুর পাঠালায়ে মহারাজাক সম্বলব করিব ॥

বিদ্যা পড়িয়া রাজার হরসিত মন ।

আপনার মহলক নাগি করিল গমন ॥

৬৭৫

আজি আজি কালি কালি করিয়া দস দিন হইল ।

দস দিন পরে রাজা এ দসা করিল ॥

ত্রিস দিনে রাজা ত্রিসা করিল, সংকীর্তন করিবার লাগিল ।

জ্ঞাস্তা সকল আসিয়া যজ্ঞ করিল ॥

যত জ্ঞাতি সকলক ভোজন করাইল ।

তদ ঘড়ি ময়নামতি মংস পরস করিল ॥

অতঃপর—

আজি আজি কালি কালি করিয়া এক বৎসর হইল ।

এক বৎসর বাদে এক দিন আসিল ॥

আজি কালি করিয়া পাঁচ বৎসর হইল ।

গুরুর নিকটে পড়িবার দিল ॥

চারি কলমে রাজাক লিখা সিখাইল ।

আজি কালী করিয়া সাত বৎসর হইল ।

নাম রাজার তখনই রাখিল ।

মানিকচন্দ্র রাজার বেটা গোপিচন্দ্র খুইল ॥

তাহার ছোট ভাইয়ের নাম খেতুয়া লক্ষেশ্বর ॥

সাত বছরকার বয়স হৈল পাটত বসিয়া ।
 এখন পাত্রি ছাথে বুড়ি মএনা ধিয়ানত বসিয়া ॥
 ধিয়ানত বসি মএনা পাত্রি দেখিল ।
 হরিচন্দ্র রাজার কণ্ঠা রত্ননাক পত্ননাক সতি দেখিল ॥
 নারদক নাগিয়া বুড়ি মএনা লক্ষ্যার ছাড়িল । ৬৮০
 ডাক মধ্যে নারদ মুনি আসিয়া হাজির হৈল ॥
 কিবা কর নারদ মুনি নিছন্তে বসিয়া ।
 হরিচন্দ্রর রাজার মহলক নাগি জাক চলিয়া ॥
 মএনার বাক্য নারদ মুনি ত্রথা না করিল ।
 হরিচন্দ্র রাজার মহলক নাগি গমন করিল ॥ ৬৮৫
 পাত্রি দেখিয়া আসি নারদ মুনি মএনাক বলিতে নাগিল ॥
 ভাল পাত্রি মএনা মাই আসিলাম দেখিয়া ।
 তোমার ছাইলাক বিবাও ছান পুষ্প সেঞেরা দিয়া ॥
 জখন বুড়ি মএনা একথা শুনিল ।
 একথা শুনিয়া মএনা বড় খুসি হৈল ॥ ৬৯০
 এক মঙ্গলবারে শুবাশুব বুঝিল ।
 ফের মঙ্গলবার দিনা দরগুআ করিল ॥
 ফের মঙ্গলবার দিনা বিবাহ সাজাইল ॥
 রত্ননাক বিবাও কৈল পত্ননাক পাইল দানে ।
 এক শত বান্দি পাইল ব্যাবারের কারনে ॥ * ৬৯৫

* ডাঃ গ্রীয়ার্সন ধৃত পাঠ—

আজি কালী করিয়া নও বৎসর হইল ।
 তখনি ময়নামতি কোন কাম করিল ॥
 গুরু ব্রাহ্মণের সাইফাত কথা বলিবার লাগিল ॥
 যা যা গুরু ব্রাহ্মণ বাক্য আমার লও ।
 হরিচন্দ্র রাজার কাছে সীঘ্র করিয়া যাও ॥
 তাব ঘরে আছে অত্ননা পত্ননা কণ্ঠা দুইজন ।
 তার আছে কণ্ঠা দুই জন মহলের ভিতর ।
 ঐ কণ্ঠা বুড়িয়া আইস বলিলাম তোমাং ॥

এখন রাজা রাজাই করে পাটত বসিয়া ।
 জত রাজার আইয়ত প্রজা গ্যাল মহালে চলিয়া ॥
 ছাইলাক পাট দিতে মএনার হরসিত মন ।
 নানা বাণ্ড ভাণ্ড করিল আরম্ভ ॥
 বন্দুকের জয় জয় ধোআয় অন্ধকার ।
 বাপে বেটায় চিনা না জায় ডাকা ডাকি সার ॥

৭০০

ঐ কথা সুনিয়া ব্রাহ্মন ঠাকুর না থাকিল রৈয়া ।
 হরিচন্দ্র রাজার বাড়ী গেল চলিয়া ॥
 হরিচন্দ্র রাজা বলিয়া তুলিয়া ছাড়ে রাও ।
 ঘরে ছিল হরিচন্দ্র রাজা বাহিরে দিলে পাও ॥
 পশ্চিম ঠাকুর বলিয়া করে প্রনাম ॥
 দিব্য সিংহাসন বসিবার দিল ।
 কর্পূর তাম্বুল দিয়া জিজ্ঞাসা করিল ॥
 কেনে কেনে গুরু ব্রাহ্মন এত ছর গমন ॥
 ময়না পাঠাইয়া দিল তোমার বরাবর ।
 তোমার ঘরে কত আছে অতুনা পতুনা ।
 তাক যুড়িবার চায় ময়না সুন্দর ॥
 ময়নার পুত্র আছে মহলের ভিতর ।
 তাকে বিয়া দিবার চায় ময়না সুন্দর ॥
 বা যা বলিয়া তাকে হুকুম দিল ।
 এ কথা সুনিয়া ব্রাহ্মন ময়নার মহলে গেল ॥
 ভারে লইল গুয়া সাইঙ্গে লইল পান ।
 গুয়া পান কাটিবার গেল ব্রাহ্মন পঞ্চ জন ।
 গুয়া পান কাটিয়া সুভাস্ত্রত বৃঞ্চিল ।
 বিবাহের দিন তখনই করিল ॥
 সনিবার দিনা ময়না অধিবাস দিল ।
 রবিবার দিনা বিবাহ করিবার সাজিল ॥
 পঞ্চ গাছি কলার গাছ হরিচন্দ্র রাজার মহলত গাড়িল ।
 সোনালী চালুন বাতি তখনই ধরাইল ॥

বার গছি গুআ রাজার ত্যার গাছি তাল ।
 তাহার তলে বৈসে দরবার আজার ছাওআল ॥
 পাট হস্তি নিলে মএনা সাজন করিয়া ।
 পাচ নোটা গল্পার জলে পাট সেনান করিয়া ॥ ৭০৫
 জখন পাটহস্তি রাজাক দেখিল ।
 সুর তুলিয়া হস্তি রাজাক প্রনাম করিল ॥
 জয়ধ্বনি দিয়া রাজাক পাটে বসাইল ॥
 দরবারে থাকিয়া রাজার হরসিত মন ।
 আপনার মহলের নাগি করিল গমন ॥ ৭১০

পঞ্চ বৈরাণী তখনই আনিল ডাক দিয়া ।
 উলু উলু সন্দ করিবার লাগিল ॥
 অহ্নাক দিয়া বিবাহ দিল পহ্নাক দিল দানে ।
 এক সত বান্দী দিলে ব্যাবহার কারনে ॥
 এক সত তালুক দিল দানে ধরিয়া ।
 এক সত হস্তি দিল দানে ধরিয়া ॥
 এক সত ঘোড়া দিল দানে ধরিয়া ।
 এক সত গাবি দিল দানে ধরিয়া ॥
 বিবাহ দিয়া রাজাক বিদায় দিল ।
 তখনই ময়নামতি যত রাজ্যের রাজাক নিমন্ত্রন করিল ॥
 সেইত ধর্ম্মি রাজা গোপীচন্দ্র পাট দিল ।

আর একটা পাঠ—

আজি আজি কালি কালি বার বছর হৈল ।
 বার বছর হৈল রাজার আপনার মহলে ॥
 ছাইলাক বিবা দিতে মএনা করি গ্যাল মন ।
 হেমাই পাত্র বলি তখন ডাকে ঘনে ঘন ॥
 কি কর হেমাই পাত্র নিচন্তে বসিয়া ।
 হরিশ্চন্দ্র রাজার বাড়ি নাগি জাওহে চলিয়া ॥
 উয়ার ঘরে কণ্ঠা আছে আইস দেখিয়া ॥
 জখন হেমাই পাত্র একথা শুনিল ।
 হরিশ্চন্দ্র রাজার বাড়ি নাগি গমন করিল ॥

জখন মএনামতি ছাইলাক দেখিল ।
 পাচ নোটা কুআর জলে ছিনান করিয়া ।
 পাক শালার ঘর নিলে পোস্কার করিয়া ॥
 এক ভাত পঞ্চাশ ব্যানন রন্ধন করিয়া ।
 সবনের খালে রন্ন দিলে পারশ করিয়া ॥
 আইস আইস জাদু রন্ন খাওসে আসিয়া ।
 রন্ন জল খাইলে রাজা বদন ভরিয়া ॥
 রন্ন জল খাইয়া রাজা মুকুখে দিলে পান ।
 মায় পুতে কয় কথা ভর পুন্নিমার চান ॥

৭১৫

হরিশ্চন্দ্রের বাড়ি জাইয়া দিল দরশন ॥
 বসিবার দিলে হেমাইক দিব্ব সিংগাসন ।
 কফুর তাখুল দিয়া জিগ্গায় বচন ॥
 হেমাই বোলে মহারাজা বলি নিবেদন ।
 তোমার ঘরে বোলে আছে কথা ছই জন ॥
 তে কারনে পাঠাইলে মোরে মএনা সুন্দর ।
 কি রাজা হইবে কও বিবরন ॥
 রাজা বোলে হেমাই তুমি বড় বুধুমান ।
 কিনি আন পান স্পারি কাট গুআ পান ॥
 গুআ পান কাটিয়া হেমাইর হরসিত মন ।
 মএনার সাক্‌খাতে গিয়া দিল দরশন ॥
 পাক পাড়িতে পাক পাড়িতে গুআ আইলে কাটিয়া ।
 আছিল ইধরের নিয়ম দিলেক জাচিয়া ॥
 বিআও হইয়া গেল রাজা দান পড়িবারে ।
 ছোট বইনকে দিল ব্যাভার কারনে ।
 রছনাক নাম খুইলে দাসি দিলে সনে ॥

রাজপাটে বসার পর কোনও মতে অতিরিক্ত পাঠ—

শঙ্খ চক্র গদা পদ চতুর্ভুজ ধারি ।
 পরিধান পিতাম্বর মুকুন্দ মুরারি ॥
 ধম্মি রাজা পাটত বসল বল হরি হরি ॥

বুবান খণ্ড

আপনার মহলে রাজা হরসিত মন ।
আপনার দরবার নাগি করিল গমন ॥
বসিল ধর্ম্মি রাজা সভার মাঝারে ।
চতুরদিক ঘিরি নিল বৈছ ত্রাশ্মনে ॥
মহারাজার গুরু আইল বামন সন্তিঘর । ৫
কবি গাইতে আইল রাজার ভাট ছুগ্গাবর ॥
বুঝাস্তোর কক্ষে বসিল হরি পুরন্দর ॥
হাতে পদ পাএ পদ রাজার কপালে রতন জলে ।
গালাএ রতনের মালা রাজার টলমল করে ॥
আরানি ধরিয়া আইল আর মতি কোঙর । ১০
জলের ঝাড়ি নিয়া আইল জুলাই লসেকর ॥
তামাকু ধরিয়া আইসে খাসা মলমল ।
পানের বাটা ধরিয়া আইল খেতুআ লঙ্কেশ্বর ॥
বাও করিবার নাগিল রাজার হেমাই পান্তর ।
পুবে দরবার বৈসে চান সদাগর ॥ ১৫
উত্তর দিকে দরবার বৈসে রাভা জল্লেশ্বর ।
পশ্চিমে বসিল দরবার পির পয়গম্বর ॥
দক্ষিণে দরবার বৈসে বালা লক্খন্দর ।
সম্মুখে দরবার বৈসে গুরু বামনের ঘর ॥
রাইয়তে জনে একবার বৈসে সারি সারি । ২০
রাজ্যের হিসাব ছায় বিরসিং ভাঙারি ॥

ভরা কাচারি রাজার করে ডাম্বাডোল* ।

এই সোর শুনিতে পাইল মএনা সুন্দর ॥†

ধিয়ানের বুড়ি মএনা ধিয়ান করিল ।

ধিয়ানেতে ছাইলার সন্ন্যাস ধরা পাইল ॥

হাতে মাথে বুড়ি মএনা চমকিয়া উঠিল ।

সাজ সাজ বলিয়া মএনা সাজিতে নাগিল ॥

২৫

* পাঠান্তর—‘গণ্ডগোল’ ।

† ইহার পরবর্তী অংশ একটা পাঠে নিম্নলিখিতরূপ পাওয়া গিয়াছে ।

ঝেচু করে ঝিল ঝিল কোকিলাএ ছাড়ে রাও ।

শেত কাকা বলে নিশি পোহাও পোহাও ॥

সয্যা হোতে মএনামতি ঝাড়িয়া তোলে গাও ।

আগুন পাটের সাড়ি পিধান করিয়া ।

হেমস্তালের নাঠি মএনা হস্তে করিয়া ॥

ছাইলার দরবার নাগি চলিল হাটিয়া ॥

ধিরে চইলা মএনামতি করেছে গমন ।

রাজ দরবারে গিয়া দিলে দরশন ॥

জখন মএনামতি সভাএ খাড়া হৈল ।

হরিবোল দিয়া রাজার দরবার উঠিল ॥

দরবার ভাঙ্গিয়া লোক ঘরাঘরি হইল ।

একলাএ ধম্মি রাজা পাটে বৈসা রৈল ॥

জননিক দেখিয়া রাজা ভয়ঙ্কর হৈল ।

দয়ার ভাই খেতুআ বলি ডাকিবার নাগিল ॥

কি কর ভাই খেতু কার পানে চাও ।

বাপকালিয়া রেজি ছুরি আনিয়া জোগাও ॥

মরছৌ জুআনি রাজা গালাএ রেজি দিয়া ।

জিতা দম থাকিতে কেন আইল মাএ দরবার নাগিয়া ॥

একে লুকুম না পায় খেতু রাজার লুকুম পাইল ।

একথান রেজি ছুরি আনিয়া জোগাইল ॥

ধবল বস্ত্র নিল মএনা পরিধান করিয়া ।
 হেমতালের নাচি নিল হস্তে করিয়া ॥

লং জায়ফল এলঞ্চি দালচিনি গুআমুরি । ৩০
 ধনিয়া করপুর জৈষ্ঠমধু পানের মধ্যে দিয়া ।
 পান খাইতে খাইতে বুড়ি মএনা জাএছে চলিয়া ॥
 জে আস্তায় জায় মএনা গুআ চাবাইয়া ।
 গুআর বাসনা জায় মএনার ছয় কোশ নাগিয়া ॥
 হায় হায় করে ছাবগন গুআর বাসনা নাগিয়া । ৩৫
 জায় তায় বলছে জায় বুড়ি মএনা দরবার নাগিয়া ॥
 কতক ছুর জাএয়া মএনা কতক পান্ত পাইল ।
 দরবারেতে জাএয়া মএনা রূপস্থিত হৈল ॥
 চাক্খুসে ধম্মিরাজ মা জননিক দেখিল ।
 হরিধ্বনি দিয়া কাচারি বরখাস্ত করিল ॥ ৪০
 ধবল বস্ত্র নিল রাজা গলাতে পল্টাইয়া ।
 করদস্ত হএয়া জননিক ছাএছে বলিয়া ॥
 ডাইন হস্তের আসা মএনা বাম হস্তে নিয়া ।
 ছাইলাক আশিব্বাদ ছায় মস্তকে ধরিয়া ॥
 জিও মোর আড়ির পুত্র ধম্মে দিলাম বর । ৪৫
 জত সাগরের বালা এতই আয়ুবল ॥
 ত্রিভুবন টলিয়া গ্যালে না জাবু জমের ঘর ॥

হাতে রেজি নিয়া রাজা মরিবার চায় ।
 হস্ত ধরি মএনামতি ছাইলাক বুঝায় ॥
 কুন্নগরে থাক তুমি কুন্নগরে ঘর ।
 ভাল মন্দ সম্বাদ তুমি না পার বুঝিবার ॥
 আঠার বছর ওমর তোমার উনিশে মরন ।
 শিষ্য করি গুরু ভজ ঐ হাড়ির চরন ॥
 একি কালে আড়ির বেটার না হবে মরন ॥

শিশ্র জাএয়া গুরু ভজ সিদ্ধা হাড়ির চরন ।*
 সিদ্ধা হাড়িক ভজলে গুরু না হবে মরন ॥
 জখন ধর্মি রাজা হাড়ির নাম শুনিল ।
 রাধা কৃষ্ণ রাম রাম কন্নে হস্ত দিল ॥
 ওগো মা জননি—ডুবালু মা ডাত বুল আর সবব গাও ।
 বাইশ দণ্ড রাজা হএয়া হাড়ির ধরব পাও ॥†
 হাট সামটে হাড়ি বেটা না করে সিনান ।
 কথা হৈতে পাইল তিনি চৈতন্য গিয়ান ॥‡
 এতই জদি হাড়ি আছে গিয়ানে ডাঙ্গর ।
 তবে ক্যান খাটি খায় আমার খাটের তল ॥
 মোরে নুনে মোরে তৈলে রসুই করি খায় ।
 গুরুর ঘরে মহামন্ত্র কোথা হৈতে পায় ॥

* এক স্থান হইতে সংগৃহীত অতিরিক্ত পাঠ—

রাজা কএছে শুন মা জননি লক্খি রাই ।
 এমন সেমন গুরু তোর কবে ভজবার নই ॥
 মরন জিওন রুজুপাতি চক্খে দেখবার চাই ।
 চক্খে দেখিলে মাতা গুরু ভজিবার জাই ॥
 তুমি জ্ঞান শিখি নিলু কেমন সিদ্ধার ঠাঞি ।
 বেটাকে জ্ঞান শিখিবার বলো কেমন সিদ্ধার ঠাঞি ॥
 মরন জিওন রুজুপতি চক্খে দেখবার চাই ।
 চক্খে দেখিলে পরে গুরুর ভজবার জাই ॥
 মএনা বলে হারে বেটা রাজ ভুলালিয়া ॥
 আমি জ্ঞান শিখি নিলাম বাবা গোরেকের ঠাঞি ।
 তুই জাক জ্ঞান শিখেক খোলা হাড়ির ঠাঞি ॥
 শিব্রগতি গুরু ভজ ঐ হাড়ির চরন ।
 একই কালে আড়ির বেটা না হবে মরন ॥

† পাঠান্তর—পাটের রাজা হৈয়া ধর্ম অধম হাড়ির পাও ॥

‡ পাঠান্তর—তায় কোঠে পাইল অমর গিয়ান ॥

মএনা বলে হারে বেটা রাজ ছুলালিয়া ॥*	৬০
এমন কথা না বলিও বেটা হাড়ি জ্যান না শোনে ।	
মহাশাপ দিবে সিদ্ধা হাড়ি মরুবু আপনে ॥	
এদেশিয়া হাড়ি নয় বঙ্গদেশে ঘর ।	
চান্দ সুরুজ রাখ্ছে দুই কানের কুণ্ডল ॥	
আপনি ইন্দ্র রাজা টুলায় চওর ॥	৬৫
চন্দ্রের পিষ্ঠে আন্দে বাড়ে কুরুমের পিষ্ঠে খায় ।	
আপনি মাও লক্খি রসই করি ছায় ।	
ইন্দ্র পুরের পাচ কণ্ঠা ছুআ পাত ফালায় ॥	
সুবচনি বাড়ে গুআ হাড়িপা বসি খায় ।	
পাতালের নাগি কণ্ঠা তামাকু জোগায় ।	৭০
জমের বেটা মেঘনাল কুমর পাঙখা টুলায় ॥	
সোনার খড়ম পায় দিয়া দৌড়িয়া ব্যাডায় ॥	
দৌড়িয়া ব্যাড়াইতে জদি জমের লাগ্য পায় ।	
চিলাচাঙ্গি দিয়া জমক তিন পহর কিলায় ॥	৭৫
মারিয়া ধরিয়া জমক করুনা শিখায় ।	
হান সাধ্য নাই জমের পলাইয়া এড়ায় ॥	
তুমি বল হাড়ি হাড়ি লোকে বলে হাড়ি ।	
মায়ারুপে খাটি খায় চিনিতে না পারি ॥	
কার ঘরে খায় হাড়ি কার ঘরে রয় ।	৮০
মুখের জবাবে তার দরিয়া বান্দা রয় ॥†	

* পাঠান্তর—

মএনা বোলে শোনেক ছাইলা আমি বলি তোরে ।
নিবুঁদিয়া রাজপুত্র নিবুঁদি জাবে কাল ।
এক মএনা হএয়া তোমা বুঝাব কত কাল ॥
বুঝিয়া না বুঝ কথা এই বড় জঞ্জাল ॥

† গীয়াস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠ—

রাজা বলে স্নন ময়নামতি মা তুঁই ।
তুঁই জ্ঞান সিখিলু কোন সিদ্ধার ঠাই ॥

রাজা বলে শুন মা জননি লক্ষ্মি রাই ।
 ইগ্‌লা কথা মিথ্যা তোমার বিশ্‌শাস না পাই ॥
 এতেক জদি গিয়ান ছিল হাড়িপা লক্ষ্মেশ্বর ।
 তার চেতে অধিক গিয়ান জান মা মএনা সুন্দর ।
 তরে ক্যান আমার পিতা গ্যাল জমের ঘর ॥*

মোক জ্ঞান সিখিবার কও কোন আউলর ঠাই ॥
 নুই জ্ঞান সিখিম্ব গোরকনাথর ঠাই ।
 তোক জ্ঞান সিখিবার কঁঙ খোলা হাড়ির ঠাই ॥
 হাড়ির কথা সুনিয়া রাজা কর্নত দিল হাত ।
 অধম্ব কথা আনিল জিহ্বাত ॥
 হাড়ি ছাড় জাতি স্বেতখানা নিকাইয়া না করে স্নান ।
 বাইস দণ্ড রাজা হইয়া করিমু হাড়িক প্রনাম ॥
 ময়না বলে স্নন বাছ চুপ করিয়া কইস কথা ।
 হাড়ি যেন না স্ননে আভসাপ দিলে মরিবু এখন ॥
 তোর নগরিয়া প্রদীপ জলে তৈলে আর ঘিয়ে ।
 ত্রৈ হাড়ি প্রদীপ জালায় স্মধ গঙ্গার জলে ॥
 যত গুটি প্রদীপ নাই তোর নগরিয়ার ঘরে ।
 অত গুটি প্রদীপ হাড়ির থপরাব ভিতরে ॥
 কাহার ঘরে খায় হাড়ি কহার ঘরে যায় ।
 মুখর জোওয়াবে দরিয়া বান্দা যায় ॥
 দরবারে থাকিয়া বাজা বেচরিত মন ।
 দয়ার ভাই গোলাম খেতু ডাকে ঘনে ঘন ॥
 কোথায় গেল ভাই আগে পান খামু ।
 বাপ কালিয়া পণ্ডিতক হাজির করিমু ॥

* পাঠান্তর—

এত জদি গিয়ান আছে শরিরের ভিতর ।
 তবে ক্যান বুড়া বাপ মোর গ্যাল জমের ঘর ॥
 গোটা চারি গিয়ান জদি বাপক দিলু হয় ।
 জুগে জুগে বাপ মোর বাচিয়া রহিল হয় ॥
 মোরে নাখান পাচ জন পুত্র আরো পালু হয় ।
 মএনা বলে হারে বেটা রাজহুলালিয়া ।

গোটা চারিক গেয়ান জদি আমার বাপক দিলেন হয় ।

জুগে জুগে আমার পিতা বাচিয়া রইল হয় ॥

আমার নাকা পাচ পুত্র আরো পাইলেন হয় ।

সত্যে রাজার পুত্র হএয়া নাওঁ পাড়াইন হয় ॥

মএনা বোলে শোন ছেলে আমি বলি তোরে ।

৯০

নিব্ব দিয়া রাজপুত্র নিব্বদুদে জাবে কাল ।

এক জননি হৈয়া তোমাক বুঝাব কত কাল ॥

কইছিলাম তোমার পিতাক গেয়ান শিখিবার ॥

দশ দিনে ছিলে তুমি আমার হৃদের মাঝার ।

তখন তোমার পিতাক বলছিহু গেয়ান শিখিবার ॥

৯৫

ঘরের নারির গেয়ান দেখে তোমার পিতা গেয়ান করছে হেলা ।

ঐ দিনে গোদা জম পাতকি গেইছেন মেলা ॥

রাজা বলে শুন জননি জননি লক্খি রাই ।

এ সব কথা মিথ্যা মা তোমার বিশ্বাস না পাই ॥

১০০

হাড়ির খাইছ গুআ মা হাড়ির খাইছ পান ।

ভাব করিঃ শিখিয়া নিছ ঐ হাড়ির গেয়ান ॥

হাড়ির গেয়ানে তোমার গেয়ানে জননি একস্ত্র করিয়া ।

আমার পিতাক মারিছেন মা জহর বিসফা খোআইয়া ।

বুদ্ধি পরামিশে আমায় বনবাসে পঠেয়া ।

১০৫

শ্যাসে বিটি খাবেন তুমি ঐ হাড়ি নৈয়া ॥‡

তোমার বাপক কছু কত গিয়ান শিখিবারে ।

তিরঘরের গিয়ান দেখি জ্ঞান কৈল্ল হেলা ।

ঐ দিনে ভাড়ুয়া জম পাতি গ্যাল মেলা ॥

এই ছন্দে এই ললাটে রাজা গেইছে মরিয়া ।

আইজ পর্যন্ত জন্ম নাই তার বৈভবে আসিয়া ॥

* পাঠান্তর—ভাববারে ।

† পাঠান্তর—‘গরল বিষ’ ।

‡ পাঠান্তর—

কোনরূপে রাজার ছাইলাক সত্য়াস পাঠাইয়া ।

শ্যাস কালে হবে ঘর ঐটা হাড়িক দিয়া ॥

জখনে ধর্ম্ম রাজা জননিক কটু বাক্য বলিল ।
 কাটা বিরিখের নাখান মএনা চলিয়া পড়িল ॥
 করুনা করি বুড়ি মএনা কান্দিতে নাগিল ॥
 ভগবান এই পুত্র জন্ম দিলা এ হৃদি মাঝারে । ১১০
 বেটা হএয়া কলঙ্ক দিলে ভাই হাড়ির বরাবরে ॥
 গোরকনাথ হয় গুরু হাড়ি ধর্ম্মের ভাই ।
 দোন জনে জ্ঞান শিখেছি একই গুরুর ঠাঞি ॥
 সেই সম্বন্ধে হয় হাড়ি আমার ছোট ভাই ॥
 আর একনা দিলে হয় জদি গুরু নগেরে দোসর । ১১৫
 একে কালে দুই পুত্র পেটাই রসাতল ॥*
 গুরু গুরু বলিয়া মএনা বুড়ি কান্দিতে নাগিল ।
 কৈলাসেতে ছিল শিব গোরকনাথ আসন নড়িল ॥

জখন মএনামতি একথা শুনিল ।

কপালে মাঝিয়া চড় কান্দন জুড়িল ॥

* অত্মমতে নয়নামতী স্বয়ংই পুত্রকে শাপ দিলেন ;—

এও কথা কলু মনের গৈরবে ।

বৈরাগ হএয়া বান্দা রবু হিরা নটব ঘরে ॥

নটি জাবে খেইল বরনে তুলিয়া ধরবু ঝাড়ি ।

বৈমুখ হএয়া জোগাবু নটির পাপের পানি ॥

পাপের জোগাবু পানি পাপের গনিবু কড়ি ।

কড়ি কড়া গনাইতে একটা কানা হবে ।

কড়ি কড়ার বদলে সাত বানা কিলাবে ॥

একান দিবে সিকিয়া বাউল্লা ছটা জলের হাড়ি ।

জল উবিয়া ভাত খাবু হিবা নটির ঝাড়ি ॥

জেত জল আঁলুবু ঘাড়ত করিয়া ।

দুই ভাড়ুয়াএ ধরিবে চিতর করিয়া ॥

সোনালিয়া খড়ম নিবে নটি চরনে নাগেয়া ।

ঐ জল দিয়া সিনান করিবে তোর বুকত চড়িয়া ॥

কৈলাসতে শিব গোরকনাথ মঞ্চকে দিল পাও ।

শিবের ঘরনি নামিল রজ্জাগতির মাও ॥

জ্যান কালে বুড়ি মএনা গুরুরকে দেখিল ।

১২০

এক অদ্দ মস্তকের ক্যাশ দুই অদ্দ করিয়া ।

গুরুর চরনে বুড়ি মএনা পড়িল ভজিয়া ॥

পরনের ভিজা বস্ত্র দিবে তোর মুখে চিপিয়া ।

মুখ ধরি কান্দুবু রাজা বেলার ছপ্রহর বসিয়া ।

থাকিবাবর বাসা দিবে তোক ছাগলের খোপরি ।

মাঘ মাসে শিতে দিবে বুড়া একখান সড়ি ॥

দিনটাএ রোজান করিলে একে কোনা সিদা ।

অকারিয়া চাউল দিবে বিচিয়া বাস্তকি ॥

বিচিয়া বাস্তকি দিবে পোড়া খাইতে সানা ।

তাহাতে হিরা নটি নবন তৈল মানা ॥

জখন মএনামতি সাঁও বর দিল ।

দক্ষিণ ছুআরি রাজার বাসলা ভাঙ্গিয়া পড়িল ॥

হাটি হাটি পুদিপ নিবিবার নাগিল ॥

জমনার ঘাট সেও বন্দি হইল ।

চৌদ্দখান মধুকর জলেতে ডুবিল ॥

তখন ধর্ম্মরাজা নজরে দেখিল ।

দয়ার ভাই খেতুআ বলি ডাকিবাবর নাগিল ॥

রাজা বলে হারে খেতু কার প্রানে চাও ।

নিত্যে দিনে আমার পুরি থাকে জাঁলিয়া ।

আজি ক্যানো দক্ষিণ ছুআরি গেইল ভাঙ্গিয়া ॥

খেতু বলে শুন দাদা রাছ্যের ইপ্সর ।

মাকে অপমান কার্বেনে দরবারের উপর ॥

তার পটকিনা ছাথ ঘাড়কের ভিতর ॥

জখন ধর্ম্মরাজা একথা শুনিল ।

এক জোড়া খিরাঁল হুতি গলার মধ্যে দিয়া ।

মাএর ব্রহ্মকুলে গৈল ভজিয়া ॥

গুরু বাপ—এই পুত্র জন্ম দিলেন হিরিদের মাঝারে ।

বেটা হএয়া কলঙ্ক দিলে মাএর বরাবরে ॥

মাক বলে ভোমা বুড়ি বাপক বলে শালা ।

১২৫

দুর্ঘট পুত্রের কায্য নাই আটকুড়াক আপন ভালা ॥

আর একনা ছাও গুরু বাপ নগেরে দোসর ।

এক্কে বারে দুর্ঘট পুত্র পেটাই রসান্তল ॥

জখন ডাহিনি মএনা পুত্রকে বধ করিবার চাইল ।

শিব গোরকনাথ মএনাক বুঝাইতে নাগিল ॥

১৩০

এলায় জদি তোমার পুত্র ফেলাইস মারিয়া ।

তোর সামির জল পিণ্ড মা কে দিবে বাড়েয়া ॥

জুআয় না বেটি পুত্রক বধিবার ।

থাক থাক এ দুস্ক পাঞ্জারের ভিতর ॥

এ দুস্ক হবে তোমার ছাইলার বৈদেশ সহর ॥

১৩৫

প্রথম দুস্ক হবে রাজার জঙ্গল বাড়ির মাজে ।

তার পরে দুস্ক হবে তপত বালার মাজে ॥

তার পরে দুস্ক হবে কলিঙ্ক বন্দরে ।

বান্দা থুইয়া পালাবে সিদ্ধা হাড়ি হিরা নটির ঘরে ॥

সেই হিরার পরতি হবে আগুন পাটের সাড়ি ।

১৪০

পাপের বিছানা ফেলবে রাজা পাপের গনবে কড়ি ॥

অপরাধ থমা কর সরলা চণ্ডি রাই ।

তোমার বেটা গোপিনাথ বৈরাগ হৈয়া জাই ॥

সাঁও দিলে সাঁও পাই বর দিলে তরি ।

তোমার সঙ্গে আমি বাদ নাহি করি ॥

মএনা কএছে হারে বেটা রাজ দুলালিয়া ।

জে বাক্য বাহির হইছে আমার জিব্বার আগালে ।

অবশে সে একবার বান্দা রহিবু হিরা নটির ঘরে ॥

সেই যে নটির কড়ি জয়মালা গনিয়া চায় ।
 তার মধ্যে জদি হিরা নটি একটি কানা পায় ।
 সাত বার কানা কড়ি রাজার চক্খে ঘসায় ॥
 দিনান্তরে জাএয়া দিবে একখানি সিদা । ১৪৫
 অকারিয়া চাউল দিবে বিচিয়া বাত্তকি ॥
 বিচিয়া বাত্তকি দিবে পুড়িয়া খাইতে সানা ।
 তাহাতে দিবে হিরা নটি নবন তৈল্ল মানা ॥
 থাকিবার শয়ন দিবে ছাগলের খুপুরি ।
 মাঘ মাসিয়া জারত দিবে বুড়া একখান চটি ॥ ১৫০
 ছাগলের লগ্গি গাও হবে রাজার হরিদ্রা বরন ।
 কোদালচেচি মএলা পড়বে শরিলের উপর ॥
 ঝেচু পাঙ্খি বাসা করবে মস্তকের উপর ॥
 নয়। সিকিয়া বাঙ্কুআ দিবে পিতলের নাগরি ।
 বার বছর জল উবি ভাত খাবে হিরা নটির বাড়ি ॥ ১৫৫
 বার ভার গঙ্গার জল জোগাবে আনিয়া ।
 আট ভাড়ুয়ায় ধরবে রাজাক চিত্র করিয়া ॥
 সোনালিয়া খড়ম নিবে হিরা নটি চরনে নাগায়া ।
 রাজার বুক্খে গাও ধুইবে দোমেয়া দোমেয়া ॥
 পাঞ্জারের খাটি রাজার ফ্যালাইবে ভাঙ্খিয়া ॥ ১৬০
 বার ভার জলের মধ্যে জদি হিরা নটি এক ভার কমি পাবে ।
 সাত মদক নাগি দিয়া সাত বার কিলাবে ॥
 জ্যান কালে শিব গোরকনাথ রভিশাপ দিল ।
 জোড় বাঙ্গালার নাট মন্দির হালিয়া পড়িল ॥
 রাজস্ স শরিল রাজার কেষ্ঠ বন্ন হৈল । ১৬৫
 কৈলাসক নাগি শিব গোরকনাথ গমন করিল ॥
 রভিশাপ দিয়া শিব গোরকনাথ কৈলাসে চলিয়া জান ॥
 ওদিনে ডাকিনি মএনা গ্যাল ফেরুসাক নাগিয়া ।
 ফের দিনে বুড়ি মএনা আসিল সাজিয়া ॥

জখন ধর্ম্মরাজ জননিক দেখিল । ১৭০
 হরিশ্ৰবনি দিয়া রাজা কাচারি বরখাস্ত করিল ॥
 ধবল বস্ত্র নিল রাজা গলাতে প-টাইয়া ।
 রথুকুলে মার চরনে পড়িল ভজিয়া ॥
 ডাইন হাতের আসা মএনা বাম হস্তে নিয়া ।
 ছাইলাক আশিষবাদ ছায় মস্তক ধরিয়া ॥ ১৭৫
 জিও মোর আড়ির পুত্র ধষ্মে দিলাম বর ।
 জত সাগরের বালা এত আয়ুবল ॥
 আমি ছাখন মোরে পুত্র গেছিস সন্ন্যাস হৈয়া ।
 এখন আছ জাদুধন পাটত বসিয়া ॥
 দিনে আসে সাতবার জম আইতে নওবার । ১৮০
 চিলার নাকান ভৌঁরি ছান্দে তোমাক ধরিবার ॥*
 সন্ন্যাস হও সোনার জাদু ভালাই চিন্তিয়া ।
 মৈলে জ্যান তোর সোনার তনু না ফ্যালাওঁ টানিয়া ॥
 শকুন শৃগালে খাবে মুণ্ডে পাড়া দিয়া ॥

* এক পাঠে পাই—

চিলার নাকান ভমক ছাড়ে তোক ধরিবার ॥

এবং তাহার পব—

বুড়া মএনার বাদে না পারে নিবার ॥
 বধু নৈয়া গুইয়া থাক লাটমন্দির ঘরে ।
 সিতানে পৈতানে জম ছুলাচুলি করে ॥
 দিনখান পুরি গেইলে তোক জমে নৈয়া যাবে ॥
 তুই হইনু মোর হালের বলদ মুই তোর সিঙ্গের দড়ি ।
 কয় কাল জাগিয়া থাকিম তোর শিয়রের পহরি ॥
 কত দিন নিয়া বেড়াইম তোক লুকিয়া ঘুসিয়া ।
 কোন্ বা দিন জম নিগায় তোক ঘাটা এ ডাকু দিয়া ॥
 জে দিন ভাড়ুয়া জম তোক বান্দি নৈয়া জাবে ।
 মাএর কান্দনে কি তোক জমে ছাড়ি জাবে ॥

সত্য গ্যাল দোআপরি তৃতিআ গ্যাল হেলে । ১৮৫
 কলিকাল দিল ছাখা বৈরাগ হ সকালে ॥
 কলিকাল মন্দ কাল কলঙ্কি অবতার ।
 শিস্‌স তুলি দিবে গুরুর রঞ্জে ভার ॥
 নাংটি পিন্ধা হবে গুরু ধুতি পিন্ধা শিস ।
 নাজে প্রনাম না করিবে দেখে চতুরদিশ ॥ ১৯০
 ক্যামনে পাইবে ছাইলা পথের উদিশ ॥
 কলিকাল মন্দ কাল কলির সাত ভাও ।
 জুআন বেটায় না পোসে বৃদ্ধ বাপ মাও ॥
 অকুণ্ডল নারি হএয়া পুরুস বাছিবে ।
 বয়সের কুহতে ছাইলা পিত্তাক ঢ্যাকাইবে ॥ ১৯৫
 আর জন্মে সোনার চান্দ যোজকের ঘোড়া হবে ॥
 বৈরাগ আইল পুত্র মনে না ন্যাও দুখ ।
 শুদ্ধ হবে দেহা খানি পবিত্র হবে মুখ ॥ *

* গ্রীয়াস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠ—

সত্য গেল দোয়া পইল তিরতিয়া হইলে ।
 কলি যুগ পড়ে বেটা বিবাহ সকালে ॥
 কলি কাল মন্দ কাল পইল আদিয়া ।
 পরার ধন পরে খায় একেলা বসিয়া ॥
 রাজা হইয়ে না করে রাজ্যর বিচার ।
 পুত্র হইয়ে না করে পিতার উদ্ধার ॥
 স্ত্রী হইয়ে না করে স্ত্রীনার ভক্তি ।
 মাষ্ট হইয়ে না করে গুরুর আৰতি ॥
 চারিটা ভাও তার গেল অধগতি ॥
 গুরু না ভজিলে ভাও সৃগালে না খায় ।
 অরাবিকু দেহা হইলে কাগা ছাড়ি যায় ॥
 আগুনে পড়িলে ভাও হয় ছাড়খার ।
 জলত ভাসেয়া দিলে মংসর আহার ॥

কৈয়া ছাওছোঁ গোপিনাথ তোর শরিরটার ভেদ ।
 আন্তমা পরিচয় দিয়া চল গুরুর সাত ॥ ২০০
 সাত নাই পাচ নাই আড়ির কেহ নাই ।
 পুরির মধ্যে জল দিবে এআর লৈক্খ নাই ॥
 সাত নাই পাচ নাই মোর একেলাএ কানাই ।
 এই বাদে সোনার জাতু তোক সন্ন্যাসে পাঠাই ॥
 ছাড় বেটা এলা মেলা ছাড় উত্তম ভোজ । ২০৫
 রাজ্যের মায়া তেজিয়া চল গুরুর সাত ॥
 গুরু ছাচা পিণ্ডি কাচা সংসারে কয় ।
 গুরু না ভজিলে দেহ শৃগালে না খায় ॥
 অপমৃত্যু দেহ হৈলে কাগে ছাড়ি জায় ॥
 ভারে ভারে পাঞ্জি চাইলাম এই পাটের উপর । ২১০
 হেন্দুস্থানি পড়ি বুঝোঁ ভাগবত পুরান ।
 মোছলমানে পড়েছিলাম কিতাব কোরান ॥
 জোগি ধম্মে পড়িয়া বুঝিলাম এই জোগ ধ্যান ॥
 বেদ বিধি পড়িয়া শাস্ত্রের না পাওঁ ঠাঞি ।
 বিনে সন্ন্যাস না হইলে তোর ভাণ্ডর নিস্তার নাই ॥ ২১৫
 কৈয়া ছাওছোঁ গোপিনাথ তোর শরিরটার ভেদ ।
 আন্তমা পরিচয় দিয়া চল গুরুর সাত ॥
 আমি জ্যানে জিয়ে থাকি তুমি জ্যানে মর ।
 এমন গুরু ভজ জ্যান চারি জুগে তর ॥
 এই সমএ জাতুরে নিরলে বান্দ আলি । ২২০
 শিন্দুসে ভাজন হৈলে গুরুই না খায় গালি ॥
 রাজা বলে শোন মা জননি লক্খি রাই ।
 সন্ন্যাস জাবার বলমা সন্ন্যাস হৈয়া জাই ॥

মুন্ডিকায় গাড়িলে ভাণ্ড পোকার আহাৰ ।

কোন দিয়া না দেখোঁ তোর ভাণ্ডের নিস্তার ॥

- পুত্র হৈয়া একটি কথা তোমার আগে কওঁ ।
৩৩. রত্ননা পত্ননা রানিক সঙ্গে নিবার চাওঁ ॥ ২২৫
- রত্ননা পত্ননা রানির ঘরকে দেখি বট বৃক্খের ছায়া ।
ছাড়ি জাইতে রঙ্গের জরুরকে মোর বড় নাগে দয়া ॥
নালুয়া পতনি কহা হালুয়া পড়ে বাএ ।
সোল বৎসর হৈল বিবাও হলিদ্রা আছে গাএ ॥
বিভার হলিদ্রা আছে বিভার রাম ডালি । ২৩০
এমন নারির রূপ আমি কবে নাই দেখি ।
কোন পরানে মহারাজা আমি হব ভিক্খাধারি ॥ *
বধুর কথা শুনি মএনার গাওতে আইল জর ।
কোকেআ কোকেআ সান্দাইল ঝাট মন্দির ঘর ॥
৬. মএনা বলে রাজ পুত্র নিবুন্ধি জাবে কাল । ২৩৫
বুঝিয়া না বোঝ কথা এই বড় জঞ্জাল ॥
বধুর কথা কলু জাত্ত তোর মাএর কথা শোন ।
এ সব কথা তুলিলে পাঞ্জারে বিস্কে ঘুন ॥
বধু বধু বল বেটা বধু আপ্ত নয় ।
কলিজা ফাড়িয়া দিলে স্ত্রী আপনার নয় ॥ ২৪০
হাকিম নয় আপনার কোটোআল নয় রিশ ।
ঘরে স্ত্রী তোর আপনার নয় জার চঞ্চল চিত ॥
লায়কের বুদ্ধি কম নারির কমরে শিকাই নাই ।
নারির বুদ্ধিত ভুলিয়া থাক তুইত মাগের ভাই ॥
খোআইতে দোআইতে পার সেই ঘড়ি তোমার । ২৪৫
চক্খের আড় হৈয়ে দ্যাখ তোর ঐ বধুর থ্যাকার ।
নাকসিরিয়া রনের বাঘ তোক নইলে ঘিরিয়া ।
খাইলে কলাগাছের মধু বগতুলে চুসিয়া ॥

• পাঠান্তর—

এককনা বধুকে দেখি বটবৃক্খের ছায়া ।
ছাড়িয়া জাইতে রঙ্গের জরু বড়ই নাগে দয়া ॥

সরু সরু কথা বধু তোর কাণের কাছে কয় ।

হাড় মাংস ছাড়ি তোর পরান কাড়ি লয় ॥

২৫০

কএয়া দেওছৌ গুপিনাথ তোক আটরূপের বানি ।

মাএর মত ধন নাই দুঃলভ পরানি ॥

জে দিন ভাড়ুয়া জম তোক বান্দি লএয়া জাবে ।

অতুনা রানির কান্দনে কি জমে ছাড়ি জাবে ॥

আশপর্শি কান্দে তোর জদি গুন থাকে ।

২৫৫

কুকিধন্নি মাও কান্দে জাবত প্রান বাচে ॥

মাএর কান্দন ওলা ঝোলা বইনে মোছে ঘাম ।

ঘরের ভারজা কান্দে জাবত ব্যারায় কাম ॥ *

ভাল মানুষের ছাইলা হইলে রবে দিনা চারি ।

দিনা চারি রবে বধু রবে মাসা ছয় ।

২৬০

জপ্তে রাড়ির বেটা তোর কড়ি করে বয় ॥

তোরে কড়ি নএয়া হাট বেসেবার জাবে ।

আগা হাটে জাএয়া একটা ডাঙ্গর গুআ নবে ॥

আপনার কোচের গুআ খাইবে বিলাবে ।

পর পুরুষের কোচার গুআ কাড়ি নইয়া থাকে ॥

২৬৫

এছিল গাবুরাক দেখি খসম পাকড়িবে ॥

তারে সঙ্গে হাসিবে তারে সঙ্গে খেলিবে তারি খাইবে বাটার পান ।

সেইটা হইবে তোর সিসের সিন্দুর মরার নাই তোর নাম ॥

একেনা নারির কথা শুনলু মাএর ঠাঞি ।

২৭০

এত্ ভাবিয়া বৈরাগ হও রাজা গোবিন্দাই ॥

হাট করে হাটুআ জ্যামন পথের পরিচয় ।

হাট ভাঙ্গিয়া গ্যালো কারো কেউ নয় ॥

* পাঠান্তর—

মাএর কান্দন ওলা ঝোলা বোনের কান্দন সার ।

কোলাব ত্রি তোর মিছায় কান্দে দেশের ব্যবহার ॥

বগুড়ুলে চুসিলে কলা ডাঙ্গর নয় ।
 ভাঙ্গা ঘরে ঢোকা দিলে অবশে চার দিন রয় ॥
 ছাড়েক জাহ্নু এলা মেলা ছাড়েক উত্তম ভোগ ।
 বধুর মায়ী তেজ্য কৈরে সাধিয়া রাখ জোগ ॥ ২৭৫
 জখন ডাহিনি মএনা একথা বলিল ।
 করদস্ত হএয়া রাজা বলিতে নাগিল ॥
 রাজা বলে শুন মা জননি লক্ষ্মি রাই ।
 এত জদি জান মাতা জরু প্রানের বৈরি ।
 তবে ক্যান বিবাহ দিলেন এক শত সুন্দরি ॥ * ২৮৯
 এক শত রানিকে মা মোর গলাএ বান্ধ দিয়া ।
 এখন নিয়া জাইতে বল সন্ন্যাসক নাগিয়া ॥
 সন্ন্যাস জাবার বল মা সন্ন্যাসি হইতে পারি । ২৮৫
 আমি সন্ন্যাস গ্যালা তোমার বধু হবে আড়ি ॥
 জন্মে জন্মে খাইবেন মা বধুর মুক্খের গালি ॥
 আইতে দিনে বধু সকল খাবে দুদ্দ ভাত ।
 নাম করিয়া পাত ফেলিবে তোর বুড়া মাএর মাখাত ॥
 মএনা কএছে হারে বেটা রাজ ঢলালিয়া । ২৯০
 খাওঁনা নে বধুর গালি তার নাই দায় ।
 মাএ পুতে হৈলে বৈরাগ জমের দায় এড়ায় ॥
 মএনা বোলে ওরে ছাইলা এলাও আছে বধুর কথা তোর মনের
 মাজারে ।
 কেমন কৈরে সন্ন্যাস জাবু বেদেশ সহরে ॥

* এক পাঠ 'রচনা সুন্দরি' পাওয়া যায় এবং তাহার পর—

রচনা পঢ়না কন্যা মোরে গলাএ গাথিয়া ।

নিতাই কণ্ড আড়ির বেটা জাএক সন্ন্যাস হৈয়া ॥

+ পাঠান্তর 'বৈরাগি' এবং পরবর্ত্তী পঙ্ক্তি—

আমি বৈরাগি হৈলে তোমার বধু আড়ি ।

সাত জাতি নারির কথা শোনেক মাএর ঠাঞি ।	২৯৫
ইহাক ভাবিয়া সন্ন্যাস হএক নিববুদ্দি কেনাই ॥	
বাগিনি বধুর কথা শোনেক মাএর ঠাঞি ।	
ইহাক ভাবিয়া সন্ন্যাস জা নিববুদ্দি কেনাই ॥	
বাগের নাকান এঙ্গা পেঙ্গা বিলাইর নাকা বৈসে ।	
মাএর নাকা রন্ন পর্শে ত্রম্মার নাকা চোসে ॥	৩০০
কছুমনি বধু কদমের তলে বাসা ।	
কখন খায় স্ত্রতরন্ন কখন উপদশা ॥*	
সাক্ষিনি নারি সাক্ষাএ উলমতি ।	
দন ঝকড়ায় না ছাড়ে সাক্ষার ভগতি ॥	
সামির পাতে রন্ন দিয়া জায় সাক্ষা মাজিবার ।	৩০৫
সাক্ষা মাজিয়া বধু হস্তের দিকে চায় ।	
কোন দিকে ভাল পুরুস পন্তু বৈয়া জায় ॥	
হাতের হিএগালি দিয়া বধু ভ্রমরা ভুলায় ॥	
আপনার সামিক দ্যাখে নিম জ্যান তিতা ।	
পরার পুরুস দ্যাখে জ্যান সংসারের মিতা ॥	৩১০
এই কিনা নারি জার ঘরে থাকে ।	
আগ দুআর দিয়া আনে ধন পাছ দুআর দিয়া জায় ॥	

* এক পাঠে এই দুই ছত্রের পর পাই—

আপনার সোআমিক ছাখে নিম হ্যান তিতা ।
পর পুরুসক দেখি হাসি বোলে কথা ॥
কাখে কোলে নাই বেটির জলমের বাঙ্গা ।
পরার ছাইলাক দেখি খর্শে বোলে কথা ॥
সতি নারির পতি বেটা দেউলের চুড়া ।
অসতির পতি জ্যামন ভাঙ্গা নাএর গুড়া ॥
ভাঙ্গা নাএর গুড়া জ্যামন জলে খসি পড়ে ।
অসতির পতি পন্তে পড়ি মরে ॥
কএয়া দিলু গোপিনাথ তোর শরিরটার ভেদ ।
আত্তমা পরিচয় দিয়া চল গুরুর সাত ॥

- আর একনা নারির কথা শোনেক মাএর ঠাই ।
 ইহা ভাবিয়া সন্ন্যাস জা বঞ্ছের গোসাই ॥
- হস্তিনি বধু জাছু হস্ত খানি মাঞ্জা । ৩১৫
 কাখে কোলে নাই ছাইলা তায় জলমের বাঞ্জা ॥
 রসস্তুষ্টি নারি জাছু রসস্তুোসে গেল মন ॥
 সামির পাতে রন্ন ছায় কুর কুর করিয়া ।
 খাইয়া প্যাট ভরে না মরদ জায় ত উঠিয়া ॥
 আপনি বধু ভাত গায় উড়ুন নোটাই চায়া । ৩২০
 নদির দোরোঞ্ছের নাকান আনেত ভাঙ্গিয়া ॥
 বড় পিড়ায় বৈসে বধু জানুয়া পাড়িয়া ।
 এক ছপূর ভাত খায় হাতকুরা পাড়িয়া ॥
 খাইতে খাইতে ভাত বধু না পারে খাইবার ॥
 এক নোটা জল বধু আনেত তুলিয়া । ৩২৫
 নপকখানেক জল দিলে রন্নক ছাড়িয়া ॥
 সেই কোনা বধু বেটা বুদ্ধির নাগর ।
 সোল কাহন বুদ্ধি আছে শরিলের ভিতর ॥
 নিন্দের ছাইলাক তুলে বধু তিন্তাবে চিমটাইয়া ।
 বাপ মাও বলিয়া ছাইলা উঠিল কান্দিয়া ॥ ৩৩০
 ঘরত থাকি মিছাই বধু পঞ্চম রাও ছাড়ে ।
 এ বাড়িত ভাত না খাওঁ কস্বন্ত্রির কপালে ॥
 সুপ্ সুপ্ করি ভাত খায় মরদ গ্যাল উঠিয়া ।
 ছাইলাক না নিগান কোলাতে করিয়া ॥
 দিম্বনি ভাত নিলাম আসাধন করিয়া । ৩৩৫
 নিন্দের ছাইলা দিলে আমার অন্নত মুতিয়া ॥
 না খাই আমি ভাত আমি দেইত ফ্যালয়েয়া ॥
 এই আলে ভাত ফ্যালাইল সামির আগে দিয়া ।
 জোলা মরদ ভাবে তিনি মাথায় হস্ত দিয়া ॥
 ছাইলার জন্ম আমার বনুস জাইছে শুকিয়া ॥ ৩৪০

ওরে জাদু ধন এইকিনা নারি জার ঘরে থাকে ।

সোনার বাউন্সে কামাই করে রনে না আটে ॥

আরো একনা নারির কথা শোনেক মন দিয়া ।

ইহাক ভাবিয়া সন্ন্যাস হও বৈদেশ নাগিয়া ॥

চিন্তিনি নারির জাদু চিন্তাজুত মতি ।

৩৪৫

দন ঝকড়ায় না ছাড়ে সামির ভকতি ॥

পঞ্চ নোটা গঙ্গার জলে সামিকে চিনায় ।

ঘরে আছে পাচ কাপড়া সোআমিক পরায় ॥

আগ্গল কলসের অন্ন সোআমিক ভুঞ্জায় ॥

থাএয়া নএয়া প্রানপতি জে ছাড়ে পাতে ।

৩৫০

শ্যাম কালে চিন্তিনি নারি বাঢ়িয়া খায় তাকে ॥

সন্ধ্যা কালে চিন্তিনি নারি দ্যায় তৈলের পঞ্চ বাতি ।

রতিতের সেবা জানে গুরুর ভকতি ॥

এইকিনা নারি জার গৃহে থাকে ।

থাক পরে লবিঃ* তারে লক্খি ডাকিয়া পুছে ॥

৩৫৫

যে বাড়ির গিভানি হৈয়া সন্দায় বানে বাড়ি ।

বাসের তলে কান্দে লক্খি না জায় হাবাতিপাড়া ॥

জখন ডাহিনি মএনা বধুর প্রবোধ দিল ।

করদস্ত হৈয়া রাজা বলিতে নাগিল ॥

রাজা বল'তেছে—শুন মা জননি লক্খি রাই ।

৩৬০

সন্ন্যাস জাবার বল মা সন্ন্যাসি হৈয়া জাই ॥

পুত্র হৈয়া একটা কথা মা তোমায় আগে কই ।

ইহাতে যদি গালি পাড় পিতার দোহাই ॥

চারি চকরি পুকুর খানি মা মধ্যে ঝলমল ।

কোন বিরিখের বোটা আমি মা কোন বিরিখের ফল ।†

৩৬৫

* পাঠান্তর—‘পরিলাবি তাকে ।’

† পাঠান্তর—

চক্চকা পুকুর খানি মধ্যে ঝলমল !

কোন বিরিকের বোটা আমরা কোন বিরিকের ফল ॥

কেবা আন্ধি কেবা বাড়ি মা কেবা বসিয়া খাই ।

কারে লইয়া শুইয়া থাকি মা কেবা নিদ্রা জাই ॥

আকাশ নড়ে জমিন নড়ে নড়ে পবন পানি ।*

সপ্ত হাজার আনল নড়ে নিনড় কোন খানি ॥

কোনঠে রইল গয়া গঙ্গা কোনঠে বানারসি ।

৩৭০

কোনঠে রইল জপতপ আমার কোনখানে তুলসি ॥

কোনঠে রইল বড়সি মা কোনঠে রইল সূতা ।

কোনঠে রইল বড়সির ছিপ কোন খানি ফুলতা ॥†

তুসা নাগলে মা তুসা আইসে কথা হানে ।

তুসার জল ফুটিক মা খায় কোন জনে ॥

৩৭৫

বাও নাই বাতাস নাই মা পাতা ক্যান নড়ে ।

তুই বিরিখের একটি ফল কোন বিরিখে ধরে ॥

জখনে আছিলাম মা জননির উদ্দরে ।

কোন দিগে সিতান মা কোন দিগে পৈতান ।

জননির উদ্দরে থাকি জপছি কোন নাম ॥

৩৮০

ওগো মা জননি ! এই সব গেয়ান জদি আমি রাজা পাই ।

মস্তক মুড়িয়া সন্ন্যাস হৈয়া জাই ॥

জখন ধর্ম্ম রাজা জননিক এ কথা বলিল ।

করুনা করি বুড়ি মএনা কান্দিতে নাগিল ॥

এতেক জদি গেয়ান ছিল তোর শরিলের মাঝারে ।

৩৮৫

তবে ক্যান কলঙ্ক দিলি মাএর বরাবরে ॥

* পাঠান্তর :—‘জমিন’ স্থলে ‘পাতাল’

† পাঠান্তর—

কোন কোনা বসসির ছিপ কোন কোনা সূতা ।

কোন কোনা মোর বসসির পোট্ট কোন কোনা ফুলতা ॥

কথা কলি ওরে জাছ কত বড়ি দায় ।
 ভাঙ্গিয়া কহিলে কথা কোড়াকের নয় ॥*
 কলু কলু কথা জাছ কথার কলু মাঞ্জা ।
 আগে চড়ে হস্তির মালত পিছে চড়ে রাজা ॥ ৩৯০
 তেমনি এ ডাহিনি মএনা এই নাপ্তঁ পাড়াব ।
 এই কথার রর্থ দিয়া সন্ন্যাস করাব ॥
 ওরে জাছ ধন চার চকরি পুকুর খানি মধ্যে ঝলমল ॥
 মন বিরিখের বোটা তুই তন্ বিরিখের ফল ॥†
 গাছের নাম মনুহর ফলের নাম রসিয়া । ৩৯৫
 গাছের ফল গাছে থাকে বোটা পড়ে খসিয়া ॥
 কাটিলে বাচে গাছ না কাটিলে মরে ।
 দুই বিরিখের একটি ফল জননি সে ধরে ॥
 হিদ্দি গয়া হিদ্দি গঙ্গা হিদ্দি বানারসি ।
 মুখে হলো তোর জপ তপ মস্তকে তুলসি ॥ ৪০০
 মনে আন্দ তনে বাড় আত্মায় বসি থাও ।
 জিতা লয়ে শুয়ে থাকি মহতি নিদ্রা জাও ॥‡
 আকাশ নড়ে জমিন নড়ে নড়ে পবন পানি ।§
 সপ্ত হাজার আনল নড়ে নিনড় কপাল খানি ॥
 বিনা বাতাসে জাছ চক্খের পাতা নড়ে । ৪০৫
 দুই বিরিখের একটি ফল তোর মাএর প্রানে ধরে ॥

* পাঠান্তর—

রাখিয়া কহিলে কথা লৈক্খ টাকা হয় ।

ভাঙ্গিয়া কহিলে কথা কড়াকের নয় ॥

† পাঠান্তর—

শোন বিরিখের বোটা জাছ তুই মোর বিরিখের ফল ।

‡ পাঠান্তর :—

মনে আন্দে তনে পর্শে আত্মায় বসি থায় ।

জিতারূপে শুইয়া থাক মোহতে নিদ্রা জায় ॥

§ পাঠান্তর—‘জমিন’ স্থলে ‘পাতাল’ ।

জখন আছিলু জাতু জনানির উদরে ।
 উত্তরে সিতান জাতু তোর দক্খিনে পৈতান ।
 জনগির উদরে থাইকা জপছ নিজ নাম ॥
 তুসা নাগিলে জল আসে শূন্য হইতে । ৪১০
 তুসা নাগিলে জল তোর খায় ছতাশনে ॥
 মিরডারা তোর বসুসির ছিপ পবন হইল ডোর স্ততা ।
 মূল কণ্ঠ তোর বসুসির পোট দুই রাক্ষি ফুলতা ॥
 জে দিন ফুলতা তোর জলে ডুববে ।
 জননি মাএর প্রান অনাথ হইবে ॥ ৪১৫
 নিশচয় জান ভাডুয়া জম তোক বান্দি লএয়া জাবে ।
 মাএর কান্দনে কি তোক জমে ছাড়ি জাবে ॥
 জখনে ডাহিনি মএনা একথা বলিল ।
 করদস্ত হৈয়া রাজা বলিতে নাগিল ॥
 ডাইনে বায় রাজার ডারে খাড়া হৈল । ৪২০
 মধুর বচনে কথা বলিতে নাগিল ॥*

* একটা পাঠে অতিরিক্ত :—

রাজা বলে শুন মা জননি লক্খি রাই ।
 আরও একনা কথা বলো সোনা মাএর ঠাঞি ॥
 কিছু জ্ঞান দ্যাখাউক হাড়ি লক্ষেশ্বর ।
 শির মুড়িয়া ধম্মি রাজা ছাড়ি বাড়ি ঘর ॥
 মএনা কহেছে হারে বেটা রাজ ছুলালিয়া ।
 নিধুয়া পাতারে ন্যাও পামুড়ি টানেয়া ॥
 কত নাগে হাড়ির গিয়ান তোর মাও দ্যাগ দ্যাখেয়া ॥
 এ ঘর হইতে মএনামতি ওঘর চলিয়া জায় ।
 ঠার দিয়া কথা হাড়ির আগে কয় ॥
 জখন হাড়ি সিদ্ধা এ কথা শুনিল ।
 হাড়ি বোলে হায় বিধি মোর করমের ফল ।
 তবুনিয়া হাড়ি সিদ্ধা এ নাম পাড়াব ।
 আগে ছাইলাক জ্ঞান ছাখেয়া পিছে গাঞ্জা খাব ॥

মা আজকার মনে জাইছি আমি ঠাকুর বাড়ি নাগিয়া ।
 কাল প্রাতে সন্ন্যাস হব বঙ্গের বিনোদিয়া ॥
 জখন রাজা সন্ন্যাসে জবদিল ।
 ফেরুসাক নাগি বুড়ি মএনা গমন করিল ॥
 আত্রি করে ঝিকি মিকি কোকিলা কাড়ে রাও ।
 শেত কাকা বলে রাত্রি প্রভাও প্রভাও ॥
 সয্যা হোতে ডাকিনি মএনা ঝাড়িয়া তোলে গাও ॥

৪২৫

সাজ সাজ বলিয়া হাড়ি সাজিবাব নাগিল ।
 আলগৈড় মালগৈড় তিনটা গৈড় দিল ॥
 মন রাশি ধুলা সরিলে মাখিল ।
 আসি মন পাটা নইলে সিকাই করিয়া ।
 চৌরাসি মন নোহার টোপ মস্তকে করিয়া ॥
 তেরাসি মন নোহার আসা নইলে হস্তে করিয়া ।
 বেরাসি মন নোহার খড়ম চরনে নাগেয়া ।
 সাজেঁ সাজেঁ বলি হাড়ি ব্যারাছে সাজিয়া ॥
 ওতো হাড়ির নামে নামেতো হালই ।
 জল পান করিতে নইলে বাইশ মন কলাই ॥
 হাত ম্যাগে হাড়ি সিদ্ধা হস্ত গ্যালো আকাশ ।
 পা ম্যাগে হাড়ি সিদ্ধা পা গ্যালো পাতাল ॥
 গাএর রোয়ঁ বাড়েয়া দিলে নাড়িয়া তালের গাছ
 মাতার মটুক বাড়ে দিলে শ্রী কবিলাস ॥
 জবতে হাড়ি সিদ্ধা নড়ে আর চড়ে ।
 তবতে বসমাতা কোড়ত কোড়ত করে ॥
 উঠিল হাড়ি গাও মোড়া দিয়া ।
 সরগে নাগিল মস্তক ছটুস করিয়া ॥
 হাড়ি বলে হায় বিধি মোর করমের কল ।
 কি জ্ঞান ঠাখাইম এখন রাজার বরাবর ॥
 আপনার সাজনি হাড়ি সাজিবাব নাগিল ।
 ঝাড়ু, দ্যাওয়া ঝাটা নিলে বগলে করিয়া ।
 হুঁটা এখন কোদাল নইলে কান্দে করিয়া ॥

জখন বুড়ি মএনা ফেরসা চলিয়া গ্যাল ।
 রত্ননা পত্ননা রানি রাজার দরবার গ্যাল ॥
 রত্ননা বোলে শোনো দিদি পত্ননা নায়র দিদি ।
 আর গৃহে না রয় আমার সোআমি নিজপতি ॥
 কি বুদ্ধি কর দিদি কিবা চরিত্তর ॥
 কড়াটিকের বুদ্ধি নাই মোর শরিলের ভিতর ॥

সামটা ফ্যালা ডালি নইলে কাকতে করিয়া ।
 ছড় দ্যাওয়া নান্দিয়া মস্তকে করিয়া ।
 কলিঙ্কার বন্দরক নাগিয়া চলিল হাটিয়া ॥
 এক এক পা ফ্যালাে হাড়ি আশে আর পাশে ।
 আর এক পা ফ্যালাে বেআল্লিশ ক্রোশে ॥
 জেইখানে পড়ে হাড়ির পদের ভরি ।
 সেইখানে হর একটা সরলা পুকুরি ॥
 ধিরে চলিছে হাড়ি কৈরাছে গমন ।
 কলিঙ্কার বন্দরে জাইয়া দিলে দরশন ॥
 সোআ ক্রোশ অন্তরে হাড়ি রহিল বসিয়া ।
 প্রথমে হুক্কার ছাড়ে ঝাড়ু বলিয়া ।
 আপনে ঝাড়ু ব্যাডায় হাটখোলা সামটিয়া ॥
 তারপরে মারিলে হুক্কার ডালি বলিয়া !
 আপনে ব্যাডায় ডালি সামটা ফ্যালােয়া ॥
 তার পরে মারিলে হুক্কার কোদালক বলিয়া ।
 আপনে কোদাল ব্যাডায় হাটখোলা চেচিয়া ।
 তার পরে মারিলে হুক্কার নান্দিয়া বলিয়া ।
 আপনে নান্দিয়া ব্যাডায় ছান ছিটিয়া ॥
 হাতে না ঠেলিলে হাড়ি পাএ না ঠেলিলে ।
 মুখের জবাবে হাড়ি চারি কন্ড কুলাইলে ॥
 একটা গাঞ্জার ডাল হস্তে করিয়া ।
 পাগলা হস্তিৰ নত চলিল হাটিয়া ॥
 ওখানে থাকিয়া হাড়ির হরসিত মন ।
 মএনার মহলে জাএয়া দিল দরশন ॥

দুই বইনে ছুকনা পানের খিলি নিল হস্তে করিয়া ।
 রাজার পালঙ্কক নাগি জাএছে চলিয়া ॥
 আমাকে বিবাহ কল্লেন পুষ্প শাখা দিয়া ।
 আমার হস্তের পান এক দিন না খাইলেন বসিয়া ॥
 জননির বাক্যতে জান উদাসিন হৈয়া ॥

হাড়ি বলে দিদি কার প্রানে চাও ।
 তোর ছাইলাক জ্ঞান দ্যাখেরা বড় পান্নু দুখ ।
 আমল পস্তা দিয়া সিতল কর মোর বুক ॥
 মএনা বলে হারে হাড়ি কার প্রানে চাও ।
 জা জা হাড়ি ভাই ছিনানক নাগিয়া ।
 রসাই ঘর ন্যাও মুই পরিকার করিয়া ॥
 জখন হাড়ি সংবাদ শুনিল ।
 দরিয়াক নাগি হাড়ি গমন করিল ॥
 দরিয়াক কুলে জাএয়া দরশন দিল ।
 দরিয়া দেখি হাড়ি খুসি ভালা হইল ॥
 বার গাঠি ধড়ির মাথা দরিয়াএ ছাড়ি দিল ।
 সমুদ্রের জল ধরি চুসিয়া ফ্যালাইল ॥
 সাউদ সদাগর কান্দে ঘাটে নৌকা থুইয়া ।
 সদাগর কান্দে মন্তকে হস্ত দিয়া ॥
 এই বার গঙ্গা মা উদ্ধার কর মাতা ।
 বাড়ি জাবার কালিন দিন তোক লৈক্খ গণ্ডা পাটা ॥
 মাছ মগর কান্দে ডাঙ্গাএ পড়িয়া ।
 শিশু ঘড়িআল ব্যাড়াএ লপ্ লপ্ করিয়া ॥
 হাড়ি বলে হারে বিধি মোর করমের ফল ।
 এওগুলার অবিশাব নাগে মন্তকের উপর ॥
 সদাগরের কান্দনে হাড়ির হৈল দয়া ।
 বার গাঠি ধড়ির মাথা ফ্যালাইল চিপিয়া ॥
 সমুদ্রে না ধরে জল জায় উপরিয়া ।
 সাউদ সদাগর উঠিল হরি ধ্বনি দিয়া ।
 হরি বোল বলিয়া হাড়ি ছিনানত নাশিয়া ॥

তুমি জদি জান রাজা রুদাসিনি হৈয়া ।
 আমি জাব তোমার পাছে বৈরাগিনি হৈয়া ॥
 শব্দ শুনছি তোমার জননি গিয়ানে ডাঙ্গর ।
 একটা পরিক্খা দ্যাও প্রভু দরবারের উপর ॥
 তাহাকে দেখি আমরা দুনয়ন ভরিয়া ।
 দেখিয়া শুনিয়া জাও তোরা রুদাসিনি হৈয়া ॥

৪৪০

৪৪৫

ছিনান করিয়া হাড়ির অঙ্গে হইল জতি ।
 ফ্যালাইলে ভিজা বস্ত্র পরলে গুকনা ধুতি ॥
 ওখানে থাকিয়া হাড়ির হরসিত মন ।
 রাজার দরবারে জাইয়া দিল দরশন ॥
 রাজার নারিকেলের তলে জোগ আসন করিল ।
 রুপার রুপার নারিকেল প্রনাম জানাইল ॥
 বাম হস্ত দিয়া নারিকেল পাড়াইলে ছিড়িয়া ।
 কানি নোক দিয়া নারিকেল তিন ফাড়ি করিয়া ।
 শাস্ জল খাইলে বদন ভরিয়া ।
 জ্যামনকার নারিকেল তেমনি খুইল তুলিয়া ॥
 পাটে থাকি ধম্মি রাজা নয়নে দেখিল ।
 পাট ছাড়ি ধম্মি রাজা গমন করিল ।
 গুরুদেবের চরন ধরি ভজিয়া পড়িল ॥
 পাও ধরৌ গুরুধন হাত ধরৌ তোর ।
 গোটা চারিক নারিকেল পাড়া জ্ঞান আমাক দয়া কর ॥
 এইলা মন্তর জদি আমি রাজা পাই ।
 বালাই দ্যাওঁ তোর রাজ্যের মাতাত বৈরাগ হৈয়া জাই ॥
 হাড়ি বলে হারে বেটা রাজ ছলালিয়া ।
 পাও ছাড়ি দে রাজার বেটা পাও ছাড়ি দে মোর ।
 লোকে দেখিলে চর্চ্ছিয়া মারিবে তোর ॥
 তুই তো হল পাটে রাজা মুই তো হনু হাড়ি ।
 পাও ছাড়ি দে রাজার বেটা হাড়ি জাওঁ মুই বাড়ি ॥
 ছাড়িতে পার ঘর জদি এড়িবার পার বাড়ি ।
 কত নাগে এমন গিয়ান হামবা দিতে পারি ॥

জখন রতনা রানি পরিক্খার বুদ্ধি দিল ।
 সুবুদ্ধ ছিল রাজার কুবুধ নাগাল পাইল ॥
 রাজায় রানি কয় কথা নাট মন্দির ঘরে ।
 ধিয়ানেতে দ্যাখলে মএনা ফেরুসা নগরে ॥
 ধবল বস্ত্র নিলে মএনা পরিধান করিয়া ।
 হেমতালের নাট্ঠি নিলে হস্তে করিয়া ॥
 নঙ্গ এলাচি গুণ্ডামরি জায়ফল জৈষ্ঠ্যমধু মুখের মধ্যে দিয়া ।
 ফেরুসা হইতে জাএছে মএনা ছেইলার দরবার নাগিয়া ॥
 দরবারে জাএয়া মএনা খাড়া হৈল ।
 রতুনা পতুনা রানি মএনাক দেখিয়া ভিতর অন্দর গ্যাল ॥

৪৫০

৪৫৫

কি গিয়ান দেখুল উজানি প্রহরে ।
 আরও এলায় তোক গিয়ান দ্যাখাওছোঁ তুতিয়া প্রহরে ॥
 ওখানে থাকি ছাড়ি হরসিত মন ।
 মএনার মহলে জাএয়া দিল দরশন ॥
 জখন মএনামতি ছাড়িক দেখিল ।
 পাচ নোটা কুআর জলে ছিনান করিল ॥
 রসাই ঘর নিলে পরিক্কার করিয়া ।
 বাপ কালিয়া খাল নহিলে আশ্বলে মাঞ্জিয়া ॥
 বার বৎসরিয়া কাজির অন্ন নহিলে ছুধে পাখলিয়া ।
 মন সাইটেক অন্ন দিলে থালাএ পারশিয়া ॥
 আইস আইস ছাড়ি ভাই অন্ন খাও আসিয়া ॥
 জখন ছাড়ি সিদ্দা অন্নের নাম শুনিল ।
 অস্ত ব্যাস্ত হইয়া অন্নের কাছে গ্যাল ॥
 জখন ছাড়ি সিদ্দা অন্ন দেখিল ।
 টুকুস টুকুস করি ছাড়ি মাথা দোমকাইল ॥
 ছাড়ি বলে ছায় দিদি এই তোর ব্যাবার ।
 বার বৎসরি কাজি অন্ন নিছিস ছুধে পাখলিয়া ॥
 এই গিলা অন্ন দিছিস থালাএ পারশিয়া ॥
 থাকিল থাকিল এথনা ছুখ শরিলের ভিতর ।

এক দণ্ড দুই দণ্ড তিন দণ্ড হৈল ।
 জননির তরে কথা রাজা বলিতে লাগিল ॥
 সন্ন্যাস জাবার বল মা সন্ন্যাস হৈয়া জাওঁ ।
 পুত্র হৈয়া একটি কথা তোমার আগে কওঁ ॥
 হাট গ্যাছেন বাজার গ্যাছেন কিনিয়া খাইছেন খই ।
 আমার পিতার মরনের দিন সতি গ্যাছেন কই ॥
 আমার পিতার মরনের দিন সতি গ্যালেন হয় ।
 সতা রাজার পুত্র হইয়া নাওঁ পাড়ানু হয় ॥*

২৬০

তোর বেটার তুচ্ছ দিম কাঠিল জঙ্গলের ভিতর ॥
 রাম রাম বলি হাড়ি অন্ন নিবেদন দিল ।
 শ্রীবিষ্ট বলিয়া অন্ন মুখে তুলি দিল ॥
 অন্ন খাইতে হাড়ির মনে হইল খুসি ।
 একে গাসে খায় হাড়ি তামাম অন্নগুটি ॥
 ও অন্ন খাইয়া হাড়ির না ভরিল পেট ।
 সাত ডুলি চিড়া খায় ফাকাড়া মারিয়া ।
 তিন ডুলি পিয়ার্জি খাইলে হাড়ি নবনে মাখিয়া ॥
 কলসি বাইসেক জল দিয়া ফালাইলে গিলিয়া ॥
 পাট ছাড়ি ধম্মি রাজা এ দৌড় কারাউল ।
 গুরুর চরন ধরি ভজিয়া গৈল ॥
 রাজা কএছে ওমা জননি লক্ষ্মি রাই ।
 এষ্টলা গিয়ান মন্তর আমি রাজা পাই ।
 নিচ্ছন্ন করি ধম্মি রাজা আমি সন্ন্যাস হইয়া জাই ॥
 মএনা বলে হাবে বেটা রাজ ছলালিয়া ।
 ছাড়িবার পার ঘর জদি এড়িবার পার বাড়ি ।
 কত নাগে এমনি গিয়ান তোর মা দিবার পারি ॥
 হাড়ি গিয়ানে রাজা পড়ি গ্যাল ভুলে ।
 কালি সন্ন্যাস হব পত্তুল বিয়ানে ॥

- পাঠান্তর :—‘সতিপুত্র গোপিনাথ নাওঁ পাড়ানু হয়’ এবং ইহার পর :—

মএনা বলে হাবে বেটা রাজ ছলালিয়া ।
 পুছ করি আইসেক জাইয়া বন্দরিয়া ঘরে ঘর ।
 এর সাক্ষি আছে বেটা চান্দ সদাগর ॥

ওরে জাদু ধন,—

তোর পিতাক নিয়া সতি গেছি ব্রহ্মার ভিতর ।

৪৬৫

ক্যাশ গাছ পোড় নাহি জায় পরিধানের বস্তুর ॥

তোমার পিতাক পুড়িয়া কোলায় করছি ছাই

তবু মএনা বসিয়া ছিনু নোহার কলাই ॥

তোমার পিতাক পুড়িয়া আঙ্গার দিছি গাঙ্গের ভাটি ।

তবু মএনা বসিয়া ছিনু তিলকচান্দ রাজার বেটি ॥

৪৭০

তোমার পিতায় কোলায় পুড়ছি আকাশে উঠছে ধুমা ।

ব্রহ্মার ভিতর বসিয়া ছিনু বুড়ি মএনা জ্যান কাঞ্চা সোনা ॥

সরল চিতে ডাকিনি মএনা পুত্রক শ্রীসংবাদ বলিল ।

ক্রোদ্ধ হয় জননিক কথা বলিতে নাগিল ॥

কায় কয় এগিলা কথা কায় আর পইতায় ।

৪৭৫

আগুন হইতে নিকিন মানুস জিয়তে বারায় ॥*

নও মাসিয়া ছাইলা তুমি মোর হিদের ভিতর

তোকে লইয়া সতি গেছুঁ আনলের ভিতর ॥

এখান করি খড়ি দ্যার াঁচতাটার উপর ।

গুন্টা বরি মারছুঁ তোর জান্তার সকল ॥

সাত দিন নও রাইত মএনা আনলের ভিতর ।

পোড়া নাই জায় মাথার ক্যাশ মোর পরিধানের কাপড় ॥

তোর বাপের দাড়ি পোড়া জায় জ্যামন পাটের থেহুরা ।

পোড়া নাই জায় মাথার ক্যাশ মোর পরিধানের কাপড় ॥

তোর বাপক পুড়িয়া আঙ্গরা দিলাম ভাটি ।

মএনামতি বসি আছৌঁ মুই তিলকচন্দ্রের বেটি ॥

* পাঠান্তর :—

ফোন পুরুসে কয় কথা কে শোনে পৈতায় ।

মহুষ্ণের ছাইলা হৈয়া নাকি ব্রহ্মার ভিতর জায় ॥

সেই কি জননি নাও আবার জিয়তে বাইরায় ।

তেমনি গোপীচন্দ্র রাজা এই নাওঁ পাড়াব ।

ক্যামন জননি সতি কন্যা তা নয়নে দেখিব ॥

আরও জদি রবার পার আনলের ভিতর ।
 শির মুড়িয়া ধম্মি রাজা ছাড়ি বাড়ি ঘর ॥
 মএনা কএছে হারে বেটা রাজ দুলাগিয়া ।
 এক পরিক্থা নাগে ক্যান সাত পরিক্থা নেব । ৪৮০
 হাতে হাতে সোনার জাদুক সন্ন্যাসে পাঠাব ॥
 দ্যাও দ্যাও পরিক্থা বিলম্বের কাজ্য নাই ।
 পরিক্থা না দিয়া জদি তোর বধুর মহল জাও ।
 রত্ননা পত্ননা কন্যা তোর ধরমের মাও ।
 মৈল বাপের হাড় তোর বাও গালে চাবাও ॥ ৪৮৫
 ধূয়া,—মনের আনল ও জুড়াবে ওরে মনের আনল ।
 ক্রোদ্ধ হএয়া ধম্মি রাজা ক্রোদ্ধে চলিয়া গ্যাল ।
 রাজার ভাই খেতুক ডাকিতে নাগিল ॥
 কিবা কর ভাই খেতুআ নিচন্তে বসিয়া ।
 কেশালি ডাঙ্গাতে মিলি জাএয়া পরিক্থা সাধিয়া ॥ ৪৯০
 আতালি পাতালি চৌকা নামান খুড়িয়া ।
 তিনটা নারিকল দিয়া ন্যাও তেহরা খুচিয়া ॥

গ্রীষ্মাসর্ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে আমরা পাই :—

তোরে বলৌ গোলাম খেতুক বাক্য মোর ধর ।
 মায়র মহলক লাগিয়া যাও বল চলিয়া ।
 এই কথা সুনিয়া না থাকিল রৈয়া ॥
 এই কথা বল গিয়া ময়নার বরাবর ।
 তৈল পরিক্ষা দিবার চায় তোমার বরাবর ॥
 এই কথা সুনিয়া ময়না হাসিতে লাগিল ।
 তোমার বুদ্ধি নয় বধু সকলর চক্র ।
 যত বুদ্ধি সিথিয়া দেয় নিরাসী স্ককল ।
 এক পরিক্ষায় বদল সাত পরিক্ষা দিমু ।
 তবু তোর বাজাব বেটা বাড়ী ঘর ছাড়ামু ॥

চন্দন খুটা দ্যান চৌকা স্থলকিয়া ।
 বাইস মনিয়া কড়েয়া ছান চৌকায় চড়েয়া ।*
 সোল মদে নোআর কড়াই দ্যাওত তুলিয়া । ৪৯৫
 শাল শিশলং খুটা দ্যাও চৌকা ধরাইয়া ॥
 ঘি তৈল্ল কত হাজার দ্যান কড়ায় ঢালিয়া ।
 তল ছাবনি উপর ছাবনি মারেন ঢাকিয়া ॥
 সাত দিন নও রাত জালান তৈল্ল নিধাউস করিয়া ॥
 জখন ত্যাল গরম হবে অস্ত্র বরন । ৫০০
 দৌড় খবর জানাইস আমার বরাবর ॥
 হাত পা বাঙ্কিয়া দিম জননিক এ ত্যাতে ফ্যালেয়া ।
 ঐ ত্যাতেতে জদি মা জননি থাকে বাঁচিয়া ।
 তবে মস্তক খৌরি করি জাব আমি সন্ন্যাস হৈয়া ॥
 আর জদি মা জননি এই ত্যাতেতে জায় মরিয়া । ৫০৫
 তবে মস্তক না মুড়াব না জাব সন্ন্যাস হৈয়া ॥
 রাজ বাক্য খেতুআ বৃথা না করিল ।
 জে হুকুম কৈল্ল রাজা সে হুকুম করিল ॥
 বাপ কালিয়া কোদাল নিলে যাড়তে করিয়া ।
 কেশালি ডাঙ্গাতে খেতু গ্যালত চলিয়া ॥ ৫১০
 কেশালি ডাঙ্গাতে নিল খেতু চৌকা খুড়িয়া ।
 সাত দিন জালায় তৈল্ল নিধাউস করিয়া ॥
 সাত দিন অন্তরে খেতুর হরিস হৈল গন ।
 তৈল্লক নাগি খেতু করিল গমন ॥

* গ্ৰীষ্মাস'ন সাহেবের নংগৃহীত পাঠে পাই :—

সাইট মোন কড়াই দিল চৌকায় চড়াইয়া ।

আসী মোন তৈল দিল কড়াইত চড়াইয়া ॥

সাল কাঠে আগুন দিল স্থলকাইয়া ।

বাম হস্ত দিয়া তৈল্লের ঢাকিনি তুলিল ।	৫১৫
ধপ্ ধপ্ করিয়া আশুন সগুণে দ্যাখা দিল ॥*	
খেতুআ বলে জয় বিধি কশ্মের বোঝাঁ ফল ।	
জে হুকুম ক'লে রাজা আমার বরাবর ॥	
সেই কশ্ম কল্লা'ম খেতুআ লঙ্কেশ্বর ॥	
এখন তৈল্ল গরম হৈছে অকত বরন ।	৫২০
দৌড় খবর জানাই গিয়া রাজার বরাবর ॥	
বসি আছে ধম্মিরাজ দিবব সিংহাসনে ।	
গলাতে রতন মালা করে টলমল ॥	
হান কালে খেতু আসিয়া খাড়া হৈল ।	
করদস্ত হৈয়া রাজাক বলিতে নাগিল ॥	৫২৫
মহারাজ ! তৈল্ল গরম হৈছে অকত বরন ।	
এখন কি হুকুম হয় আমার বরাবর ॥	
রাজা বলিতেছে—রে খেতুআ তুমি একটি কশ্ম কর ।	
ঝাড়ির মুখের গামছা নে হস্তে করিয়া ।	
দৌড় দিয়া জা তুই ফেরসাক নাগিয়া ॥	৫৩০
কয়া বুইলা মা জননিক আন ডাক দিয়া ।	
ক্যামন সতি কণ্ঠা জননি নেই পরিক্খা করিয়া ॥	
কইতে বুলিতে জদি জননি না আইসে চলিয়া ।	
এই গামছা দিয়া জননিক আনে বান্ধিয়া ॥	
বান্ধিয়া দ্যান জননিক জলের থরা থর ।	৫৩৫
মাংস কাটিয়া জ্যান বান বৈসে হাড়ের উপর ॥	
জখন খেতুআক এ হুকুম করিল ।	
মএনার মহল নাগিয়া গমন করিল ॥	

* পাঠান্তর :—

এক দিন দুই দিন পঞ্চ দিন হইল ।

সাত দিন অন্তরত ছাবনি উঠাইল ॥

বাশের চরকা নিছে মএনা বাশের টাকুয়া ।
 সিমুলের তুলা নিছে এ পাইজ তৈয়ার করিয়া ।* ৫৪০
 বুড়ি মএনা চরকা কাটে ছুআরে বসিয়া ॥
 হান কালে খেতু জাইয়া উপস্থিত হৈল ।
 জননি জননি বলি প্রনাম করিল ॥
 মস্তক তুলিয়া ডাকিনি মএনা খেতুক দেখিল ।
 খেতুআর তরে কথা বলিতে নাগিল ॥ ৫৪৫
 বড় হাউসে বিবাও দিলাম একটি জাছু বাছার লোভে ।
 দিবা রাত্রি প্রনাম না জানালু মোকে ॥
 আজ ক্যানে কুল্লরা ভল্ল আড়ির পদের তলে ॥
 খেতু বলে শুন মা জননি লক্ষ্মি রাই ।
 কৈতে মা জননি বড় নাগে ভয় ॥ ৫৫০
 ক্যামন বোলে সতি গেছিলেন আঙুনের ভিতর ।
 ইহার পরিক্খা হইছে ডাঙ্গার উপর ॥
 জাও জাও মা পরিক্খার নাগিয়া ।
 এই পরিক্খা উত্তরিয়া আইস আপনার মহল ॥
 মএনা বলে তোর বাপের খাওঁ না তোর রাজার বাপের খাওঁ । ৫৫৫
 তোমার ছুকুমে আমি ডাহিনি মএনা পরিক্খা দিবার জাওঁ ॥†

* একটী পাঠে পাই :—

এক ছুআর, দুই ছুআর হস্তে হস্তে লিখি ।
 আঠার দরজার মধ্যে শ্রীমন্দির দেখি ॥
 আগ ছুআরে মএনামতি এ পসা খ্যালায় ।
 পাছ ছুআর দিয়া খেতু প্রনাম জানায় ॥

গ্রীয়াস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই :—

তৈল পরীক্ষা তৈয়ার হইল রাজার বরাবর ।
 রাজা তলব করে মা সীত্র করে চল ॥

† পাঠাস্তর :—

মএনা বলে হারে জাছু কার প্রানে চাও ।
 ক্যানে ক্যানে খেতু ছোঁছা হরসিত মন ।

খেতু বলে শুন মা আমি বলি তোরে ।

কইতে বুলিতে জদি মা না জাবেন চলিয়া ।

রাজার লুকুম আছে মা নি জাব বান্ধিয়া ॥*

জখন খেতুআ বান্ধ দিবার চাইল ।

৫৬০

খেতুআর তরে ডাহিনি মএনা নাশিশ কথা কৈল ॥

ওরে খেতুআ—রাজার নুন খাও বেটা রাজার গুন গাও ।

রাজার লুকুম লইয়া বান্ধন তোর পিতার ঘাড়ে দ্যাও ॥

কি বাদে আসিলু তার কও বিবরণ ॥

খেতু বলে শুন মা জননি লক্খি রাই ।

কি গল্প করিছিস দাদার বরাবর ॥

ত্যাল গরম হইছে কড়ের উপর ।

ত্যাল কোনা দেখি আয় মা মএনা সুন্দর ॥

গরম পাতিলত জ্যামন দরশন তৈল ।

এই মতে মএনামতি ক্রোধে জলি গেইল ॥

জখন মএনামতি একথা শুনিল ।

খেতুআর তরে কথা বলিবার নাগিল ॥

হৈল কি না হইল বৈরাগ মোর সে মনে জানে ।

দিন চারিক অন্তরে গুপিনাথক খাইবে আগুনে ॥

৫৫৫ ও ৫৫৬ সংখ্যক পংক্তি গ্রীয়ার্দর্ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠেও প্রায় এইরূপ
এবং তাহার পর :—

এই কথা জানাইল রাজার বরাবর ॥

এই কথা সুনিয়া রাজা ক্রোদ্ধমান হইল ।

ঘরর সৈওয়ালী গামছা রাজা খেতুক ফেলাইয়া দিল ॥

ঐ গামছা দিয়া বান্ধিল ভিঁড়িয়া ।

ময়নামতিক দিল তৈলত ফেলাইয়া ॥

* পাঠান্তর :—

জখন খেতু একথা শুনিল ।

জোড়হস্ত হএয়া কথা বলিতে নাগিল ॥

মা, অপরাধ থমা কর সরলা চণ্ডি রাই ।

রাজার নুন খাই আমি রাজার গুন গাই ॥

জখন খেতু নালিশ কথা পাইল ।
 বসমাতা ইফ্ট দেবতাক প্রমান রাখিল ॥ ৫৬৫
 ঘাড়ে গামছা দিয়া মএনাক ভিড়িয়া বান্ধিল ।
 করুনা করি বুড়ি মএনা কান্দিতে নাগিল ॥*
 ওরে জাহ্নু ধন—বড় দুক্খে তোক পালন করিলাম যত্নে অন্ন দিয়া ।
 ক্যানে নিদানে বান্ধলু আমাক ভিড়িয়া ভিড়িয়া ॥
 কাচা বাশের খাট পালঙ্কি শুকনা পাটার ডোর । ৫৭০
 বেটা হৈয়া মাকে বান্ধলু পায় সিঙ্গের চোর ॥
 ওরে জাহ্নু ধন—বান্ধন ছাড়িয়া দে আমি এমনি জাই চলিয়া ।
 জে পরিক্খা দ্যায় সেই পরিক্খা নিব উত্তরিয়া ॥

মহারাজ হুকুম হৈলে পিতার ঘাড়ে দেই ॥
 মা, অপরাধ খমা কর সরলা চণ্ডি রাই ।
 মহারাজ হুকুম হইছে তোকে বন্ধন করিবার চাই ॥

* পাঠান্তর :—

দোনো হস্ত মএনামতির ফ্যালাইলে বান্ধিয়া ।
 পরিক্খাক নাগিয়া খেতু নইয়া গ্যাল ধরিয়া ॥
 পরিক্খার কুলে জাএয়া দরশন দিল ।
 দোড় পাড়িয়া জাএয়া রাজাক জানাইল ॥
 জখন ধম্মি রাজা সংবাদ শুনিল ।
 সাজ সাজ বলিয়া রাজা সাজিবার নাগিল ॥
 সাজ সাজ বলিয়া রাজা নাগড়ায় দিলে সান ।
 প্রথমে সাজিয়া ব্যারাইল নাগড়ার নিশান ॥
 ত্যালেক্সা লোকের ছেইলা সকল করিয়া গাণ্ডগোল ।
 হাড়ি লোকের ছেইলা সাজে পিঠে বান্ধিয়া টোল ॥
 আঠার তবিলের সিপাহি সাজে ঠাঞি ঠাঞি !
 হিন্দু মুসলমান সাজে ন্যাখা জোখা নাই ॥
 পাত্র মিত্র লইয়া রাজা গমন করিল ।
 পরিক্খার কুলে জাএয়া দরশন দিল ॥

- খেতু বলে ও মা জননি — না দিব না দিব মা তোর বন্ধন ছাড়িয়া ।
 কি জানি গেষানের চোটত তুমি জান পালেয়া ॥ ৫৭৫
 তোমার বদল আমাক দিবে ঐ ত্যাগে ফ্যাংলেয়া ॥
 দ্যাখ দ্যাখ বাবা সকল কলিকাল পৈল ।
 বেটা হৈয়া জননিক সত্য করাইল ॥
 এক সত্য দুই সত্য তিন সত্য হরি ।
 জদি তোমাক ছাড়িয়া পালাই প্রান ফাইটা মরি ॥ ৫৮০
 জখন মএনা বুড়ি সত্য করিল ।
 পাছ পাকের বন্ধন খেতু খালাস করি দিল ॥
 সোনার বাটিত তৈল্ল নিলে উপার বাটিত খৈলা ।
 চান করবার জাএছে মএনা গঙ্গাক নাগিয়া ॥
 গঙ্গার কুলে জাএয়া মএনা রুপস্থিত হৈল । ৫৮৫
 কান্দি কাটি বুড়ি মএনা বালুর পিণ্ড তৈয়ার করি নৈল ॥
 ত্যাল খৈলা দিলে ধম্মের নাএঞ ফ্যাংলেয়া ।
 তার পর দিলে খৈলা গঙ্গিক ফ্যাংলেয়া ।
 অবশ্যাস দিলে তৈল্ল মস্তকে ঢালিয়া ॥
 হাটু জলে নামি বুড়ি হাটু কৈল্লৈ স্তদ । ৫৯০
 হিয়া জলে নামি বুড়ি মাইল্লৈ পঞ্চ ডুব ॥
 পার হএয়া পাইল একটা বউল গাছের ফুল ।
 ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া বান্ধে মস্তকের চুল ॥
 চাউলের পিণ্ড না পাইয়া বুড়ি বালির পিণ্ড দিল ।
 তেত্রিশ কোটি দ্যাংবগন হস্ত পাতি নিল ॥ ৫৯৫
 ধিয়ানেতে মএনা জখন কান্দিতে নাগিল ।
 পুষ্পরথে গোরকনাথ নামিয়া আসিল ॥
 মএনার নিকট আসিয়া কথা বলিতে নাগিল ॥
 গোরকনাথ বলিতেছে :—
 ক্যান মা তুমি কান্দি কি কারন ? ৬০০
 ও গো গুরু বাপ আমি কান্দি তাহা শুনিতে চাও ?

আইজ ত্যাল পরিক্খা জাব মরিয়া ।
 এই জন্ম কান্দি গুরু গঙ্গায় দাড়েয়া ॥
 ন্যাও ন্যাও গুরু বাপ তর্পনের জল ।
 আজ হৈতে তোমার পুত্র মএনা বুড়ি মাগিল পদতল ॥ ৬০৫
 এ কথা শুনিয়া গোরকনাথের দয়া হৈল ।
 ডাকিনি মএনার তরে আশিকবাদ দিল ॥
 জা জা পরিক্খায় মএনা প্রানে না করিস ডর ।
 তোক ছাড়িয়া জলবে আগুন শ হাত উপর ॥
 ক্যাশ জত পোড়া না জাবে পরিধানের বস্তর । ৬১০
 শুকটা করি মারিস তোর গিয়াস্তা সকল ॥
 গুরুদেবের পদধূলি নিল সব অশ্বে মাথিয়া ।
 পরিক্খার নাগিয়া বুড়ি মএনা জাএছে চলিয়া ।
 মহামন্ত্র দিয়া নিলে হৃদএ জপিয়া ।
 পরিক্খার নাগি বুড়ি মএনা গ্যাল চলিয়া ॥ ৬১৫
 একটা জিগার পল্লব আসিল ধরিয়া ।
 হরিবোল বলি দিল তৈল্লত ফ্যালিয়া ॥
 জখন জিগার ঠ্যাক তৈল্ল ফেলি দিল ।
 চৌদ্দতাল ব্রহ্মমাতা জলিয়া উঠিল ॥
 আগুন দেখি ধম্মি রাজা ভয়ঙ্কর হৈল ॥ ৬২০
 কড়েয়ার নিকট জাএয়া মএনা উপনিত হৈল ।
 কড়েয়ার চতুদ্দিকে ঘুরিতে নাগিল ॥*

* পাঠান্তর :--

কি কর ভাই খেতু কার প্রানে চাও ।
 সোল জনে ন্যাও মএনাক হস্তত করিয়া ॥
 হরিবোল বলি সাত পাক ঘুরিয়া ।
 জয় জয় বলিয়া মাওক দ্যাও তৈল্লত ফ্যালিয়া ॥
 জখন মএনামতিক তৈল্ল ফেলি দিল ।
 চৌদ্দ তাল ব্রহ্মমাতা জলিয়া উঠিল ॥

এক পাক দুই পাক তিন পাক ঘুরিল ।

ফিরা পাকের বালা মএনা তৈলত পড়িল ॥

ধু করিয়া মুখের অমৃত তৈলক ফেলি দিল ।

৬২৫

জলের পয়ান পায়া গরম ত্যাল গর্জিয়া উঠিল ॥

মহামন্ত্র বুড়ি মএনা হুদএ জপিয়া ।

দক্থিন দেশি কবিদারনি হৈল কায়া বদলিয়া ॥

আগুনের ছুইত মএনা ব্যাড়ায় নাচিয়া ।

গর খ্যামটা নাচে মএনা হাতে তালি দিয়া ।

৬৩০

আড় খ্যামটা নাচে মএনা মাথায় ঘোঙ্গর দিয়া ॥

ডোমনা কাওড়া নোটন নাচে মএনা বুড়ি ছাপরিয়া ছাপরিয়া ॥

তৈলতে পড়িয়া মএনা ডুবিল গালা হাতে ।

আঞ্জুলি আঞ্জুলি গরম তৈল ভুকিয়া বসায় মাথে ।*

ওরে খেতুআ ভাল কস্য করছ তুমি খেতুআ লকেশ্বর ।

৬৩৫

পৌস মাসিয়া জার খ্যাদওঁ এই ত্যালের ভিতর ॥†

কুসুম কুসুম গরম নাগে মোর শরিলের উপর ।

তোর পিতার আশিববাদে আর খানিক গরম কর ॥

এই কথা শুনিয়া খেতু রাজাক এ তব জানাইল ।

ভাল কস্য করছি বুলিলা আমি খেতুআ লকেশ্বর ।

৬৫০

দ্যাখ জে মা জার খ্যাদাইছে ঐ ত্যালের ভিতর ॥

জখন রাজা এ কথা শুনিল ।

ক্রোদ্ধ হৈয়া মহারাজ ক্রোদ্ধে জইলা গ্যাল ॥

* গ্রায়াসর্ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই :—

যেন মতে ময়নামতি তৈলে পড়িল ।

ধাঁধাঁ করিয়া অনল সর্গত দেখা দিল ॥

তৈলত পড়িয়া ময়না ডুবিল গলা হইতে ।

আঞ্জলে আঞ্জলে তৈল মুকঠিয়া বসায় মাথে ॥

† পাঠান্তর :—মাঘ মাসের জার খ্যাদাওঁ ত্যালের ভিতর ।

ওরে খেতুআ তৈল্ল গরম নাহি হয় কড়েয়ার উপর ।

সেই কারনে তৈল্ল বসায় মস্তকের উপর ॥* ৬৪৫

তুমি আর একটি কন্ম কর আর কতক

তৈল্ল ঘি দ্যাও+ কড়েয়াএ ঢালিয়া ।

আর সাত দিন জালা থাকুক নিধাউস করিয়া ॥

বড় বড় চন্দন খুটা দ্যাও চৌকা ধরাইয়া ॥

জখন খেতুআক রাজা হুকুম করিল ।

সাত দিন খেতুআ আবার জালাইতে নাগিল ॥ ৬৫০

সাত দিনের ছয় দিন গ্যাল ।

এক দিন বাকি থাকতে বুড়ি মএনা বুদ্ধি আলো হৈল ॥

মুল মন্ত্র নিয়া নিল হৃদএ জপিয়া ।‡

সরিসা হৈয়া উঠে মএনা তৈল্লত ভাসিয়া ॥

বন্ধনের গামছা খুইল তলত ফ্যালিয়া ॥ ৬৫৫

সাত দিন§ অস্তুরে খেতু ঢাকিনি তুলিল ।

মা জননিক না দেখি খেতু কান্দিতে নাগিল ॥

খেতু বলে জয় বিধি কন্মের বুঝি ফল ।

আমার নাকান পাপি নাই দরবারের উপর ॥

মা জননি পালন করছে আমাক স্বত রঙ্গ দিয়া । ৬৬০

আপন হাতে মারিনু মাক তৈলত ফ্যালিয়া ॥

• পাঠাস্তর :—দস্ত কথা কয় মাও আমার বরাবর ।

† পাঠাস্তর :—‘মোন আসি স্বত’

‡ পাঠাস্তর :—

ও মএনা পাইছে গোরকনাথের বর ।

আগনেতে পোড়া না জায় জলত না হয় তল ॥

ওরূপ খুইল মএনা একতার করিয়া ।

সরিসা রূপ হইলে মএনা কায়া বদলিয়া ॥

§ গ্রীয়াসর্ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে :—‘নও দিন’ ।

আমার নাকান পাপি নাঈ রাজ্য ভরিয়া ।

আমাক ছুইয়া জল থাকে না জেয়তা ভাইয়া ॥*

এই কথা তত খেতু রাজাক জানাইল ।

ওগো মহারাজ তাতে বলে মা জননি গিয়ানে ডাঙ্গর ।

৬৬৫

দ্যাখ গে মরিয়া গেইছে জননি ত্যালের ভিতর ॥†

হাড়ায় হুডিড জননি গ্যাল জলিয়া ।

সইসাঁ হরা উঠছে মা তালত ভাসিয়া ॥

পাটতে বসিয়া রাজা একথা শুনিল ।

কপালে মারিয়া চড় কান্দিতে নাগিল ॥

৬৭০

বাম হস্তে মাথার পাগ রাজা টালাইয়া ফেলিল ।

কাটা বৃক্খের নাকা রাজা চলিয়া পড়িল ॥

কি কথা শুনালি খেতু আবার বল শুনি ।

নিভা কাফটে জ্যাগন জলাই আগনি ॥

ভুন্ধ মিঠা চিনি মিঠা আরো মিঠা ননি ।

৬৭৫

সগাতে অধিক মিঠা মাও বড় জননি ॥

রাজা বলে হারে খেতু কার প্রানে চাও ।

বাপকালিয়া বল্লম ন্যাও হস্তে করিয়া ।‡

উসনা আলুর মত তুল হানিয়া ॥

কি জানি কড়েয়ার পাঞ্জারে থাকে নুকাইয়া ।§

৬৮০

* পাঠান্তর—‘ব্রাহ্মন সকল ।’

† গীয়াসর্দান সাহেবের সংগৃহীত পাঠ :—

এই কথা জানাইল রাজার বরাবর ।

মা তোর মরিয়া গেল যমর ঘর ॥

কার জন্মে পাগড়ি রাখিছ মন্তকর উপর ।

আমাক ছুইয়া জল না থায় বামন পঞ্চজন ।

‡ পাঠান্তর :—এক মুঠা কোচা লও হস্তে করিয়া ।

§ এট পুণ্ড্রির পরিবর্তে পাঠান্তর :—

মাওকে শম্ করিব আমি গঙ্গাএ নিগিয়া ॥

বল্লম দিয়া মা জননিক ব্যাড়াও হানিয়া ॥

রাজ বাক্য খেতুআ বৃথা না করিল ।

বল্লম দিয়া খেতুআ হানিতে নাগিল ॥*

এক হান দুই হান তিন হান দিল ॥

তিন হানের ব্যালা বল্লম গামছা তুলিল ॥†

৬৮৫

গামছা নিল খেতু বল্লমে করিয়া ।

রাজার চাক্ষসে গামছা দিল ফ্যালাইয়া ॥

রাজা বলে শুন খেতু খেতুআ প্রানের ভাই ।

দোড় দিয়া জা খেতু কলিঙ্গার বন্দর নাগিয়া ॥

আমার জ্ঞাতা সকল আন ডাক দিয়া ।

৬৯০

সোল মর্দে ন্যাও কড়েয়া ঘাড়ত করিয়া ॥

তেপথি রাস্তার মধ্যে ফ্যালান চালিয়া ।

হাড়ি চণ্ডালেরা জাউক আদেয়া গুড়িয়া ॥

তৈল ফ্যালাইয়া সকলের হরিস হৈল মন ।

ভিত্তা ভিত্তি জ্ঞাতা সকল করিল গমন ॥‡

৭০০

* পাঠান্তর—হরিবোল বলিয়া কোচা তৈলে ফেলি দিল ।

† গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠ :—

এক মুট খোচা লইল হস্তত করিয়া ।

তৈলের মাঝত বেড়ায় হান্তিয়া ॥

এক হাল দুই হাল তিন হাল হইল ।

তিন হালর সময় গামছা উঠাইল ॥

মহামাংস মাই ময়নার অনলর ভিতর ॥

সোল মরদে নও কড়াই সাইঙ্গ করিয়া ।

তেপথীত নিষায়া তৈল ফেলাইল চালিয়া ॥

ধাঁ ধাঁ করিয়া অনল সর্গ দেখা দিল ।

সরিসার রূপ হয়রা জ্বায় লুকাইল ॥

অকারনে খেতু কান্দিবার লাগিল ॥

‡ পাঠান্তর :—

গামছা দেখি খেতু কান্দন জুড়িল ॥

দুবার ভিতর বুড়ি মএনা আছে নুকাইয়া ।

ট্যার চোকে বুড়ি মএনা জ্ঞাতাক দেখিল ।

পাচত জাএয়া বুড়ি মএনা পায় ছুব ছুব দিল ॥

খেতুআর তরে কথা বলিতে নাগিল ॥

ওরে খেতুআ বেটা হইয়া পরিক্খা দিলি তৈল্লত ফ্যাংলেয়া ।

রাস্তায় ছাড়িয়া আরো জাইস পালাইয়া ॥

৭০৫

মা মা বলিয়া রাজা কান্দিবার নাগিল ।

পালালু পালালু মা কপালে নাথি দিয়া ।

মা-বদি নাম থাকিল আমার রাজ্য ভরিয়া ॥

তাতে বেটি গল্প কল্পে আমার বরাবর ।

এক কোনা পরিক্খায় বেটি গ্যাল জমের ঘর ॥

৭১০

জননির শোকে রাজা কান্দিতে নাগিল ।

তৈল্লতে থাকিয়া বুড়ি ধেয়ানে দেখিল ॥

মএনা বলে ভগবান্ আমি নাই জাই মরিয়া ।

এক ডণ্ড আছি আমি বাও সঞ্চর হৈয়া ॥

তাতে আমার পুত্র ধন কাঁদে লায়েলুট হৈয়া ॥*

৭১৫

হাড়াহাড়ি মার গেইছে জলিয়া ।

কিএলা শস্ করি আমি গঙ্গা নিগিয়া ॥

জখন ধম্মি রাজা খেতুআক দেখিল ।

খেতুআর তরে কথা বলিবার নাগিল ॥

সোল জনে ন্যাও কড়াই ঘাড়োত করিয়া ।

তেপথা বাটাত তৈল ফ্যালাও ঢালিয়া ॥

জখন তৈল আনার মৃত্তিঙ্গাএ পড়িল ।

চৌদ তাল ব্রহ্মমাতা জলিয়া উঠিল ॥

আগুন দেখিয়া খেতু ভয়ঙ্কর হৈল ।

নাও মাও বলিয়া খেতু কান্দন জুড়িল ॥

* গ্রীয়াসর্ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠ :—

খেতুর কান্দনে ময়নার দয়া হইল ।

মাছে চিনে গহিন গমিন পক্খি চিনে ডাল ।
 মাএ চেনে পুতের দয়া জার বক্খে স্থাল ॥
 মহামন্ত্র গিয়ান নিলে বৃড়ি মএনা দদএ জপিয়া ।
 শেত মাছি হৈল মএনা কায়া বদলিয়া ॥
 উড়াও দিয়া পইল গিয়া ছেইলার দুই চক্খে জাইয়া । ৭২০
 দুই চক্খের জল সে দায় মুছাইয়া ॥
 মএনা বলে ওরে বাছা ধন তুমি কান্দ কি কারন ।
 নাই জাই মরিয়া আমি নাই জাই মরিয়া ।
 এক ডণ্ড আছি আমি বাও সঞ্চর হৈয়া ।
 তোমাক পরিক্খা দেখাইলাম জাতু তৈলে পড়িয়া ॥* ৭২৫
 নিজ রূপ ধারন করিয়া খেতুআক দেখা দিল ।
 খেতুআর তরে কথা বলিতে নাগিল ॥
 তোমার মন বুঝলাম জাতু তৈল্লত পড়িয়া ।
 এখন মরন খবর দ্যাও আমার বউ সকলক জাইয়া ॥
 খেতুআ বলে শুন ম! বচন মোর হিয়া । ৭৩০
 চাক্খসে জননি আছেন বাচিয়া ॥
 ক্যামন করি বধুর সাক্খাত আমি জাই কান্দিয়া কাটিয়া ॥

কাইন্দ না কাইন্দ না গোলাম খেতু কান্দন জেমা কর ।
 মুই নয়না পোড়া না বাওঁ আগুনর ভিতর ।
 সাইট মোন কড়াই লইল হস্তত করিয়া ।
 রাজার অগ্রে দিল হাজির করিয়া ॥

* পাঠান্তর :—

সত্য ছিল মএনামতি সত্য ছিল ভাও ।
 নরদেহ হইয়া মএনা কাড়ে পঞ্চ রাও ॥
 কান্দ না বাপের ধন কান্দন খেমা কর ।
 তোার কান্দনে আমার শরিল হৈল জড়জড় ॥
 জে কোনা কান্দন কান্দলু তুই আমার বরাবর ।
 এই গুলা কান্দন কান্দ গিয়া তোব বউর বরাবর ॥

ওরে খেতুআ তোমাদের বুদ্ধি নাই একটি কক্ষ কর ।

তুই চক্খে তুকনা আকালি দ্যাও ভাঙ্গিয়া ।*

আসাড ও শ্রাবন দ্যাওআ জাইবে বরসিয়া ॥

৭৩৫

জখন খেতু আকালির নাম শুনিল ।

সুবুদ্ধ ছিল খেতু কুবোধ নাগাল পাইল ॥

তুকনা আকালির বদল তুই আঞ্জল ভাঙ্গিল ॥†

তুই আঞ্জল মরিচের রস তুই চক্খে দিয়া ।

আচুরি পাচুরি চৌক ফুলাইলে বসিয়া ॥

৭৪০

কুন্দি এলা জায় খেতুআ পথের না পায় দিশা ।

অন্ধ হইয়া পইল খেতু খন্দের ভিতর ॥

হিয়াল কুন্ডা জায় কত খেতুয়ার মুখে মুত্তিয়া ।

ঝালের চোটে মৃত খায় ঢোক ঢোক করিয়া ॥

মইস গরু বানরে জায় সুঙ্গিয়া সুঙ্গিয়া ।

৭৪৫

মএনার ঘরের গোলাম দেখি খেতুক না খায় ধরিয়া ॥

এখন জননির নাম নিয়া খেতু কান্দিতে নাগিল ।

ধিয়ানের বুড়ি মএনা ধিয়ানত দেখিল ॥

খেতুআর কান্দন দেখি জননির দয়া হৈল ॥

মহামন্ত্র নিলে হৃদএ জপিয়া ।

৭৫০

মরিচার ঝাল দিল শুণ্ডে চালাইয়া ॥

* পাঠান্তর—একটা মরিচ দিলে তুচউখে ভাঙ্গিয়া ।

† পাঠান্তর :—

জখন খেতু ছোড়া একথা শুনিল ।

একটা ভাঙ্গিবার চাইলে তো এক স্যার ভাঙ্গিল ॥

এক স্যার মরিচের রস নিলে খোড়াত করিয়া ।

আপন সুখে দিলে রস তুই চক্খে ঢালিয়া ॥

জখন মরিচের রস চক্খে ঢালি দিল ।

অকারন করিয়া খেতু কান্দন জুড়িল ॥

কান্দিয়া কাটরা খেতু গমন করিল ।

সুন্দবিব মহলে জাইয়া দবশন দিল ॥

জখন খেতু খালাস পাইল ।	
টিকরায় চাপড় দিয়া এ দৌড় ধরিল ॥	
কত রাস্তা জায় খেতু হাসিয়া খেলিয়া ।	
বধু গুলার নিকট গ্যাল গাল দুটা ফুলাইয়া ॥	৭১৫
সগ্গে জ্যামন ঘিরি নিছে এক শত তারাগনি ।	
এই মত খেতুআক ঘিরি নিল একশত মহারানি ॥	
ওরে খেতুআ এতদিনে আসিস গোলাম হাসিয়া খেলিয়া ।	
আইজ ক্যানে আসিলু তুমি গাল দুটা ফুলাইয়া ॥	
খেতু বলে বউ ঠাকুরাইন আমি বলি তোরে ।	৭৬০
ইছে খাও বধু সকল পিছে ঘুম জাও ।	
তৈল পরিক্খায় জননি মর'ছে খবর নাই তার পাও ॥	
জখন খেতুআ একথা বলিল ।	
হাতে তালি দিয়া বধু সকল নাচিতে নাগিল ।	
ওগো দিদি অণ্ণের মাও বইনে বলে—	৭৬৫
রানি সকল রাজাক নিয়া খাউক ।	
আমার শাস্ত্র প্রতিনিদিন বলে সদাই সন্ন্যাস হউক ॥	
আলাই বালাই বুড়ি সতিন গ্যাল মরিয়া ।	
সোআমিক নিয়া রাজাই করি এখন পাটত বসিয়া ॥*	
এদিক ওদিক দ্যাখে খেতুআ অরে কিছু নাই ।	৭৭০
ঢেকি ঘরাতে পাইল ধানবানা গাইন ॥	

* পাঠান্তর :—

আখার আন্দন বারন আখাতে রাখিয়া ।
 এক শত রানি ব্যারাইল হাতে তালি দিয়া ॥
 কোন কোন কণ্ঠা নাচে পেন্দিয়া পাটের সারি ।
 হরিশ্চন্দ্র রাজার বেট নাচে হাতে নোনার ঝাড়ি ॥
 এক জন ব্যারায় দুই জন ব্যারায় ব্যারায় হল্কে হল্কে ।
 এইঠে ত'তে রানির ঠ্যাংঙ্গ নাগিল বাবড়িঝাড় হটে ॥

ধানবান গাইন নিল খেতু ঘাড়ত করিয়া ।
 বধু গুলার মধো নাচে ধুম ধাম করিয়া ॥
 ধুম ধাম করি খেতু নাচিতে নাগিল । ৭৭৫
 বধু সকলের মাথাত বজ্জর ভাঙ্গিয়া পৈল ॥
 রত্ননা উঠিয়া বলে পত্ননা নাযর দিদি ।
 জদি কালে বুড়ি গেইছে মরিয়া ।
 খেতু ক্যানে নাচে মোর পাছত আসিয়া ॥
 ছোট রানি আছে রাজার বুদ্ধির নাগর । ৭৮০
 তার উত্তর জানায় অত্ননার বরাবর ॥
 শব্দে শু'নাছি মোরা বুড়ি গেয়ানে ডাঙ্গর ।
 আশুনত না জায় পোড়া জলত না জায় তল ॥
 নোহার খাড়া না বইসে তার গন্দানার উপর ।
 ক্যামন করিয়া বধিবে তায় বুড়ির পরান ॥* ৭৮৫
 চল চল জাই দিদি পরিক্থাক নাগিয়া ।
 মরিছে কি বাচি আছে শাস্তুর আসি দেখিয়া ॥†

* একটি পাঠে পাই :—

নাচন খেমা কররে দিদি নাচন খেমা কর ।
 অধিক করি নাচিলে দিদি টুটিবে গাএর বল ॥
 নাই জায় মরিয়া শাস্তুর নাই জায় মরিয়া ।
 এই কারনে নাচে গোলাম গাইনটা ঘাড়ে নিয়া ॥

† ইহার পর একটা পাঠের অতিরিক্ত অংশ এইরূপ :—

সাজ সাজ বলিয়া রানি সাজিতে নাগিল ॥
 নিগাল ছোরান খানি ঘূচাল ঢাকিনি ।
 তুই অঙ্গুলে বাহির কৈল্লো নাসের কাকই খানি ॥
 কাকেয়া কাকেয়া চুলের ভাঙ্গে জালি ।
 সিতার গোড়ে গোড়ে পিঙ্গল সোনার মুকুতা সারি সারি ॥
 কাকেয়া কাকেয়া রানি চুল করিল গোটা ।
 মাজ কপালে তুলিয়া দিল তিলক সিন্দূরের ফোটা ॥

একটা করি ঘির হাড়ি আমরা নেই কাখত করিয়া ।

জল ভরিবার আলে আমরা চলি হাটিয়া ॥

একটা করি ঘির হাড়ি মিলে কাখত করিয়া ।

৭৯০

একশত রানি ব্যারাল হাতে তালি দিয়া ॥

পরিক্খার ঐঠে জাইছে কান্দিয়া কাটিয়া ।

পরিক্খার কুলে জাইয়া দিলে দরশন ॥

জখন রানি গুলা বুড়িক না দেখিল ।

একশত ঘির হাড়ি ডাঙ্গাইয়া ভাঙ্গিল ॥

৭৯৫

মএনা বলে হয় বিধি মোর করমের ফল ॥

বেটায় দিলে পরিকসালে বউ দিলে দেউ ।

আ'জ তাতে পাইলাম বেটা বউর জিউ ॥

প্রথমে পিন্ধে খোপা হ্যাটেং চ্যাপরা ।

খোপার ভিতর খালা খালায় রানির ছয় বুড়ি চ্যাপড়া ॥

ও খোপা পিন্ধিয়া রানি রূপের দিকে চায় ।

মনতে খায়না খোপা আউলাইয়া ফ্যালায় ॥

তার পরে পিন্ধে খোপা চ্যাপ আ'র ব্যাপ ।

কোন জন্মে দ্যাখছেন নিকি খোপার সোল ঠ্যাপ ॥

ও খোপা পিন্ধিয়া রানি রূপের দিকে চায় ।

মনতে না খায় খোপা আউলাইয়া ফ্যালায় ॥

তার পিছে পিন্ধে খোপা নাটি আ'র নটি ।

ঐ খোপায় ভুলাইয়া আনে ছয় বুড়ি পাইকের নাটি ॥

ও খোপা পিন্ধিয়া রানি রূপের দিকে চায় ।

মনতে না খায় খোপা আউলাইয়া ফ্যালায় ॥

তার পিছে পিন্ধে খোপা গুঞ্জরি ভোমরা ।

সন্ধ্যার সমএ ভোমরা নাগার কলহার ।

একখানি খোপায় কৈল তিন খানি ছআর ॥

একখান ছআরে গায়েরতা গিত গায় ।

আ'র একখান ছআরে ব্রাহ্মনে তিথি চায় ॥

আ'র একখান ছআরে নটুয়ায় নাচন পায় ॥

জখন রানি গুলা বুড়িক না দেখিল ।
 হাতে তালি দিয়া রানির ঘর নাচন জুড়িল ॥
 মএনা বলে হয় বিধি মোর করমের ফল ।
 নাচ নাচ আড়ির বউ মুই ও দ্যাওঁ তালি ।
 পরিক হাতে উঠিলে আড়ি ক'রবে কালি ॥

৮০০

এই খোপা পিন্ধিয়া রানি রূপের দিকে চায় ।
 রানির ছটায় স্নজের ছটায় এক লাগ্য পায় ॥
 নিগাল ছোরান থানি যুচাল ঢাকিনি ।
 জুই অঙ্গুলে বাহির কৈল কাপড়া ঝাম্পাখানি ॥
 প্রথমেতে পিন্ধিল কাপড় কাউয়ারঙ্গি সাড়ি ।
 আট তরপ পিন্ধিল তবু অষ্ট অঙ্গ দেখি ॥
 ঐ কাপড় পিন্ধিয়া রানি রূপের দিকে চায় ।
 মনতে না খায় কাপড় রতিতে বিলায় ॥
 তার পরে পিন্ধে কাপড় গছর রঙ্গের সারি ।
 গছর রঙ্গি সাড়ি পিন্ধিয়া রূপের দিকে চায় ।
 মনতে না খায় কাপড় বান্দিক বিলায় ॥
 তার পিছে পিন্ধে কাপড় লক্খিবিলাসি সাড়ি ।
 লক্খিবিলাসি সাড়ির কথা কহনে না জায় ।
 দিঘল কৈল্লৈ সেই কাপড় মথুরাগঞ্জ জায় ॥
 গোটা কৈল্লৈ সেই কাপড় মুচুতে লুকায় ॥
 লক্খিবিলাসি সাড়ির দাসর নাহি থেও ।
 দাসর ভিতর নেথিয়া দিছে ত্রিশ কোটি দ্যাও ॥
 হাস ন্যাথছে বাতনা ঞাথছে গছরবানে হরি ।
 কাগের সরস্বতি ন্যাথছে কুবিরের ভাগুরি ॥
 কুবিরের ভাগুরি ন্যাথছে দ্যাবতারি রাজা ।
 শনির দৃষ্টে গনেসের মুণ্ড গেইছে ছাঁটা ॥
 গজের মুণ্ড কাটাইয়া গনেসের জোড়াইয়াছে মাথা ॥
 দরিয়ার জত নাছ মগ্র দ্যাছে কাপড়াএ নেথিয়া ।
 পৃথিবির জত পক্খি দ্যাছে কাপড়াএ নেথিয়া ॥

এক পাক দুই পাক তিন পাক ঘুরিল ।
 ফিরা পাকের বালাএ ছোট রানি ছুবলাএ দেখিল ।
 হাতে তালি দিয়া ছুনো ভগ্নি বলিতে নাগিল ॥
 ওগো দিদি তুমি জান যে মা জননির মৃত্যু হয়েছে ।
 নাই জায় মরিয়া শাস্ত্র নাই জায় মরিয়া ।
 লুণ্ডই দ্যাখ শাস্ত্র আছে ছুবলাএ নুকাইয়া ॥ (ক)

চ্যাপ্প চেঙ্গটি, খ'লসা পুটি আর ডারিকা রাখ্ ।
 পাবা ইলসা রানটোঙ্গনা মৌকা ঝাঁকে ঝাঁক ॥
 মৌকার আচালে চিলে নারে ছোঁই ।
 চিলায় নারে ছোঁই বগিলায় ধরিয়া খায় ।
 রুই কাতল সৌল বাউন্স্ গহিন দিয়া জায় ॥
 নাছের মধ্যে রুই নাছ সে দানি নাম ধরে ।
 বালিয়া রাজার তরে তিনি কণ্ঠা দান করে ॥
 বালিয়া রাজার বিবাহ হয় পুটিতে আরবৈরাতি ।
 খালের কাকড়ার মান্দাল বাজায় কুচিয়া ধরে ছাতি ॥
 কিন কিন করিয়া ট্যাঙ্গনা বাজায় সারেন্দি ॥
 ট্যাপা নাছ গুআ ন্যাঙ্ছে ফলি ন্যাঙ্ছে পান ।
 পেপ্পলা ম'চ্ছ্য চুন হএয়া খাএছে গুআ পান ॥
 শাল সৌল বনাই হৈয়া মারোরায় কলা গাড়ে ।
 ভাঙ্গনা বেটা বামন হৈয়া ব্যাদ সাঙ্গ পড়ে ॥

(ক) ইহার পর কোন মতে অতিরিক্ত পাঠ :—

জখন রছনার বোন পছনা ছুবলাএ দেখিল ।
 বুড়ি মএনা মনে মনে ফিকিতে নাগিল ॥
 মহামন্ত্র গেয়ান নিলে হৃদএ জপিয়া ।
 বার বৎসরি ছুকড়ি হইল মএনা কায়া বদলিয়া ॥
 ত্যালের কড়াই নিলে মস্তকে করিয়া ॥
 কাকো নারে চড় খাবড়া বুড়ি কাকো নারে গুড়ি ।
 তাহাতে ডাকিনি মএনা তালাস করে নড়ি ॥

ত্যালের কড়েয়া নিলে মএনা মস্তকে করিয়া ।
 বধুগুলা সৈতে জাএছে তখন মহল নাগিয়া ॥
 বসিয়াছে ধম্মিরাজ পাটের উপর ।
 গলাএ রতন মালা করে টল মল ॥

খাকলা বেটা কান্ত হইয়া ন্যাথা পড়া করে ।
 দারকা বেটা নাপিত হইয়া কানান কাঁজান করে ॥
 টোঁরা পুঁইয়া সৈলন্তা হইয়া বিএর বাতি জলে ॥
 এই সব মাছ দিছে কাপড়াএ নেথিয়া ।
 কত সব পখি দিছে কাপড়াএ তুলিয়া ॥
 রাজহংস বালিহংস সারালি চকোঁআ ।
 লাউজালি কদনা পখি নেথিছে সারা কাপড় দিয়া ॥
 চোঁজভরা পখি ন্যাথছে কলার খায় নৌ ।
 চটর মটর কেউঁআ থাথছে আর বানিয়ার বউ ॥
 ঝাসান্তরি পখি ন্যাথছে দ্যাসে দ্যাসে ধায় ।
 শকুন গৃধিনি ন্যাথছে জা মরা গকু খায় ॥
 আঁচরা পখি ন্যাথছে আজ্যের ঠাকুর ।
 সকল পখির রাজু ন্যাথছে গোথম আর ধকুর ॥
 রাম থাথছে পাঁউঁআ থাথছে আর থাথছে ঘউ ।
 দলের উপর কোঁরা পখি করছে ডুবাদু ॥
 কত সব পক্খি থাথছে পক্খি বুলাবুল ।
 ঝাড়ের তোঁতা একটা থাথছে হাজার টাকা মুল ॥
 জত সব পখি নেথিয়া পখির দিছে স্থাথা ।
 দুই পাকে দুইটা নেকিছে ভুলকিমাঁরা প্যাঁচা ॥
 ঢাল কাউঁআ থাথছে কাক্খান কাক্খান করে ।
 চন্দনা মএনা ন্যাথছে রাধাকিঁষ্ট বলে ॥
 এই কাপড় নিলে রানি পরিধান করিয়া ।
 জাইছে এখন রছনা রানি পরিক্খার নাগিয়া ॥
 কতক ছর জাএয়া কতক পন্ত পাইল ।
 কানা মুনির গ্রানে জাইয়া রুপস্থিত হৈল ॥
 জখন কানা মুনি রানিকে দেখিল ।

ডাইনে বায়েঃ নাজির উজির আছে ত বসিয়া ।
 ত্যালের কড়েয়া দিলে ময়না মিত্তিঙ্গাএ নামাইয়া ॥
 দেওয়ান পাত্র নাজির জখন মএনাক দেখিল ।
 হরিধ্বনি দিয়া কাচারি বরখাস্ত করিল ॥ (ক)

রানিকে দেখিয়া কানা বাটা হাতে চায় ।
 এইকিনা রানিক যদি আনি কানা পাই ।
 স্নন্দর হাত ধরিয়া কানা টারি টারি ব্যাড়াই ॥
 কানা কইলে কথা মনে আর মনে ।
 সত্য রানি জানিয়া পাইল আপন ধেয়ানে ॥
 রানি ব'লতেছে রে বেটা কানা,
 তুমি ক্যান অপরাধি বাক্য বল—
 পাশ্শ টাকা দেইবারে তোর হস্তে গনিয়া ।
 বান্দি করিবারে বেটা হস্ত ধরিয়া ॥
 কানা বলে শোন রানি আমি বলি তোরে ।
 কি করিব তোর পাশ্শ টাকা কানার নন্দন ॥

(ক) পাঠান্তর :—

শঙ্খ চক্র গদাপন্ন চতুর্ভূজধারি ।
 পরিধান পিতাম্বর মুকুন্দ মুরারি ॥
 মএনামতী পরিক্খাএ উত্তরিল বল হরি হরি ॥
 সকল লোকে বলে মহারাজ তোমার জননির পরিক্খা হইল জয় ।
 ধ্মিরাজ দাড়াইয়া বলে এও পরিক্খা নয় ॥
 আর একনা পরিক্খা আছে সোনা মাএর ঠাঞি ।
 এইকিনা পরিক্খা জদি আইসেন উত্তরিয়া ।
 তবে মস্তক খেউরি করি গুপিচন্দ্র রাজা জাব সন্ন্যাস হৈয়া ॥
 মএনা বলে শোন ছাইলা আমি বলি তোরে ।
 এক পরিক্খার বদল বেটা তোর চাইর পরিক্খা নিব ।
 তবু আড়ির পুত্র তোয় সন্মাস করাব ॥
 জখন মএনা বুড়ি পরিক্খা নিবার চাইল ।
 ভাই খেতু বলি রাজা ডাকাইতে নাগিল ॥

সকল লোকে বলে মহারাজ পরিক্খা হইল জয় ।
 রত্ননা নারি কয় এ পরিক্খা নয় ॥
 রাজা কএছে শুন রানি জবাবে বুঝাই ।
 কোড়াকের বুদ্ধি নাই শরিলের ভিতর ।
 শির মুড়িয়া ধম্মিরাজা ছাড়িম বাড়ি ঘর ॥

৮২০

তোমার টাকা চাইতে রানি মোর টাকা বিস্তর ॥
 তোমার বিবার টাকা দিব তোমার বাবারে গনিয়া ।
 তবু তোমার হাত ধরি ব্যাড়াব টারিতে হাটিয়া ॥
 জখন কানা মুনি একথা বলিল ।
 ক্রোধ হএয়া রত্ননা রানি ক্রোধে জলি গেল ॥
 তেমনি রত্ননা রানি এই নাওঁ পাড়াব ।
 কানাকে চক্খুদান দিয়া পরিক্খায় চলি জাব ॥
 ছই বান্দি খৈল্ল কানাক চিত্র করিয়া ।
 এক মুট বালু দিলে ছই চক্খে ঢালিয়া ॥
 গাভির খট দিয়া কানার চক্খু ফ্যালাইল উন্টিয়া ॥
 কানার চক্খু রত্ননা রানি উলটিয়া ফেলিল ।
 চক্খু দান পাএয়া কানা সয়াল সংসার দেখিল ॥
 ভাল মাও চলিয়া গ্যাল মারঅলি দিয়া ।
 চক্খু দান দিল ছই গুতায় আসিয়া ॥
 রত্ননা রানি জখন কানাকে চক্খু দান দিল ।
 রাস্তাএ থাকিয়া ডাকিনি মএনা তা নয়নে দেখিল ॥
 নয়নে দেখিয় মএনা বড় খুসি হৈল ।
 রত্ননা পছনা রানি পস্তু মেলা দিল ॥
 কতেক পস্তু জাএয়া রানি কতেক পস্তু পাইল
 ফোক্লা মুনির গ্রামে জাএয়া রুপস্থিত হৈল ॥
 রানিকে দেখিয়া ফোক্লা কটুবাক্য বলিল ॥
 এই সব রানিক জুগপি আমি ফোক্লা পাই ।
 সুন্দর হাতে গুআ পান পিসি দেউক কুটানি করিয়া পাই ॥
 একথা শুনিয়া রত্ননা রানি ক্রোধমন হৈল ।
 ছই গালে ছই ডিয়া কসিয়া মারিল ॥

রানি কএছে শুন রাজা বিলাতের নাগর ।
 ত্যাল পরিক্খা দিলেন তোমার মাএর বরাবর ॥
 নৌকা পরিক্খা দিয়া ছাড় বাড়ি ঘর ।
 কেমন নৌকা পরিক্খা দিবেন মোর ঠে ন্যাও শুনিয়া ॥
 ঐত বৈতরনি নদি নাই তারে হাওয়া ।
 ছয় মাসের ওসার নদি বৎসরে পড়ে খ্যাওয়া ।

৮২৫

ছানুরে ছয়খানা দাত ভূটকিয়া বা'র হৈল ।
 হস্ত দিয়া ফোকলা মুনি দস্ত দেখিল ॥
 নাও দায় দিয়া ফোকলা প্রনাম জানাইল ॥
 ভাল নাও চলিয়া গ্যাল মারঅলি দিয়া ।
 দস্তদান দিলে ঘড়িকি আসিয়া ॥
 ডাইন মএনা দেখিল তাক ছুই নয়ন ভরিয়া ॥
 ধুআ—ও রসের ভোমরা তোর প্রেমে মইজাছি ।
 তুমি সিমুল ফুলের ভ্রমর হৈয়া চাম্পা ফুলে জান কি ।
 রসের ভোমরা তোর প্রেমে মইজাছি ॥
 উঠিয়াত রছনা রানি পস্ত ম্যালা দিল ।
 চাকুলা রাজার দ্যাশে জাএয়া রানি খাড়া হৈল ॥
 রানিকে দেখিয়া চাকুলা চাক আচড়ায় ।
 এইকিনা রানিক জদি মুক্তি চাকুলা পাওঁ ।
 স্কন্দর গিঠোতে চড়ি চাকুলা দেবিক দেখি জাওঁ ॥
 চাকুলা কহিল কথা মনে আরো তনে ।
 রছনা রানি জানি পাইল অন্তর শিয়ানে ॥
 রানি কএছে,—বেটা চাকুলা পাশ্শ টাকা দ্যাওঁ তোর হস্তে গনিয়া ।
 গাড়ি করিয়া ব্যাড়াইস বেটা আজ্যোতে হাটিয়া ॥
 চাকুলা বলে—শুন রানি কি করিব তোর পাশ্শ টাকা চাকুলা নন্দন ।
 তোর টাকা চাইতে রানি মোর টাকা বিস্তর ॥
 আমার ছফের কথাগুলা তোমার আগত কই ।
 তিনকিনা রানি আছে মোর মহলের ভিতর ॥
 বড় রানি কোনা জায় মোর হাটক নাগিয়া ।
 জাবার ব্যালা জায় শালি খালি হাতে চলিয়া ॥

এক এক চেউ উঠে পৰ্ব্বতের চূড়া ।
 আকাশে উঠে চেউ পাতালে বয় ঝোড়া ॥
 পুত্র মতন শিল পাতর সেও জায় ভাসিয়া ।
 পড়িলে পাটিকাখান সেও না হয় তল ।
 পাটিকার বুড়বুড়ি উঠে বৎসর অন্তর ॥
 ঐ দরিয়া মাও মএনা আসুক পার হইয়া ।
 হাসি কাইল দিম জব জাও সন্মাস হইয়া ॥
 ক্যামন করিয়া হইবে পার মোর ঠে ন্যাও শুনিয়া ॥
 সইস্তার কুটি দ্যাও নৌকা সাজাইয়া ।
 কাকুয়া ধানের স্তম্ভা দ্যাও বৈঠা বানাইয়া ॥

৮৩০

৮৩৫

আসবার ব্যালা আনে সওদা মতুআ ভরিয়া ॥
 মধ্যম রানি জায় মোর গরুবাড়িক নাগিয়া ।
 শেণুরানি থাকে বাড়িতে বসিয়া ॥
 এক উড়ুন ধান জোড়ে আগিনাএ নিজিয়া ।
 টারির চ্যাপ্পরা গুলাক আনে ডাক দিয়া ॥
 তামান কাঞ্চাএ ব্যাডায় শালি দিক দিক করিয়া ।
 মোর চাকুলার রোম গুলা উঠে শিংগরিয়া ॥
 এইঠে থাকি দ্যাখাওঁ শালিক নাটি তুলিয়া ।
 ও শালি দ্যাখায় আমাক গাইনটা তুলিয়া ॥
 তোর বিবার টাকা দেইন তোর সোআমিক গনিয়া ।
 তবু ভোর পিঠোত চড়ি জাইম দেবিহাটি নাগিয়া ॥
 জখন রতনা রানি একথা শুনিল ।
 বান্দির তরে কথা বলিতে নাগিল ॥
 কিবা কর বান্দি বেটি নিছপ্তে বসিয়া ।
 একটি জ্বার দ্যাওয়া ঠ্যাঙ্গা জোগাও আনিয়া ॥
 চাকুলাকে ছরদানে দেই আমি গোড়খাইয়াএ ফ্যালাইয়া ॥
 জ্বার দ্যাওয়া ঠ্যাঙ্গা বান্দি জোগাইলে আনিয়া ।
 চাকুলার চাকত নাটি দেইল ডুবাইয়া ॥
 নাথার উপরে তুলি ঘুমায় জ্যান কুনারের চাক ।

ভোটা একেনা পিকিড়া দ্যাও কাণ্ডারি ধবিয়া ॥

নাই ডারি নাই মাজি নাই তার কাণ্ডারি ।

৮৪০

ঐ নৌকাএ চড়ি পার হউক মা মএনা সুন্দরি ॥

মাছি মুণ্ডু রইতে জাগা নাহি হয় ।

ঐ নৌকা কি মাএর ভরা সয় ॥

রানির বাক্য রাজা ব্রথা না করিল ।

দয়ার ভাই খেতুআ বলি ডাকিবার নাগিল ॥

৮৪৫

ডাক মধ্যে খেতু ছোড়া দরশন দিল ।

ডাইনে প্রনাম করি বাএঞ খাড়া হইল ॥

জোড় হস্ত হএ কথা কহিবার নাগিল ॥

গোড়খাইয়াত পড়ি চাকুলা করে বাপ বাপ ॥

গোড়খাইয়ার শেস্ত ভিড়িয়া ধরিল ।

থাওঁ থাওঁ বলিয়া শেস্তগণ ভিড়িয়া ধরিল ॥

আদদূর্ হতে সন্দার বোচা আছেতো দেখিয়া ।

দোহাই রাজার দোহাই বাৎসার বোচার নন্দন ।

খবরদার চাকুলাক খাবার পাবেন না গোড়খাইয়ার ভিতর ॥

হাতের পাএর রগগুলা দ্যাও দস্ত দিয়া ছাঁটিয়া ।

ঠ্যাং পাও সিদা করি দ্যাও কিরন চাপাইয়া ॥

সন্দার বেটার বাক্য শেস্তগণ ব্রথা না করিল ।

হাতের পাএর রগগুলা ছাঁটিয়া দিল ॥

ঠ্যাং পাও সিদা করি দিল কিরন চাপাইয়া ॥

হাটুয়াত হস্ত দিয়া ডাড়ে খাড়া হৈল ।

মাও দায় দিয়া রানিক প্রনাম জানাইল ॥

ভাল মাও চলি গ্যাল মারঅলি দিয়া ।

ছরদান দিলে আমাক গোড়খাইয়াএ ফ্যালাইয়া ॥

জে শালি দ্যাখাইত আমাক গাইনটা তুলিয়া ।

চোবাড়ি পিড়িয়া কিলাব বড় ঘর ফ্যালাইয়া ॥

ঐঠে হতে রছনা রানি পছ মেলা দিল ।

পরিষ্কার নিকটে জাইয়া রুপস্থিত হৈল ॥

ক্যান ক্যান ওহে দাদা হরসিত মন ।
 কি কারনে ডাকাইলেন তার কহ বিবরন ॥ ৮৫০
 এই বাদে ডাকাইলাম তোর বরাবর ।
 নৌকা পরিক্খা দিয়া আজি ছাড়িম বাড়ি ঘর ॥
 ক্যামন নৌকা পরিক দিবেন মোর ঠে শ্রাও শুনিয়া ।
 সাইস্থার কুটি ছাও নৌকা সাজেয়া ॥*
 কাকুয়া ধানের সূক্ষা ছাও বৈঠা বানেয়া ॥ ৮৫৫

* পাঠান্তর :—

রাজমিস্ত্রির মহলক নাকি জাও চলিয়া ।
 তুসের নৌকা ন্যান তৈয়ার করিয়া ।
 কাকুয়া ধানের সূক্ষা স্থান বইটা বানাইয়া ॥
 রাজবাক্য খেতুআ ব্রথা না করিল ।
 রাজমিস্ত্রির মহল বলি গমন করিল ॥
 রাজমিস্ত্রির মহলে জাইয়া খেতু খাড়া হৈল ॥
 নাম ধরিয়া মিস্ত্রিকে ডাকিতে নাগিল ।
 কিবা কর মিস্ত্রি নিচন্তে বসিয়া ।
 ধম্মি রাজ দিয়াছে তোমার মহলে পাঠাইয়া ॥
 তুসের নৌকা চাইছি এক তৈয়ার করিয়া ।
 কাকুয়া ধানের সূক্ষা দিতে হবে বৈঠা বানাইয়া ॥
 সেই নৌকাএ চড়ি মএনা জাবে দরিয়া পার হৈয়া ॥
 জখন মিস্ত্রি একথা শুনিল ।
 কপালে মারিয়া চড় কান্দিতে নাগিল ॥
 তিন দণ্ড সমএ বুদ্ধি আলোক হইল ।
 পইলা নবানের তুস আনি জোগাইল ॥
 পইলা নবানের ছুস জোগাইলে আনিয়া ।
 কাকুয়া ধানের সূক্ষা নিলে বৈঠা বানাইয়া ॥
 বিশকম্মার নাম নিয়া নৌকার খুইয়া গ্যাল খ্যাও ।
 বিশকম্মা তৈয়ার করি দিল হাত দশ বার নাও ॥
 তুসের নৌকা মহলাএ তৈয়ার করিল ।
 এই তত্ত খেতুয়া রাজাক জানাইল ॥

ঐ ভোটা একটা পিকিড়া দ্যাও কাণ্ডারি সাজেয়া ।
 ঐত বৈতরনি নদি মাও আস্থক পার হৈয়া ॥
 পরিক্খা সাজাইয়া খেতুর হরসিত মন ।
 দরিয়ার কুলে জাএয়া দিল দরশন ॥
 দরিয়ার ঘাটে নৌকা রাখিল বান্ধিয়া ।
 দৌড় পাড়ি খবর জানায় রাজ দুলালিয়া ॥
 ওগো দাদা ওগো দাদা রাজ্যের ঈশ্বর ।
 পরিক্খা খাড়া হইল তোমার দরিয়ার উপর ॥*

৮৬০

• পাঠান্তর :—

খেতু বলে শুন দাদা বচন মোর হিয়া ।
 তুসের নৌকা দিয়াছে মিস্ত্রি তৈয়ার করিয়া ॥
 কিবা কর ভাই খেতুআ নিচন্তে বসিয়া ।
 ফেরুসা হতে মা জননিক আন ডাক দিয়া ॥
 এই নৌকাতে জা'ক মাও দরিয়া পার হৈয়া ॥
 রাজবাক্য খেতুআ ব্রথা না করিল ।
 মা জননির ফেরুসাএ জাইয়া খাড়া হৈল ॥
 খেতু বলে শুন মা আমি বলি তোরে ।
 পরিক্খা তৈয়ার হৈছে রাজার দরবারে ॥
 সেই তুসের নৌকাএ জদি পার দরিয়া পার হৈয়া ।
 নিশ্চয় ধর্ম্মরাজা জাবে সন্তোষ হৈয়া ॥
 জখন বুড়ি মএনা এ বাক্য শুনিল ।
 পরিক্খাএ জাবার কারন সাজিরার নাগিল ॥
 ধবল বস্ত্র নিলে বিধু মাতা পরিধান করিয়া ।
 আপনার ছাইলার দরবার বলি জাইছে চলিয়া ॥
 ছাইলার নিকট জাইয়া মএনা খাড়া হৈল ।
 মা জননি বলি রাজা প্রনাম জানাইল ॥
 জাও জাও মা জননি মিস্ত্রির মহল বলিয়া ।
 তুসের নৌকা ন্যান মস্তকে তুলিয়া ॥

যখন ধর্ম্মি রাজা একথা শুনিল ।
 খেতুআর তরে কথা বলিবার নাগিল ॥
 এই খবর ধরি জা মাএর বরাবর ।
 ত্যাল পরিক্খা কাইল মাও তুই নিলু ভালে ভালে ।
 নৌকা পরিখ নিতে মা তুই জাবি জমঘরে ॥
 জখন খেতু ছোড়া সংবাদ শুনিল ।
 মএনার মহলক নাগি গমন করিল ॥
 তেলিহাটি মালিহাটি ছোড়াইলে চাতেরা ।
 বলো বলিতে ছোড়াইলে আঠার পাইকের পাড়া ॥

৮৬৫

৮৭০

সেই নৌকাএ জাইতে হবে দরিয়া পার হৈয়া ।
 সেই পরিক্খা দেখিয়া আমি জাব সন্ন্যাস হৈয়া ॥
 রাজার বাক্য মএনা বৃড়ি ব্রথা না করিল ।
 দুই হস্তে তুসের নৌকা মস্তকে তুলি নিল ॥
 তুসের নৌকা নিয়া মএনা বৈতানির ঘাটে গ্যাল ।
 মহলে থাকিয়া মহারাজের বুদ্ধি আলোক হৈল ।
 ভাই খেতুআর তরে কথা বলিতে নাগিল ॥
 কিবা কর ভাই খেতুআ নিচস্তে বসিয়া ।
 কলিঙ্কার বন্দর, মথুরার বন্দর, শ্রীকোলের বন্দর—
 মণ্ডলের দ্বারা আইস ঢোল পিটাইয়া ॥
 রাজবাক্য খেতুআ ব্রথা না করিল ।
 তিন সহরে ঢোল পিটাইয়া দিল ॥
 পরিক্খা দেখিতে জত লোক সাজিতে নাগিল ।
 তেলি সাজে মালি সাজে আরো সাজে ধুবি ।
 বিছানাত থাকি কমর বান্ধে ছমাসিয়া রোগি ॥
 একজন ব্যারায় দুইজন ব্যারায় ব্যারায় হলকে হলকে ।
 আইয়ত প্রজা ঠ্যাক নাগল বৈতানির ঘাটে ॥
 দেওআন পাত্র নাজির উজির নিল ধর্ম্মি রাজ সঙ্গত করিয়া ।
 আনন্দিত হৈয়া জাএছে বৈতানি নাগিয়া ॥

রাধারে ঘাট পার কানুর বিন্দাবন ।

ছর ময়ালে দ্যাখা জায় ফেরুসা নগর ॥

এক দুআর, দুই দুআর হস্তে হস্তে লিখি ।

৮৭৫

আঠারো দরজার মধ্যে শ্রীমন্দির দেখি ॥

আগ দুআরে মএনামতি এ পাসার খ্যালাএ ।

পাছ দুআরে খেতু ছোড়া প্রানান জানায় ॥

ডাইন হাতের পাসা মএনা বাএগে হাতে রাখিয়া ।

আশিক্বাদ করে খেতুর মস্তক নাড়িয়া ॥

৮৮০

জিও জিও আড়ির বেটা ধস্মে দেউক বর ।

জত সাগরের বালা এতএ আরিববল ॥

চান সুরুজ মরি ইন্দ্রে হবে তল ।

তবু ছাইলা বাচি রইও ব্যালা তিন পহর ॥

ক্যানে ক্যানে বাপের ধন হরসিত মন ।

৮৮৫

কি বাদে আসিলু তার কহ বিবরন ॥

এতো জোকো মরদ হইলু আপনার মহলে ।

এক দিন ভক্তি না করলু বুড়ির পদতলে ॥

খেতু বলে শুন মা জননি লক্খি রাই ।

কি গপ্প কচ্ছিল দাদার বরাবর ।

৮৯০

পরিখ খাড়া হৈছে তোমার দরিয়ার উপর ॥

ত্যাল পরিক্খা নিলি মা ভালে ভালে ।

নৌকা পরিক্খা নিতে জাবু জমের ঘরে ॥

ঐত বৈতরনি নদি নাই তারে হাওয়া ।

ছয় মাসের ওসার নদি বৎসরে পড়ে খ্যাওয়া ॥

৮৯৫

এক এক চেউ উঠে পববতের চুড়া ।

আকাশে উঠে চেউ পাতালে বয় ঝোড়া ॥

পুতার মতন শিল পাতর সেও জায় ভাসিয়া ।

পড়িলে পাটিকাখান সেও না হয় তল ।

পাটিকার বুড়বুড়ি উঠে বৎসর অন্তর ॥

৯০০

ঐ দরিয়া মাও আস্থক পার হৈয়া ।
 শির মুড়িয়া ধন্নি রাজা জাবে সন্ন্যাস হৈয়া ॥
 মইস্থার কুটি দিছেন নৌকা সাজেয়া ।
 কাকুয়া ধানের স্তম্ভ দিছেন বৈঠা বানেয়া ॥
 ভোটা একটা পিকিড়া দিছেন কাগুরি ধরেয়া ॥ ১০৫
 নাই ডারি নাই মাঝি নাই তার কাগুরি ।
 ক্যামন করি পার হইবেন মা মএনা সুন্দরি ॥
 মাছির মুণ্ড রহিতে মা জাগা নাহি হয় ।
 ঐ নৌকা কি তোমার ভরা সয় ॥
 মএনা বলে হারে বেটা রাজ ছুলালিয়া । ১১০
 এক পরিখ ক্যানে সাত পরিখ নব ।
 হাতে হাতে গোপিনাথক বাড়ি ঘর ছাড়াব ॥
 এক ঘড়ি রহ বেটা ধৈরন ধরিয়া ।
 জবত আইসঁ মএনামতি ছিনান করিয়া ॥
 খেতু বলে হারে মা এই তোর ব্যাভার । ১১৫
 নদির খালে খালে তুই জাবু পালেয়া ।
 তোরে নাগাল জদি না পায় রাজ ছুলালিয়া ।
 শ্যাসে দাদা মোক মারিবে ঐ নৌকাএ ফ্যালেয়া ॥
 মএনা বলে হারে জাতু রাজছুলালিয়া ।
 এক সত্য দুই সত্য তিন সত্য হরি । ১২০
 তোমাক জদি ছাড়ি জাই প্রানে ফাটি মরি ॥
 মএনা বলে হারে জাতু রাজছুলালিয়া ।
 মুঞিও জদি বারেক মএনা জাওঁ আর পালেয়া ॥
 আমার ঘরে আছে চাপাইল বান্দি কোনা ।
 হস্ত পাও বান্দিয়া বান্দিক নইয়া জাও ধরিয়া ॥
 হস্ত পাও বান্দিয়া বান্দিক দ্যাও দরিয়াএ ফ্যালেয়া । ১২৫
 ক্যামন আছে মএনার গিয়ান ন্যাও পরিক্খিয়া ॥
 আলা ভরিয়া ন্যাও বাটি চন্দন ভরা খৈল ।

ছিনান করিতে মএনা শুক সাগর গেইল ॥	
দরিয়্যার ঘাটে জাএয়া দরশন দিল ।	২৩০
তিন আঞ্জুল জলে মএনা ঐ খৈল ভিজাইল ॥	
প্রথম খৈলা দিলে ধম্মক ছিটিয়া ।	
তার পরে দিলে খৈলা বসমাতাক ছিটিয়া ॥	
তার পরে দিলে খৈলা রঞ্জেতে ঢালিয়া ॥	
হাটুজলে জাএয়া মএনা হাটু কইলে শুত ।	২৩৫
নামি গ্যাল গলা জলে মারে পঞ্চ ডুব ॥	
ছিনান করিয়া মএনা হরসিত মন ।	
আনন্দে ধম্মের নামে করিলে প্রনাম ॥	
পূর্ব মুখে পূর্ব মুখে নমস্কার করিয়া ।	
আনন্দে ধম্মের নামে জল বাড়াইয়া ॥	২৪০
চাউলের পিণ্ড না পাএয়া মএনা বালার পিণ্ড দিল ।	
জত মোনে ইষ্ট দেবতা হস্তে পাতি নিল ॥	
বৈতানি নিকটে জাইয়া রাজা খাড়া হইল ।	
মধুর বচনে বাক্য মএনা বলিতে নাগিল ॥	
কিবা কর ওরে খেতু নিছন্তে বসিয়া ।	২৪৫
ধূপ ধূনা ঘৃত কলা জোগাও আনিয়া ।	
গম্ভীর জল মধু জোগাও আনিয়া ॥	
ব্যাল পুষ্প আতব চা'ল জোগাও আনিয়া ।	
নৌকা পূজি মএনা জাব দরিয়া পার হইয়া ॥	
মএনার বাক্য খেতু বৃথা না করিল ।	২৫০
পূজার সামগ্রি আনিয়া জোগাইল ॥	
পূজার সামগ্রি জোগাইলে আনিয়া ।	
বৃধুমাতা কান্দে এখন গুরু গুরু বলিয়া ॥	
গুরু গুরু বলি মএনা কান্দিবার নাগিল ।	
রত বএয়া জায় গোরকনাথ রত আটকিল ॥*	২৫৫

* পাঠান্তর:--

মএনার গুরু কৈলাসে ছিল তাদের আসন নড়িল ।

অথে চড়ি শিব গোরকনাথ মঞ্চকে নামিল ॥

গোরকনাথ বলে শুন সারথি কার প্রানে চাঁও ।

আমার নাকান নাই সিদ্ধা সয়ালের ভিতর ।

রত আটক কে করিলে আমার ঘড়িকের ভিতর ॥

ধেয়ানের গোরকনাথ ধেয়ান করি চায় ।

ধেয়ানের মধ্যে গোরকনাথ মএনার নাংগাল পায় ॥

৯৬০

সেন্দুরিয়া গোরকনাথ সেন্দুর ঝলমল ।

আলক রতে চড়ি আইল গোরকের বিছাধর ॥

গোরকনাথ বলে মএনা কার প্রানে চাঁও ।

জখন মএনামতি একথা শুনিল ।

গুরুদেবের চরনে মএনা প্রনাম জানাইল ॥

৯৬৫

কি রসাই পইছে মা তোর বরাবর ।

কি কারনে কান্দিস দরিয়ার কুলোত ॥

তার সংবাদ বল আমাক ঘড়িকের ভিতর ॥

মএনা বলে শুন গুরু করি নিবেদন ।

তৈল পরিক্খা আমি নইলাম ভালে ভালে ।

৯৭০

নৌকা পরিক্খা নিতে আমার বড় ভয় নাগে ॥

ঐত বৈতরনি নদি নাই তারে হাওয়া ।

ছয় মাসের ওসার নদি বৎসরে পড়ে খ্যাওয়া ॥

এক এক চেউ উঠে পববতের চুড়া ।

আকাশে উঠে চেউ পাতালে বয় ঝোড়া ॥

৯৭৫

পুতার মতন শিল পাতর সেও জায় ভাসিয়া ।

পড়িলে পাটিকাখান সেও না হয় তল ।

পাটিকার বুড়বুড়ি উঠে বৎসর অন্তর ॥

সইস্তার কুটি দিছে নৌকা সাজেয়া ।

কাকুয়া ধানের স্তম্ভ দিছে বৈঠা বানেয়া ॥

৯৮০

ভোটা এক পিকিড়া দিলে কাগুরি ধরেয়া ॥

নাই ডারি নাই মাঝি নাই তার কাগুরি ।

ক্যামন করি হব পার আমি মএনা স্তন্দরি ॥

মাছি মুণ্ড রইতে নৌকা জাগা নাহি হয় ।

এই নৌকাএ নিকিন গুরু মএনার ভর সয় ॥

৯৮৫

মএনা বলে গুরু বাপ বচন মোর হিয়া ।

তুসের নৌকা গুরু বাপ দ্যাওত পুজিয়া ॥

এই নৌকাতে জাব দরিয়া পার হৈয়া ॥

শিব গোরকনাথ তুসের নৌকার নাম শুনিল ।

ভয় খাএয়া গোরকনাথ না জবাব দিল ॥*

৯৯০

তুসের নৌকা পুজিবার না পারৈঁ। গোরকনাথ আসিয়া ।

তুসের নৌকা পুজি দিবে হাড়ি সিদ্ধা আসিয়া ॥

* পাঠান্তর:--

গোরকনাথ বলে মএনা কার প্রানে চাও ।

ভয় না খাও মএনা প্রানে না খাও ডর ।

আমি গোরকনাথ থাকিতে ভাবনা কি কারন ॥

এক ঘড়ি রও মা ধৈরন ধরিয়া ।

জাবত না আইস গঙ্গা মাতাক ছলনা করিয়া ॥

ওঠে থাকিয়া গোরকনাথের হরসিত মন ।

গঙ্গা মাতার কুলে জাএয়া দিলে দরশন ॥

গঙ্গা বলিয়া তুলিয়া ছাড়ে আও ।

ঘরে ছিল গঙ্গা মাতা বাহিরে দিলে পাও ॥

গুরুকে বসিতে দিলে দিব সিঙ্গাসন ।

করপুর তাম্বুল দিয়া জিগ্গায় বচন ॥

ক্যানে ক্যানে গুরু ধন হরসিত মন ।

কি বাদে আসিলেন তার কও বিবরন ॥

গোরকনাথ কয় গঙ্গা বাক্য আমার ন্যাও ।

এই বাদে আসিলাম আমি তোৰ বরাবর ।

আমার চেলি পরিখ নিবে তোৰ বরাবর ॥

জদি কালে গঙ্গা মাতা ধরিয়া করবু বল ।

ছাই ভস্ করিয়া দরিয়াক করিম বালুচর ॥

গঙ্গা বোলে শুন গুরু করি নিবেদন ।

হাড়ি সিদ্ধা নাগি মএনা হুঙ্কার ছাড়িল ।
 বাও সঞ্চারে হাড়ি সিদ্ধা আসিয়া হাজির হৈল ॥
 দিদি বলি মএনাক প্রনাম জানাইল ॥
 কিবা কর হাড়ি ভাই নিছন্তে বসিয়া ।
 তুসের নৌকা হাড়ি ভাই দ্যাওত পুজিয়া ॥
 তুসের নৌকা দেখি হাড়ি সিদ্ধা চমৎকার হৈল ।

১২৫

ন্যায় নামে মএনা পরম আনন্দে ।
 ছেদি জাবে মএনার নৌকা সেদি বালু হবে ॥
 সহস্যারে কুটি নয় অঁয় মধুকর ।
 পিকিড়া নয় অঁয় স্নজান কাণ্ডারি ।
 হস্তি ঘোড়া করিবে পার তোমার মএনার কত ভারি ॥
 নড়ি ঝড়ি করিব মএনাক প্রানে না মারিব ।
 হাতে হাতে মএনামতিক দরিয়া পার করিব ॥
 জখন মএনমতি সংবাদ শুনিল ।
 গুরুদেবের চরনে প্রনাম করিল ॥
 আপনার মহল নাগি গমন করিল ।
 আপনার মহলে জাএয়া দরশন দিল ॥
 পাচ নোটা কুআর জলে ছিনান করিল ॥
 ছিনান করি রসাই ঘর নইল পরিস্কার করিয়া ।
 এক ভাত পঞ্চাশ ব্যাঞ্জন রন্ধন করিয়া ।
 সবলের থালে অন্ন নইল পারশ করিয়া ॥
 আইসো আইসো খেতু ছোড়া অন্ন খাওসিয়া ॥
 অন্ন জল খাইয়া মুক্খে দিল পান ।
 মাএ পুত্রে কথা কয় ভর পুন্নিমার চান ॥
 মএনা বলে আরে জাহু রাজ হুলালিয়া ।
 এক পরিক্খা নাগে ক্যান সাত পরিক্খা নব ।
 হাতে হাতে আইজ বেটাক সন্ন্যাস পাঠাব ॥
 আগুন পাটের সাড়ি পরিধান করিয়া ।
 হুই বান্দিক নইলে সঙ্গে করিয়া ॥

ভয় খাওয়া হাড়ি সিদ্ধা না জবাব দিল ॥
 আমি নৌকা পুজির না পারিম হাড়িপা লঙ্কেশ্বর ।
 নৌকা পুজিয়া দিবে ধিরনাথ কুমর ॥
 ধিরনাথ কুমরক নাগি ছফ্ফার ছাড়িল ।
 ডাক মধ্যে ধিরনাথ কুমর আসিয়া খাড়া হৈল ॥
 দিদি বলি মএনাক প্রনাম জানাইল ॥
 রে ধিরনাথ কুমর,—
 তুসের নৌকা আমার পুত্র নিছে তৈয়ার করিয়া ।

১০০০

১০০৫

গুআ খোআ বিশি নইলে কমরে করিয়া ।
 ছই কাণ্ডারি নইলে সঙ্গে করিয়া ॥
 দরিয়াক নাগিয়া চলিল হাটিয়া ॥
 জখন খেতু ছোড়া সংবাদ শুনিল ।
 দৈড় পাড়ি রাজাক খবর জানাইল ॥
 জখন ধম্মি রাজা সংবাদ শুনিল ।
 পাত্র মিত্র নইয়া রাজা সাজিতে নাগিল ॥
 বন্দূকের জয় জয় ধুমায় অন্ধকার ।
 বাপে বেটায় চিনা না জায় ডাকাডাকি সার ॥
 আঠার তবিলের সিপাই সাজে ঠাঞি ঠাঞি ।
 হিন্দু মুসলমান সাজে ন্যাখা জোখা নাই ॥
 বন্দর ভাঙ্গিয়া বন্দর হইল শেস ।
 পরিক্থা দেখিবার জায় ফকির দরবেশ ॥
 পাত্র মিত্র নইয়া রাজা গমন করিল ।
 দরিয়ার ঘাটে জাইয়া দরশন দিল ॥
 নৌকা দেখিয়া সভার নোক বড় ভয়ঙ্কর হৈল ॥
 মাছি মুণ্ড রইতে নৌকা জাগা নাহি হয় ।
 এই নৌকা কি মএনার ভরি সয় ॥
 জখন মএনামতি নৌকা দেখিল ।
 গুরু গুরু বলি মএনা কান্দন জুড়িল ॥
 রথ বইয়া জায় গোরকনাথ রথ আটকিল ।
 গুরুদেবের চরনে মএনা প্রনাম জানাইল ॥

নৌকা পুজি দ্যাও আমি জাই দরিয়া পার হৈয়া ॥

ধিরনাথ কুমর বলে দিদি,—

নৌকা পুজিবার না পারিম ধিরনাথ কুমর ।

নৌকা পুজিয়া দিবে মিনবা লঙ্কেশ্বর ॥

১০১০

মিনবাক নাগিয়া মএনা হুঙ্কার ছাড়িল ।

ডাক মধ্যে মিনবা আসিয়া খাড়া হৈল ॥

কিবা কর মিনবা নিছন্তে বসিয়া ।

তুসের নৌকাকোনা দ্যাও আরো পুজিয়া ॥

জখনে মিনবা এ কথা শুনিল ।

১০১৫

মএনার সাক্‌খাতে মিনবা না কথা কৈল ॥

নৌকা পুজিবার না পারিম আমি মিনবা লঙ্কেশ্বর ।

নৌকা পুজিয়া দিবে ভোলা মহেশ্বর ॥

বুড়া শিবক নাগি মএনা হুঙ্কার ছাড়িল ।

ডাক মধ্যে বুড়া শিব আসিয়া খাড়া হৈল ॥

১০২০

শিবের তরে কথা মএনা বলিতে নাগিল ॥

দ্যাও দ্যাও গোসাত্রিঃ নৌকা পুজিয়া ।

ডাহিনি মএনা জাই আমি দরিয়া পার হৈয়া ॥

হাসিয়া খেলিয়া মএনা দরিয়া নামিল ॥

বাঞ্ছা হস্ত তুলি দিলে নৌকার উপর ।

আছিল সরিসার কুটি মধুকর হইল ॥

তুই কাণ্ডারি নইল নৌকাএ চড়েয়া ।

তুই বান্দিক দিলে নৌকাএ চড়েয়া ॥

গুরুদেবের চরনে মএনা প্রণাম করিয়া ।

মধ্যত বসিল মএনা ঠসোক মারিয়া ॥

হরি বোল বলিয়া নৌকা দিল ছাড়িয়া ॥

তুরু তুরু বলিয়া মএনা সিঙ্গিনা বাজায় ।

ভাটি মুখে বয় গঙ্গা শুনিয়া উজান ধায় ॥

- জখন বুড়া শিব তুসের নৌকা দেখিল ।
 ভয় খাইয়া বুড়া শিব না জবাব দিল ॥ ১০২৫
- ক্রোদ্ধমান হইয়া মএনা ক্রোদ্ধে জলিয়া গ্যাল ॥
 দ্যাবাগনের মাঝত মএনা মায়ে আলকচিত ।
 ভয় খাইয়া দ্যাবাগন পালায় ভিতাভিত ॥
 কচুবাড়ি দিয়া বুড়া শিব জায় পলাইয়া ।
 হোলা ব্যাঙ্গের মতন মএনা নিগায় ন্যাদিয়া ॥ ১০৩০
- খপ্ করি বৃধুমাতা শিবকে ধরিল ।
 শিবের তরে কথা মএনা বলিতে নাগিল ॥
 ক্যান ক্যান ভোলা গোসাঞি জান পলাইয়া ।
 তুসের নৌকা পুজিতে হবে বৈতানির ঘাটে গিয়া ॥
 কাতর হইয়া বুড়া শিব বৈতানির ঘাটে গ্যাল । ১০৩৫
- আনন্দিত হইয়া নৌকা পুজিতে নাগিল ॥
 ধুপ ধূনা ঘৃত কলা দিলে আগা করিয়া ।
 মধু গঙ্গাজল দিল নৌকাএ ছিটিয়া ॥
 নৌকা পুজে বুড়া শিব উল্টা মন্ত্র কৈয়া ॥
 আশুন ক্যামন নালে ব্রহ্মা ক্যামন নালে । ১০৪০
- ব্রহ্মা বেটা মৈল জারে পানি মৈল তিয়াসে ॥
 ঢেকি আনলাম ধান বানিতে সেও পালাইল আসে ।
 কুলা আনলাম ধান ঝাড়িতে পাড়িয়া কিলায় তুসে ॥
 এলুয়াবাড়ি বেলুয়াবাড়ি কাসিয়াবাড়ি দি ঘাটা ।
 শিয়ালক দেখি জনওয়ার পালায় হাসিয়া মৈল পাঠা ॥ ১০৪৫
- আগে উবজিল ছোট ভাই পাছে উবজিল দাদা ।
 কেঁও বেঁও করিয়া মাও উবজিল পাছত উবজিল বাবা ॥
 বন্দুকের ছটালুটি ধুমায় অন্ধকার ।
 বাপে বেটায় না চেনে ডাকাডাকি সার ॥
 এই মন্ত্র দিয়া দিল নৌকা পুজিয়া । ১০৫০
- হরিধ্বনি দিয়া দিল নৌকা গঙ্গাতে ভাসাইয়া ॥

মুনিমন্ত্র গিয়ান নিলে মএনা শরিরে জপিয়া ।
 কানাইর হাতের বাশি নিলে হস্তে করিয়া ॥
 এক রদ মস্তকের ক্যাশ দুই রদ করিয়া ।
 নৌকাত চড়ে বধুমাতা ঠসক মারিয়া ॥ ১০৫৫
 নৌকাত চড়ি মএনা বুড়ি বাশিতে ফু দ্যায় ।
 বাশির বাস শুনিয়া নৌকা উজান ধায় ॥
 এপার হতে গ্যাল মএনা ওপার চলিয়া ।
 গাঙ্গিক তরে কথা দ্যাএছে বলিয়া ॥
 কিবা কর গাঙ্গি বেটি নিছন্তে বসিয়া । ১০৬০
 এক গুনের গাঙ্গি জাএক ত্রিগুন হইয়া ॥
 জ্যানকালে বুড়ি মএনা একথা কহিল ।
 বহ বহ করি গাঙ্গি গোজ্জিয়া উঠিল ॥
 ওপার হতে এল মএনা এপার ফিরিয়া ।
 এক পাকের করাল ছিল দুই পাক ঘুরিল । ১০৬৫
 তুসের নৌকা বৈঠা মএনা খোপাএ গুজি নিল ॥
 সোনার খড়ম নিলে মএনা চরনে নাগেয়া ।
 জলের উপরে উপরে মএনা গ্যাল পার হইয়া ॥
 এপার হতে বুড়ি মএনা ওপার চলি গ্যাল ।
 গাঙ্গিক তরে বলিতে নাগিল ॥ ১০৭০
 কিবা কর গাঙ্গি বেটি নিছন্তে বসিয়া ।
 তিন বাগের জল জা তুই বালুচর করিয়া ॥
 ডাহিনি মএনা জাওঁ মুঞি দরিয়া পার হইয়া ॥
 সোনালিয়া খড়ম নিলে মএনা চরনে নাগেয়া ।
 জলের উপরে উপরে মএনা গ্যাল পার হইয়া ॥ ১০৭৫
 হয় হয় করে দ্যাবগন চরিৎকার দেখিয়া ॥
 এক পাকের করাল ছিল তিন পাক হৈল ।
 জয় জোগার দিয়া নৌকা দরিয়াত ছাড়িয়া দিল ॥
 পার হইয়া পাইল মএনা গোকুল ঘাটের কুল ।

ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া বান্দিল মাতার চুল ॥	১০৮০
জত সব সভার নোক বলে পরিখ হইল জয় ।	
অতুনা পতুনা কয় এও পরিক্খা নয় ॥	
রহোবন মন্ত্র আছে শরিরের ভিতর ।	
রহোবন করি পার হয় মাও দরিয়্যার উপর ॥	
রাজায় রানি কইলে কথা ডাঙ্গাত বসিয়া ।	১০৮৫
মএনামতি জানিতে পারিল দরিয়্যায় থাকিয়া ॥	
মএনা বলে হয় বিধি মোর করমের ফল ।	
জত সকল বুদ্ধি ছান্দে এ নিরাসি সকল ॥	
তবু নি মএনামতি এ নাম পাড়াব ।	
আর কিচু জ্ঞান আমার ছাইলাক দ্যাখাব ॥	১০৯০
মধ্য দরিয়্যাএ জাইয়া মএনা ঝাপ দিয়া পড়িল ।	
ডাঙ্গাত থাকিয়া রাজা কান্দন জুড়িল ॥	
মাএর ডাহায় রাজা দরিয়্যাএ পড়িবার চায় ।	
এইতো শিশু ঘড়িয়ালে মাওক খাইলে ধরিয়া ।	
মাবদি নাম থাকিল রাজ্য ভরিয়া ॥	১০৯৫
মহাপাপি হইলাম আমরা ভাই দুইজন ।	
আমাক চুইয়া জল না খায় ব্রাহ্মন সকল ॥	
মাএর ডাহায় দরিয়্যাএ পড়িবার চায় ।	
পঞ্চজন ব্রাহ্মন ধরিয়া রাজাকে বুঝায় ॥	১১০০
কান্দো কি কারন রাজা ভাবো কি কারন ।	
আলাই বলাই তোমার মাতা গ্যাল মরিয়া ।	
রানি লইয়া রাজ্য কর পাটত বসিয়া ॥	
পাত্র মিত্র নইয়া রাজা গমন করিল ।	
আপনার পাটত জাইয়া দরশন দিল ॥	১১০৫
বসিল ধর্ম্মি রাজা সভার মাঝারে ।	
চত্রুদিগে ঘিরি নইলো বৈদে ব্রাহ্মনে ॥	
কুঘাটে ডুবিল মএনা স্ত্রঘাটে উঠিল ।	

- গুরুদেবের চরনে মএনা প্রনাম জানাইল ॥
 জত মোনে সভার নোক বলে পরিখ হইল জয় ।
 অতুনা পতুনা কয় এও পরিক্খা নয় ॥ ১১১০
 আর কিছু পরিখ আছে তাক দিবার হয় ॥
 নৌকা পরিক্খা দিলেন তোমার মায়ের বরাবর ।
 তুল পরিক্খা নিয়া রাজা ছাড় বাড়ি ঘর ॥
 ক্যামন তুল পরিক্খা দিব মাএর বরাবর ।
 তার সংবাদ বল আমার বরাবর ॥ ১১১৫
 এক জোড়া নিত্তি তুমি আইস ধরিয়া ।
 ক্যামন আছে সতের সতি মাও ন্যাও পরিক্খিয়া ॥
 সভাএ থাকিয়া রাজার হরসিত মন ।
 দয়ার ভাই খেতুআ বলি ডাকে ঘনে ঘন ॥
 ডাক মধ্যে খেতু ছোড়া দিলে দরশন ॥ ১১২০
 ডাইনে প্রনাম করি বামে খাড়া হইল ।
 জোড় হস্ত করিয়া কথা বলিতে নাগিল ॥
 ওরে খেতুআ—
 কিবা কর ভাই খেতুআ নিছন্তে বসিয়া ।
 বাপকালিয়া রূপার নিত্তি জোগাও আনিয়া ॥* ১১২৫

* পাঠান্তর :—

এই বাদে ডাকিলাম ভাই তোর বরাবর ।
 তুল পরিক্খা নিয়া আমি ছাড়ি বাড়ি ঘর ॥
 এক জোড়া নিত্তি জোগাও আনিয়া ।
 তুল পরিক্খা নিয়া জাব সন্ন্যাস হইয়া ॥
 জখন খেতু ছোড়া এ কথা শুনিল ।
 বানিয়ার মহল নাগি গমন করিল ॥
 বানিয়া বানিয়া বলি তুলি ছাড়ে রাও ।
 ঘরে ছিল বানিয়া বাহিরে দিল পাও ॥
 জখন বানিয়া খেতুক দেখিল ।
 বসিবার দিল খেতুক দিব্ব সিঙ্গাসন ।

একেটা পোস্তের দানা জোগাও আনিয়া ।
 ক্যামন মা জননি সতি কন্যা নেই রোজন করিয়া ॥
 রাজ বাক্য খেতুআ ব্রথা না করিল ।
 পোস্তের দানা খেতুআ আনিয়া জোগাইল ॥
 এক জোড়া রুপার নিত্তি আনিল জোগাইয়া ।
 ডাহিনি মএনাক রোজন করে পোস্তের দানা দিয়া ॥
 পরিক্থা দেখিবার কারন কত নোক আসিল সাজিয়া ।
 এখন মএনা বুড়িক রোজন করে পোস্তের দানা দিয়া ॥

১১৩০

ক্রোফুল তামুল দিয়া জিগ্গাসে বচন ॥
 ক্যান ক্যান খেতু হরসিত মন ।
 কি বাদে আসিলেন তার কও বিবরন ॥
 এই বাদে আসিলাম আমি তোর বরাবর ।
 এক জোড়া নিত্তি ভাই দ্যাও আনিয়া ।
 তুল পরিক্থা দিয়া রাজা জায় সন্ন্যাস হইয়া ॥
 জখন বানিয়া একথা শুনিল ।
 এক জোড়া নিত্তি আনিয়া জোগাইল ॥
 জেও নিত্তি আনি দিল তার তলিকোনা ভাঙ্গা ।
 ঐ নিত্তি ধরি আইল রাজা তুলালিয়া ॥
 ঐ নিত্তি আনি দিল রাজার বরাবর ॥
 জখন নিত্তি আনিয়া জোগাইল ।
 মাও মাও বলিয়া রাজা ডাকিবার নাগিল ॥
 ডাকমাত্র মএনা বুড়ি দরশন দিল ॥
 সভাএ থাকিয়া রাজার হরসিত মন ।
 দয়ার ভাই খেতুআ বলি ডাকে ঘনে ঘন ॥
 কি কর ভাই খেতু কার প্রানে চাও ।
 একটা পোস্তের দানা আনিয়া জোগাও ॥
 একটা পোস্তের দানা দিল আনিয়া ।

এক পাকে তুলিয়া দিল পোস্তের দানা ।

আর এক পাকে বসিল গিয়া রাজার মা মএনা ॥*

১১৩৫

নিত্রির কাটা ধরিয়া রাজা তোলে টান দিয়া ॥

সেই জে মএনা পাইছে গোরকনাথের বর ।

পোস্তের দানা চাইতে মএনা সবদাঙ্গে পাতল ॥

ও পরিক্খাত বুড়ি মএনা আসিল উত্তরিয়া ।†

সকল লোকে বলিতেছে মহারাজ তোমার জননির পরিক্খা

হইল জয় । ১১৪০

অহুনা পহুনা‡ দাড়াইয়া বোলে এও পরিক্খা নয় ॥

ওরে খেতুআ, কোন্‌বার্ঠাকার ভাঙ্গা নিত্তি জোগালু আনিয়া ।

ভাঙ্গা দিয়া জননির ওজন পড়িল হুঙ্কিয়া ॥

আবার বাপকালিয়া সোনার নিত্তি আন জোগাইয়া ।

জননিক ওজন করি তুলসি পত্র দিয়া ॥§

১১৪৫

কিবা কর ভাই খেতুআ নিছন্তে বসিয়া ।

একটা তুলসি পত্র আন জোগাইয়া ॥

আপন হাতে রোজন করি তুলসি পত্র, দিয়া ॥

জখন ধম্মিরাজ তুলসির পত্র জোগাইল ।

করুনা করি বুড়ি মএনা কান্দিত্তে নাগিল ॥

১১৫০

আহা ভগবান পোস্তের দানার পরিক্খা আমি নিলাম ভালে ভালে ।

তুলসির পত্রের পরিক্খা নিতে আমার কিবা হয় কপালে ॥

* পাঠান্তর—ভাল পিকে চড়ে দিল পোস্তের দানা ।

কানা পিকে চড়ে দিলে রাজার মাও মএনা ॥

† একটী পাঠে অতিরিক্ত :—

নিত্তি জোড়া ধম্মিবাজ ফ্যালাইল পাকেয়া ।

মাও মাও বলি কান্দে রাজ ছলালিয়া ॥

‡ কোন পাঠে ‘অহুনা পহুনা’ হুঁড়ে ‘ধম্মিরাজ’ পাওয়া যায় ।

§ পাঠান্তর—কানা পিকে তুলি দ্যাও একটা তুলসির পাত ।

ভাল পিকে তুলি দ্যাও তোমার মাও মএনাক ॥

কান্দি কাটি বুড়ি মএনার বুদ্ধি আলো হইল ।	
তুলসির পত্রের পরিকথা জদি আমি না নেই উত্তরিয়া ।	
অসতি ব'লবে আমাক কাচারি ভরিয়া ॥	১১৫৫
তেউনিয়া ডাহিনি মএনা এ নাওঁ পাড়াব ।	
পসান করি তুলসির পত্র মাটিতে রাখিব ॥	
ধম্মিরাজ পাটেতে বসিল ভিড়িয়া ।	
সোনার নিত্তি মিল হস্তে তুলিয়া ॥	
এক পাকে* তুলিয়া দিল তুলসির পাত ।	১১৬০
আর এক পাকে বসিল গিয়া রাজার মা মএনা ॥†	
নিত্তির কাটা ধরি রাজা তুলিল টান দিয়া ।	
তুলসির পত্র থাকিল আবার মুত্তিকাএ পড়িয়া ॥	
ডাহিনি মএনা উঠিল সগ্গক নাগিয়া ॥‡	
সগ্গক নাগিয়া ডাহিনি মএনা ভাসিয়া উঠিল ।	১১৬৫
হরিক্ষনি দিয়া কাচারি বরখাস্ত করিল ॥	
নিত্তি জোড়া ধম্মিরাজ ফালাইল পাকেয়া ।	
মাও মাও বলিয়া কান্দে রাজ ছুলালিয়া ॥	
আর আমি পরিখ না নিব মাএর বরাবর ।	
শির মুড়িয়া ধম্মিরাজ মুঞিও ছাড়িম বাড়ি ঘর ।	১১৭০

* পাঠান্তর—কানা পিকে ।

† পাঠান্তর—ভাল পিকে চড়ায়ে দিল রাজার মাও মএনা ॥

‡ পাঠান্তর :—

ও মএনা পাইছে গোরকনাথের বর ।

তুলসির পাতের চায়া হইল সব্বাঙ্গে পাতল ॥

পণ্ডিত খণ্ড

মএনার পরিক্খা গ্যাল উত্তরিয়া ।
এখন পণ্ডিত খণ্ড গান পড়িল আসিয়া ॥
আ'জকার মনে জাইছি মা ঠাকুরবাড়ি নাগিয়া ।
কা'ল প্রাতকে সন্ন্যাস হব গননা শুনিয়া ॥
জ্যানকালে মহারাজা একথা বলিল ।
রত্ননা পত্ননা রানি কল্পে শুনিল ॥*
করুনা করিয়া দোন বইনে কান্দিতে নাগিল ॥
রত্ননা বোলে শুন দিদি পত্ননা নাইওর দিদি ।
আর গৃহে না রয় দিদি সোআমি নিজপতি ॥†
কি বুদ্ধি করি দিদি কিবা চরিত্তর ।
কড়াটিকের বুদ্ধি নাই শরিলের ভিতব ॥
একনা বুদ্ধি আছে দিদি শরিলের ভিতর ।

৫

১০

- * পাঠান্তর—দরবারে থাকিয়া রাজার হরসিত মন ।
দয়ার ভাই খেতুআ বলি ডাকে ঘনে ঘন ॥
কি কর ভাই খেতু কার প্রানে চাও ।
শিব্রগতি পণ্ডিত আনিয়া জোগাও ॥
গনাপাড়া করি আমি জাইব সন্ন্যাস হএয়া ॥
রাজায় খেতু কহিলে কথা দরবারের উপর ।
অত্ননা পত্ননা জানি পাইলে আপনার মহল ॥

† এক পাঠের অতিরিক্ত অংশঃ—

পণ্ডিত আনিবার পাঠাইলে খেতুআ অধিকারি ।
গনাপাড়া করিলে রাজা হবে ভিক্খাধারি ॥

পাশ্শ টাকা দেই বান্দির আঞ্চলে বান্দিয়া ।	
খোসা দিয়া আসুক ঠাকুরের মহলতে জাএয়া ॥	
এই কিনা বুদ্ধি নিলে জুকতি করিয়া ।	১৫
বান্দিক ডাকায় রত্ননা রানি কান্দিয়া কাটিয়া ॥*	
পাশ্শ টাকা ধরি জাও পণ্ডিতের মহলক নাগিয়া ॥	
পাশ্শ টাকা † খোসা দ্যাও পণ্ডিতের বরাবর ।	
সত্য কথা জ্যান পণ্ডিত রাখে গোপন করিয়া ।	২০
মিথ্যা কথা কউক পণ্ডিত রাজ দরবার জাইয়া ॥	
এই কথা কহিবে পণ্ডিত রাজ দরবার জাইয়া ।	
ওহে রাজা ওহে রাজা বিলাতের নাগর ।	
এও সমএ ধম্মিরাজা না পাইলাম কুশল ॥	
আমার পাঞ্জি রাখিবার কহে এ বার বৎসর ॥ ‡	২৫
তোমার পাকুক চুল দাড়ি অত্ননার মাথার ক্যাশ ।	
ছোট রানির অবশ্যাসে হয়েন পরদ্যাশ ॥	
এই কথা জাইয়া বলিস বান্দি পণ্ডিতের বরাবর ॥	
রানির বাক্য বান্দি দাসি ত্রথা না করিল ।	
সাজ সাজ বলি বান্দি দাসি সাজিতে নাগিল ॥	৩০
পাশ্শ টাকা নিলে বান্দি রাঞ্চলে বান্দিয়া ।	
পণ্ডিতের মহলক নাগি জাএছে চলিয়া ॥	
কতদুরে জাএয়া বান্দি কতেক পন্থ পাইল ।	
পণ্ডিতের মহলে জাএয়া বান্দি খাড়া হৈল ॥	
পণ্ডিত ঠাকুর বলিয়া :তায় ডাকাইতে নাগিল ॥	৩৫

* কোন মতে ইহার পর—কিবা কর চাপাই বান্দি নিছন্তে বসিয়া ।

† পাঠান্তর—‘পাশ্শ টাকা’ স্থলে ‘একশত টাকা’ এবং ‘খোসা’ স্থলে ‘ঘুম’ ।

‡ পাঠান্তর :—

একনা বছর থাকের কয় জ্যান ধৈরন ধরিয়া ।

এক ছাওআলের বাপ হৈয়া জায় জ্যান সন্ন্যাস নাগিয়া ॥

- পণ্ডিত পণ্ডিত বলিয়া বান্দি তুলিয়া কৈল্ল রাও ।
 চমৎকার হইল পণ্ডিতের সব গাও ॥
- জখন পণ্ডিত মুনি রাজার বান্দি দাসিক দেখিল ।
 হাতে মাতে পণ্ডিত ঠাকুর চমকিয়া উঠিল ॥
- এক খান পাটি আনি বান্দিক বসিত দিল ॥ * ৪০
- করফুর তাম্বুলো দিল বান্দিক সাজাএয়া ।
 মধুর বচনে বান্দিক দ্যাএছে বলিয়া ॥
- এত দিন না আইস মা মোর মহল চলিয়া ।
 আইজ ক্যানে আইছেন মা মহল সাজিয়া ॥
- বান্দি ঠাকুরক বলছে—ওগো ঠাকুর— ৪৫
- গননা গুনিবার বাদে খেতুক রাজা দ্যাএছে পাঠাইয়া ।
 গননা শুনি জাইবে রাজা সন্ন্যাসক নাগিয়া ॥
- এই কারনে রানি মা মোক দিলে পাঠাইয়া ।
 এক ছুই করি পাশুশ টাকা ন্যাও আরও গনিয়া ॥
- মিছা গননা গনবেন রাজার দরবারত জাএয়া ॥ ৫০
- জখন বান্দি দাসি এ কথা বলিল ।
 ক্রোদ্ধমান হৈয়া ঠাকুর ক্রোদ্ধে জলিয়া গ্যাল ॥
- বান্দির তরে কথা বলিতে নাগিল ॥
- তোর টাকার চাইতে বান্দি মোর টাকা বিস্তর ।
 নিয়া জা তোর টাকা কড়ি ফিরিয়া জা তুই ঘর ॥ ৫৫
- সাইবানি সকল মা'রতে পারে একধন ছুইখন ।
 ধর্ম্মি রাজা এই কথা শুনলে না খুইবে আমার বিচিত্তে বাইগন ॥
- জখন ব্রাহ্মন টাকা ফেরৎ দেবার চাইল ।
 ঘর হইতে ব্রাহ্মনি চটকিয়া ব্যারাইল ॥

* পাঠান্তরে—

বান্দিকে বসিতে দিল দিব্ব সিঙ্গাসন ।

ପଣ୍ଡିତର ଚାହିତେ ପଣ୍ଡିତାନି ସିୟାନ । ୬୦
 ଆକାଶେ ପାତାଳେ ବେଟି ଧହିରାଛେ ଧିୟାନ ॥*
 କୋନ ଘାଶେ ଥାକ ଠାକୁର କୋନ ଘାଶେ ତୋର ଘର ।
 କୋନ ଦରିୟାର ଜଳ ଖାଏୟା ସବବାଞ୍ଜେ ପାତଳ ॥
 ଦିନାନ୍ତରେ ବ୍ୟାଡ଼ାଓ ଠାକୁର ପାଞ୍ଜି ପୁସ୍ତକ ନିୟା ।
 ଚାଉଳ ମୁଠି କାଚା କଳା ନା ପାଓ ଖୁଞ୍ଜିୟା ॥ ୬୫
 ଆପନେ ଆସିଲ ପାଶ୍ଚ ଟାକା ତୋମାର ଦରଜାଏ ସାଞ୍ଜିୟା ।
 ଏହିଞ୍ଜୁଳା ଟାକା ଜୋଲା ଠାକୁର ଦେହସ ଆରୋ ଫିରିୟା ॥
 ନ୍ୟାଓ ନ୍ୟାଓ ଠାକୁର ମଶାୟ ଟାକା ନ୍ୟାଓ ଗନିୟା ।
 କତ ନାଗେ ମିଠା ଗନନା ଆମି ଦେହ ନେଥିୟା ॥
 ପଣ୍ଡିତର ଜାହିତ ଆମରା ଦୈବକ ଚୁଢ଼ାମନି । ୭୦
 ଦଶଟା ଛାଚା ଦଶଟା ମିଛା ଏୟାକ କବାର ପାରି ॥
 ହିୟାତେ ଜଦି ଧନ୍ଧିରାଜ ମନ୍ଦ ବଲ୍‌ବେ ତାତ ।
 ନା ଥାକିମ ଓଁୟାର ଦ୍ୟାଶେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୟାଶେ ଜାବ ॥
 ଓଞ୍ଜୁଳା ଟାକା ଦିୟା ଠାକୁର ଗରସ୍ତି କରି ଖାବ ॥
 ସୁବୁଦ୍ଧ ଛିଲ ଠାକୁରର କୁବୋଧ ନାଗାଲ ପାହିଲ । ୭୫
 ବ୍ରାହ୍ମଣିର ବୁଦ୍ଧିତେ ଟାକା ହାତ କରଲ ॥
 ହାଚି ଜେଟି ବାଧା ଗିଲା ପଢ଼ିତେ ନାଗିଲ ।
 ତବୁ ଆରୋ ଦୈବକ ଠାକୁର ଟାକା ହାତ କରଲ ॥
 ଟାକା ଦିୟା ବାନ୍ଦି ଦାସି ମହଲ ଚଲି ଗ୍ୟାଲ ॥
 ଆକ ଦରଜାଏ ଖେତୁ ଡାକାଏଛେ ଆସିୟା । ୮୦
 ପଣ୍ଡିତ ପଣ୍ଡିତ ବଲି ଖେତୁ ଡାକାହିବାର ନାଗିଲ ॥
 ହାରେ ପଣ୍ଡିତ ହାରେ ପଣ୍ଡିତ ତୁହି ବଢ଼ି ସୁକିୟା ।
 ମାତାର ଉପର ସୋୟା ପହର ବ୍ୟାଲା ତୁହି ଆଛିସ ଶୁହିୟା ॥

* କୋନ ପାଠର ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶ:—

ତୁହି ହସ୍ତ ପଣ୍ଡିତର ଧରିଲ ଚିପିୟା ।

ତୁହି ଗାଳେ ଚାରି ଚଓଡ଼ ମାରିଲେ ତୁଲିୟା ॥

মহারাজা সন্ম্যাস হয় রাজ্যের ঈশ্বর ।
 গনাপাড়া করিতে ঠাকুর তোমার তলপ ॥*
 জখন পণ্ডিত এ সংবাদ শুনিল ।
 সাজেঁ সাজেঁ বলি পণ্ডিত সাজিবার নাগিল ॥†
 ধবল বস্ত্র নিল ঠাকুর পরিধান করিয়া ।
 পাঞ্জি পুস্তক নিলে ঠাকুর ঝোলোঙ্গা ভরিয়া ॥

২৫

* গ্রীয়াস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠঃ—

তোক বলেঁ পণ্ডিত ঠাকুর বাক্য মোর ধর ।
 রাজা তলব করে মহলর ভিতর ॥
 সীত্র গতি চলিয়া যাও রাজ দরবাব ॥

† একটা পাঠের অতিরিক্ত অংশঃ—

এক ডণ্ড দুই ডণ্ড তিন ডণ্ড হৈল ।
 পঞ্চ নোটা গঙ্গার জলে বামনি ছিনান করিল ॥
 ছিনান করিয়া বামনি রাহিক করিল ।
 রাহিক করিয়া বামনি রন্ধন করিল ॥
 এক ভাত পঞ্চাশ ব্যাঞ্জন অন্ধন করিয়া ।
 সোবনের খালাতে রন্ন দিল পারশ করিয়া ॥
 আইস আইস ঠাকুর মশায় রন্ন খাও আসিয়া ॥
 জখন দৈবক ঠাকুর রনের নাম শুনিল ।
 পঞ্চ নোটা গঙ্গার জলে ছিনান করিল ॥
 ছিনান করিয়া ঠাকুর রাহিক করিল ।
 এক ভাত পঞ্চাশ ব্যাঞ্জন ভক্থন করিল ॥
 রন্ন খাএয়া দৈবক মুনি মুখে দিল গুআ ।
 বামন বামনি কয় কথা পাঞ্জারের শুয়া ॥
 আমার বৃদ্ধিতে ঠাকুর গনিয়া নিলু টাকা ।
 আগে আমাক কিনিয়া দে দশ টাকার শাখা ॥
 এলকার মোনে থাক ব্রাহ্মনি ধৈরন ধরিয়া ।
 শুবে শুবে দরবার হৈতে আইঁস ফিরিয়া ॥
 শ্যাখার বদল দিব সোনার কাফন বানাএয়া ॥

দৈবক মুনি জাত্ৰা করিল কানি নঙ্গুল স্মৃষ্টিয়া ॥* ৯০
 কানি নঙ্গুল চক্খে নাগি গ্যাল উলটিয়া ।
 ফির জাত্ৰা কইল ঠাকুর ছাইলাক পুছ করিয়া ॥
 পালঙ্গ হতে উঠতে ঠাকুরের ধুতি গেইল ফাড়িয়া ॥
 ও ব্যালকা জাত্ৰা ঠাকুরের না দেখিলাম ভাল ।
 পালঙ্গ হইতে দাড়াইতে মাথাএ ঠেকিল চালগা ॥ ৯৫
 তবু আরো দৈবক ঠাকুর জাত্ৰা করিল ।
 খালি কলসি ম্যালা চুল দুআরে দেখিল ॥
 চন্দন বিরিখের ডালোত কাগা আছেত পড়িয়া ।
 কুসাইত দেখি নিসেধ করে ঠাকুরক নাগিয়া ॥
 আইজকার মোনে থাক ঠাকুর ধৈরন ধরিয়া ।
 কইল জাত্ৰা করেন ধরম স্মহরিয়া ॥ ১০০
 ধরম জানি বনের কাগা নিসেধ করিল ।
 ক্রোদ্ধ হৈয়া দৈবক মুনি ক্রোদে জলি গ্যাল ॥

* পাঠান্তরঃ—

শালকিরানি ধুতি নইলে গোড়া ছেচুরিয়া ।
 শালবন পেটুকা নিলে কমরে বান্দিয়া ॥
 চাল্লিশ পাগড়ি বান্দে পাকমোড়া দিয়া ।
 ডাইন হস্তে বাজুবন্দ বাম হস্তে কোড়া ।
 গলাএ তুলিয়া দিলে সোবনের কণ্ঠমালা ॥
 ভাল মানুষে জাত্ৰা করে দিন বার গনিয়া ।
 পণ্ডিত বেটা করে জাত্ৰা পণ্ডিতানিক পুছিয়া ॥
 ভাল মানুষে করে জাত্ৰা নাগারা টুকিয়া ।
 পণ্ডিত বেটা করে জাত্ৰা কানি নোক স্মৃষ্টিয়া ॥

গ্রীয়াসন সাহেবের সংগৃহীত পাঠঃ—

চটক ধুতি মঠক ধুতি পরিধান করিয়া ।
 জোড় জোড় পৈতা দিলে গলায় তুলিয়া ॥
 পঞ্জিকার দফতর লইল বগলে ডাবিয়া ।
 রাজ দরবারক লাগিয়া চলিল হাঁটিয়া ॥

হাতে ছিল গুলাল বাটইল কাগাক মারিল ।
 ডালে থাকি বনের কাগা রভিশাপ দিল ॥
 জান্ত জাও দৈবক ঠাকুর মোগ মান্নু বাটুল ।
 রাজ দরবারে গেইলে তোমার ভাবনা করব চুল ॥
 তবু আরো দৈবক ঠাকুর গমন করিল ।
 রাজ দরবারে জাএয়া রুপস্থিত হইল ॥ *

১০৫

* পাঠান্তর:—

জখন কানি নোকটা নাসিকার কাছে গ্যাল ।
 মাঝা নোক চক্খুতে নাগি উলটিয়া পড়িল ॥
 সেও জাত্ৰা পণ্ডিতের ভঙ্গ হএ গ্যাল ॥
 কিছু পরে পণ্ডিত জাত্ৰা করি চায় ।
 উঠিল পণ্ডিত গামোড়া দিয়া ।
 চালের উয়া মাতাএ নাগিল হুট্টুস করিয়া ॥
 পণ্ডিতানি কহে কথা তোমার মাতাত নাগিল চাল ।
 নিশ্চয় করিয়া জানা গ্যাল তোমার জাত্ৰা হইল ভাল ॥
 সেও কথা ফ্যালিয়া পণ্ডিত বাবে দিল পাও ।
 মাতার উপরে কাল জিটি করে সব রাও ॥
 সেও বাদা 'নলে পণ্ডিত পাউচান করিয়া—
 পরে পণ্ডিত জাত্ৰা করি চায় ।
 আগে ডাকে পিছে ডাকে ছাইলায় ডাকায় ॥
 সেও বাদা পাউচান করিয়া—
 পরে পণ্ডিত জাত্ৰা করি চায় ।
 শুকান ডালে পড়িয়া কাগায় চ্যাঁচায় ॥
 হস্ততে ছিল পণ্ডিতের গুলাল মারিল বাটুল ।
 কাগা বলে হারে পণ্ডিত কি মার বাটুল ।
 রাজ দরবারে গেইলে তোর ভাবনার করিম চুর ॥
 জ্যামন বাটুল পড়িল মোর গর্দানক নাগিয়া ।
 নোহার খাড়া পড়বে তোর গর্দানের উপব দিয়া ॥
 সেও বাদা নিলে পণ্ডিত পাউচান করিয়া ॥

জ্ঞানকালে ধর্ম্মরাজা ঠাকুরক দেখিল ।

১১০

আপনার পালঙ্ক ঠাকুরক আগায়ে দিল ॥

কিছু পরে আরও পণ্ডিত জাত্রা করি চায় ।
 ডাইনে আছিল শৃগাল বামে চলি জায় ॥
 সেও জাত্রা পণ্ডিতের ভঙ্গ হইয়া গ্যাল ॥
 ফির ভালা পণ্ডিত জাত্রা করি চায় ।
 খালি কলস ম্যালা চুল পথে নাগাল পায় ॥
 সেও জাত্রা নিলে পণ্ডিত পাউচান করিয়া ।
 হয় নানে খালি কলস জদিচ জল ভরে ।
 হয় নানে ম্যালা চুল জদি চুল বান্দে ।
 তখন পণ্ডিতের জাত্রা ভাল হবে ॥
 আগে খেতু ছোড়া জাএছে চলিয়া ।
 কত ছর জায় খেতু কত পন্ত পায় ।
 আর কতেক ছর জাএয়া মনে করি চায় ॥
 খেতু বলে শুন ঠাকুর করি নিবেদন ।
 মহারাজা জাএছে আমার সন্ন্যাসক নাগিয়া ।
 আমি রাজা হব কি না হব পাটোত বসিয়া ॥
 এক শত রানি ছাড়ে রাজা মহলের ভিতর ।
 রানি গিলা পাব কি না পাব আমি খেতু লঙ্কেশ্বর
 আমার গনা গন রাস্তাএ বসিয়া ॥
 আমি জদি হই রাজা পাটের উপর ।
 আমি রাজা হইলে ঠাকুর তোক করিব পাত্তর ॥
 হইজনে রাজ্য লুটি খাব রাজ্যের উপর ॥
 জখন পণ্ডিত এ সংবাদ শুনিল ।
 জয় কল্যান বলিয়া মুক্তিঙ্গাএ বসিল ॥
 মুক্তিঙ্গাএ বসিয়া পণ্ডিত তিনটা আক দিল ॥
 ঘনে নাড়ে পাঞ্জি পুথি ঘনে নাড়ে মাতা ।
 খনে কয় কথা ॥
 বাদ বেরন গনে বিরিক্খের পাতা ।
 আকাশের তারা গনে পাতালের বালা ॥

আইস আইস ঠাকুর মশায় পালঙ্কে বৈসসিয়া ।

আমার সন্ন্যাসের গননা শুনান ত বসিয়া ॥ ※

একটা একটা করি গনে ভরন হাড়ির ভাত ।
 রান্দার রাত্রিতে গনে পণ্ডিত তেতুলের পাত ॥
 একে একে গনিয়া আনে জত নদি নালা ॥
 তিন কোন পৃথিবির গনোন ঠাঞতে গনি বইসে ।
 গত্তের ভিতর স্ত্রীপুরুষ তার গনন গনে ॥
 শুভ শুভ বলি পাঞ্জি বাহির করিলে টানিয়া ।
 আপনে ধম্মের পাঞ্জি বলে রাও দিয়া ॥
 ঘনে নাড়ে পাঞ্জি পুথি ঘনে নাড়ে মাতা ।
 ঘনে নাড়ে মাতা পণ্ডিত খনে কয় কথা ॥
 পণ্ডিত বলে শুন খেতু করি নিবেদন ।
 এবারকার সমএ আমি না পাইলাম কুশল ॥
 মহারাজা তোমার জাইবেক সন্ন্যাসক নাগিয়া ।
 তুইতো রাজা হবি খেতু পাটোত বসিয়া ।
 অছনা পছনা রহিবে মহাসতি হএয়া ॥
 স্ত্রীরাজা স্ত্রীবাদসা স্ত্রী লঙ্কেশ্বর ।
 স্ত্রী বই পুরুষ নাহি রবে মহলের ভিতর ॥
 তুই খেতু রহিবু বাহিরের দখল ॥
 জখন খেতু ছোড়া এ সংবাদ শুনিল ।
 খর খর করি খেতু কাপিতে নাগিল ॥
 জেই রানির জন্ত আমার দৌড়া দৌড়ি ।
 সেই রানি না পাওঁ আমি খেতু অধিকারি ॥
 হস্ত ধরি পণ্ডিতক তুলিলে টানিয়া ।
 গর্দানা ধরি পণ্ডিতক কিল পঞ্চাশেক দিল ।
 রাজার দরবারক নাগি গমন করিল ॥

• পাঠান্তর—

দরবারে জাইয়া পণ্ডিত কুরসিত জানাইল ।
 কুলের দেবতা বলি রাজা প্রনাম জানাইল ॥
 তাইয়া ঠাকুর বলি পণ্ডিতক পালঙ্কে বসাইল ॥

কোন দিনা ধর্ম্মি রাজা সিলাব বুলি কাঁথা ।
 কোন দিনা ধর্ম্মি রাজা আমি মুড়িজাব মাথা ॥
 কোন দিনা ধর্ম্মি রাজা ডোর কপিনি পরিব ।
 কোন দিনা ধর্ম্মি রাজা বোনবাস হব ॥*

পণ্ডিতক বসিবার দিল দিক সিঙ্গাসন ।
 করদুর তাম্বুল দিয়া জিগুগাসে বচন ॥
 এই জন্য ডাকিলাম ঠাকুর তোর বরাবর ।
 না আমাক রহিবার না দ্যায় মহলের ভিতর ॥
 এই শব্দ জাইয়া পইল স্তন্দরির বরাবর ।
 এক শত রানি জখন সাজিয়া বাহির হৈল ।
 আদিয়া সকল রানি পণ্ডিতক ঘিরিয়া ধরিল ॥
 রানি সকলকে দেখিয়া পণ্ডিত ভয়ঙ্কর হৈল ॥
 রাজা বলে হারে ঠাকুর কার প্রানে চাও ।
 শিষ্য করি আমার গনন ছাও আরও গনিয়া ।
 গনাপাড়া করি আমি জাই সন্ন্যাস হৈয়া ॥

গ্রীয়াসর্ন সাহেবের সংগ্হীত পাঠ—

ভর কাছারি রাজা করে ডাষা ডোল ।
 হেন সময় খাড়া হইল পণ্ডিতর কুমর ॥
 ধর্ম্মাবতার বলিয়া প্রনাম জানাইল ।
 কুলর দেবতা বলিয়া মহারাজ প্রনাম জানাইল ॥

* গ্রীয়াসর্ন সাহেবের সংগ্হীত পাঠ—

ও ঠাকুর ও ঠাকুর দৈবক চুড়ামনি ॥
 কোন দিনা রাজার বেটা সিলাইবে বুলি কাঁথা ।
 কোন দিনা রাজার বেটা মুড়াইবে মাথা ॥
 কোন দিনা মহারাজ ভুঙ্গ মাথিবে ।
 কোন দিনা ধর্ম্মী রাজ ছই কর্ণ ছেদিবে ॥
 কোন দিনা ধর্ম্মী রাজ ডোড় কপিন পড়িবে !
 কোন দিনা দিমু মোর হাতত দোয়াদস ॥
 কোন দিনা হবে আমার বিদেশ গমন ।
 এই গনা গনিয়া দেও আমার বরাবর ॥

শুব শুব করিয়া ঠাকুর পাঞ্জি বেইর কইল টানিয়া ।
 আপনে ধম্মের পাঞ্জি* বোলে রাও দিয়া ॥
 প্রথমে গুনিল ঠাকুর সরগের জত তারা । ১২০
 তার পচ্ছাত গুনিলেক পাতালের বালা ॥
 তার পচ্ছাত গুনিলেক বিরিখের পাত ।
 অবশেষে গুনিলে ঠাকুর ভরন হাড়ির ভাত ।
 গনিতে গনিতে ঠাকুর এক দুপর করিল ।
 খোসা দ্যাওয়া বাড়ির কথা মনতে পড়িল ॥ ১২৫
 ও পাত আখিয়া ঠাকুর আর এক পাত নিল ।
 রাজাক তরে কথা বলিতে নাগিল ॥
 সত্য কথা খুইলে পণ্ডিত একতার করিয়া ।
 মিথা গননা রাজার পণ্ডিত দ্যাএছে গনিয়া ॥
 পণ্ডিত বলে শুন রাজা বিলাতের নাগর । ১৩০
 এওবার কার সমএ আমি না পাইলাম কুশল ॥
 আমার পাঞ্জি রাখিবার কহে এ বার বৎসর ॥
 তোমার পাকুক চুল দাড়ি অতুনার মাথার ক্যাশ ।
 ছোট রানির অবশ্যাসে হয়েন পরছাশ ॥ †
 জ্যান কালে দৈবক ঠাকুর একথা বলিল । ১৩৫
 হাতে মাতে ধম্মিরাজ চমকিয়া উঠিল ॥
 মাও আমাক সন্ন্যাস করায় এই শুকুরবারে ।
 এ বেটা থাকিবার ব'ল্ল এ বার বচ্ছরে ॥

* গ্রীয়াস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—

‘ধম্মের পাঞ্জি’ বুলে ‘সিদ্ধান্তের পঞ্জিকা’ ।

† পাঠান্তরঃ—

এবারকার সন্ন্যাস তোমার না পাইলাম কুশল ।

এ বছর থাক মহারাজ ধৈরন ধরিয়া ।

এক ছাওআলের বাপ হৈয়া জাও সন্ন্যাস নাগিয়া ॥

কিবা কর ভাই খেতুআ নিছন্তে বসিয়া ।	
আমার বাপকালিয়া পাঞ্জি পুস্তক জোগাও ত আনিয়া ॥	১৪০
ক্যামন গননা গনিল ঠাকুর আমি নিজে গনি বসিয়া ॥ *	
আপনার পাঞ্জি রাজা বেইর কৈল্লে টানিয়া ।	
আপনে ধশ্মের পাঞ্জি বোলে রাও দিয়া ॥	
গনিতে গনিতে রাজা এক দুপর করিল ।	
পাশ্শ টাকার খোসা দিছে পণ্ডিতক পুস্তকে ধরা পাইল ॥	১৪৫
রাজা বোলে শোনেক ভাই খেতুআ লক্ষেশ্বর ।	
পাশ্শ টাকা খোসা দিছে আমার সাইবানি স্কল ॥	
খোসা খাএয়া মিছা গনিল রাজার দরবার ॥	
তেমনিয়া ধশ্মিরাজ এ নাওঁ পাড়াব ।	
চণ্ডি দ্বারে নিগি ব্রাহ্মনক বলি দিব ॥	১৫০
ওরে খেতুআ,—কিবা কর ভাই খেতুআ নিছন্তে বসিয়া ।	
চণ্ডি কালির মণ্ডব ন্যাও পরিস্কার করিয়া ॥	
ত্যাে খইলে ন্যাও ঠাকুরক ছিনান করাএঞা ।	
মইসকাডা মইসাসুরা নেইস আগিনাএ গাড়িয়া ॥	
মইসাসুরাএ ঠাকুরের গদান্না রাখিয়া ।	১৫৫ ;

* পাঠান্তরঃ—

জখন ধশ্মি রাজা একথা শুনিল ।
 দয়ার ভাই খেতু বলি ডাকিতে নাগিল ॥
 কি কর ভাই খেতু কার প্রানে চাও ।
 মা আমাক রহিবার না ছায় মহলের ভিতর ।
 এর পাঞ্জি রাখিবার কয় এ বার বৎসর ॥
 চণ্ডির দ্বারে পণ্ডিতক ফ্যালাও কাটিয়া ।
 ব্রাহ্মন বদ করি জাব সন্ন্যাসক নাগিয়া ॥
 জখন খেতু ছোড়া এ কথা শুনিল ।
 হস্ত গলা পণ্ডিতেব ফ্যালাইলে বান্দিয়া ।
 চণ্ডি মাতার দরজার নাগিয়া নইয়া গ্যাল ধরিয়া ॥

ছরিবোল বলিয়া খিল মারিস ঠোকিয়া ॥

জখন ধম্মি রাজ হুকুম জানাইল ।

গঙ্গার জলে দৈবক ঠাকুরক ছিনান করাইল ॥

চণ্ডি মাতার ঘরখানি নিলে পরিস্কার করিয়া । *

মইসকাডা মইসাসুরাতে গদনান রাখিয়া ।

১৬০

করুনা করি কান্দে ঠাকুর চণ্ডি মাও বলিয়া ॥

হাত ধরোঁ চণ্ডি মাও পাও ধরোঁ তোক ।

তোমার ধম্মের দোহাই নাগে আমার প্রান অক্থা কর ॥ †

চণ্ডি চণ্ডি বলিয়া ব্রাহ্মন কান্দিতে নাগিল ।

ব্রাহ্মনের কান্দন দেখি চণ্ডির দয়া হৈল ॥

১৬৫

চণ্ডি বলে হারে বিধি মোর করমের ফল ।

• পাঠান্তরঃ—

পাচ নোটা কুআর জলে খেতু মান করিয়া ।

চণ্ডি মাতার ঘরখানি নিলে পরিস্কার করিয়া ॥

মৈসকাটা মৈসুরা দরজাএ গাড়িয়া ।

তুলসি জল দিলে পণ্ডিতের মস্তকে ছিটাইয়া ॥

সোল জনে ধরিলে পণ্ডিতক মরিম বলিয়া ।

ধরি নিয়া জায় চণ্ডির দরজাএ নাগিয়া ॥

মৈসুরার ভিতর পণ্ডিতের গধনা রাখিয়া ।

হেট্ খিলা উপর খিলা মারিলে তুলিয়া ॥

সোল জনে ধরিলে পণ্ডিতক জোর করিয়া ॥

ওখানে থাকি খেতুর হরসিত মন ।

শিতল মন্দির ঘরে জাইয়া দিল দিরশন ॥

মৈসকাটা খাড়া নৈলে বাড়ে করিয়া ।

মার মার বলি খেতু আইসে চলিয়া ॥

+ পাঠান্তরঃ—

এইবার চণ্ডি মা উদ্ধার কর মাতা ।

বাড়ি জাইবার সমএ আমি দিয়া জাব তোক লৈক্থ গণ্ডা পাঠা ॥

এর ঘরে পূজা খাইলাম এ বার বচ্ছর ॥
 স্ত্রীর কথাএ প্রান হারায় পণ্ডিত রাজদরবার ॥
 মুনি-মন্ত্র গিয়ান নিল চণ্ডি মা রিদএ জপিয়া ।
 শেত মাছি হৈল চণ্ডি কায়া বদলিয়া ॥ ১৭০
 উড়াও দিয়া পৈল ঠাকুরের কল্পতে জাএয়া ॥
 কল্পে পড়িয়া চণ্ডি সুবুদ্ধি দিল ।
 নানা শব্দ বলি মাছি কথা বলিবার নাগিল ॥
 ওগো ঠাকুর, জখন খেতুআ আনিবেক খাড়া ধরিয়া ।
 রাজার দোহাই দিয়া উঠিস কাতরাএ থাকিয়া ॥ ১৭৫
 দোহাই রাজার দোহাই বাস্মসার রাজ রাজেশ্বর ।
 খবরদার আমাক কাটতে পারবি না খেতুআ লঙ্কেশ্বর ॥
 কাইল পণ্ডিত চলি গেছিনু ছটি নোকের ঘর ।
 অবোধ ছাওআলে ক'চ্ছে পাঞ্জি এ হেটাউছল ।
 ছিনান করিয়া গনিব রাজার দরবার ॥ ১৮০
 তৈলপাটের খাড়া নিয়া খেতু আইসে দোড়িয়া ।
 দোহাই দিয়া উঠে ঠাকুর কাতরাএ থাকিয়া ॥
 দোহাই রাজার দোহাই বাস্মসার রাজ রাজেশ্বর ।
 খবরদার আমাক কাটতে না পারবি খেতুআ লঙ্কেশ্বর ॥
 কাইল পণ্ডিত চলি গেছিনু ছটি নোকের ঘর । ১৮৫
 অবোধ ছাওআলে ক'চ্ছে পাঞ্জি এ হেটাউছল ॥*
 ছিনান করিয়া গনিব রাজার দরবার ॥
 তুলসি জল দিব পাঞ্জিত ছিটাইয়া ।
 ফির বার গনন করিব রাজদরবার জাইয়া ।

* পাঠান্তরঃ—

নাবালক পুত্র আছে আমার মহলের ভিতর ॥
 সেই ছাইলায় পাঞ্জি করিয়াছে হেটাউছল ॥

কাতরাএ থাকি ঠাকুর দোহাই ফিরাইল ।

১৯০

তৈলপাটের খাড়া খেতু পাক দিয়া ফ্যালাইল ॥ *

* একটা পাঠে অতিরিক্ত অংশঃ—

জখন খেতু ছোড়া এ সংবাদ শুনিল ।

খেতু বলে শুন ঠাকুর বাক্য আমার ন্যাও ।

আমার গনন ঠাও আরও গনিয়া ।

তবনিসে ধরি জাব তোক দরবারক নাগিয়া ॥

পণ্ডিত বলে হারে খেতু এই তোর ব্যবহার ।

মৈসুরার মাঝে রহিল আমার গধনা পড়িয়া ।

ক্যামন করিয়া তোর গননা ঠাও আরও গনিয়া ॥

জখন খেতু ছোড়া এ সংবাদ শুনিল ।

হস্ত ধরি পণ্ডিতের টানিয়া তুলিল ॥

চণ্ডি বলে হারে পণ্ডিত কার প্রানে চাও ।

মিথা মিথা গনি ঠাও খেতুর বরাবর ।

সত্য গননা গনি ঠাও রাজার দরবার ॥

এই কথা বলিস খেতুর বরাবর ।

এ সমএ আমি পাইলাম কুশল ॥

মহারাজা জাবে আমার সন্ন্যাসক নাগিয়া ।

তুই রাজা হবু খেতু পাটে বসিয়া ॥

এও সকল পাবু রাজার শত্ৰু চক্র গোড়া ।

তাজি টাঙ্গন পাবু নওশ হাজার ঘোড়া ॥

বাড়ি মধ্যে পাবু রাজার দেউল ফুলের বাড়ি ।

অন্ন থাইতে পাবু রাজার স্নবনের থালি ॥

জল থাইতে পাবু রাজার মানিকের ঝাড়ি ।

পাটরানি পাবু রাজার হরিচন্দ্রের বেটি ॥

শয়ন করিতে পাবু কুসুমের পালঙ্কি ॥

জখন খেতু ছোড়া এ সংবাদ শুনিল ।

পণ্ডিতের চরনে প্রণাম করিল ॥

আমি খেতু জদি রাজা হই পাটের উপর ।

কাতরা হতে দৈবক ঠাকুরক তু'লে টান দিয়া ।
 ঠাকুর সহিতে জাএছে খেতু রাজার দরবারক নাগিয়া ॥
 জখন ধর্ম্মরাজ ঠাকুরক দেখিল ।
 কপালে মারিয়া চড় কান্দিতে নাগিল ॥ ১৯৫
 রাজা বলে ওরে খেতুআ—
 জখনে আছিলাম আমি আজ্যের ঈশ্বর ।
 আমার হুকুমে নরবলি কাটেছে বিস্তর ॥
 এখন হবার চাই কপিনপিন্দা কোড়াকের ভিকারি ।
 আমার হুকুমে কাটা না জায় পণ্ডিত অধিকারি ॥ * ২০০
 খেতুআ বলে শুন দাদা ধর্ম্ম অবতার † ।
 তৈলপাটের খাড়া নিয়া জাই দৌড়িয়া ।
 আপনার দোহাই দিয়া উঠে ঠাকুর কাতরাএ থাকিয়া ॥
 ক্যামন বোলে চলি গেছিল ছটি নোকের ঘর ।
 অবোধ ছাওআলে পাঞ্জি ক'চ্ছে বোলে এ হেটাউছল । ২০৫
 ফের গনিবার চাইলে ঠাকুর দরবার উপর ॥

আমি রাজা হইলে তোক করিব পাত্তর ॥

ছই জনে রাজ্য লুটি খাব কার বাবার ডর ॥

* পাঠান্তরঃ—আমার হুকুমে মানুষ কাটিতে না পারিস ।

† পাঠান্তরঃ—‘ধর্ম্ম’ অবতার স্থলে ‘রাজ্যের ঈশ্বর’ এবং তৎপরে

আপনার দোহাই ফিরায় খেতুর বরাবর ।

ক্যামন করি খেতু ছোড়া ধরিয়া করিম বল ॥

নাবালক পুল্ল পণ্ডিতের মহলের ভিতর ।

সেই ছাইলা পাঞ্জি করিয়াছে হেটাউছল ॥

তুলসি জন দিলাম আমি পাঞ্জিত ছিটাইয়া ।

ক্যামন গনন গনে পণ্ডিত ছাওত গনিয়া ॥

রাজা বলে শুন পণ্ডিত বলি নিবেদন ।

এমন শ্রামন গনন তোর কবে নাই শূনি ।

ভাল করি গন তবে হামরা শূনি ॥

জখনে ধম্মি রাজা একথা শুনিল ।	
হাউক দাউক করিয়া দৈবক ঠাকুরক পালঙ্ক আনি দিল ॥	
আইস আইস ঠাকুর মশায় পালঙ্কে বৈসসিয়া ।	
সত্যরু গননা আমাক শুনান বসিয়া ॥	২১০
কোন দিনা ধম্মি রাজা সিলাই করিব বুলি কঁ্যাথা ।	
কোন দিনা ধম্মি রাজা মুড়াইয়া জাব মাথা ॥	
কোন দিনা ধম্মি রাজা ডোর কপ্পি পরিব ।	
কোন দিনা ধম্মি রাজা বোনবাস হব ॥	
জখন পাণ্ডিত এ সংবাদ শুনিল ।	২১৫
জয় কল্যান বলি ঠাকুর মৃত্তিঙ্গাএ বসিল ॥	
কানি নৌক দিয়া তিনটা মৃত্তিঙ্গাএ আক দিল ।	
লঙ্গ থির করি পাণ্ডিত ভিড়িয়া বসিল ॥	
আস্তে আস্তে পাঞ্জি খুলিবার নাগিল ॥	
ঘনে নাড়ে পাঞ্জি পুথি ঘনে নাড়ে মাতা ।	২২০
ঘনে নাড়ে মাতা পাণ্ডিত ঘনে কয় কথা ॥	
রাজার জত দেওআন পাত্র নাজির উজির সভা করি বসিল ।	
সন্ন্যাসের গননা ঠাকুর মশায় গুনিতে নাগিল ॥	
শনিবারে দিনা হইবে শন্থে মহাস্থিতি ।	
অবিবারক দিনা ভাণ্ডের অধোগতি ॥	২২৫
সোমবারক দিনে তোমার মুড়িয়া জাবে মাথা ।	
মঙ্গলবার দিনে তোমার সিলাবে বুলি কঁ্যাথা ॥	
বুধবার দিনে গোরেকনাথ হরিনাম মন্ত্র দিবে ।	
বিশ্বশইদবার দিনে তোমার ডোর কপ্পিন ফাড়িবে ॥	
শুকুরবারে ছুই পর সমএ সন্ন্যাস সাজাইবে ॥ *	২৩০

* পাঠান্তরঃ—

সোমবারে দিনা সিলো বুলি কঁ্যাথা ।

মঙ্গলবারে দিনা মুড়ি জাও মাথা ॥

জখন ধর্ম্মরাজ সন্ন্যাসের গননা শুনিল ।
 লৈক্খ টাকা কন্টমালা ঠাকুরক ফ্যালেয়া দিল ॥
 কিবা কর খেতুআ ভাই নিছন্তে বসিয়া ।
 পাশ্শ টাকা ভিক্খা দে তুই ঠাকুরক নিজাএঞা ॥
 পাচ গায়ের কাগজ দে তুই ব্রহ্মন্তোর নিখিয়া ।
 একনা কানপায়ি ঘোড়া দে নি ঠাকুবক নিজাএঞা ।
 এই সগ্গল দিয়া দিনি বিদায় করিয়া ॥*

২৩৫

বৃধবারের দিনা রাজা ডোর কপি পরিও ।
 বৃস্পতিবারের দিনা রাজা বোনবাস হইও ॥

* পাঠান্তর:—

জখন ধর্ম্ম রাজা এ সংবাদ শুনিল ।
 পণ্ডিতের চরনে প্রনাম করিল ॥
 দয়ার ভাই খেতু বলি ডাকিবার নাগিল ॥
 কি কর ভাই খেতুআ কার প্রানে চাও ।
 পাচথান তালুক পণ্ডিতক ব্রহ্মন্তর ছাও ॥
 পাচটা ঘোড়া ছাও পণ্ডিতের বরাবর ।
 পাচথানা কাপড় ছাও পণ্ডিতের বরাবর ॥
 পাচ শত টাকা ছাও পণ্ডিতের হস্তের উপর ॥
 আশিক্বাদ করি জাইবে পণ্ডিত আপনার মহল ।
 শুভে শুভে ধর্ম্ম রাজা ছাড়ি বাড়ি ঘর ॥
 দান দক্ষিণা পাইলে পণ্ডিত বিস্তর করিয়া ।
 সালকিরানি ধুতি পরে গোড়া ছেঁছুরিয়া ॥
 জোড়া পিরান নইলে গাএ মধ্যে দিয়া ।
 রসের পাছেড়া নইলে ষাড়ে ফ্যালাইয়া ॥
 টাকা গুন নইলে ধুতির কিনারে বান্দিয়া ।
 চারি ঘোড়া নইলে কোতল সাজাইয়া ॥
 একটা ঘোড়ার উপর পণ্ডিত আসোয়ার হইয়া ।
 চণ্ডি মাতার দরজা বলি দিল ঘোড়া দাবড়াইয়া ॥
 চণ্ডি বলে হারে বিধি মোর করমের ফল ।

রাজবাক্য খেতুআ ব্রথা না করিল ।
জেই দিবার কৈল সেই ধন দিল ॥

কাটির ব্যালা বেটা মানি গ্যাল পাঠা ।
দান দক্ষিণা পাইয়া ভুলি জাইস মোর কথা ॥
তবুনিয়া চণ্ডি এ নাম পাড়াব ।
তবিলের ঘোড়া তহবিলে বান্দিব ॥
গালে চওড় দিয়া বেটার টাকা কাড়ি নিব ॥
আদেয়া গুড়িয়া তোব ভূমি ছিনি নিব ।
একগুন শাস্তি তোব ত্রিগুন করিব ॥
ওরুপ থুইলে চণ্ডি একতার করিয়া ।
বৃদ্ধ ব্রাহ্মনি হইল কায়া বদলাইয়া ॥
পাজি পুথি নইলে কত বগলে করিয়া ।
তেপথা আস্তস্বয় রহিল ধিয়ান ধরিয়া ॥
আগ পাচ কথা পণ্ডিত কিছুই না ভাবিল ।
ঐ দিয়া পণ্ডিত ঘোড়া মারি দিল ॥
মিনতি করি কথা বামনি বলিবার নাগিল ॥
ব্রাহ্মনি বলে হারে পণ্ডিত কার প্রানে চাও ।
কোথায় গিয়াছিলু গনাপাড়া করিতে ।
বহুত বহুত দান দক্ষিণা দেখি তোব হস্তের উপর ।
কি কি দান পাইয়াছ হস্তের উপর তার সংবাদ বল আমার বরাবর ॥
পণ্ডিত বলে ব্রাহ্মনি কার প্রানে চাও ।
মহারাজা সন্ন্যাস হএছে রাজ্যের ঈশ্বর ।
গনা পাড়া করিতে গিয়াছি রাজ দরবার ॥
পাচখান তালুক দিয়াছে হামার বরাবর ।
পাচটা ঘোড়া দিয়াছে হামার বরাবর ॥
পাচ শত টাকা দিয়াছে হস্তের উপর ।
পাচখান কাপড় দিয়াছে আমার বরাবর ॥
আশিক্বাদ করি জাব আপনার মহল ॥
ব্রাহ্মনি বলে হারে পণ্ডিত কার প্রানে চাও ।

ধন দৌলত পাএয়া ঠাকুর বড় খুসি হৈল ।
 আপনার মহলক নাগি গমন করিল ॥

তালুক ভূমি পাইছিস সাধি পাড়ি খাব ।
 ঘোড়া পাচটা পাইছিস চড়িয়া ব্যাড়াব ॥
 টাকা গুন পাইছিস ভাঙ্গাইয়া খাব ।
 কাপড় গালা পাইছিস পিন্দিয়া ব্যাড়াব ॥
 কল্যা আমি গিয়াছি রাজার ভিতরি মহল ।
 একশত রানি ছাড়ে রাজা মহলের ভিতর ॥
 ছোট রানি খুইছে বোলে পণ্ডিতের কারন ।
 এই কথা জাইয়া বল রাজ দরবার ॥
 ওহে রাজা ওহে রাজা বিলাতের নাগর ।
 একশত রানি ছাড়ও মহলের ভিতর ॥
 আমার ঘরে ব্রাহ্মনি আছে সে বড় গ্যাদর ।
 রান্দাবাড়ার ভাস নাই চলনের পবিস্তর ॥
 শিশুআ রানিটাকে পণ্ডিতক দান কর ।
 রান্দূনি করিয়া রাখি এ বার বৎসর ॥
 চণ্ডি মাতার কথা পণ্ডিত ব্রথা না করিল ।
 রাজার দরবারে ঘোড়া দাবড়াইল ॥
 জখন খেতু ছোড়া পণ্ডিতক দেখিল ।
 মিনতি করি কথা কহিতে নাগিল ॥
 খেতু বলে গুন ঠাকুর বাক্য আমার ন্যাও ।
 কি কি দান নাহি পাও হস্তের উপর ।
 তার সংবাদ বল আমার বরাবর ॥
 পণ্ডিত বলে হারে খেতু কার প্রানে চাও ।
 রাজার চাকর তুই রাজার নফর ।
 গোলাম হইয়া দিতে পার দানের সম্বল ॥
 জে জে দান দিয়াছেন সকলি পাইছি ।
 আপন লুকুমে দান আমি রাজার কাছে খুজি ॥
 ওহে রাজা ওহে রাজা বিলাতের নাগর ।
 একশত রানি ছাড়েছেন মহলের ভিতর ॥

শিশুআ রানিকে পণ্ডিতক দান কর ।
 রান্দুনি কারি রাখিব এ বার বৎসর ॥
 জখন ধম্মি রাজা এ সংবাদ শুনিল ।
 দয়ার ভাই খেতু বলি ডাকিতে নাগিল ॥
 কি কর ভাই খেতু কার প্রানে চাও ।
 জে দিয়াছেন দান দক্ষিণা সেও ফেরত ন্যাও ॥
 তহবিলের ঘোড়া বান্দ তহবিলে নিগিয়া ।
 গালে চওড় দিয়া টাকা কাড়ি ন্যাও ।
 নাথি মারি বেটার ভুমি ছিনি ন্যাও ॥
 একগুন শান্তি পণ্ডিতের ত্রিগুন করাও ॥
 খেতু বলে হারে পণ্ডিত কার প্রানে চাও ।
 জে রানির জন্ত আমার দোড়াদোড়ি ।
 সেই রানির জন্ত আসিয়াছ পণ্ডিত অধিকারি ॥
 জে দিয়াছে দান দক্ষিণা সকলি ফেরত নইল ।
 বাড়ে হাত দিয়া পণ্ডিতক দরবার হইতে বাহির করি দিল ॥
 পণ্ডিতের চাইতে পণ্ডিতানি সিয়ান ।
 আকাশে পাতালে বেটি ধরিয়াছে ধিয়ান ॥
 বাড়ি হইতে নিয়া গ্যাল পণ্ডিতক বুদ্ধি ভরসা দিয়া ।
 এত ক্যান মাইর পিট করে পণ্ডিতক দরবারে নিগিয়া ॥
 রাজদরবারে পণ্ডিতানি দরশন দিল ।
 খেতুআর তরে কথা বলিবার নাগিল ॥
 পণ্ডিতানি কহে কথা হারে খেতু এই তোর ব্যবহার ।
 বাড়ি হইতে আ'নলেন ঠাকুরক বুদ্ধি ভরসা দিয়া ।
 এত ক্যান অপমান কর দরবারে আনিয়া ॥
 খেতু বলে গুন পণ্ডিতানি বাক্য আমার ন্যাও ।
 জে রানির জন্ত আমার দোড়াদোড়ি ।
 সেই রানির জন্ত আইসাছে তোর পণ্ডিত অধিকারি ॥
 জখন পণ্ডিতানি একথা শুনিল ।
 খেতুআর তরে কথা বলিবার নাগিল ॥
 উত্তি সরেক খেতু ছোড়া উত্তি সরেক তুই ।
 ক্যানমন রানি চাবার আ'স্ছে অক রানি ছাওছোঁ মুই ॥

জরে খাইলে কাল মোর আছাড়ে ভাঙ্গিল দাত ।
 ছোট রানির চাইতে মুই আছুত্ত ভাল ॥
 ছোট রানির পৈরানা জদিছ মুই ব্রাহ্মনি পাওঁ ।
 উহার থাকি উজ্জল আমাক দেখিতে পাও ॥
 ওদিগে জারে খেতু ছোড়া ওদিগে জারে তুই ।
 ক্যানন বানি চাহিবার আইসাছে রানি ঝাওছেঁ। মুই ॥
 তুই হস্ত ধরিলে পণ্ডিতের পণ্ডিতানি জোর করিয়া ।
 তুই গালে তুই চওড় মারিলে পণ্ডিতের পণ্ডিতানি জোর করিয়া ॥
 পাও ধরেঁ। পণ্ডিতানি হস্ত ধরেঁ। তোর ।
 অধিক করি না মারিস আমার গালের উপর ॥
 মুখের জবাবে হারাইলাম ষোড়া আর কাপড় ॥
 পণ্ডিতানি বলে পণ্ডিত কার প্রানে চাও ।
 তখনি পণ্ডিতানি এ নাম পাড়াব ।
 জে দিয়াছে দান দক্খিনা সকলি ফেরত নইব ॥
 পণ্ডিতের হস্ত পণ্ডিতানি ধরিল চিপিয়া ।
 রাজ দরবারে নাগি গ্যাল চলিয়া ॥
 মহারাজ—ব্রাহ্মনে গননা করে ব্রাহ্মনি তিথি চায় ।
 ইহার দান দক্খিনা ফেরত নইলে মহাপাপ হয় ॥
 জখন ধম্মি রাজা পাপের নাম শুনিল ।
 রাধা কৃষ্ণ বলি ধম্মি রাজা কন্নে হস্ত দিল ॥
 দয়ার ভাই খেতু বলি ডাকিতে নাগিল ॥
 রাজা বলে হারে খেতু কার প্রানে চাও ।
 জে দিয়াছেন দান দক্খিনা সকলি ফেরত ঝাও ॥
 পণ্ডিতানি আইল জখন দরবারে বলি ।
 বেশি করি পাচ টাকা ঝাও পণ্ডিতানিক হস্তে তুলিয়া ॥
 দান দক্খিনা পাইলে পণ্ডিত বিস্তর করিয়া ।
 আপনার মহলক নাগি পণ্ডিত চলিল হাটিয়া ॥

নাপিত খণ্ড

পণ্ডিত খণ্ড গান গ্যাল উত্তরিয়।
 নাপিত খণ্ড গান পড়িল আসিয়া ॥
 কিবা কর ভাই খেতুআ নিছন্তে বসিয়া।
 জলদি নাপিত বেটাক জোগাও তো আনিয়া ॥*
 জখন ধর্ম্মি রাজা একথা বলিল।
 রতুনা পতুনা রানি কান্দিতে নাগিল ॥
 এই তো দিদি নাপিতক রাজা আনেছে ডাকিয়া।
 মস্তক মুড়িয়া প্রানপতি জায়ত ছাড়িয়া ॥
 পাশ্শ টাকা দেই বান্দিক আঞ্চলে বান্দিয়া।
 খোসা দিয়া আশুক নাপিতের মহলতে জাএয়া ॥ ১০
 আট দিন থাকে জ্যান নাপিত ভুঞিঘরা সোন্দাইয়া।
 এই বুদ্ধি বান্দি দাসিক দিলেত শিখাএঞা ॥
 পাশ্শ টাকা ধরি গ্যাল বান্দি মহলক নাগিয়া ॥
 নাপিত নাপিত বলিয়া ডাকিতে নাগিল।
 জ্যান কালে নাপিত বেটা বান্দিক দেখিল। ১৫
 বান্দির তরে কথা বলিতে নাগিল ॥
 এতদিন না আইস বান্দি মহলক চলিয়া।
 আ'জ ক্যানে আইলেন বান্দি আমার মহলক নাগিয়া ॥

* পাঠান্তর—

বাবাকালিয়া মধু নাপিতক আন ধরিয়া।

মস্ত মুড়ি জাই আমি সন্ন্যাস হইয়া ॥

- বান্দি বলে—শোনরে নাপিত আমি বলি তোরে ।
 রানি মা পাঠাইয়া দিলে আপনার মহলে ॥ ২০
- পাশ্শ টাকা এক দুই করি ন্যাও আরো গনিয়া ।
 আট দিন থাকবু ভূঞিঘরাএ সোন্দেয়া ॥
- জ্যান কালে নাপিত বেটা এই কথা শুনিল ।
 কোরদ্দ হৈয়া বান্দিক কথা বলিতে নাগিল ॥
- নিয়া জা তুই টাকাকড়ি ফিরিয়া জা তুই ঘর । ২৫
 রানি সঙ্কল মারতে পারে এক ঝন দুই ঝন ।
 ধম্মিরাজ শুনলে না খুইবে বংশেতে বিছন ॥
- জখনে নাপিত বেটা টাকা ফেরত দেবার চাইল ।
 ঘর হৈতে নাপিতের মাইয়া চটকিয়া ব্যারাইল ॥
- কোন ছাশে থাকহে নাপিত কোন ছাশে তোর ঘর । ৩০
 কোন দরিয়ার জল খাএয়া সব্বাঙ্গে পাতল ॥
 দিনান্তরে ব্যাড়াইস নাপিত কনি কাটিয়া ।
 চাউল মুস্ট কাচা কলা না পাইস খুঁজিয়া ॥
- পাশ্শ টাকা আসিল তোর দরজায় সাজিয়া ।
 এ গিলা টাকা নাপিত ক্যান দেইস আরো ফিরাইয়া ॥ ৩৫
 ন্যাও ন্যাও নাপিত টাকা ন্যাও গনিয়া ।
 এয়াতে জদি ধম্মি রাজা মন্দ বলবে তাত ।
 না থাকিম উত্তার ছাশে অশ্রু দ্যাশে জাব ।
 ঐ গিলা টাকা দিয়া গরস্তি করি খাব ॥
- সুবুদ্ধি ছিল নাপিতের কুবোধ নাগাল পাইল । ৪০
 ঘরের মাইয়ার বুদ্ধিতে নাপিত বেটা টাকা হাত করিল ॥
 হাচি জেটি বাদা গিলা পড়িতে নাগিল ॥
 এক টাকা দিয়া একনা ভ্যাংনিয়া আ'ন্লো ডাক দিয়া ।
 বড় ঘরত মাজোত নিল ভূঞিঘরা খুড়িয়া ॥
- আট দিনকার খোরাক নাপিতক এক সাজু খোআএএগা । ৪৫
 ছাইলা ছোটর চুমুক খাইলে বদন ভরিয়া ॥

আট দিন থাকিল নাপিত ভূঞাঘরা মুকাইয়া ॥

আত্রি করে বিকিমিকি কোকিলাএ কাড়ে রাও ।

শেত কাগাএ বলে আত্রি প্রভাও প্রভাও ॥

রাজা বলে নাপিত বেটাকও আনিয়া জোগাও ॥

রাজবাক্য খেতুআ ত্রথা না করিল ।

৫০

নাপিতক নাগিয়া খেতু গমন করিল ॥

নাপিতের মহলে জাইয়া খেতু খাড়া হৈল ॥

নাপিত নাপিত বলিয়া খেতু তুলি কাড়িল রাও ।

হাতত তালি দিয়া ব্যারাইল নাপিতক বুড়া মাও ॥ *

ওরে খেতুআ,—কাইল নাপিত চলি গেইছে বইনেরো ঘর ।

৫৫

আটদিন অন্তরে আসিবে আপনার মহল ॥

তেমনি চলিয়া জাইবে রাজার দরবার ॥

একথা শুনিয়া খেতু ফিরিয়া ঘরে গ্যাল ।

রাজার চাক্ষসে জাএয়া কথা বলিতে নাগিল ॥

মহারাজ, নাপিত বোলে গেইছে বইনেরি ঘর ।

৬০

আট দিন অন্তরে আইসবে আপনার মহল ॥

রাজা বলে,—শোনেক খেতুআ প্রানের ভাই ।

ইগিলা কথা মিছা আমি বিশ্শাস না পাই ॥

* পাঠান্তর :—

জখন খেতু ছোড়া এ সংবাদ শুনিল ।

নাপিতের মহলে গমন করিল ॥

নাপিতের মহলে জাইয়া দরশন দিল ।

নাপিত নাপিত বলি ডাকিতে নাগিল ॥

ঘরে থাকি নাপিত বাহিরে আও দিল ।

খেতুকে বসিতে দিল দিবর সিঙ্গাসন ।

ক্রোফুল তাম্বুল দিয়া জিগ্গাসে বচন ॥

ক্যান ক্যান খেতু ছোড়া হরসিত মন ।

কি জহ্ন আসলু তার কও বিবরন ॥

দৌড় দিয়া জা খেতু পণ্ডিতের মহলক নাগিয়া ।
বাপ কালিয়া পণ্ডিত ঠাকুরক আনেক ডাকিয়া ॥
কোণ্টে গেইছে নাপিত বেটা দিয়া জাউক গনিয়া ॥

একথা শুনিয়া খেতু কোন কাজ করিল ।

৫ পণ্ডিতের মহলক নাগি গমন করিল ॥

পণ্ডিতের দারে জাএয়া খেতুআ খাড়া হৈল ।

পণ্ডিত পণ্ডিত বলি খেতু ডাকাইতে নাগিল ॥

৭০

তুই বড় রসিয়া ঠাকুর তুই বড় রসিয়া ।

মাতার উপর ছুপর ব্যালা তাও আছ শুতিয়া ॥

রাজার ধন ধরিয়া হইছে নুটানুটি ।

আদেক ধন ধরিয়া ঠাকুর তোমাক ডাকাডাকি ॥

জখন ঠাকুর ধনের নাম শুনিল ।

৭৫

হাউক দাউক করিয়া ঠাকুর সাজিতে নাগিল ॥

পাঞ্জি পুস্তক নিলে পণ্ডিত ঝোলোঙ্গা ভরিয়া ।

রাজার দরবারক নাগি জাএছে চলিয়া ॥

জখন ধর্ম্মরাজ পণ্ডিতক দেখিল ।

আপনা পালঙ্গ রাজা ঠাকুরক ছাড়িয়া দিল ॥

৮০

এই কারনে দৈবক ঠাকুর আন্মু ডাক দিয়া ।

কোণ্টে গেইছে নাপিত বেটা দিয়া জাও গনিয়া ॥

রাজবাক্য দৈবক ঠাকুর ব্রথা না করিল ।

পাঞ্জি পুস্তক হস্তে নিয়া গনিতে নাগিল ॥

গনিতে গনিতে ঠাকুর এক ছুপর করিল ।

৮৫

সত্যরূপ কথা রাজাক বলিতে নাগিল ॥

ওগো মহারাজ, তোমার ঘরের টাকা দেখি খোলায়া খাপর ।

পাশ্শ টাকা খোসা দিছে রানি সঙ্কল ॥

খেতু বলে হারে নাপিত কার প্রানে চাও ।

মহারাজা সন্ন্যাস হএছে রাজ্যের ঈশ্বর ।

মন্তক ঝুড়াইতে নাপিত তোমার তলপ ॥

খোসা খাএয়া নাপিত আছে ভুঞিঘরার ভিতর ॥

জ্যান কালে ধম্মি রাজা একথা শুনিল ।

৯০

ঝাড়ির মুখের গামছা দিয়া ঠাকুরক ভিড়িয়া বান্ধিল ॥

পালঙ্গের খুড়াএ ঠাকুরক আখেক বান্ধিয়া ।

খেতুআক তরে কথা ছাএছে বলিয়া ॥

কিবা কর ভাই খেতুআ নিছন্তে বসিয়া ।

পাগলা হস্তি নেরে খেতু সাজন করিয়া ॥

৯৫

একখান কোদাল দে হস্তির শুড়তে বান্ধিয়া ॥

নাপিতের বাড়িবনটা আইসেক খুড়িয়া ।

ক্যামন গননা গ'নলে ঠাকুর ন্যাও পরিক্খা করিয়া ॥

রাজার বাক্য খেতুআ ত্রথা না করিল ।

পাগলা হস্তিক খেতুআ সাজাইতে নাগিল ॥

১০০

মদ ভাং খোআইলেক হস্তিক বিস্তর করিয়া ।

একখান কোদাল দিলে হস্তির শুড়তে বান্ধিয়া ॥

নাপিতের মহলক নাগি জাএছে চলিয়া ॥

নাপিতের বাড়িবন্দে জাএয়া হাতি চ্যাঁচাইল ।

ভুঞিঘরাত থাকিয়া নাপিত কান্দিতে নাগিল ॥

১০৫

হাত ধরোঁ নাউআনি পাও ধরোঁ তোক ।

তোমার ধম্মের দোহাই নাগে মোর প্রান অক্খা কর ॥

নাপিতের কান্দন দেখি নাউআনির দয়া হৈল ।

হাউক দাউক করিয়া নাউআনি হস্ত আনি দিল ॥

ভুঞিঘরাত হতে নাউআক তুলিল টান দিয়া ।

১১০

পাচ হাতিয়া ধুতি নিলে পরিধান করিয়া ॥

বাপকালিয়া খুর নিল জোর শান দিয়া ।

খুরের তোরপা নিলে নাপিত বগলে করিয়া ।

পাচ ছুআর দিয়া নাপিত ব্যারাইল জুরকুটু মারিয়া ॥

খেতুআ বলে শোন নাপিত বচন মোর হিয়া ।

১১৫

হস্তির আগে আগে তুমি জাও আরো চলিয়া ॥

রাজার দরবারত জাএয়া নাপিত খাড়া হৈল ।

গইড়মুণ্ড হৈয়া রাজাক প্রনাম জানাইল ॥*

রাজা বলে শোনেক নাপিত আমি বলি তোরে ।

এত দেরি ক্যানৈ কইলেন আপনার মহলে ॥

১২০

নাপিত বলে,—ওগো মহারাজ ! কইতে ধর্ম্মরাজ বড় নাগে ভয় ।

পাশ্শ টাকা খোসা দিছে রানি সঙ্কল ।

খোসা খাএয়া আছিলু আমি ভুঞিঘরার ভেতর ॥

জখন নাপিত বেটা কবুল করিল ।

দৈবক মুনির বন্ধন রাজা খলাস করিয়া দিল ॥

১২৫

লৈক্খ টাকার কন্টমালা ঠাকুরক ফ্যালাইয়া দিল ॥

* পাঠান্তর :—

জখন মধু নাপিত এ সংবাদ শুনিল ।

ভাইর খুর নিল বগলে করিয়া ।

পাচ হস্ত ধুতি নইল পরিধান করিয়া ॥

চিরা চাদর নইলে ঘাড়ে করিয়া ।

রাজার দরবারক নাগি চলিল হাটিয়া ॥

কত ছুর জাইয়া নাপিত কত পস্ত পায় ।

আর কতক ছুর জাইয়া রাজার লাগ্য পায় ॥

রাজদরবারে জাইয়া নাপিত দরশন দিল ।

জখন ধর্ম্মি রাজা নাপিতক দেখিল ॥

নাপিতক বসিতে দিলে গামারি চোকরি ।

মস্তক ভিজাইতে দিলে জল মানিকের ভিঙ্গারি ॥

গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই :—

বাপর কালর নাপিতক আনিয়া হাজির কর ॥

নাপিতর মহলক লাগিয়া গেল চলিয়া ।

নাপিতক তবে আনিল ডাকিয়া ।

ভাঁইড় ফুর লইয়া আস চলিয়া ॥

ভর কাচারি রাজা করে ডাষা ডৌল ।

হেনকালে খাড়া হইল নাপিতর কুমর ॥

দুধ কলা খোআইল ঠাকুরক সন্তাস করিয়া ।

পাশ্শ টাকা ভিক্ষা দিল ঠাকুরক গনিয়া ॥

দৈবক মুনি গ্যাল এখন মহলক নাগিয়া ॥

নাপিত খণ্ড গান গ্যাল ফুরিয়া ।

১৩০

মস্তক মুড়ি জাইবে রাজা ২ ম্যাসক নাগিয়া ॥

সন্ন্যাস খণ্ড

রাজা বলে শুনেক খেতু খেতুআ প্রানের ভাই ।
কিবা কর ভাই খেতুআ নিছন্তে বসিয়া ।
পাচ খানি কলার নোকা জোগাও তো আনিয়া ॥
কেসালিক ডাঙ্গাএ নিগি মারোআ গাড়িয়া ।
ধুপ ধুনা ঘৃত কলা জোগাইলে নিগিয়া ॥ ৫
রাজার জত দেওয়ান পাত্র নাজির উজির আসিল সাজিয়া ॥
সাদু গুরু বৈষ্ণব কত আসিল সাজিয়া ।
এই শব্দ শু'নলে মএনা ফেরুসাএ থাকিয়া ॥*
ফেরুসা হইতে বুড়ি মএনা আসিল চলিয়া ।
ছক্কারেতে দেবগনক আ'নলে ডাক দিয়া । ১০
রাজার মস্তক খেউরি করে মারোআএ বসিয়া ॥

* পাঠান্তর :—

মা মা বলি রাজা ডাকিতে নাগিল ।
ডাক মধ্যে মএনামতি দরশন দিল ॥
আসিয়া মএনামতি নাপিতক দেখিল ।
নাপিত দেখি মএনা ভয়ঙ্কর হৈল ॥
নাপিতের তরে কথা বলিতে নাগিল ॥
মএনা বলে নাপিত কার প্রানে চাও ।
কামাইও ছাইলার মাতা না করিও ঘিন ।
সোনা দি বান্দাম খুর তোর মানিক দিম চিন ॥
গামারি পিড়া রাজাক বসিবার দিল ।
এক ঝাড়ি জল আনিয়া জোগাইল ॥
রাজার মস্তকের পাগুড়ি খেতুআর মাতাএ দিল ॥
জখন রাজার মাতাএ তুলি দিলে জল ।
রাজ্য পাট সিদ্ধাসন করে টলমল ॥

নেউজ পাতে মহারাজ বসিল ভিড়িয়া ।
 বুড়ি মএনা নাপিতক ছাএছে বলিয়া ॥
 ওরে নাপিত,—কামাইও মোর জাতুর মাথা না করিও ঘিন ।*
 সোনা দিয়া খুর বান্দিব মানিক দিব চিন ॥
 কামাইও মোর জাতুর মাথা রাখিও ব্রহ্মাচুলি ।
 অবসে উবাইবে উঞার গুরুর কাঁথা বুলি ॥
 জখন ডাহিনি মএনা হুকুম ভালা দিল ।
 গঙ্গাজলে মহারাজার মস্তক ভিজাইল ॥

১৫

* পাঠান্তর :—

মস্তক ভিজাইয়া নাপিত পাইয়া গ্যাল কুল ।
 ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া বান্দে মস্তকের চুল ॥
 হাতে খুর নইয়া নাপিত এদিগ ওদিগ চায় ।
 কেহ হুকুম না ছায় রাজার হাজামত বানায় ॥
 মএনা বলে হারে মধু কার প্রানে চাও ।
 হাজামত কর ছাইলার মস্তক না কর ঘিন ।
 সোনা দিয়া বান্দব খুর তোর মানিক দিব চিন ॥
 আমার ছাইলার মস্তক কামাও নইদে হয়ে বাস ।
 তোর নাম খুব মধু কেবল হরিদাস ॥

গ্রীয়ার্শন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—

এক নেওয়ার্জ পাতা আনিল যোগাইয়া ।
 স্বর্নর বাটিত লহল জল ঢালিয়া ॥
 যেন মতে রাজার মাথায় তুলিয়া দিল জল ।
 রাজ্য ভোম সিংহাসন করে টলমল ॥
 ক্ষুর ধরিয়া নাপিতর বেটা চতুর্দিকত চায় ।
 কার হুকুম না পায় হাজামত বানায় ॥
 ময়না বলে নাপিতর বেটা কার পানে চাও ।
 মোর বাছুর মাথা কামাইতে না ঘিনাও ।
 হিরা দিয়া বান্দি দিমু মানিক দিমু চিন ॥

জখন রাজার মাথাএ তুলি দিলে খুর ।	২০
ঝঞ্জির ছিড়ি আসিল নও বুড়ি কুকুর ॥	
এক সোতা দুই সোতা তিন সোতা দিল ।	
জখন রাজার মস্তকের ক্যাশ মৃত্তিঙ্গাএ পড়িল ।	
কেসি গঙ্গা নদি হইয়া বহিতে নাগিল ॥*	
জাতুর দিগে চায় মএনা রাঙ্কির মুছে পানি ।	২৫
এ হানে সোনার চান্দ জায় কোন খানি ॥	
মস্তক মুড়ি রাজার হরসিত মন ।	
মএনা বলে হারে বিধি মোর করমের ফল ।	
ক্যামন করি সন্ন্যাস করাওঁ মএনা সুন্দর ॥	
পাচ গাছি করি মারোআ গাড়িলে সারি সারি ।	৩০
তহার তলে রাখিলে সোনার ঘট চাইলন বাতি ॥	
পাচ নোটা কুআর জলে ছিনান করিয়া ।	
রসাই ঘর খানি নইলে পরিস্কার করিয়া ।	
কলা কচু নিমের পাতা ঘূতে ভাজিয়া ॥	
জতমোনে সিদ্ধাক নিমন্ত্রন করিল ।	৩৫
সগ্গে থাকি সিদ্ধা সকল মন্তে নামিল ॥	
ইন্নাথ, ভিন্নাথ, কানফাড়া, গোরকনাথ আসিয়া খাড়া হইল ॥	
ধনু বান ধরি আইল শ্রীরাম লক্খন ।	
আলক রত চড়ি আইল গোরকের বিছাধর ॥	
পাচ ভাই পাণ্ডব মঞ্চপে নামিল ।	৪০
হাড়ি হাড়ি বলি মএনা লুক্কার ছাড়িল ॥	

* গ্রীয়াসর্ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠ :—

সকল চুল কাঁমাইও রাইখ বংম চুলি ।

অবশ্য উড়াইবু হারিবু কেহা বুলি ॥

ক্ষুর তুলিয়া এক সত দিন রাজার কেস মৃত্তিকায় পড়িল ।

কেসী গঙ্গা হইয়া বহিবার লাগিল ॥

জতমোনে সিদ্ধা রাজাক দেখিল ।	
মএনার তরে কথা বলিতে নাগিল ॥	
মএনা কএছে শুন সিদ্ধা কার প্রানে চাও ।	
অন্ন জল খাও বদন ভরিয়া ।	৪৫
আশিববাদ ছাও আমার ছাইলা বলিয়া ॥	
শুবে শুবে আড়ির বেটা আইসে ফিরিয়া ॥	
অন্ন জল খাইলে সিদ্ধা বদন ভরিয়া ॥	
অন্ন জল খাইয়া মুখে দিলে পান ।	
সিদ্দায় মএনায় কথা কহে ভর পূর্নিমার চান ॥	৫০
পাচ নোটা কুআর জলে রাজাক ছিনান করাইয়া ।	
মারোআর তলে নিয়া গ্যাল ধরিয়া ॥	
একখান রেজি ছুরি আনিল জোগাইয়া ।	
ঐ রেজি নিগিয়া ইন্নাথক দিল ।	
ইন্নাথের হাতের রেজি কানফাড়াক দিল ।	৫৫
হরিবোল বলিয়া রাজার দুই কর্ন ছেদিল ॥	
দরশনের বৈরাগি সাজিবার নাগিল ॥	
একখান বস্ত্র মএনা জোগাইলে আনিয়া ।	
ঐ বস্ত্র নিগিয়া মএনা হাড়ি হস্তে দিল ।	
হরিবোল বলি বস্ত্র পরিতে নাগিল ॥	৬০
আড়াই হাত ফাড়ি রাজার পরিবাস সাজাইল ।	
সোআ তিন হাত কাপড় ফাড়ি রাজার খিন্কা বানাইল ॥	
চৌদ্দ অঙ্গুলি কাপড় ফাড়ি কপি সাজাইল ।	
আড়াই অঙ্গুলি ফাড়িয়া এ ডোর সাজাইল ।	
হরিবোল বলি রাজার সিকই কাটিল ॥	৬৫
হরিবোল বলিয়া রাজাক ডোর কপি পরাইল ॥*	

* ইহার পর একটা পাঠে পাইঃ—

অবল ধবল রাজার খিন্কা দিলে গলে ।

হর দেখ শুক্রার পইতা রাম রান কথা বলে ॥

শনিবারে হৈল রাজার শাশ্ত্রে মহাস্থিতি ।
 রবিবার দিন হৈল ভাণ্ডের অধোগতি ॥
 সোমবারত দিনে রাজার মুড়িয়া গ্যাল মাথা ।
 মঙ্গলবার দিনে রাজার সিয়াইল ঝুলি কাঁথা ॥
 বুধবারে গোরেকনাথ হরিনাম মন্ত্র দিল ।
 বিশ্‌শইদবার দিনে রাজাক ডোর কপিন পরাইল ॥
 শুক্রবারে ছুই পর সমএ সন্ন্যাস সাজাইল ।

৭০

রাম অবতারে ধনুধারি কৃষ্ণ অবতারে বাশি ।
 নিতাই অবতারে ডণ্ডধারি রাজা হইল সন্ন্যাসি ॥
 আপনার ঝুলি মাস্ত্রা রাজাক দান দিল ।
 আপনার হরির নামের মালা রাজাক দান দিল ॥
 করঙ্গ তুর্মা রাজার হস্তে দিল ॥

পাঠান্তরেঃ—

এক তাকর বস্ত্র নিলে কপিন ফাড়িয়া ।
 চা'র আঙ্গুল বস্ত্র দিলে এ ডোর করিয়া ॥
 তিন হাত বস্ত্রে দিলে খিড়কা বানেয়া ॥

গ্রীষ্মারসন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে রাজাকে যোগী করার প্রক্রিয়াটি এইরূপে
 বর্ণিত হইয়াছেঃ—

তুরু তুরু করিয়া ময়না হুঙ্কার ছাড়িল ।
 সোল সত মুনি হুঙ্কারত নামিল ॥
 পুষ্পরথে নামিল গোরক বিঘাধর ।
 ঢেকি বাহনে নামিল নারদ মুনিবর ॥
 বাসোয়ার পিঠিত নামিয়া গেল ভোলা মহেশ্বর ।
 ধনুকবানে নামিয়া গেল শ্রীরামলক্ষন ॥
 পাঁচ ভাই পাণ্ডব নামিল ঠাঁই ঠাঁই ।
 কান কাটা হাড়ি সিদ্ধা লেখা যোথা নাই ॥
 ঘসির ধুলা দিয়া বদন ঢাকিল ।
 সন্ত্রাট দেখিয়া মএনা কান্দিবার লাগিল ॥

পুত্র শোকে মএনা বুড়ি কান্দিতে নাগিল ।
 কান্দি কাটি ছেইলাক নিগি হাড়ির হস্তে দিল ॥ ৭৫
 নিগা নিগা আমার পুত্র তোমার হৈল শিস ।
 বার বছর পুরিয়া গ্যালে আমাগ আনিয়া দেইস ॥
 অমর গিয়ান দেইস বৈদেশে নিজিয়া ।
 বার বছর অস্ত্রে আমার ছেইলাক দেইস আরো আনিয়া ॥

মাযর ছই নয়নর তারা রে । আরে ও বাছা ।
 আমার কেবা লইল রে ॥ ধুয়া ॥
 নাপিতর হস্তর ক্ষুর লইল কাড়িয়া ।
 ঐ ক্ষুর কানফাড়ার হস্ত দিল তুলিয়া ॥
 যেন মতে কানফাড়া ক্ষুর হস্তে পাইল ।
 রাম রাম বলিয়া রাজার ছই কর্ন ফাড়িল ॥
 ফাঠিকর কুণ্ডল রাজাক পড়াইল ।
 ভগবান বস্ত্র আনিয়া যোগাইল ॥
 পাঁচ বৈষ্ণব ধরিয়া কপিন পড়াইবার লাগিল ।
 এ ডোর কপিন রাজাক পড়াইল ॥
 রাম খিলিকা গলে তুলি দিল ।
 কছর খাল হস্তত তুলি দিল ॥
 ভাঙ্গা কেঁথা ভাঙ্গা কপিন ভাঙ্গা বহির্বাস ।
 সবে মেলিয়া দ্বারত আছে চৈতন্তর দাস ॥
 শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ অধিক রাধে সিতা ।
 শ্রীগুরু বৈষ্ণব বন্দল ভাগবত গিতা ॥
 ভিক্ষা বলিয়া রাজার বেটা কান্দিবার লাগিল ।
 হাতি ঘোড়া দণ্ড ছত্র গোলাম খেতু ভিক্ষা দিল ।
 ঐ ভিক্ষা গুরুর চরনত দিয়া পরনাম করিল ॥
 যা যা রাজার বেটা তোমাক দিলু বর ।
 তিন কোন পির্খিবি টলিয়া গেলে না যাও যমর ঘর ॥
 যেন মতে ধর্ম্মরাজা বেনা মুখ হইল ।
 সর্গর মুনিগন সর্গত চলি গেল ॥

ঝুলি কাঁথা দিলে রাজার কন্ধে তুলিয়া ।	৮০
হাড়ি বলে হারে বেটা রাজ দুলালিয়া ॥	
নড়িতে চড়িতে করলু মুড়িয়া ছু প্রহর ।	
কতকখনে চলি জাব ডারাইপুর সহর ॥	
কিছু ভিক্ষা করেক বেটা সভার মাঝে ।	
গুরু শিস্‌স খাব আমরা পন্তের উপরে ॥	৮৫
রাজা বলে শুন গুরু গুরুপা জলন্তরি ।	
কামন করি খুজি ভিক্ষা আমি নিলয় না জানি ॥	
হাড়ি বলে হারে বেটা রাজ দুলালিয়া ।	
দক্ষিণ দেশি রতিত হামরা নাম ব্রহ্মচারি ।	
ভিক্ষা করিতে আমরা গমর না করি ॥	৯০
এই তুম্মা নেরে জাছ হস্তে করিয়া ।	
তুরু তুরু বলিয়া সিঙ্গনা বাজাও তুলিয়া ॥	
ভিক্ষা দিবে তোকে বিস্তর করিয়া ॥	
পইলা ভিক্ষা আনেক তোর জননির মহল জাএয়া ॥	
গুরুদেবের চরনে রাজা প্রনাম করিয়া ।	৯৫
মএনার মহলক নাগি চলিল হাটিয়া ॥*	
হাড়ি বলে হারে বেটা রাজ দুলালিয়া ।	
জাও জাও সোনার চান দুক্ষিনির দুলালিয়া ॥	
তিলকে জাইবা ছাইলা ডণ্ডকে আসিবা ।	
ঘড়িক বিলম্ব হইলে আমার নাগাল না পাইবা ॥	১০০
তুই থাকিবু তখন আপনার মহলে ।	
মুই জাইম তখন কৈলাস ভুবনে ॥	

* পাঠান্তর :—

রাজা বলে শুন গুরু গুরুপা জলন্তরি ।
 কিছু ভিক্ষা নিব আমি মাএর বরাবর ।
 তবু নি গুরু শিস্‌সে জাব আমি বৈদেশ সহর ॥

পথের মধ্যে হাড়ি সিদ্ধা বসিয়া থাকিল ।
 ভিক্ষা বলি মহারাজ জননির মহল গ্যাল ॥
 পুত্র শোকে মএনা বুড়ি আছে তো বসিয়া । ১০৫
 হ্যানকালে গ্যাল রাজা ভিক্ষা বলিয়া ॥
 ভিক্ষা ছাও ভিক্ষা ছাও জননি লক্খি রাই ।
 তোমার হস্তের ভিক্ষা পাইলে বৈদেশে জাই ॥
 জ্যানকালে বুড়ি মএনা পুত্রক দেখিল ।
 রুদ্র বাহু দেখিঃ মএনা কান্দিতে নাগিল ॥ ১১০
 মএনা বলে—ওরে ছাইলা,—
 তোমার গুরুর সহিতে গ্যালেন জাতু বৈদেশ নাগিয়া ।
 তোর গুরুক ছাড়ি ক্যান একলা আসিলেন চলিয়া ॥
 রাজা বলে শুন মা আমি বলি তোরে ।
 আমার গুরু বসিয়াছে পশ্চের মাঝারে ॥ ১১৫
 ভিক্ষা বলি পাঠেয়া দিলে আপনার মহলে ॥
 ভিক্ষা ছাও ভিক্ষা ছাও জননি লক্খি রাই ।
 তোমার হস্তের ভিক্ষা পাইলে মা বৈদেশে জাই ॥
 ছাইলাক দেখিয়া মএনার দয়া জনমিল ।
 পঞ্চ নোটা গঙ্গার জলে ছিনান করিল ॥†
 এক ভাত পঞ্চাশ ব্রহ্মণ অন্ধন করিয়া । ১২০
 স্রবনের থালোতে রন্ন দিল পারশ করিয়া ॥

* পাঠান্তর—‘কপালে মারিয়া চড়’ । পরবর্তী ছত্র
 চান বদন চাইয়া লৈক্খ চুষন খাইল ।

† পাঠান্তর—
 একঘড়ি রহিও বেটা ধৈরন ধরিয়া ।
 জাবত না আইসঁ ছিলান করিয়া ॥
 পাচ নোটা কুয়ার জলে ছিলান করিয়া ।
 পাকশালার ঘর নইলে পরিস্কার করিয়া ॥

চৌকিয়া পিড়া দিলে বসিবার নাগিয়া ।
 সুবন্ন ভিন্সারে গঙ্গাজল দিল আগা করিয়া ।*
 ছাইলাক ডাকায় বুড়ি মএনা কান্দিয়া কাটিয়া ॥ ১২৫
 আইস আইস জাছধন দুখুনির দুলালিয়া ।†
 রন্ন খাএয়া জাও জাছু বৈদেশ নাগিয়া ॥
 জখন ধম্মিরাজ রনের নাম শুনিল ।
 পঞ্চ নোটা গঙ্গার জলে ছিনান করিল ॥
 ছিনান করি রাজা রাহুক করিল । ১৩০
 রাহুক করিয়া রাজা রনের কাছে গ্যাল ॥
 সুবনের থালে রন্ন দেখি কান্দিতে নাগিল ॥ ‡
 জখনে আছিলাম মা রাজ্যের ঈশ্বর ।
 সুবনের থালে রন্ন মা খাইয়াছি বিস্তর ॥
 এখন হইলাম কপিনপিন্দা কোড়াকের ভিকারি । ১৩৫
 সুবনের থালে রন্ন খাইতে না পারি ॥
 সুবনের থালের অন্ন কদুর থালে নিয়া ।
 সুবন্ন ভিন্সারের গঙ্গাজল করঙ্গ তুম্মায় নিয়া ॥
 রন্ন খায় ধম্মিরাজ পত্রে বসিয়া ॥ §

* পাঠান্তর—

সোনালিয়া ঝাড়িত জল নইলে ভরিয়া ।

ঐ জল দিলে আগা করিয়া ॥

† গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই :—

অন্ন খাও অন্ন খাও রাজ দুলালীয়া ।

‡ গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—

যেন মতে খালত অন্ন দেখিল ।

কপালত মারিয়া চড় কান্দিবার লাগিল ॥

§ গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই:—

একখান কলার পাত আনিলে কাটিয়া ।

তাহাত অন্ন গুটিক লইল ঢালিয়া ॥

রন্ন খাবার তরে রাজা পত্রত বসিল ।	১৪০
পশ্বে থাকি হাড়ি সিদ্ধা ধিয়ানত দেখিল ॥	
ধিয়ানে দেখিয়া হাড়ির মন বিছুর হৈল ॥	
প্রথম শিস্‌স করিলাম আমি হরিনাম মন্ত্র দিয়া ।	
আমাক ছাড়ি রন্ন খায় জননিক মহল জাএয়া ॥	
তেমনি হাড়ি সিদ্ধা এই নাওঁ পাড়াব ।	১৪৫
শুন্যের গঙ্গাজল রাজার শুন্যে চালি দিব ॥	
মহামন্ত্র গিয়ান নিলে রিদয়ে জপিয়া ।	
করঙ্গ তুম্মাক দিলে হাড়ি ছিদ্র করিয়া ॥	
করঙ্গ তুম্মাক দিয়া গঙ্গার জল পালায়ত রুসিয়া ॥	
গাভির নাকান জল রাজা খায় চুষুক দিয়া ।*	১৫০
কপালে আছিল লক্খি রাজার পলাইল ছাড়িয়া ॥	
বার বৎসর দুক্খ রাজার কপালে নিখিল ।	
রাল্ কেতু শনি গর্বেব বাস হইল ॥	

ভাঙ্গা তুষা আনিলা ধরিয়া ।
 তাহাত জল ফুটিক লইল চালিয়া ॥
 হাতত মুখত জল দিয়া কোন কাম করিল ।
 স্ত্রীকৃষ্ট বলিয়া অন্ন মুখত তুলিয়া দিল ।
 এক গাসে ছই গাসে পঞ্চ গাস খাইল ॥

পাঠান্তরে পাই—

এখান কলার পাতা আনিলে কাটিয়া ।
 সোবনের খালের অন্ন নইলে পাতায় পারশিয়া ॥
 সোনালিয়া ঝাড়ির জল নইলে তুম্মার চালিয়া ।
 মৃত্তিকায় বসিল রাজা যোগ আসন ধরিয়া ॥

* পাঠান্তরঃ—

অন্ন খাইয়া রাজা জলের দিগে চায় ।
 ভাঙ্গা তুম্মা দিয়া জল উচ্ছিয়া পলায় ॥
 মাটির জল বাজা চুষক দিয়া খাইল ।

বার বৎসর ভরি রাজার কেউতে ঘিরি নইল ॥*

রত্ন খাএয়া ধর্ম্মরাজ মুক্খে দিলে গুণা ।

১৫৫

মায় পুতে কয় কথা পাঞ্জারের শুভা ॥†

বার কাহন কড়ি নিলে হরিদ্রাএ মাথেয়া ।

মএনা বলে হারে জাছ রাজ ছুলালিয়া ॥

বার কাহন কড়ি ছাওঁ তোর ঝোলার ভিতর ।

কড়ির কথা না বলিস তোর গুরুর বরাবর ॥ ‡

১৬০

একথা বলিয়া মএনা কোন কাজ করিল ।

পুত্রের গলা ধরি মএনা কান্দিতে নাগিল ॥

* গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠঃ—

দেবির ভাই সনি কপাল চড়িল ॥

সনি কেতু রাজার গর্ভবাস করিল ।

সকল সরীর রাজার মলিন পড়িল ॥

করুনা করিয়া ময়না কান্দিবার লাগিল ॥

† পাঠান্তরঃ—

অন্ন জল খাইয়া মুখে দিলে পান ।

মাএ পুত্রে কথা কহে ভর পুত্রিমার চান ॥

‡ পাঠান্তরঃ—

সোনার বাটা নিলে মএনা ভিক্খা সাজাঁয়া ।

বার কড়া কড়ি নিলে হরিদ্রা মাখাঁয়া ।

বারটা মোহর নিলে সোনার বাটাএ করিয়া ॥

কান্দি কাটি ভিক্খা দ্যাএছে পুত্রক নিগিয়া ।

নিজা নিজা ভিক্খা জাছ ঝোলাএ করিয়া ॥

গুরু শিস্বে খাএন তুমি বৈদেশেতে জাএয়া ॥

গ্রীয়ার্সন সাহেবের পাঠে পাইঃ—

সোল কাহন কড়ি দিল ঝোলঙ্গায় সাজাঁইয়া ।

কড়ীর কথা না কন তোর গুরুর বরাবর ॥

ছাই ভস্ম করিয়া কড়িক পটামু ।

যমর ঘর হারির পাছে গমন করিমু ॥

সরুআতে সরু বেটা ছুবলাতে হিন ।
 তবনি পাওয়া জায় পরদেশের চিন ॥*

জাহুরে—পরভুম জাইও বেটা পরদেশত জাইও । ১৬৫
 পরের নারিক দেখি বেটা হাশু না করিও ॥
 আগে মা বলিয়া জাছু পাছত ভিক্ষা নিও ।
 তোর গুরুদেবের সঙ্গে বেটা দপ্ত না করিও ॥
 বৈরাগি বৈষ্ণবক দেখি না করিও হেলা ।
 গৈড় হইয়া প্রনাম জানাইস জার গলাএ হরিনামের মালা ॥† ১৭০
 ডম্ব কথা না বলিস তোর গুরুর বরাবর ।
 ছাই ভস্ম করিয়া তোক পাঠাইবেক জমের ঘর ॥
 পরদেশে জাইও জাছু পরার পতিআশ ।
 আগে খায় গিরি নোক পশ্চাৎ তলাস ॥
 পাখিগুলি দেখিয়া ডিমা না মারিও । ১৭৫
 পরদেশে জাইয়া জাছু না পরিও ফুল । ‡
 হাতের হিএগালি দিয়া নইবে জাতি কুল ॥
 কান্দি কাটি বুড়ি মএনা ছাইলাক বুঝাইল ।
 করদস্ত হৈয়া রাজা বিদায় ভালা চাইল ॥

* গ্রীয়াস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাইঃ—

সরিসাতে সরু ছুবলাতে হিন ।

তখনে পাব পরদেশের চিন ॥

† পাঠান্তর—

গড় হয়ে প্রনাম কর জাহার গলায় দরশনের মালা ॥

‡ গ্রীয়াসন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাইঃ—

ফুল গোটেক দেখিয়া ফুল না ফাড়িমু ।

পাখী গোটেক দেখিয়া ঢেল না মারিমু ।

পর স্ত্রীক দেখিয়া হাশু না করিমু ।

আগত না দায় দিয়া পশ্চাৎ ভিক্ষা লমু ॥

বিদায় ছাও মা বিদায় ছাও জননি লক্ষ্মি রাই ।	১৮০
তোমার বিদায় পাইলে মা বৈদেশে জাই ॥	
জননির বিদায় নিলে রাজা কান্দিয়া কাটিয়া ।	
জাইছে এখন ধর্ম্মরাজ গুরুকে নাগিয়া ॥	
গুরুর নিকট জাএয়া রাজা উপনিত হইল ।	
তুরু তুরু বলি সিদ্ধা গোজ্জিয়া উঠিল ॥	১৮৫
হাড়ি সিদ্ধা কহিছে—তিল ভর আসিবেন জাতু ভিক্খা ধরিয়া ।	
এত ক্যান্বে দেরি কল্পু ফেরুসাতে জাএয়া ॥	
গুরু—ভিক্খা বুলি পাঠাইয়া দিলেন মা জননির মহলক নাগিয়া ।	
জননির রন্ন খাএয়া আসিনু ভিক্খা ধরিয়া ॥	
জ্যান কালে মহারাজ রন্ন কবুল করিল ।	১৯০
একথা শুনিয়া সিদ্ধা বড় খুসি হৈল ॥	
বাম হস্ত ধরিয়া হাড়ি পন্থ মেলা দিল ।	
এক কোরোস দুই কোরোস তিন কোরোস গ্যাল ॥	
রাজার তরে কথা সিদ্ধা বলিতে নাগিল ॥	
বাইরে বাইরে নিগাওঁ তোমা বৈদেশ নাগিয়া ।	১৯
কিছু ভিক্খা আনলু জাতু ফেরুসাতে জাএয়া ॥	
আর কিছু আনেক ভিক্খা তোর রানির মহল জাএয়া ॥*	

* পাঠান্তরঃ—

হাড়ি বলে হারে বেটা রাজ ছলালিয়া ।
 নড়িতে চড়িতে করলু মুড়িয়া ছুপ্রহর ।
 কতখন চলিয়া জাইব ডাড়াইপুর সহর ॥
 রাজা কহে শুন গুরু গুরুপা জলন্তরি ।
 জাইতেছি আমরা গুরুধন পরদেশক নাগিয়া ।
 জাবার কালে রানি গুলাক মুই আইসোঁ দেখিয়া ॥
 হাড়ি বলে হারে বেটা রাজ ছলালিয়া ।
 রানির কথা বলিস তোর গুরুর বরাবর ॥
 থাকিল এখানা ছুখ মোর পাঞ্জারের ভিতর ।
 ইহার শাস্তি হইবে তোর জঙ্গলের ভিতর ॥

গুরু শিস্বে খাবু বেটা বৈদেশত জাএয়া ॥
 গুরুর বাক্য মহারাজ ত্রথা না করিল ।
 ভিক্ষা বলি ধর্ম্মরাজ রানির মহল গ্যাল ॥ ২০০
 সোআমির শোকে রত্ননা পত্ননা রানি আছে বসিয়া ।
 হ্যানকালে গ্যাল রাজা দারতে নাগিয়া ॥
 ভিক্ষা ভিক্ষা বলি রাজা চ্যাটাইতে নাগিল ।
 ধর্ম্মরাজার বাক্য রানি আন্দরে শুনিল ॥
 জ্যান কালে রত্ননা রানি রাজাকে দেখিল । ২০৫
 কান্দি কাটি কথা দোনো বইনে বলিতে নাগিল ॥*
 দিদি,—ওদিক ক্যান প্রানপতি না গ্যাল চলিয়া ।
 নিবা আগুন জলের আসিল মোর মহল নাগিয়া ॥
 হিরা রতন মোহর মানিক আছে কোটা ভরিয়া ।
 তাক ছাড়ি জায় প্রানপতি উদাসিনি হইয়া ॥ ২১০

জাও জাও সোনার চান ছুখিনির ছলালিয়া ।
 জখন ধর্ম্মি রাজা একথা শুনিল ।
 সূন্দরির মহল নাগি গমন করিল ॥

* পাঠান্তর:—

রত্ননা বলে বইন মোর পত্ননা নাইওর দিদি ।
 নিশ্চয় হারালাম আমি সোআমি নিজপতি ।
 কি আছে প্রানে দিদি মহলের ভিতর ।
 হর ত্রাথেক ধর্ম্মি রাজা ছাড়ে বাড়ি ঘর ॥
 মহারাজা জাইছে আমার সন্ন্যাসক নাগিয়া ।
 আমরা ছই বহিন রহিব কার মুক্খ চাহিয়া ॥
 এজি ছুরি নেই দিদি হস্তে করিয়া ।
 স্ত্রীবদ্দ দেই আমরা রাজার চরনে পড়িয়া ॥
 হস্তে এজি লইয়া রানি আইল চলিয়া ।
 স্ত্রীবদ্দ দিলে রাজার চরনে পড়িয়া ॥
 হস্তে এজি নিয়া রানি গ্যাল মিত্যু হইয়া ।
 গুরু গুরু বলি কান্দে রাজ ছলালিয়া ॥

কি ভিক্খা আছে দিদি কি ভিক্খা দিব ।	
দুই বইনে দুকনা রেজি নেই হস্তে করিয়া ।	
রাজার চরনে মরি দিদি গলাএ ছুরি দিয়া ॥	
দুই বইনে দুকনা রেজি নিলে হস্তে করিয়া ।	
কান্দি কাটি জাএয়া রাজার চরনে পড়িলা ॥	২১৫
কান্দে রছনা রানি ধরিয়া রাজার পাও ।	
এহ্যান বয়সের ব্যালা ছাড়িয়া না জাও ॥	
ছাড়িয়া না জাইও* রাজা ছুর দেশান্তর ।	
কার জগ্গে বান্দিলেন সয়াল-মন্দির ঘর ॥†	
সয়াল মন্দির ঘর বান্দিছা‡ নাই পড়ে কালি ।	২২০
এমত বয়সে ছাড়ি জাও ত্রথায় গাবুরালি ॥	
ত্রথা গাবুরালি রাজার মাটিতে পড়ে পিত ।	
খাবার গাসত সোআদ নাই চক্খে নাই সে নিন ॥	
নিন্দের সপনে রাজা হব চৈতন § ।	
পালঙ্গে হস্ত ফ্যালায়া দেখিব নাই প্রানধন ॥	২২৫

* গ্রীয়ারসন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—

‘না যাইও না যাইও’ ।

† গ্রীয়ারসন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—

কারে লাগিয়া বান্দিলাম সীতল মন্দির ঘর ॥

‡ গ্রীয়াসনের পাঠে—‘বান্দিলাম বাঙ্গলা ঘর’ ।

§ গ্রীয়ারসন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—

‘চৈতন’ স্থলে ‘দরিসন’ এবং নিম্ন লিখিত কয়েক পঙ্ক্তি পাওয়া যায়ঃ—

পালঙ্গে ফেলাইব হস্ত নাই প্রাণের ধন ॥

দস গিরির মাও বইন রবে শ্রামি লইবে কোলে ।

আমি নারী রোদন করিব খালী ঘর মন্দীরে ॥

খালী ঘর জোড়া টাটি মারে লাঠির ঘা ।

বয়স কালে যুবতী রাড়ী নিতে কলঙ্ক রাও ॥

খালি পালঙ্ক দেখি প্রভু মুঞি জুড়িম কান্দন ॥
 আমাকেও সঙ্গে নিয়া জাও পরানের রঘুনাথ ।
 আমি নারি সঙ্গে গ্যালাে আন্দিয়া দিব ভাত ॥
 ভোকেৰ কালে রন্ন দিব তিয়াস কালে পানি ।
 হাসিয়া খেলিয়া প্রভু পোহাব রঞ্জনি ॥ ২৩০
 জারেৰ কালে ওড়ন দিব গিরিস কালে বাও ।
 সন্ধ্যা কালে দুই বইনে ঠাসিব হস্ত পাও ॥
 পাও খানি ডাবিব রাজা হাত খানি ডাবিব ।
 রঙ্গ কোঁতুকের ডালা এখিলি জোগাব ॥*
 রাজা বলে শুন রানি জবাবে বুঝাই । ২৩৫
 একলাই বৈরাগি হলে জাহা তাহা রব ।
 তুমি নারি সঙ্গে গ্যালাে বড়ই লজ্জা পাব ॥

* গ্রীষ্মারসন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাইঃ—

আমাক সঙ্গে করি লইয়া বাও ॥
 জীবর জীবন ধন আমি কন্যা সঙ্গে গেলে ।
 রাঙ্কিয়া দিমু অন্ন ক্ষুধার কালে ॥
 পিপাসার কালে দিমু পানী ।
 হাঁসিয়া খেলিয়া পোহামু রজনী ॥
 আইল পাতার দখিলে কথা কহিয়া যামু ।
 গিরি লোকর বাড়ী গেলে গুরু শ্রাম বলিমু ॥
 সিতলপাটি বিছাইয়া দিমু বালীসে হেলান পাও ।
 হাউস সঙ্গে যাতিমু হস্ত পাও ॥
 হাতখানি দুঃখ হইলে পাওখানি যাতিমু ।
 এরঙ্গর কোঁতুকের বেলা স্মৃতি ভুঞ্জিমু এন্সতি ভুঞ্জাইমু ॥
 গ্রীস কালে বদনত দিমু দণ্ড পাখার বাও ।
 মাঘ মাসি সিতে ঘেসিয়া রমু গাও ॥
 মাঘ মাসি সিতে সিত মরিচর ঝোল ।
 ইন্দ্র মিঠা ভুঞ্জাইমু এক সত নারীর কোল ॥

- তোমার রূপ আমার রূপ দুইজনকে দেখিয়া ।
 দশ গিরস্তে বলবে সব বৈরাগি নারিচোরা ।*
 নারিচোরা বলিয়া গিরস্তে না ছায় ঠাঞিঃ । ২৪০
- ভাল গিরির ছেইলা হইলে বাসা দান দিবে ।
 গোঞার গিরস্ত হইলে আমাক জবাবে খ্যাদাবে ॥
 ছোট বড় গিরির বেটা বুদ্ধি আলচিরা ।
 দশ গিরস্তে বলবে এটা বৈরাগি নারিচোরা ॥
 নারিচোরা রতিত হ'লে গিরস্তে না ছায় ঠাঞিঃ । ২৪৫
- তোর আমার বড় আর বেটি কবার দোসর নাই ॥
 ১২৩ রাজা বলে—ওগো নাগরি ধম্মপথে জাইতে আমাগ না করিও বাধা ।
 অবসে বৈষ্ণম ধম্ম লেইখাছে বিধাতা ॥
 আগে মরন পাছে মরন মরন একবার ।
 একবারে শোধিতে নারে গোদা জমের ধার ॥ ২৫০
- না জানি চণ্ডালিয়া জমের কতেক মাল ধারি ।
 রাজা হৈয়া জমের দায় শোধিতে না পারি ॥
 রাজা হৈয়া না করে রাজ্যের বিচার ।
 পুত্র হৈয়া না করে জাঁয় পিতার উদ্ধার ॥
 নারি হৈয়া না করিবে জাঁয় সাগির ভকতি । ২৫৫
- শিস্‌স হৈয়া না ধরে গুরুর আরতি ॥
 এই কয় ঝন মইলে রানি জাবে রধোগতি ॥

* গ্রীষ্মারসন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাইঃ—

রাজা বলে সুন কথা হরিচন্দ্রর বেটি ।
 কত রঙ্গ কর মায়া সুইবার না পারি ॥
 বংস হরির গুণা খাইয়ে দন্ত করিলে সোলা ।
 কথা কহিতে জলে দন্ত গুঞ্জরে ভ্রমরা ॥
 নারী হবু চাকন চিকন পুরুস কেহ্না ওড়া ।
 দশ গিরস্ত বলিবে অথীত নারীচোরা ॥

রানি বলে শোন প্রভু আমি বলি তোরে ।
 তুমি জ্যামন আমি ত্যামন সব লোকে জানে ।
 গলার পৈতা জ্যামন না ছাড়ে ব্রাহ্মনে ॥ ২৬০
 তোকে মোকে শোবা করি খোপের কৈতর ।
 খোপ খালি করি জাএক বৈদেশ সহর ॥
 গিরির ঘরের খোপের কৈতর তাওঁরা বোঝে মন ।
 ঠোটে নালি বাটে বাকে সদাক্ষন ॥
 পাও আছে হস্ত নাই ঠোটে উকুন মারে । ২৬৫
 মুক্খে বচন না পারে আর সদা বাকম্ বলে ।
 ও জে দুইটা জিব শয়ালতে ঘোরে ॥
 শয়ালতো ঘোরে পঙ্খি চিলাও চিলানি ।
 সেও ভাগ্য নাই করি রানি রভাগিনি ॥
 বোনের পশু চাইতে রাজা বড়ই নিদারুণ । ২৭০
 এমত বয়সে ছাড়ি জাও চিতে দিয়া য়ুন ॥
 এখন রাজা বলতেছে—
 ওগো রানি ! তুমি কি নিভান্ত করিয়া আমার সঙ্গে জাইবা ।

নারীচোরা অখীত বৈলে গিরন্ত না দিবে ঠাঁই ।
 তোর আমার বড়ুয়ার বেটি কহিবার সঞ্জাত নাই ॥
 রানী বলে সুন রাজা বিলাতের নাগর !
 এক নিবেদন করি তোমার বরাবর ॥
 তোমার নাকান রামখিলিকা গলার মাঝত দিয়া ।
 তোমার নাকান ডোর কপিন বান্ধিনু ভিঁড়িয়া ॥
 দুই তন বান্ধিনু নেতে ধোরা দিয়া ।
 ছামুর ছয়টা দন্ত ফেলাইনু ভাঙ্গিয়া ।
 আউ টাক নাথার কেস মুই ফেলাও মুড়িয়া ॥
 হাতত তুধা গলাত কেহা উদাসীনী হনু ॥
 তোমার পাছে পাছে গিয়া ভিক্ষা মাগি খানু ॥

আমার সঙ্গে যাবু রানি পন্থের শোন্ কাহিনি ।
 খিদা নাগলে রন পাবু না তিয়াস কালে পানি ॥* ২৭৫
 শালবন শিমুলবন চলিতে মান্দার ।
 জে দিক্ হাটে হাড়ি গুরু দিনতে আন্দার ॥
 সেই পথে কত আছে দুজ্জন বাঘের ভয় ।
 স্ত্রী আর পুরুসে কখন পন্থ নাহি বয় ॥
 স্ত্রী আর পুরুসে জদি পন্থ বইয়া জায় । ২৮০
 হ্যান বা দুফের বাঘ আছে নারি ধরি খায় ॥
 খাইবে না খাইবে বাঘে ফ্যালাবে মারিয়া ।
 ত্রথা কাজে ক্যান মরবু আমার সঙ্গে জাইয়া ॥
 রানি কএছে শুন রাজা রসিক নাগর ।
 কাঁয় কয় এ গিলা কথা কে আর পইতায় । ২৮৫
 পুরুসের সঙ্গে গ্যালো কি তিরিক বাঘে খায় ॥
 এমন দুফট বনের বাঘ তিরি পুরুস বাছিয়া খায় ॥
 জেখানেতে বনের বাঘ খাইবে ধরিয়া ।
 নিশ্চয় করি প্রানের পতি মোক পালাইস ছাড়িয়া ॥ †

* গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই :—
 রাজা বলে জয় বিধি ঠেকিনু ময়াজালে ।
 কি আমার প্রেমটা হইলো স্ত্রীলোকর সঙ্গে ॥
 মোর সঙ্গে যাবু না অখীতর সঙ্গে যাবে ।
 সেটে আছে বনর বাঘ দেখিয়া উড়াবে ॥
 সেটে আছে বনর বাঘ দুর্জন বাঘর ভয় ॥
 স্ত্রী আর পুরুসে যদি পথ বইয়া যায় ।
 হেন দুঃখে বোমনর বাঘে স্ত্রীক ধরিয়া খায় ॥
 খাবে আর না খাবে বাঘে ফেলাইবে মারিয়া ।
 কেনে আর মরিবি তুই অখীতর লগে যায় ॥

† একটা পাঠে অতিরিক্ত পাই :—
 রানি কইছে পাগলা মরা বুদ্ধ নাই তোার ।
 জার ঘরে বেটি ভাতিজি ছুরত ব্যাচাইয়া খায় ।

রানি বলতেছে ওগো প্রানপতি—

২৯০

থাক না ক্যান্বে বনের বাঘে তাক না করি ডর । *

নিশ্চলক্ষে মরন হউক সোআমির পদের তল ।

সোআমির পদে মরন হৈলে মরবার সফল ॥

সোআমির পদে মরন হউক কলঙ্ ব্যান্না ওঠে ।

কলঙ্ খানের বাদে আমার প্রান খানেক কাঁপে ॥

২৯৫

রাজা বলে ঠেকিলাম ঠেকিলাম মায়া জালে ।

কি আমার প্রমাদ ঘটিল নারিলোকের সঙ্গে ॥

আমার সঙ্গে জাবু রানি মুড়াও জাএয়া মাথা ।

আমি নিছি ডোর কপ্নি তোক নিতে হবে কাঁথা ॥ †

সেই জে মোর গুরুর কাঁথা আগলদিগল ।

৩০০

থার পানি নাহি পড়ে নকুড়ি বছর ॥ ‡

সাত দরিয়ার জল হৈলে গুরুর কাঁথা ভিজায় ।

চৈত্র বৈসাখের ঔদে ঐ কাঁথা শুকায় ॥

ছয় মাস পন্থ রানি সরার গোন্দো পায় ॥

এন্দুর সলেরার বাসা আর মাকর্শার জালি ।

৩০৫

জে ছেইলার মাও নাই তার বাপে আনবার জায় ॥

নাইওরি বলিয়া কি তার বেটিক বাঘে খায় ॥

* গ্রীষ্মার্ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই :—

কে কয় এ গুলা কথা কে আর পাইতায় ॥

পুরুসর সঙ্গে গেলে কি স্ত্রীক বাঘে ধরে খায় ।

ও গুলা কথা বুটমুট পালাবার উপায় ॥

থায়না কেনে বোনের বাঘে তাক নাই ডর ।

নিত কলঙ্কে মরন হউক স্রামির পদতল ॥

† পাঠান্তর :—

আমার সঙ্গে জাবার চাও গুন ছুঙ্কের কথা ।

ফালাও রানি পাটের সাড়ি গলাএ বাক্ কাঁথা ॥

‡ পাঠান্তর :—‘নকুড়ি বছর’ স্থলে ‘এ বার বৎসর ॥’

ওরসের ল্যাখা নাই উকুন ডালি ডালি ॥*
 কোন বা গাঁওয়ার লোক গুরুর কাঁথা ওড়ে ।
 এক দিন ছিলাম আমি গুরুর কাঁথার তলে ।
 চৌপর রাইতে নিদ না হয় সলেয়ার কামড়ে ॥
 হাড়ি গুরুর কাঁথা দেখি নর লোকের মুখে না আইসে রাও । ৩১০
 এক এক উকুন ব্যাড়াই ওন্দা বিলাইর ছাও ॥
 শোনেক রত্না রানি কাঁথার অবতার ।
 পাগলা হস্তি নাই পারে কাঁথাক নড়াবার ॥
 ভাল নারি দুই জন জাবেন মোর নগের দোসর ।
 সরা কাঁথাখান তুলি দিম তোমার ঘাড়ের উপর ॥ ৩১৫
 রানি বলে শোন প্রভু আমি বলি তোরে ।
 হয় না ক্যানের সরার কাঁথা ফুল চন্দনের বাস ।
 ঘরের সোআমি সন্ন্যাস হৈয়া জায় নারির কিবা আশ ॥ †
 বড় বড় বাংলা গিলা দেখতে লাগে ত্রাস ।
 সরা কাঁথা বৃক্থের তলে নিন্দের হাভিলাস ॥ ৩২০
 এতে জদি গুরুর কাঁথা বড় ভয় করে ।
 ব্রহ্মায় পুড়িয়া কাঁথা গঙ্গাএ ভাসাইয়া দিব । ‡
 দুই বইনের সাড়ি চিরি কাঁথা বানাইয়া নিব ॥

* পাঠান্তর :—

সাপের কুকুস আছে কাঁথাএ আর নাকোরার জালি ।
 এন্দুর সলেয়ার ভাসা ওরোস ডালি ডালি ॥
 ওরোস ডালি ডালি কাঁথাএ উকুনের ল্যাখা নাই ॥

† পাঠান্তর :—

হয় নানে সরা কাঁথা আঙুর চন্দন ।
 দুই বোনে করিব কাঁথাক জাড়ের ওড়ন ॥
 অধিক সরা হ'লে ফকিরক বিলাব ।
 তাহার অধিক সরা হ'লে আনলে পুড়িব ॥

‡ পাঠান্তর :—

আনলে পুড়িয়া কাঁথা জলে ভাসাইয়া দিব ।

সোনার গুণায় রূপার গুণায় করিব সিয়ানি ।
হাজার টাকা দিব আনি দর্জিরঘরের বানি ॥ ৩২৫
চারু পাকে চাইর মানিক* মুঞিঁ দ্যাওঁ নাগাইয়া ।
আন্ধার রাতি গলার কাঁথা ওঠে জ্যান জলিয়া ॥
হাট জাব পহু † জাব হবে আন্ধার রাতি ।
কোন কাঙ্গালের মহল্লে পাব তৈল্ল ঘিয়ের বাতি ॥
ঐজে রভাগির ‡ কাঁথা মুখের আগত থুইয়া । ৩৩০
তিন বনায় রন্ন খাব ঐ আলোত বসিয়া ॥
রাজা বলে শোনেক রানি হরিচন্দ্র রাজার বেটি ।
সোনার কাঁথা ধরি জাবার চাইস গিরি নোকের বাড়ি ॥
ভাল গিরস্ত হৈলে বাসাত জ্যান দিবে ।
আর কন্দুআ গিরস্ত হৈলে জোআবে খ্যাদাবে ॥ ৩৩৫
ঐরুপে মানে জাব শুড়ির ভাটিঘরা ।
শুড়ির ভাটিঘরাত মাতোআল ঘিরিয়া নবে ।
মদ ভাং খাএয়া রানি তোর প্রান বধিবে শ্যাসে ॥
ঐঠে হৈতে জাব কুমারের পওঁনঘরা ।
পওঁনঘরাতে রব পড়িয়া । ৩৪০
ভাল্ ভাল্ গিরস্ত রানি বুদ্ধি আলোকচিয়া ।
খাট খাট নাটি নিবে বগলে ডাবিয়া ।
আমাকে মারিবে ডাকু মুড়িয়া ডাঙ্গ দিয়া ॥
আমাকে মারিয়া ডাকু তোমাগ নিগাইবে ছিনাইয়া ।
ব্রথা কাজে ক্যান মরবু আমার সঙ্গে জাএয়া ॥ ৩৪৫
রানি বলে ওগো মহারাজ,—
জখন ডাকু মারিবে তোমাক মুড়িয়া ডাঙ্গ দিয়া ।
দুই বইনে ছুকনা এজি নিমো হস্তে করিয়া ॥

* একটা পাঠে 'মানিক' শব্দের পূর্বে 'মোহর' পাওয়া যায় ।

† পাঠান্তরে 'পহু' স্থলে 'বাজার' পাওয়া যায় ।

‡ পাঠান্তর 'রভাগির' স্থলে 'মানিকের' ।

তোমার চরনে মরিমো গলাএ ছুরি দিয়া ॥

রাজা বলে ওগো রানি,—

৩৫০

আগে জদি আমার প্রান ডাকু ফ্যালাইল মারিয়া ।

পছাৎ তুমি কি করিবে নারিবদ্ব দিয়া ॥

রানি বলে শোন রাজা ধম্ম অবতার ।

এত জদি জানেন প্রভু জরু প্রানের বৈরি ।

তবে ক্যানে বিয়াও কল্লেন এক শত রানি ॥

৩৫৫

এক শত রানিকে প্রভু গলাএ বান্দিয়া ।

এলায় নিয়া জাবেন তুমি সন্ন্যাস নাগিয়া ॥

বার বছর জাএন গোসাএঃ রুদাসিন হৈয়া ।

রাজ্য পাট সিঙ্গাসন কে নিবে পালিয়া ॥

জখন ছিলাম আমরা আচলে শিশুমতি ।*

৩৬০

তখন ক্যানে ধম্ম রাজা না হইলেন সন্ন্যাসি ॥

এখন হইলাম আসিয়া আমি তোমার যোগ্যমান ।

মোক ছাড়িয়া হবু বৈরাগ মুঞিঃ তেজিম পরান ॥ †

* গ্রীয়াস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে :—

তুমি হবু বটবৃক্ষ আমি তোমার লতা ।

রান্ধা চরন বেড়িয়া লমু পালাইয়া বাবু কোথা ॥

যখন আছিলু আমি না বাপের ঘরে ।

তখন কেনে ধর্ম্মরাজা না গেলেন সন্ন্যাসি হইয়ে ॥

এখন হইলু রুপর নারী তোরে যোগ্যমান ।

মোকে ছাড়িয়া হবু সন্ন্যাস মুই তেজিম পরান ॥

† গ্রীয়াস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই :—

তোমারে আগে কাল যৌবন মোর পড়ুক গড়িয়া ।

পাকিলে মাথার চুল যাবেন সন্ন্যাস হইয়া ॥

এ রঙ্গ মালতীর ঘরে লইয়া পড়ে ডাল ।

নারী হইয়ে রঙ্গ রূপ রাখিমু কত কাল ॥

কত কাল রাখিমু যৌবন বান্দিয়া ছান্দিয়া ।

নিরবধি ঝোড়ে প্রান শ্রামী বলিয়া ॥

কাকে দিবেন রাজ্যভার কাকেও দিবেন বাড়ি ।
 কাকে সপিয়া জ্ঞান তোমার দালান কোঠা বাড়ি ॥
 কে হবে তোর পাটের রাজা কে হবে কাজি ।
 কোন মরদে সাদিয়া লবে তোর বিলাতের কড়ি ॥
 বাইস খামাতের লোক কার দেওয়ান জাবে ।*

৩৬৫

আমাক বিবাহ করিয়া যাও পল চলিয়া কান্দো তোমার লাগি ।
 তোমার আছে বাপ ভাই মোর অভাগিনীর কেউ নাই ॥
 আমি ছেড়ে এলেম তোর রাজার কারনে ॥ধুয়া॥
 অতুনা পতুনা বাছিয়া বিবাহ করিল ।
 ভাট ব্রাহ্মন দিয়া অতুনা নাম থুইল ॥
 অতুনা নাম থুইল দাসী দিল সঙ্গে ।
 এমন পিরিতি ঘর ভাঙ্গিমু কেমনে ॥
 কোন দরজায় ভিক্ষা লয়ে কোন দরজায় যামু ।
 বানিয়া জাতি ফেত্রিকুল হেলাতে হারামু ॥
 আমার নাবালক সুন্দর কত্থা যেখানত দেখিমু ।
 বুরিয়া বুরিয়া সেই স্থানত মরিমু ॥
 তোমার নাকান সুন্দর কত্থা যেখানত দেখিমু ।
 আগে মা দাও দিয়া পশ্চাত ভিক্ষা লমু ॥
 হায় হায় শ্রামি ধন কাড়িলু কাল রাও ।
 চেঙ্গড়া কালে বিবাহ কৈরে যুবায় ছাড়িয়া যাও ॥
 ইও কাল থাক হৃদে লৈয়া হাত ।
 যাবৎ বুরিয়া আসি বৎসর পঞ্চাশ ॥
 মাথা তুলিয়া দেখ রাজা ডাব নারিকল ।
 হৃদয় উপরত সোভা করে গুয়া নারিকল ॥
 হাতে ছিড়িমু মুখত দিমু গায় নাই তোর বল ।
 আছিল ফল যে পুরুস না খায় চৌদ্দ গোণ্ডা রসাতলে যায় ॥

* পাঠান্তর :—

চতুরাএ বসিয়া রাজা কে দেওয়ান করিবে ।
 ঞাড় বড়ি খাজনা কে সাদিয়া নেবে ॥

এক শত রানিগুলা কার মুখ চাবে ।

তোমার ভাই জে গোলাম খেতুআ কার পান জোগাবে ॥ ৩৭০

রাজা বলে শোনেক রানি আমি বলি তোরে ।

গোলাম না কইস গোলাম না কইস হয় মোর ছোট ভাই । *

একে ছুদে পালন কৈচ্ছে মএনামতি মাই ॥

আমি দশ মাসে রানি খেতুআ দশ মাসে ।

কাকো আটে কাকো না আটে নছিবের দোসে ॥ ৩৭৫

নছিবতে ফলে ধন স্কানে ডিন্দা চলে ।

নছিব বিরোধ হৈলে নানা রোগে ধরে ॥

সাত বরনের গাভি ছ্যাক এক বরনের দুধ ।

আমি হছি রাজার ছেইলা ভাই ক্যানে অসুৎ ॥

এক খোবের বাশ রানি নছিবোতে ল্যাখা ।

৩৮০

কেও হয় ফুলের সাজি কেহ হাড়ির ব্যাটা ॥

একেত ফুলের সাজি হাতে মাতে রয় ।

ছাড়্গা হাড়ির ব্যাটা হাট খোলা সামটায় ॥

খেতুক দিম রাজ্যভার খ্যাতুক দিম বাড়ি ।

ভাই খেতুক সপিয়া জাইন তোমা হ্যান সুন্দরি ॥ †

৩৮৫

• পাঠান্তর :—

রাজা কএছে সুন রানি জবাবে বুঝাই ।

আমার মনে রাজ্য ভার খেতুকে সপিয়া ।

একা প্রানে রাজার ছেইলা জাইম সন্ন্যাস হইয়া ॥

† পাঠান্তর :—

কি করিব রাজ্য পাট দালান কোটার বাড়ি ;

ভাই খেতুআক সপিয়া জাইছি তোগ হান সুন্দরি ॥

গ্রীয়াসর্ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠ :—

রাজা বলে সুন কথা হরিচন্দ্রর বেটা ।

কথা ভাঙ্গি কথা বলিলে ও কথার মান যায় ॥

আগে চড়ে হস্তির মাহত পিছে চড়ে রাজা ।

হাটিয়া দেখিলু বড় বাঙ্গলা পথে অনেক ছর ॥

রানি কএছে শুন রাজা বিলাতের নাগর ।	
আন্ধার করিয়া জাও সুন্দরির মহল ॥	
জে দিন হইতে গোলাম ছোড়া দলিচায় দিবে পাও ।	
বিস খাব রুপের নারি গলাএ দিব দাও ॥	
তোমার বাদে ছাড়িলাম দয়ার বাপ মাও ।	৩৯০
বাপ মরে ভাই মরে তাও না শ্রাওঁ মনে ।	
তুই সোআমি ছাড়িয়া গ্যালাে পাসরিব ক্যামনে ॥	
রাজা বলে শোন নারি রচুনা সুন্দরি ।	
কত রঞ্জে কর মায়া সহিতে না পারি ॥	
খেতু হবে পাটরাজা তোমরা মাহাদেই ।	৩৯৫
এমন করি দোহাই ফিরাও রাজা পাটে নাই ॥	
ছুদের হাবিলাস জলেতে রাখিও ।	
আমার নাম বলি ভাই খেতুক ডাকাইও ॥	
তিন দিন রঙ্গ তামাসা হইলে আমাক পাসরিবু ॥	
রানি কএছে শোন রাজা বিলাতের নাগর ।	৪০০
অন্য গাছের ছাল জ্যান অন্য গাছে নাগে ।	
পরের ছাওয়া নাকি পরেকে বাবা বোলে ॥	
হস্ত পদ বাক্সিয়া মোরে ডুবাও সাগরে ।	
তবুও সপিয়া না জাও গোলাম খেতুর ঘরে ॥	
এমনি জদি তোমার রানি জায় তো মরিয়া ।	৪০৫
তবু গোলামের ভাত খাব না পাটতে বসিয়া ॥	
নদির পাড়ে ঘর বান্দি দ্যাও স্মরণে মরি ।	
তবুতো গোলামের ভাত কবুল না করি ॥	
হামরা খাইলু ভাত রে গোলাম ফ্যালায় পাত ।	
ঐ গোলামক জরু দিলে ছাশের হইবে নাশ ॥	৪১০

খেয়ে বুঝিছ নারিকলর ফল পেট নাই ভরে ।

নিছে থাকি গিরির বেটা ভেরন খাটিয়া নরে ॥

হামরা খাইনু মাছ জে গোলাম খাইল কাটা ।

ঐ গোলামক জরু দিলে ছাশের হৈবে খোটা ॥

বার বছর জাএন সোআমি উদাসিন হৈয়া ।

তোমার কোলার একটি ছাইলা ছাও আমার কোলাএ দিয়া ।

জাইগ ক্যানে ধম্মিরাজ সন্ন্যাস নাগিয়া ॥*

৪১৫

নালিব পালিব ছাইলাক কোলে তুলি নিব ।

পুত্র ধনক দেখি সোআমি তোমাক পাসরিব ॥

একটি পুত্র দে মোক সোআমি একটা পুত্র দে ।

কামাইস খাবার আসা নাই মোক মাটি দিবে কে ॥

পুত্র হ্যান ধন প্রভু ব্যাচাইলে হবে কড়ি ।

৪২০

মরন কালে হইবে আমার শিওরের পসরি ॥

তোমার মাথার দণ্ড ছত্র ছাইলার মাথাএ দিয়া ।

ছুই বইনে দেখিমো তামাসা ছুই নয়ন ভরিয়া ॥

তোমার চড়িবার ঘোড়া ছাইলাক চড়াএএগ ।

ছুই বইনে দেখিব তামাসা ময়দানে খাড়া হৈয়া ॥

৪২৫

তোমার হাতের শি আঙ্গুট ছাইলার আঙ্গুলে দিয়া ।

তোমার থাকিবার পালঙ্গে ছাইলাক থুইয়া ।

নয়া রাজার মাও হইয়া রাজ্য খাব বসিয়া ॥

* পাঠান্তর—

জাবু জ্যামন ধম্মি রাজা বৈদেশক নাগিয়া ।

অহুনার কোলে একটি ছেইলা পহুনার কোলে দিয়া

অবশ্যাসে ধম্মি রাজা জাও সন্ন্যাস হইয়া ॥

গ্রীষ্মাস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠ :—

রানী বলে সুন রাজা রসিক নাগর ।

একখানি নিবেদন করি তোমার বরাবর ॥

যাইস না ধম্মি রাজা পরদেশক নাগিয়া ।

একটি ছেলে দিয়া বাও কোলাক নাগিয়া ॥

তৎপরে 'নালিমু পালিমু ছেলে' ইত্যাদি ।

জ্যান কালে ধম্মিরাজ ছাইলার নাম শুনিল ।
 কপালে মারিয়া চড় কান্দিতে নাগিল ॥ ৪৩০
 কি কথা শুনা'লে রানি আবার বল শুনি ।
 নিভায়া কাষ্ঠতে জান জালাইল অগিনি ॥
 ছাইলার কথা কলু রানি আমার কথা শুন ।
 এগিলা কথা তুলিলে পাঞ্জারে বিন্দায় যুন ॥
 চিনি চম্বা কলা নয় জলে গুলিয়া খাব । ৪৩৫
 হাটতো না ব্যাড়াএ ছাইলা কিনি আনিয়া দিব ॥
 মালির ঘরের পুতুলা নয় কিনিয়া আনি দিব ।
 মাটির পুতুলা নয় গড়ায়ে কোলে দিব ॥*
 তোর কপালে নাই ছাইলা রাজায় কোথায় পাব ॥
 ইয়াতে জদি রত্ননা রানি হাউস আছে তোক । ৪৪০
 নয় গুরুর মন্ত্র শ্যাপ' রিদএ জপিয়া ।
 আড়াই মাসি সন্তান হও' তোর কোলাএ বসিয়া ॥
 হাট জাবু বাজার জাবু আমায় নিগাইস কোলে ।
 কেও জিগ্গাসা ক'লে কএয়া দেইস ছাইলা হয় আমারে ॥

* পাঠান্তর—

ছেইলার কথা কলু রানি কাছে আইসা বইস ।
 তোর ছেইলার কও' কথা ব্যাজার জ্যান না হইস ॥
 বট পাকুরের ফল নয় যে ছিড়িয়া হস্তে দিব ।
 মালির ঘরের গড়ন নয় জে বায়না পাঠাব ॥

ত্রীয়াস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই—

চিনি চাম্পা কলা নয় জলত মাখি খামু ।
 গাছর ফল নয় ছিড়িয়া হস্তত দিমু ॥
 তোমার কপালত ছেলে নাই আমি কি করিমু ॥
 পূর্নকালী গুরুর জ্ঞান হৃদয়ে জপিয়া ।
 সাত মাসি ছেলে হই কান্না বদলাইয়া ॥
 কোলাত বদাইয়া কন্যা আমাক বলিস পুত ।
 ফেলাও রানী হৃদয়র বসন রাজা খাউক হৃদ ॥

জখনে ধর্ম্মরাজ রানিকে মাও দাও দিল ।

৪৪৫

কান্দিকাটি রানি কথা বলিতে নাগিল ॥*

কি অপরাধ পাইলেন সোআমি পানের উপর ।

পাশ্শ জুতা গনি মার মস্তকের উপর ॥

আমি কইলাম পুতের কথা তুমি মাগ ছুদ ।

বিয়াস্তা সোআমি হএন ক্যামনে বলুব পুত ॥

৪৫০

ক্যানে বান্দিঘরক দেখিলেন এ মাএর সামান ।

জুআয় না পরানের পতি মাও বলিবার ॥

* পাঠান্তর—

ফালায় নারি হিন্দের কাপড় রাজায় স্তন খাই ।

তোমার বেটা গুপিনাথ বৈরাগ হৈয়া জাই ॥

জখন রানিরঘর সম্বাদ শুনিল ।

কপালে মারিয়া চড় কান্দন জুড়িল ॥

জেও জন্ম দিছে রাজার সেও বরাবর ।

তোর মা মএনামতি গাড়িয়া গুঅর ॥

তারি পেটে জন্ম হছিল ছোকড়া ছাগল ।

ঘরের স্ত্রীলোক তোর পাএর পয়জার ।

জুআয় না রে বোকা তোক মাও বলিবার ॥

রতুনা বলে বইন মোর পতুনা নাইওর দিদি ।

বেসাব বেসাব বলি ভরা হাট নাগিল ।

জার সঙ্গে বেসাব হাট সেও ছাড়ি গ্যাল ॥

কোন বেটা পণ্ডিত বলে নারির জন্ম ভাল ।

নারিকুলে জন্ম হইয়া আমার পোড়াইলে কপাল ॥

নারিকুল বিষুকুল আমি হেলায় হাৰা'লাম ।

এক নিশি সামির সঙ্গে স্মখে না রহিলাম ॥

স্মখ গ্যাল প্রিয়ার সাতে ছুখ্থ রইল সাতি ।

তুইটি আজি নিদ্রা গ্যাল চন্দ্র মুখের হাসি ॥

রাজা বলে শুন রানি জবাবে বুঝাই ।

ছাড়ি ছাওঁ রাজ্যের মায়া বৈদেশে জাই ॥

একথা বলিয়া রানি কোন কস্ম করিল ।
 গালাএ এজি দিয়া রানি চরনে মরি গ্যাল ॥
 রাজার চরনে রানি গ্যালত মরিয়া । ৪৫৫
 কান্দে এখন ধর্ম্মিরাজা উদ্ধবাহু হৈয়া ॥*
 ভিক্খা বলি পাঠে দিলেন রানির মহলক নাগিয়া ।
 সেই জে রত্ননা রানি চরনে গ্যালত মরিয়া ॥
 তেউনিয়া ধর্ম্মিরাজা এই নাওঁ পাড়াব ।
 ক্যামন গুরুর মন্ত্ৰের জোর মহলে জানিব ॥ ৪৬০
 জে রানির জন্য জাই আমি পরদেশ সহর ।
 সেই রানি মিত্তু হইল আমার চরনের উপর ॥
 জদি কালে রানি জিতায় হাড়ি লঙ্কেশ্বর ।
 হাসিয়া জবাব দিবে আমি ছাড়ি বাড়িঘর ॥†
 জদিবা রানি নাহি জিয়ায় হাড়ি লঙ্কেশ্বর । ৪৬৫
 আগারে গাড়িব হাড়িক ঘোড়ার পৈষর ॥
 উহার মস্তক গাড়িব মিঠা নারিকল ॥
 আমার মাও মএনাক অরুণ্য বাস দিয়া ।

গ্ৰীষ্মাস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই—

তোমার গরবত ছিল রাজা ভেড়া সৃগাল ।
 কড়ি কড়ার বুদ্ধি নাই সরীরর ভিতর ॥
 আপ্ত রাড়ী দেখিয়া বধুক রাড়ী করে ।
 বাড়ীর আগে ভাতারটি গেলে চক্ষু পাকেয়া মরে ॥

* পাঠান্তর—

গুরু গুরু বলি কান্দে রাজ দুলালিয়া ।

† পাঠান্তর—

এই রানিক জদি জিব দান দ্যায় গুরু ভারতি আসিয়া ।
 তবে রানির হস্তের ভিক্খা নিয়া জাব সন্ন্যাস নাগিয়া ॥
 গুরু গুরু বলিয়া রাজা কান্দিতে নাগিল ।
 পথত থাকি হাড়ি সিদ্ধা ধিয়ানে দেখিল ॥

সুখে রাজাই করিব আমি পাটত বসিয়া ॥	
জখন ধর্ম্মরাজ ডম্প কথা বলিল ।	৪৭০
ধিয়ানে ছিল হাড়ি চমকিয়া উঠিল ॥	
হাড়ি বলে হারে বিধি মোর করমের ফল ।	
ডম্প কথা বলে বেটা আপনার মহল ॥	
এক পায়ে দু পায়ে হাড়ি গমন করিল ।	
সুন্দরির মহলে জাইয়া দরশন দিল ॥	৪৭৫
জখন ধর্ম্মরাজ গুরুদেবক দেখিল ।	
গুরু গুরু বলি কান্দন জুড়িল ॥	
রাজা কহেছে শুন গুরু বলি নিবেদন ।	
জেই জেটে গুরু মুড়িয়া জাওঁ ছোঁ মাতা ।	
ফিরি ফিরি দেখি আমার তেতুলের তলে বাসা ॥	৪৮০
গুরু জার জন্যে জাওঁ মুঞি রুদাসিনি হৈয়া ।	
সেই রানি মরি গ্যাল মোক চরনে পড়িয়া ॥	
জদি কালে রানিক জিয়াও আমার বরাবর ।	
হাসিয়া জবাব দিবে ছাড়িম বাড়ি ঘর ॥	
হাড়ি বলে হারে বেটা আজ ছুলালিয়া ।	৪৮৫
এক ঝাড়ি জল আনো বিরসে ভরিয়া ॥	
রানিক জিব দান ছাওঁ বেটা এইখানে বসিয়া ।	
হস্তেতে ঝাড়ি লইয়া রাজা গ্যাল চলিয়া ॥	
হাড়ি বলে হারে বিধি মোর করমের ফল ।	
তবুনিয়া হাড়ি সিদ্ধা এ নাম পাড়াব ।	৪৯০
অতুনা পতুনা কন্যার মুক্তি বদলাইব ॥	
অতুনার মুণ্ড কাটি পতুনার ধড়ে দিয়া ।	

ধিয়ানেতে হাড়ি সিদ্ধা মিত্তুর লাগ্য পাইল ।

রাজার নিকট হাড়ি সিদ্ধা দারে খাড়া হৈল ॥

গুরুর তরে কথা রাজা বলিতে নাগিল ॥

পছনার মুণ্ড কাটি অছনার ধড়ে দিয়া ।
 রসের পাচেরা দিয়া রাখিলে ঢাকিয়া ॥
 হুহ বলি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল । ৪৯৫
 শরিলে রক্ত আসি শরিলে মিশাইল ॥
 রহোবন করিয়া রানির হাড়া জোড়াইল ॥
 এক ঝাড়ি জল রাজা আইল ধরিয়া ।
 হুহ বলি হাড়ি জল পড়া দিল ।
 গা মোড়া দিয়া রানি উঠিয়া বসিল ॥* ৫০০
 ভাল গিয়ান আছে গুরুর শরিলের ভিতর ।
 নিশ্চয় করি ধর্ম্মরাজা ছাড়িম বাড়ি ঘর ॥
 এই সব গিয়ান জদি আমরা দুই বইনে পাই ।
 বলাই ছাওঁ তোর রাজ্যের আমরাও বৈস্টমি হএ জাই ॥
 ছোট রানি আছে রাজার বুদ্ধির নাগর । ৫০৫
 তিনি উত্তর জানাএছে গুরুর বরাবর ॥

* পাঠান্তর—

ছাও ছাও গুরু বাপ রানি নোক দিয়া ।
 তেমনিয়া জাব আমি সন্ন্যাস নাগিয়া ॥
 জ্যান কালে ধর্ম্মরাজা একথা বলিল ।
 ধিয়ানের হাড়ি সিদ্ধা ধিয়ান করিল ॥
 রানির হাতের এজি নিল হস্তে করিয়া ।
 রছনা পছনার মুণ্ড ফ্যালাইলে ছাটিয়া ॥
 ইয়ার মুণ্ড উয়ার ধড়ে বদল করিয়া ।
 খিলনি পাচেরা দিয়া রাখিল ঢাকিয়া ॥
 মহামন্ত্র গিয়ান নিল সিদ্ধা হাড়ি রিদএ জর্পিয়া ॥
 বাম হস্ত দিয়া সিদ্ধা ধুলা পড়া দিল ।
 বাম ঠ্যাংও দিয়া সিদ্ধা দুই গোত্তা দিল ।
 রছনা পছনা রানি উঠিয়া বসিল ॥
 সোআমির হস্ত নিগিয়া গুরুর হস্তত দিল ॥

মহারাজা জায় আমার বৈদেশক নাগিয়া ।
 ক্যামন করি রহিব হামরা মহল আশুরিয়া ॥
 হাড়ি বলে শুন মা কার প্রানে চাও ।
 রামজালে ব্রহ্মজালে বাড়িটা ঘিরিও । ৫১০
 বার জায়গাএ চৌকি দিবেন ত্যার জায়গাএ থানা ।
 রতিত বৈস্টম আসিতে এই বাড়িত মানা ॥
 জাহা দেখিবেন নারি দুইটি দরশনধারি ।
 কাটিয়া ফ্যালাইবেন রতিত পুরুস প্রানের বৈরি ॥
 স্ত্রী রাজা স্ত্রী বাদসা স্ত্রী লক্ষেশ্বর । ৫১৫
 স্ত্রী বই পুরুস না রাখিবেন পাটের উপর ॥
 হাড়ি বলে শুন মা জননি লক্খি রাই ।
 সত্যের পাসা দেই হস্তে তুলিয়া ।
 বার বৎসর খ্যালেন পাসা তোমার সোআমির নাম লইয়া ॥
 এ কড়াএ তৈল দিয়া জোড় রত্ন বাতি । ৫২০
 এই পৃদিপ জলিবে তোমার কিবা দিবারাতি ॥
 ছুন্ধ চাউল থোও তোমার চালে টাঙ্গিয়া ।
 জোড় জোড় দাম্বা থোও দরজাএ টাঙ্গিয়া ।
 সারি শুআ পঞ্জি থোও দরজাএ টাঙ্গিয়া ॥
 পসার টলিবে জে দিন পসার হবে চুরি । ৫২৫
 নিশ্চয় জান তোমার সোআমি জাইবে জমপুরি ॥
 জে দিন তোমার প্রানপতি আসিবেক ফিরিয়া ।
 বিনি আনলে অন্ন পড়িবেক উতলিয়া ॥
 দরজাএ জোড় দাম্বা উঠিবে বাঘ হইয়া ।
 নিশ্চয় জানিবা তোমার সোআমি আসিবে ফিরিয়া ॥ ৫৩০
 ন্যাও ন্যাও গুরুধন তোমার হইল শিস ।
 বার বৎসর হইলে আমাক আনি দেইস ॥
 দুই আঙ্গুলে রাজার কান্দে তুলি দিলে ভার ।
 এ বায় বাতাসে রাজা নাগিল হালিবার ॥

জখন ধর্ম্মরাজ চতুরার বাহির হইল । ৫৩৫
 দক্ষিণ দুআরি বাঙ্গলা ভাঙ্গিয়া পড়িল ॥
 হাটি হাটি পৃদিপ রাজার সমস্ত নিবিতে লাগিল ॥
 জমুনার ঘাট সেও বন্দি হইল ।
 চৌদ্দখান মধুকর জলে ডুবিল ॥
 গুরু ই শিস্‌স পন্থ মেলা দিল । ৫৪০
 জত আছে সন্ধ্য সেনা সাজিয়া বাহির হইল ॥
 জোড় বাংলার নাট মন্দির হালিয়া পড়িল ॥
 রাজার জত সন্ধ্য সেনা কান্দিতে নাগিল ।
 খ্যাওয়া ঘাটে কান্দে রাজার বাইস কানো নাও ।
 বাইস কানো নাও কান্দে তেইস কানো দাড়ি । ৫৪৫
 গলেআর মাজি কান্দে বিসাসয় কাণ্ডারি ॥
 পিন্‌জারির মধ্যে কান্দে টিঠির ময়ুর ।
 শিকার করিতে কান্দে নও বুড়ি কুকুর ॥
 দুগ্ন খাইতে কান্দে রাজার সোল কানো গাই ।
 পঞ্চাস কানো তালুক কান্দে আসি কানো ঠাণ্ডিও ॥ ৫৫০
 শয়ান করিতে কান্দে পুষ্পের পালংকি ।
 বুড়া রাজার কালের কান্দে বাইস কানো হস্তি ॥
 বাইস কানো হস্তি কান্দে রুপুত করিয়া স্ফুঁড় ।
 হস্তির উপর মাহত কান্দে জ্যান পিপিড়ার মুট ॥*

* গ্ৰীয়াসর্ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই—

গাছ কান্দে গাছানি কান্দে গাছর কান্দে পাতা ।
 বনর হরিনী কান্দে ছেট করিয়া মাথা ॥
 ঘাটিয়ালর ঘাটত কান্দে বাইস কাহন নাও ।
 বাইস কাহন নৌকা কান্দে তেইস কাহন ডাঁড়ি ।
 তার মাঝত মাঝত কান্দে বিসাসর কাণ্ডারি ॥
 হরিনর বালাখানা কান্দে ছোকরান হাওখানা ।
 কান্দে বেস্তার তালীমখানা ॥

বসিবার মাছিয়া কান্দে শঙ্খ চক্র মোড়া । ৫৫৫
 তাজিবা তুরোকি কান্দে নও শ হাজার ঘোড়া ॥
 কত শত রাইয়ত রাজার কান্দিতে নাগিল ।
 তেলি কান্দে মালি কান্দে আরো কান্দে ধুপি ।
 শয্যা হৈতে উঠিয়া কান্দে ছয় মাসিয়া রুগি ॥
 পানিত কান্দে পানকোর্কোড়ি সূটানে কান্দে রুত । ৫৬০
 গাভির বাছুর ছাড়িয়া কান্দে না খায় মাএর দুদ ॥
 কান্দময় সংসার হৈল রাজার অন্তপুরি ॥

পিঞ্জিরার মাঝত কান্দে টিটিয়া মঞ্জর ।
 সিকারি খেলাইতে কান্দে নও বড়ি কুকুর ॥
 ডাক্টরখানা তোসাখানা কান্দে ঠাই ঠাই ।
 জলটুঙ্গি গোকুল কান্দে লেথাযোথা নাই ॥
 হাতিসালায় হাতি কান্দে পৈষরত কান্দে ঘোড়া ।
 পাটমহলর কান্দনে ভিজ়ে জামাজোড়া ॥
 এক সত গাবি কান্দে গলায় নেজ দিয়া ।
 নও বড়ি কুত্তা কান্দে চরনত পড়িয়া ॥
 এক সত রানী কান্দে মৃত্তিকায় গৈড় দিয়া ।
 অছনা পছনা কান্দে ছই চরন ধরিয়া ॥

পাঠাস্তর—

গুআ নারিকল কান্দে রাজার গাএ হেলাহেলি ।
 ধম্মি রাজা সন্ন্যাস হৈলে আমাক কে দিবে পানি ॥
 এত সকল কান্দে রাজার শঙ্খ চক্র মোড়া ।
 তাজিয়া টাঙ্গন কান্দে নও শত হাজার ঘোড়া ॥
 এত সকল কান্দে রাজার তার নাহি রতি ।
 পিলখানার মাঝে কান্দে বাইস কাহন হস্তি ॥
 হস্তিশালায় হস্তি কান্দে উবত করি সূড় ।
 হস্তির উপর মাহত কান্দে জ্যান পিকিড়ার মুট ॥
 অন্ন খাইতে কান্দে রাজার সোবনের পঞ্চ থালি ।
 জল খাইতে কান্দে রাজার মানিকের ভিঙ্গারি ॥

সন্ন্যাস হবার কান্দন দেখি রাজার দয়া হৈল ।

কত হাজার মন খ্যাসারি পাক করিয়া নিল ॥

সম্ম সেনাক খোআইলে সন্তোস করিয়া ।

৫৬৫

বাপ কালিয়া টাঙ্গন রাখিলে এলাগান নাগিয়া ॥

কত শত হেঙ্গল রাখিলে বন্ধন করিয়া ।

কত শত গাভি রাজা রাখিলে বান্ধিয়া ॥

দুদ কলা খোআইলে সারি শুআ পঙ্খিক সন্তোস করিয়া ।

সারি শুআ পঙ্খি থুইলে দরজাত টাঙ্গিয়া* ॥

৫৭০

বারখানে চকি বসাইল ত্যারখানে থানা ।

বার বছর লুকুম কৈল্ল লোক আসবার মানা ॥

রামজালে ব্রহ্মজালে রাজপুরি নইলে ঘিরিয়া ।

সত্যের রন্ন থুইলে চুংগিতে টাঙ্গিয়া ॥†

শয়ন করিতে কান্দে কুম্বের পালঙ্কি ।

পাট মাঝে কান্দে রাজার হরিচন্দ্রের বেটি ॥

তেলি কান্দে মালি কান্দে আরও কান্দে ধুবি ।

রাজাক নাগিয়া কান্দে ছয় মাসি কুগি ॥

মহারাজা সন্ন্যাস হয় শব্দ গ্যাল ছর ।

পাতারে পড়ি কান্দে শৃগাল কুকুর ।

হরিনের বালাখানা কান্দে ছোকোড়ার হাওয়ালখানা ।

পাইক সিপাই কান্দনে ভিজে জামাজোড়া ॥

গুদাঝের ঘাটে কান্দে বাইস কাহন নাও ।

বাইস কাহন নাও কান্দে তেইস কাহন ডাড়ি ।

গলেআর মাজি কান্দে বিসাসয় কাণ্ডারি ॥

* এই পাঠে এবং ডাঃ গ্রীয়াসর্নের সংগৃহীত পাঠে রাজার সন্ন্যাস বেশ গ্রহণের উপক্রম সময়েই ক্রন্দনের পালা ।

• পাঠান্তরে—‘টাঙ্গিয়া’ স্থলে ‘লটকাইয়া’ ।

† পাঠান্তর—

অত্না বলে বইন মোর পত্না নাইওর দিদি ।

খ্যাড় কাস্তার করি গ্যাল সোআমি নিজ পতি ॥

জে দিন প্রানপতি আসিবে ফিরিয়া ।	৫৭৫
বিনি আনলে অন্ন পড়ে উতলিয়া ॥	
জোড় জোড় নাগাড়া খুইলে দরজাএ লপটাইয়া ।	
জে দিন প্রানপতি আসিবে ফিরিয়া ।	
আপনে জোড় নাগাড়া উঠিবে বাঘ হইয়া ॥	
সত্যের পসার নিলে হস্তে করিয়া ।	৫৮০
বার বৎসর থাকিবে আনি সোআমির নাম লইয়া ॥*	
পসার টলিবে জেদিন পসার হবে চুরি ।	
নিশ্চয় জানিবেন সোআমি জাইবে জমপুরি ॥	
জখন রত্ননা রানি উপদেশ পাইল ।	
কান্দি কাটি সোনার বাটাএ ভিক্খা সাজাইল ॥	৫৮৫

আপনার মহলে জাইয়া রানি সকল দরশন দিল ।
 গুরুদেবের বাক্য রানি সকল ত্রথা না করিল ॥
 রামজালে ব্রহ্মজালে বাড়িটা সমস্ত ঘিরিল ॥
 বার জায়গাএ চৌকি দিলে ত্যার জায়গাএ থানা ।
 রত্নিত বৈসটন জাইতে এবাড়িত বাদা ॥
 জাহা দেখিবেন নারি ছুইটা দরশনধারি ।
 কাটি ফ্যালাইবেন রত্নিত পুরুস প্রানের বৈরি ॥
 এ কড়াএ ত্যাল দিয়া জুড়িল রতন বাতি ।
 এই পৃদিপ জলিবে কিবা দিবারাতি ॥
 ছুগ্ন চাউল খুইলে চালে লপটাইয়া ॥

• পাঠান্তর—

সত্যের পাসা খুইলে রাজা চালতে টাঙ্গিয়া ।
 এক দাষা রাখিলে দরজায় টাংগায়া ॥
 রানি কএছে,—ওগো মহারাজ, ইহার উপদেশ কি ?
 রাজা কএছে,—জেদিন দ্যাথেন সত্যের অন্ন বিনা ব্রহ্মায় পড়বে উতলিয়া
 নিশ্চয় ধন্নিরাজা আসিবে ফিরিয়া ॥
 জে দিন দ্যাথেন সত্যের পাসা পড়িল আউলিয়া ।
 নিচ্চয় বিদেশে রানি আমি জাবতো মরিয়া ॥

এখন ঘাও ঘাও ভিক্খা সোআমি ঝোলাএ ভরিয়।
 গুরু শিস্বে খাএন বৈদেশক জাইয়া ॥
 বাম হস্ত দিয়া সিদ্দা ডাইন হস্ত ধরিল।
 বৈদেশ নাগিয়া গুরু শিস্বে পশু ম্যালা দিল ॥*
 এক দরজা দুই দরজা তিন দরজাএ গ্যাল। ৫৯০
 রাজার ভাই খেতুআ পচ্ছাং কান্দিতে নাগিল ॥
 সিতা ম'লে সিতা পাব প্রতি ঘরে ঘরে।
 গুনের ভাই লক্খন ছাড়ি গ্যালে আমি ভাই কইব কারে ॥
 বার বছর জায় দাদা রুদাসিনি হৈয়া।
 তোমার রাজাই কে করবে তোমার পাটতে বসিয়া ॥ ৫৯৫
 রাজা বলছে ওরে গুনের ভাই,—
 বার বছর জাইছি আমি রুদাসিনি হইয়া।
 তুমি রাজাই করেন অমার পাটতে বসিয়া ॥
 সুবুদ্ধ ছিল খেতুআ কুবোধ নাগাল পাইল।
 রাজ বাক্য খেতুআ ত্রা না করিল ॥ ৬০০
 এক ডগু থাকেন আজা পশ্বে ডাড়াএয়া।
 দোহাই ফিরিয়া আইসেঁ বন্দরোতে জাএয়া ॥

• গ্রীয়ার্দন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—

একসত রাণী গেল খেতুর বরাবর।
 অটনা পটনা গেল আপনার মহল ॥
 বার জাগায় চৌকী পহরা তের জাগায় থানা।
 অতিত বৈষ্ণব যাবার ঐ বাড়ী মানা ॥
 বেন মতে কথা দুইটি মন্দীর সোন্দাইল।
 বিন ছোড়ানে ধর্মর কপাট আপনে লাগিল ॥
 পাসা ধরিয়া বসিল আও না করিয়া ॥
 যে দিন হস্তর পাসা পড়িবে আউলিয়া ॥
 ঐ দিন মোর স্যামী যাইবে মরিয়া ॥
 রাজ্য ভার রইল জননী মাগর কোলত।
 হাড়ি রাজা চলিয়া গেল পরদেস সহরত ॥

বন্দরক নাগিয়া খেতু গমন করিল ।
 দোহাই দোহাই বলি খেতু চেচাইতে নাগিল ॥
 দোহাই রাজার দোহাই রাজার বন্দরিয়া ঘরেঘর । ৬০৫
 আইজ হইতে আমি রাজা হৈমু খেতুআ লক্ষেশ্বর ॥
 জ্যান কালে খেতুআ দোহাই ফিরাইল ।
 বন্দরিয়া আইয়তেরে মাথায় বজ্জর ভান্দিয়া পৈল ॥
 একনা পরমানিকের চ্যাংরা আছে আটিয়া খ্যাচর ।
 তাঁয় উত্তর দায় খেতুআ বরাবর ॥ ৬১০
 আইয়ত বলে ওরে খেতুআ,—
 ছোট নোকেৰ ছাওয়া জদি বড় বিসই পায় ।
 টেড়িয়া করি পাগ্‌ড়ি বান্দি ছেঞর দিগ্‌গে চায় ॥
 বাশের পাতারি নাকান ফ্যার ফ্যারিয়া ব্যাড়ায় ॥
 ওরে খেতুআ তোর আজাই মানি না ।— ৬১৫
 বার বছর জাএছে রাজা মাউরিয়া করিয়া ।
 বার বছর খাজনা থোব মোকোর করিয়া ॥
 জে দিন দেখব ধন্দিরাজা আসিবে ফিরিয়া ।
 বার বছর খাজনা দিব হিসাব করিয়া ॥
 জ্যান রাইয়ত সকলে একথা বলিল । ৬২০
 সোল স্থার ছিল খেতু এক পোআ হৈল ॥
 পাইকালি নাঠি খেতু পাক দিয়া ফ্যালাইল ।
 ফিরিয়া আসিয়া রাজাক কথা বলিতে নাগিল ॥
 ওগো গুনের ভাই,—আমার আজাই মানি না ;
 জে দিন বোলে ধন্দিরাজা আসিবেন ফিরিয়া । ৬২৫
 বার বছরি খাজনা তোমাক দিবে হিসাব করিয়া ॥
 রাজা বলে শুনেক খেতু খেতুআ লক্ষেশ্বর ।
 বার বছর জাএছি আমি উদাসিনি হৈয়া ।
 মিছা পাটে রাজাই করেক পাটত বসিয়া ॥
 এক দণ্ড দুই দণ্ড তিন দণ্ড হৈল । ৬৩০

রাজাক ধরি হাড়ি সিদ্ধা গমন করিল ॥
 ছোট রাইয়ত বলে বড় রাইয়ত ভাই ।
 কোন দেশি বৈস্টম রাজাগ নিগায় বাউরা করিয়া ।
 চল সবাই মিলি পাছত জাই আরো সাজিয়া ॥
 আধ ঘাটা হৈতে রাজাক আনিতো ছিনিয়া ॥ ৬৩৫
 রাজাক ছিনি আনিবার তরে এদৌড় ধরিল ।
 স্নুবুদ্ধ ছিল রাজার কুবোধ নাগাল পাইল ॥
 আপনার মহলের ভিত্তি ফিরিয়া দেখিল ।
 আইয়ত প্রজাক দেখি রাজা কান্দিতে নাগিল ॥
 গুরু জিগ্গাস না করাতে রাজা পশ্বে বসিল ॥ ৬৪০
 ন্যাওঁ আরে ডোর কোপিন ন্যাওঁ আরে হস্কিয়া ।
 আর জাওয়া হৈল না আমার বৈদেশ নাগিয়া ॥
 জিগ্লার জন্ম জাই গুরু রুদাসিনি হৈয়া ।
 সেই আইয়ত প্রজা আ'সছে আমার পাছতে কান্দিয়া ॥
 জখনে রাজার ডোর কপিন হস্তে হস্কিয়া দিবার চাইল । ৬৪৫
 আউটহাতে হাড়ি সিদ্ধার মন বিছুর হৈয়া গ্যাল ॥
 প্রথম শিস্‌স করিলাম আমি হরিনাম মন্ত্র দিয়া ।
 আইয়তেক দেখিয়া কপিনি দেইস আরো হস্কিয়া ॥
 কিবা কর রাজপুত্র নিছন্তে বসিয়া ।
 বিম্বার ডাল নে একনা হস্তে করিয়া ॥ ৬৫০
 দন্তথিরন কর পশ্বে বসিয়া ।
 আপনেত রাইয়ত প্রজা জাইবে ফিরিয়া ॥*

• পাঠান্তর—

গুরু শিস্‌স পশু মেলা দিল ।
 কর্তেক ছর জাইয়া হাড়ি কর্ত পশু পায় ॥
 কর্তেক ছর জাইতে ফিরিয়া দেখিল ।
 সন্ম সেনাক দেখি হাড়ি ভয়ঙ্কর হইল ॥
 হাড়ি বলে হাবে বিধি মোর করমের ফল ।
 বড় কপাল দাখ পশুর উপর ॥

সুবুদ্ধ ছিল রাজার কুবোধ নাগাল পাইল ।

বিনার ডাল দিয়া রাজা দন্ত খিরন করিল ॥

কপালের লক্খি রাজার ছাড়িয়া পলাইল ॥

৬৫৫

পাএর গোড়া দিয়া গোড়া চুলকাইল ।

বাহ বছর ছুস্ক রাজার কপালেক বসিল ॥*

জত আছে আইয়ত প্রজা ফিরি পালায়া গ্যাল ॥

রালু কেতু শনি আসি গবববাস হইল ॥

বাম হস্ত দিয়া সিদ্ধা ডাইন হস্ত ধরিল ।

৬৬০

বৈদেশ নাগিয়া পশু গ্যালা দিল ॥

সাত দিনকার রাস্তা জাএয়া সিদ্ধার বুদ্ধি আলেক হইল ।

রাজার কন্দের ঝোলা ধিয়ানত পসান করিল ॥

জদি কালে ফিরি না দ্যাখে রাজ ছলালিয়া ।

বাইস দণ্ডের রাজা করিম ঐপাটত বসেয়া ॥

সুবুদ্ধি রাজার বেটা কুবুদ্ধি নাগাল পাইল ।

কর্তেক ছর জাইয়া রাজা ফিরিয়া দেখিল ॥

সন্য সেনা দেখি রাজা ভয়ঙ্কর হইল ॥

জেই জেটে গুরু ধন মুরিগা জাওছোঁ মাতা ।

সেই সন্য সেনা আইসে মোর পাছে সাজিয়া ॥

হাড়ি বলে হারে বেটা রাজ ছলালিয়া ।

রাজুলি আড়ির বেটা আজলে গ্যাল কাল ।

হাড়ি সিদ্ধা হইয়া তোমাক বুঝাব কত কাল ॥

গোড়ার উপব গোড়া খুইয়া পা চুকাও ।

আড়াই অঙ্গুলি বিনার খ্যাড়ে দাঁত মাঞ্জন কর ।

দেখি সন্য সেনা ফিরি ঘর জাইবে ॥

• পাঠান্তর—

গুরুদেবের বাক্য লঙ্ঘন না করিল ।

পাএর উপর পা খুইয়া পা চুলকাইল ॥

আড়াই অঙ্গুলি বিনার খ্যাড়ে দাঁত মাঞ্জন করিল ।

বার বৎসর চক্খ রাজার কপালে লিখিল ॥

ঝোলার ভারতে মহারাজ কান্দিতে নাগিল ॥
 রাজা কএছে—মহলতে আন্নু ঝোলা সোলাতে পাতল । ৬৬৫
 পশ্বে আসি ঝোলা হইল বাইশ মন পাতর ॥
 এতেক জদি জান গুরু পশু অনেক দুর ।
 এক বন জদি ভাণ্ডারি আন্নু হয় সঙ্গত করিয়া ।
 তার ঘাড়তে ঝোলা দিয়া গেইলাম হয় চলিয়া ॥
 জখনে ধর্ম্মরাজ এই কথা বলিল । ৬৭০
 ও কথাতে হাড়ি গাএ মাথিয়া নিল ॥
 হয় হয় রে জাদু ধন এই তোদের ব্যাপার ।
 তুমি রাজার ছাইলা জাও শুল্লে হাটিয়া ।
 আমি তোদের ভাণ্ডারি জাই ঝোলাটা ধরিয়া ॥
 ঐঠে হতে গুরু শিস্‌সে পশু ম্যালা দিল । ৬৭৫
 ছয় মাসের পশু হতে কুআ সিঙ্জাইল ॥
 চান জ্যাম ঘটি মারিলে পৃথিবি হয় অন্ধকার ।
 এই প্রকার পৃথিবিখান হাড়ি করিলে অন্ধকার ॥
 অন্ধকারের ভিতরে ভিতরে জঙ্গল সিঙ্জাইল ।
 উড্ডাভারনি গাজার ঠাঞি ঠাঞি । ৬৮০
 বাকআছুরা পানিমুথারি ন্যাখা জোখা নাই ॥
 বিশ কুডুলি লঙ্কাবতি ডেকিয়া বিন্মাথোপ আখিলে গাড়িয়া ।
 তিন কোরোশের আস্তা দিলে জঙ্গল সিঙ্জাইয়া ॥
 ঐ পশু দিয়া রাজার ছেইলাক নিগায় তো হাটায় ॥
 শাল মান্দার পালাস গাজার তার ন্যাখা জোখা নাই । ৬৮৫
 শুল্লে হাড়ি জায় শুল্লে চলিয়া ।
 দুই হস্তে জায় রাজা জঙ্গল ভাঙ্গিয়া ॥
 ইল্লি কাটে বিন্নি কাটে রাজার রক্ত পড়ে ধারে ।
 চলিতে না পারে রাজা কপালে চওড় মারে ॥
 ওহে গুরু ওহে গুরু গুরুপায় জলন্তরি । ৬৯০
 তোমার মহিমা গুলান বুঝিতে না পারি ॥

সাত দিন নও রাত্রি চলি জঙ্গল বাড়ি দিয়া ।

চান সূজ্য না দেখিলাম আমরা অভাগিয়া ॥

এতই জদি জানেন তোমরা পন্তেতে জঙ্গল ।

এও কথা কহিলেন না তোমরা মহলের ভিতর ॥*

* ইহার পর একটি পাঠে পাই :—

বিস্তর ঘোড়া ছাড়ি আইলাম আমি তবিলের ভিতর ॥

একটা ঘোড়া আইনলাম জদি হয় নগের দোসর ।

গুরুই শিস্বে চাড়ি গ্যালাম হয় ডাড়াইপুর সহর ॥

হাড়ি বলে হারে বেটা এই তোর ব্যবহার ।

ডম্প কথা বলিস তুই আমার বরাবর ॥

একটা ঘোড়া আনুলু হয় তুই নগের দোসর ।

তুমি হইলেন হয় ঘোড়ার সোআর ।

বুদ্ধ দেখি আমাকে কহিলু হয় ঘাস কাটিবার ॥

সন্ধ্যাকালে কহিলু হয় দানা সিদ্ধ করিবারে ।

হাড়ি দেখি কহিলু হয় আগে দৌড়িবারে ॥

থাউক থাউক একনা ছুখ পাঞ্জারের ভিতর ।

ইহার শাস্তি হএছে তোর ঘড়িকের ভিতর ॥

হুহ বলি হাড়ি হুকার ছাড়িল ।

এক গুন জঙ্গল ত্রিগুন হইল ॥

শুশুর হাড়ি জায় শুশুরে চলিয়া ।

জখন ধাম্মরাজা জঙ্গল দেখিল ।

কপালে মারিয়া চণ্ড কান্দন জুড়িল ॥

হুই নয়নে প্রেম ধারা বহিতে নাগিল ।

হুই হস্তে চক্খের জল মুছিতে নাগিল ॥

জঙ্গলত জাইয়া মহারাজা চিংকার করিতে নাগিল ॥

বার অঙ্গুল তন থোপ রাজার বুক্খে বসিল ।

বুক ধরি ধাম্মরাজা কান্দন জুড়িল ॥

গাঁজার নিসাতে হাড়ি পশু চলিতে নাগিল ॥

অকারন করিয়া রাজা কান্দন জুড়িল ।

পাটে থাকি শমন রাজা জমের হুত সংবাদ পাইল ॥

গুরু,—কত গিলা হস্তি ছাইলাম মহলের ভিতর ।
 একটা জদি আইলু হয় সঙ্গতে করিয়া ।
 হস্তিত চড়ি জঙ্গল দিয়া গেইলাম হয় চলিয়া ॥

গোদা জম উঠি বলে আবাল জম ভাই ।
 রাজার ছেইলা কান্দন করে জঙ্গলের ভিতর ।
 নাম কলম লিখি দাঁড়ি জমপুরির ভিতর ॥
 আঠার বৎসর গুপিনাথের জন্ম উনিস বৎসরে মরন ।
 কুড়ি বৎসর হইল গুপিনাথের জঙ্গলের ভিতর ॥
 নিশ্চয় কারি নিয়া আইস গুপিনাথক জমপুরির ভিতর ॥
 চামের দড়ি নোহার ডাং হস্তে করিয়া ।
 গোদা জম আর আবাল জম ব্যারাইল সাজিয়া ॥
 বৈতরনি পার হইয়া আইল জঙ্গলক নাগিয়া ॥
 জঙ্গলতে জাইয়া জমের ঘর রাজাক দেখিল ।
 রাজার রূপ দেখিয়া জমের ঘর চলিয়া পড়িল ॥
 হাতে পদ পাএ পদ কপালে রতন জলে ।
 কপালতে রাজ্য ভার টলমল করে ॥
 গোদা জম উঠি বলে আবাল জম ভাই ।
 এমন রূপ দেখি নাই দ্যাবের দ্যাবস্থানে ॥
 ইহার মাও মএনামতি গর্বে দিয়াছে ঠাঞি ।
 বিসকম্বায় কুন্দাইছে ছাইলাক একটুক খুদ নাই ॥
 মএনার ছাইলাক দেই মএনার গৃহে নিয়া জাইয়া ।
 মএনার ছাইলাক নেই দাদা কোলে করিয়া ।
 গোদা জম উঠি বলে আবাল জম ভাই ।
 আঠার বৎসর জন্ম ছাইলার উনিসএ মরন ।
 কুড়ি বৎসর পুরি গ্যাল নিয়া জাই ছাইলাক জমপুরির ভিতর ॥
 ওতো গোদা জম আটয়া খ্যাচর ।
 লাফিয়া চড়িল রাজার বৃক্থের উপর ॥
 চামের দড়ি দিয়া রাজাক ফ্যালাইলে বান্দিয়া ।
 নোহার মুদার দিয়া ডাঙ্গাইতে নাগিল ।
 রাম রাম বলি রাজা জিউ ছাড়ি দিল ॥

জ্ঞান কালে ধর্ম্মরাজা এ গল্প করিল ।
 এওটা দোস হাড়ি সিদ্ধা গাএ মাথিয়া নিল ॥
 তুমি রাজার ছেইলা জাও হস্তিত চড়িয়া ।
 আমি তোদের মালত জাই চারা কাটিয়া ॥

৭০০

রাধা কৃষ্ণ বলো রাম রাম বলো ।
 ধর্ম্মরাজা মৃত্যু হইল হরি হরি বলো ॥
 কর্তেক ছুর জায় হাড়ি কর্তেক পন্ত পায় ।
 কর্তেক ছুর জাইতে হাড়ি ফিরিয়া দেখিল ।
 ফিরিয়া দেখিল হাড়ি রাজা পিছে নাই ।
 রাজাক না দেখি হাড়ি ভয়ঙ্কর হইল ॥
 এই তো বোনের বাঘ ছাইলাক খাইল ধরিয়া ।
 বাড়ি গ্যালো মএনার সঙ্গে মিলিবে ঝগড়া ॥
 হাড়ি বলে হারে বিধি মোর করনের ফল ।
 এওতো বাঘগুলা মোর ঘরের নপর ।
 মএনার ছাইলাক খাইতে কি কার প্রানে নাই হয় ডর ॥
 বোনের বাঘ বলি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল ।
 চৌদ্দ লাএক বোনের বাঘ সাজিয়া বাহির হইল ॥
 নাকাড়ি খাড়ি বাঘ বাঘ বিড়ারার ।
 বাহান্ন কোটি বাঘ আসিল হাড়িক প্রনাম ॥
 ক্যান ক্যান ডাক গুরু আমার কিবা কারন ।
 কি জন্ত ডাকাইলেন তার কও বিবরন ॥
 বোনের বাঘ বলে গুরু বলি নিবেদন ।
 কেহ তোমার ছাইলাক নাই খাই ধরিয়া ।
 রাজার ছাইলার মছও হইয়াছে জঙ্গলের ভিতরা ॥
 জখন হাড়ি একথা শুনিল ।
 জেপথে গিয়াছিল হাড়ি ঐ পথে ফিরি আইল ॥
 কর্তেক ছুর জায় হাড়ি কর্তেক পন্ত পায় ।
 আর কর্তেক ছুর জাইতে রাজার নাগাল পায় ॥
 গোপিনাথ গোপিনাথ বলি ডাকেবার নাগিল ॥

থাউক থাউক এগুলো দুস্ক পাঞ্জারের ভিতর ।
 একনা দুস্ক দিব এলায় বড় জঙ্গলের ভিতর ॥
 ওঠে হতে হাড়ি সিদ্ধা পন্থ ম্যালা দিল ।
 ধিয়ানের হাড়ি সিদ্ধা ধিয়ানত দেখিল ॥

৭০৫

এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল ।
 তিন ডাকের সময় রাজা শুনাই নাহি দিল ॥
 হাড়ি বলে হারে বেটা রাজ ছলালিয়া ।
 জত নিদ্রা নাহি জাও আপনার মহলে ।
 তত নিদ্রা গিয়াছ তুমি জঙ্গলের ভিতরে ॥
 এক পাএ দুই পাএ গমন করিল ।
 রাজাক দেখি হাড়ি ভয়ঙ্কর হইল ॥
 রাজার ছাইলা মহুও হইল জঙ্গলের ভিতর ।
 বাড়ি গেইলে মএনার সাথে হইবে ঝগড়া ॥
 পুরান খুলিয়া হাড়ি বিচার করিবার নাগিল ।
 পুরান খুলিয়া হাড়ি পুরানের পাইলে ঞাথা ।
 জমজুতে কালজুতে ঐখানে পাইলে ঞাথা ॥
 বোনের বাঘ বলি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল ।
 জত সকল বোনের বাঘ আসিয়া জুটিল ॥
 বোনের বাঘ আসি করে হাড়িক প্রণাম ।
 ক্যান ক্যান ডাকেন গুরু আমার কিবা কাম ॥
 হাড়ি বলে হারে জাও কার প্রানে চাও ।
 এই জন্ত ডাকিলাম আমি তোমার বরাবর ।
 রাজার ছাইলার মহুও হইল জঙ্গলের ভিতর ॥
 সকলই থাক তোমরা পহরা দিয়া ।
 জাবত না আইসেঁ মূঞি হাড়িসিদ্ধা জমপুরি দেখিয়া ॥
 জমপুরক নাগি হাড়ি গমন করিল ।
 সোনার ভোমরা হইয়া হাড়ি শুছে চলি গ্যাল ॥
 বৈতরনি পার হইয়া জমপুরে পড়িল ।
 সোনার পাচ মন্দির নয়নে দেখিল ॥
 জমের মাও তপ করে জমপুরির ভিতর ॥

মুনি মন্ত্র গিয়ান নিলে রিদএ জপিয়া ।
 ছয় মাসের আস্তা দিল অরুন জলঙ্গ সিদ্ধাইয়া ॥
 ঐ জঙ্গল দিয়া গুরু শিসুসে জাইছে চলিয়া ॥
 কতেক দূর জাএয়া সিদ্ধা কতেক পন্থ পাইল ।
 মাজার জঙ্গলে রাজাক ছাড়িয়া অগ্রে চলিয়া গ্যাল ॥

সোনা খাটে বসিছে বুড়ি রৌপ্যের খাটে পাও ।
 চা'র দিগে চুলেশেত চহঁরের বাও ॥
 হাড়ি বলে এইটা নিশ্চয় জন্মের মাও ॥
 চক্খে না ঢাখে বুড়ি কানে নাহি শুনে ।
 জমলানি বলি হাড়ি ডাকাইতে নাগিল ॥
 এক ডাক হুই ডাক তিন ডাক দিল ।
 তিন ডাকের সমএ বুড়ি শুনি নাহি দিল ॥
 হাড়ি বলে হারে বেটি এই তোর ব্যবহার ।
 জন্মের মাও দেখি উল্লস করিস আমার বরাবর ॥
 বজ্র চাপর জমলানিক মারিল তুলিয়া ।
 জন্মের পাটক নাগি বুড়ি জায় দোড়াইয়া ॥
 জন্মের দরবারে জাইয়া বুড়ি দরশন দিল ।
 জন্মে কহেছে শুনি জননি লক্ষ্মি রাই ।
 কি কারণে আসিলেন দরবারের উপর ।
 তার সংবাদ বল ঘড়িকের ভিতর ॥
 জমলানি বলে হারে বেটা কার প্রানে চাও ।
 হাড়ি সিদ্ধা আসিয়াছে জমপুরির ভিতর ।
 জন্ম মাশ করিবে তোমার ঘাড়িকের ভিতর ॥
 জখন জন্মের সকল এ কথা শুনিল ।
 এক এক করি সকলই পলাইতে নাগিল ॥
 দরবারে জাইয়া হাড়ি দরশন দিল ।
 জখন জন্ম সকল হাড়িক দেখিল ।
 চিত্রগোবিন কথা হাড়ি বলিবার নাগিল ॥
 হাড়ি বলে হারে জাহু কার প্রানে চাও ।

জখনে ধম্মিরাজা গুরুক না দেখিল ।
 গুরু গুরু বলিয়া রাজা কান্দিতে নাগিল ॥
 মহল হতে আ'নলে গুরু বুধ ভরসা দিয়া ।
 অরুণ জঙ্গলে বনবাস দিয়া গুরু পালাইল ছাড়িয়া ॥
 চ্যাংরা বয়ক্রমে রাজার গাএ ছিল বল ।
 দুই হস্তে ধম্মিরাজা ভাঙ্গিল জঙ্গল ॥

৭১৫

এই জন্ত আসিলাম আমি তোমার দরবারে নাগিয়া ।
 রাজার জিউ কে আনিয়াছেন জমপুরক নাগিয়া ॥
 চিত্রগোবিন বলে গুরু শুন নিবেদন ।
 আটার বৎসর জন্ম উনিস বৎসরে মরন ॥
 কুড়ি বৎসর পুরিছে রাজার জঙ্গলের ভিতর ।
 এ কারনে আনিয়াছি আমরা রাজাক জমপুরির ভিতর ॥
 কোনটি হয় তোমার রাজার জিউ থাও চিন্ন করিয়া ।
 হাড়ি বলে হারে বেটা কার প্রানে চাও ।
 জ্যামন আনিয়াছেন রাজার জিউ জমপুরির ভিতর ।
 সেই রকম জিউ দিয়া আইস জঙ্গলের ভিতর ॥
 গোদা জম আর আবাল জম নইলে রাজার জিউ সঙ্গে করিয়া ।
 শিখ্র করি চলি জায় জঙ্গলক বলিয়া ॥
 জঙ্গলতে জাইয়া জম দরশন দিল ।
 হস্ত ধরি হাড়ি রাজাক চিৎ করিল ॥
 বাম পা দিলে রাজার বুকত তুলিয়া ।
 বার অঙ্গুলি তুন খোচা খুলিলে টানিয়া ॥
 ছহ বলি হাড়ি হুকার ছাড়িল ।
 শরিলের রক্ত রাজার শরিলে মিলাইল ॥
 তাড়াতাড়ি করি রাজার জিউ জম দিলে ছাড়িয়া ।
 জিত্তাশক্ক মন্ত্র হাড়ি শরিলে জপিয়া ।
 জিবদান দিলে রাজাক হাড়ি ঐখানে বসিয়া ॥
 জখন ধম্মিরাজা জিবদান পাইল ।
 গুরু গুরু বলি মহারাজা কান্দন জুড়িল ॥

ছই হস্তে মহারাজ জঙ্গল দ্যায় ভাঙ্গিয়া ।
 নাটার কাটায় দেবুর নাগি পড়িল উলটিয়া ॥
 কত কত কাটা রাজার বুক্খে বসিল । ৭২০
 মৃত্যু সমান হএ রাজা কান্দিতে নাগিল ॥
 ছয় কোরোশ অন্তরে হাড়ি সিদ্ধা ফিঃরিয়া দেখিল ।
 রাজাগ না দেখি হাড়ি সিদ্ধা চমকিয়া উঠিল ॥
 আইজ জদি রাজপুত্র জঙ্গলে জায় আরো মরিয়া ।
 কাইল ডাহিনি মএনা মারিবে আমাক নোহাংর ছুরি দিয়া ॥ ৭২৫
 ছয় কোরোশ অন্ত্রে হাড়ি সিদ্ধা আসিল ফিঃরিয়া ।
 ব্যাত্যন্ত চাপরেক রাজাক মারিল তুলিয়া ॥
 তুই বড় রসিয়া ছাইলা তুই বড় রসিয়া ।
 সাত দিনকার নিদ্রা পান্নু জঙ্গলে শুতিয়া ॥
 জ্যান কালে ধম্মিরাজা গুরুক দেখিল । ৭৩০
 গুরুকে দেখিয়া রাজা কান্দিতে নাগিল ॥
 ছাথ ছাথ গুরুবাপ কমবোল্লার কপালে ।
 কত গিলা কাটা বইসছে হিরিদের মাজারে ॥
 ক্যানে ক্যানে গুরু বাপ ভক্তের ছাড় দয়া ।
 খানিক স্যান্হ না হয় পুত্রধন বলিয়া ॥ ৭৩৫

ক্যান ক্যান গুরুধন অধমের ছাডেন দয়া ।
 পরদেশে আসিয়া আমার এই করিলেন বিড়মনা ॥
 হস্ত ধরি হাড়ি রাজাক টানিয়া তুলিল ।
 ছই অঙ্গুলে রাজার কন্দে তুলি দিলে ভাব ।
 না বলিও ছুক্খের কথা তোর গুরুর বরাবর ॥
 রাজা কহেছে শুন গুরু বলি নিবেদন ।
 সাত দিন নও রাত্রি চলি আমি জঙ্গল বাড়ি দিয়া ।
 চন্দ্র শূভ্য না দেখিলাম আমি অভাগিয়া ॥
 নাজা কহেছে গুরু শুন নিবেদন ।
 এই জঙ্গলের মাঝে এখান বালা পাই ।
 গুরুই শিস্বে আমরা বালাএ চলি জাই ॥

হাতে ধরোঁ গুরু বাপ পাও ধরোঁ তোক ।
 তোমার ধম্মের দোহাই নাগে দমটি রক্ষা কর ॥
 রাজার কান্দন দেখিয়া গুরুর দয়া হৈল ।
 বুক্খে পাও দিয়া কাটা টানিয়া তুলিল ॥
 ডেবু বর্সার ভুলের নাকান অক্ল ছুটিল । ৭৪০
 রক্তবা নদি হৈয়া বহিতে নাগিল ॥
 মুনি মন্ত্র গিয়ান নিলে সিদ্ধা রিদয়ে জপিয়া ।
 শুণ্ডের নদিকে দিলে শুণ্ডত মিলাইয়া ॥
 ঐ জঙ্গলে জঙ্গলে ধরি জায় রাজাক বৈদেশ নাগিয়া ॥
 রাজা বলে শুন গুরু আমি বলি তোরে । ৭৪৫
 ছয় মাস হাটিছি গুরু জঙ্গল বাড়ির মাঝে ।
 চান সুরজ কোন দিক বয়া জায় তারি না পাওঁ দিসা ॥
 ছাও ছাও গুরু বাপ একনা সুরজ সিঞ্জাইয়া ।
 এক ঘড়ি দ্যাখোঁ সূজ্য নয়ন ভরিয়া ॥
 হাড়ি সিদ্ধা বলে জয় বিধি কস্মের বোঝোঁ ফল । ৭৫০
 ছায়াএ ছায়াএ রাজাক নিগাও বৈদেশ সহর ।
 চান সুরজক দেখিবার চাএছে পস্মের উপর ॥
 তেমনিয়া হাড়ি সিদ্ধা এই নাওঁ পাড়াব ।
 চান সুরজের জালা আমি একটাএ করাব ॥
 ছয় কোরোশের আস্তা ধিয়ানত বালু সিরজি দেব ॥ ৭৫৫
 হুহু বলি হাড়ি হুহুকার ছাড়িল ।
 শুণ্ডের জঙ্গল হাড়ি শুণ্ডে উড়ি দিল ॥
 ছয় মাসের পন্থ হইতে হাড়ি বালা সিঞ্জাইল ॥
 হাড়ি বলে হায় বিধি মোর করমের ফল ।
 এখনি বুঝা জাইবে মোর ভক্তের মন ॥ ৭৬০
 সূজ্যাছাব বলি হাড়ি হুহুকার ছাড়িল ।
 ডাক মধ্যে সূজ্যাছাব দিলে দরশন ॥
 সূজ্যরাজা আসিয়া হাড়িক প্রনাম ।

ক্যান ক্যান ডাকেন গুরু আমার কিবা কাম ॥

ব্রহ্মাছাব বলি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল ।

৭৬৫

ডাক মধ্যে ব্রহ্মাদ্যাব দরশন দিল ॥

ব্রহ্মাদ্যাব আসি হাড়িক প্রনাম ।

ক্যান ডাকেন দাদা আমার কি কাম ॥

হাড়ি বলে সূজ্যছাব কার প্রানে চাও ।

তারটা সূজ্যের জালা দ্যাও তো ছাড়িয়া ॥

৭৭০

তলে হউক তপ্তি বালা উপরে গুদ্রের জালা ।

চলিবার না পারে রাজা শরিল জ্যান হয় কালা ॥

কি করহে ব্রহ্মাছাব কার প্রানে চাও ।

জত মোনে বালা আছে আমাক তপ্ত করি দ্যাও ॥

ব্রহ্মাছাব বলে দাদা আমাক দিলে লাজ ।

৭৭৫

বালা তপ্ত করা বড় নহে কাজ ॥

তারটা সূজ্যের জালা দিলে ছাড়িয়া ।

ব্রহ্মাছাব গ্যাল বালা তপ্ত করিয়া ॥

জখন ধম্মিরাজা বালা দেখিল ।

শিশু ব্যালার খ্যালা রাজার মনে পড়িল ॥

৭৮০

দৌড়িয়া জাইয়া বালাএ দিলে পাও ।

সববান্ন শরিলে রাজার জলে সবব গাও ॥*

* পাঠান্তর :—

চান সূরজের জালায় একোটে করিয়া ।

ছয় কোরোশের আস্তাএ দিল বালু সিরজাইয়া ॥

বালাত ধিয়ানত দিলে ব্রহ্মা ছিটাইয়া ।

এই পস্থ দিয়া রাজাক নিগায়ত হাটেয়া ॥

জ্যানকালে ধম্মিরাজা বালুত পাও দিল ।

চ্যান্সা মোড়া সাপের নাকান চটুকিয়া উঠিল ॥

গুরুন্ন তরে কথা রাজা বলিতে নাগিল ॥

- গুরু গুরু বলি রাজা কান্দন জুড়িল ।
 দুই নয়নে প্রেমধারা বহিতে নাগিল ॥
- ওহে গুরু ওহে গুরু গুরুপা জলন্দরি । ৭৮৫
 তোমার মহিমা আমি বুঝিতে না পারি ॥
 তলে হইল তপ্তি বালা উপরে রবির জালা ।
 চলিতে না পারোঁ আমার শরিল হইল কালা ॥
 বাড়ি হ'তে আনিলেন আমাক বুদ্ধি ভরসা দিয়া ।
 এত ক্যান দুক্খ ছাএছেন আমাক বৈদেশ আনিয়া ॥ ৭৯০
 রাজা কহেছে শুন গুরুপা জলন্দরি ।
 এই বালার মধ্যে জদি একটা বৃক্খ পাই ।
 গুরু শিস্বেসে জাইয়া আমরা সেই বৃক্খের তলে দাণ্ডাই ॥
 দ্যাও দ্যাও গুরু বাপ একনা বিরিখ সিরজাইয়া ।
 এক ঘড়ি দম ন্যাওঁ বিরিখের তলে জাইয়া ॥ ৭৯৫
 তারপরে গুরু শিস্বেসে জাই আরো চলিয়া ॥
 ভক্তের কান্দন দেখি গুরুর দয়া হৈল ।
 মায়া করি পন্থের মধ্যে নিম বিরিখের গাছ সিঞ্জাইল ॥
 চাক্খসে ধম্মিরাজ বিরিখের গাছ দেখিল ।
 গুরুদ্যাবক পাছত ফ্যালে অগ্রে চলি গ্যাল ॥ ৮০০
 তেমনিয়া হাড়ি সিদ্দা এনাওঁ পাড়াব ।
 শূন্যের বিরিখ আমি শূন্যে চালেয়া দেব ॥
 মহামন্ত্র গিয়ান নিলে সিদ্দা রিদএ জপিয়া ।
 শূন্যের বিরিখ হাড়ি সিদ্দা দিল শূন্যেতে চালেয়া ॥
 বিরিখ বুলি মহারাজ জাএছে দৌড়িয়া । ৮০৫
 সেও জে নিদারুন বিরিখ জাএছে পাওছাইয়া ॥
 দৌড়ি জাএয়া ধম্মিরাজ বিরিখের তলে বসিল ।
 ডাল ভাঙ্গি নিদারুন বিরিখ ভূমিতলে পড়িল ॥
 করুনা করিয়া রাজা কান্দিতে নাগিল ॥
 আহা রে কমবোল্লা নছিব কভু নহে ভাল । ৮১০

জেনা বিরিখের নইলাম ছেএগা তারো ভান্দি ডাল ॥

ডাল ভান্দি নিদারুন বিরিখ পৈল ভুমিতলে ।

আহা রে কম্বোক্তা নছিব এই ছিল কপালে ॥

হানকালে গুরু জাগ্রয়া রুপস্থিত হৈল ।

গুরুর চরন ধরি রাজা কান্দিতে নাগিল ॥

৮১৫

বিরিখের তলে দাড়াইলাম ছেএগা পাবার আশে ।

ডাল ভান্দি নিদারুন বিরিখ পৈল ভুমিতলে ॥

দ্যাও দ্যাও গুরু বাপ একনা বিরিখ সিঞ্জাইয়া ।

এক ঘড়ি দম ন্যাওঁ বিরিখের তলে জাগ্রয়া ॥

বিরিখ বিরিখ বলি রাজা কান্দিতে নাগিল ।

৮২০

ভক্তের কান্দন দেখি গুরুর দয়া হৈল ॥

আবার তিন কোরোশ অন্তরে একনা খেইল কদমের গাছ সিঞ্জাইল ॥ *

গুরু শিস্বে গ্যাল গাছের তলত চলিয়া ।

গুরুর তরে কথা কান্দি দ্যাএছে বলিয়া ॥

গুরু! তিন কোরোশ আসিনু গুরু জন্মলে হাটিয়া ।

৮২৫

আরো তিন কোরোশ আইনু গুরু বালুবাড়ি দিয়া ॥

তোমার হাটুয়া দ্যাও মোক শিওরে নাগিয়া ।

এক দণ্ড ঘুম পাড়ি ন্যাওঁ বিরিখের তলে শুতিয়া ॥

* পাঠাস্তর—

সগ্গ হইতে একটি বৃক্খ মঞ্চে নামাইল ।

সোআ ক্রোশ হইতে একটি বৃক্খ পন্তে জন্মাইল ॥

আগে আগে হাড়ি সিদ্ধা জায় চলিয়া ।

বুলি কঁ্যাখার বোঝা নইলে ঘাড়ে করিয়া ॥

আগে আগে হাড়ি সিদ্ধা জায় চলিয়া ।

পিছে জায় ছাখ রাজ ছলালিয়া ॥

কর্তেক ছর জাইতে কর্তেক পন্ত পায় ।

আর কর্তেক ছর জাইতে বৃক্খের তলে জায় ॥

গুরুই শিস্বে গ্যাল বৃক্খের তলে ।

নিহি কিহিলি বাও দিনেশতা তুলিয়া ॥

ভক্তের কান্দন দেখিয়া গুরুর দয়া হৈল ।
 বাম হাটুয়া হাড়ি সিদ্ধা শিওরে নাগি দিল ॥ ৮৩০
 গুরুর হাটুয়া সিতান দিয়া রাজা নিদ্রাত পড়িল ॥
 মহামন্ত্র গিয়ান নিলে রিদএ জপিয়া ।
 হুঙ্কারেতে নিদ্রালিক আইনলেন ডাক দিয়া ॥
 সাতদিনকার নিদ্রা দিলে রাজার চক্ষুে ছাড়িয়া ॥
 হিএগুলি পবনের বাও দিলেতো নাংগায়া । ৮৩৫
 রাজপুত্র থুইলে সিদ্ধা নিদ্রাত ফ্যালাইয়া ॥
 হাড়ি বলে হায় বিধি মোর করমের ফল ।
 রাজার ছেইলা নিদ্রা জায় বৃক্খের তল ।
 কার হস্তে পালঙ্ক আনাওঁ হাড়ি লঙ্কেশ্বর ॥
 ধিয়ানের হাড়ি ধিয়ান করি চায় । ৮৪০
 ধিয়ানের মধ্যে জমলানির লগ্য পায় ॥
 জমপুরক নাগি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল ।
 ডাক মধ্যে জম সকলের আসন নড়িল ॥
 গোদা জম উঠি বলে আবাল জম ভাই ।
 আমার রকম মরদ নাই রাজ্যের ভিতর । ৮৪৫
 আসন কে নড়াইলে মোর ঘড়িকের ভিতর ॥
 সকল জম সাজি গ্যাল আবাল জমের বাড়ি ।
 আবাল জম খাড়া হইল তার মাটিত পৈল দাড়ি ॥
 ধিয়ানের জম সকল ধিয়ান করি চায় ।
 ধিয়ানের মধ্যে হাড়ির লাগ্য পায় ॥ ৮৫০
 রাজার ছেইলা নিদ্রা জাইছে বৃক্খের তলে ।
 তে কারনে গুরু ডাকায় আমার বরাবরে ॥
 কি কর জমের মা কার প্রনে চাও ।
 একখান পালঙ্ক ন্যাও মস্তকে করিয়া ।
 একখান পাল্কা ন্যাও হস্তে করিয়া । ৮৫৫
 শিষ্য করি চলি জাও বৃক্খের তল বলিয়া ॥

জখন জমের মাও একথা শুনিল ।
 একখান পালঙ্ক নিলে মস্তকে করিয়া ।
 একখান পালঙ্ক নইলে হস্তে করিয়া ॥
 শিত্র করি জায় বুড়ি বৃক্খের তল বলিয়া ॥ ৮৬০
 জখন হাড়ি সিদ্ধা পালঙ্ক দেখিল ।
 পালঙ্ক দেখিয়া সিদ্ধা খুসি ভালা হইল ॥
 রাজাক কোলে নইয়া হাড়ি পালঙ্কে শোয়াইল ।
 চান বদন ভ'রে রাজার লৈক্খ চুম্ব দিল ।
 জমলানির তরে কথা বলিতে নাগিল ॥ ৮৬৫
 কি কর জমের মাও কার প্রানে চাও ।
 ছাইলার পৈতানে বোট বৈস ভিড়িয়া ।
 আচ্ছা জতনে ছাইলাক বাতাস কর বসিয়া ॥
 কোনখানে নাগিয়াছে খোছা গাঞ্চা বাহির কর টানিয়া ॥
 হাড়ি বলে হায় বিধি মোর করমের ফল । ৮৭০
 রাজার ছেইলা নিদ্রা গ্যাল বৃক্খের তলে ।
 মারুলি বান্দি নইব আমি ডারাইপুর সহরে ॥
 হাড়ি বলে হারে বিধি মোর করমের ফল ।
 বিশকম্মা বলি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল ।
 গাড়াঅন্না বলি ডাকাইতে নাগিল ॥ ৮৭৫
 ডাক মধ্যে তিনজন দরশন দিল ॥
 তিনজনে আসি হাড়িক প্রনাম ।
 ক্যান ডাকেন গুরু আমায় কি কারন ॥
 হাড়ি বলে হারে জাদু কার প্রানে চাও ।
 রাজার ছেইলা নিদ্রা পইল বৃক্খের তলে । ৮৮০
 মারুলি বান্দি নইব আমি ডারাইপুর সহরে ॥
 জা জা গাড়াঅন্না জঙ্গল ভাঙ্গিয়া ।
 জা জা বিশকম্মা বোট ডিটমুগু হইয়া ॥
 কাম কাজ্য করিয়া পাইয়া গ্যাল কুল ।

বিদায় হইবার আসিল হাড়ির হুজুর ॥	৮৮৫
বিদায় দ্যাও বিদায় দ্যাও গুরুপা জলন্দরি ।	
আলক রথে চলি জাই শ্রীঘর বাড়ি ॥	
হাড়ি বলে হারে জাতু কার প্রানে চাও ।	
একদণ্ড রহিবেন তোমরা ধৈরন ধরিয়া ।	
জাবত না আইসোঁ মুঞি হাড়ি সিদ্ধা মারুলি দেখিয়া ॥	৮৯০
ওখানে থাকি হাড়ির হরসিত মন ।	
মারুলির কুলে জাইয়া দিল দরশন ॥	
মারুলি দেখি হাড়ি খুসি ভালা হইল ।	
ভাল মান্নি স্থির করিয়াছেন ডারাইপুর সহরে ॥	
হাড়ি বলে হয় বিধি মোর করমের ফল ।	৮৯৫
কার হস্তে মারুলি বান্দি নেই ডারাইপুর সহর ॥	
ধেয়ানের হাড়ি ফির ধেয়ান করি চায় ।	
ধেয়ানের মধ্যে হাড়ি জমের লাগ্য পায় ॥	
হাত মেলিলে হাড়ি সিদ্ধা হাত গ্যাল আকাশ ।	
পাও মেলিলে হাড়ি সিদ্ধা পাও গ্যাল পাতাল ॥	৯০০
গাএ রোমা বাড়াইয়ে দিলে নাড়া তালের গাছ ॥	
এই রোম জাএয়া সিদ্ধাক জমপুরে ঠেকিল ।	
লৈক্খ লৈক্খ জম তবে চমকিয়া উঠিল ॥ *	
বড় জমে বলে দাদা ছোট জম ভাই ।	
গুরু বাপ ক্যানি ডাকায় চল ছাথতে জাই ॥	৯০৫
সাজ সাজ বলি জম সাজিতে নাগিল ।	

* পাঠান্তর—

জমপুবক নাগি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল ।

চৌদ্দ লাক জমের ছত সাজি বাহির হইল ॥

জম রাজা আসি হাড়িক প্রনাম ।

ক্যান ক্যান ডাকায় গুরু হামার কি কাম ॥

- চ্যাংরা চ্যাংরা জম সাজিল মাথাএ সোনার টুপি ।
 জুআন জুআন জম সাজিল গালাএ রসের কাটি ॥
 বুড়া বুড়া জম সাজিল হাতে সোনার নাটি ॥
 সৌক জম সাজিয়া গ্যাল আবাল জমের বাড়ি । ৯১০
 আবাল জম খাড়া হইল মাটিত পৈল্ল দাড়ি ॥
 সাজে জম অমলা উটপতি কমলা ।
 খসিল জমের মণ্ডবের কাপাট ।
 সাজে জম রজ্জন ধনুকে বান্দিয়া গুন
 এটা দ্যাখ জত জমের কাড়ি ॥ ৯১৫
 সাজে আবাল জার অষ্ট কপাল ।
 এটা দ্যাখ জত জমের সদ্দার ।
 সাজে জম হস্তিকন কুলা হ্যান জার কান
 মুলা হ্যান জার মুখের দন্ত ॥
 সাজে জম এঙ্গা প্যাঙ্গা সাজে জম পিপিড়াঠ্যাঙ্গা ৯২০
 দুআরধরা তুঙ্কুরপড়া সব জম সাজিতে নাগিল ॥
 এক ঝন ব্যারায় দুই ঝন ব্যারায় ব্যারায় হল্কে হল্কে ।
 এইটি হতে ঠ্যাং নাগিল গুরুদেবের সাঙ্খাতে ॥
 গুরুর নিকট জাএয়া জম রূপস্থিত হৈল ।
 গুরু গুরু বলিয়া তখন প্রনাম জানাইল ॥ ৯২৫
 সিদ্ধা হাড়ি জমক বলিতেছেন,—
 রে বেটা জম,—তোমাকে আমি এই জন্ম ডাকছি ।
 আমি একটি রাজার পুত্র আনছি সঙ্ঘেতে করিয়া ।
 তাঁয় হাটিতে পারে না জাছু বালাএ আসিয়া ॥
 হাটিবার না পারায়ওঁ ছেইলা বালির উপর । ৯৩০
 ইহার মাল্লি বান্দি দ্যাও ডারাইপুর সহর ॥
 ডারাইপুর সহরের মাল্লি দ্যাও আরো বান্দিয়া
 রাজাক ধরি জাই আমি বৈদেশ নাগিয়া ॥
 জ্যান কালে জম বেটা একথা শুনিল ।

থর থর করি জমগুলা কাঁপিয়া উঠিল ॥ ২৩৫
 দ্যাও দ্যাও গুরু বাপ কোদাল দ্যাও আনিয়া ।
 ডারাইপুর সহরের মাল্লি দেই আরো বান্দিয়া ॥
 জ্যান কালে জম বেটা কোদাল চাহিল ।
 কোদালক নাগিয়া সিদ্দা লুফার ছাড়িল ॥
 ডাক মধ্যে লওশো আসিয়া হাজির হইল । ২৪০
 জম বেটার তরে সিদ্দা কামের ফরমাইস দিল ॥
 জুআন জুআন জমে জাও চাপা কাটিয়া ।
 চ্যাংরা চ্যাংরা জমে জাও চাপারে উঠিয়া ॥
 বুড়া বিরধু জমে জাও চাপারে রাখিয়া ।
 শও হাত ওসার করবেন মাল্লিক এ বুক উচল । * ২৪৫
 ছুরে ছুরে খুড়ি জাইবেন পুস্করিনির জল ॥
 গুরুর বাক্য জম বেটা ত্রথা না করিল ।
 ছয় মাসের কাজ জম ছয় দণ্ডে করিল ॥
 করদস্ত হএ জম গুরুর কাছে বিদায় চাইল ॥
 বিদায় দ্যাও বিদায় দ্যাও গুরু বিদায় দ্যাও আমারে । ২৫০
 তোমার আগুগা পাইলে জাই জমপুন্নির মাঝারে ॥
 জ্যান কালে জম বেটা বিদায় ভালা চাইল ।
 সকল জমক হাড়ি সিদ্দা বিদায় করি দিল ॥
 গাছের লতা দিয়া আবাল গোদাক বান্দিয়া রাখিল ॥
 কচ্ছপ মুনিক নাগি সিদ্দা লুফার ছাড়িল । ২৫
 ডাক মধ্যে কচ্ছপ মুনি আসিয়া খাড়া হৈল ॥
 কিবা কর কচ্ছপ মুনি নিছন্তে বসিয়া ।
 বুক ঢাকুরি মারুলি দে সামান করিয়া ॥

* গ্রীয়াস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই—

সাত হাত ওসার মাল্লি এক বুক উচ্চ

পাঠান্তরে—

সোআ হস্ত ওসার এক বুক উচ্চ।

- গুরুর বাক্য কচ্ছপ মুনি ত্রথা না করিল ।
বুক ঢাকুরি মারুলিক সামান করিল ॥ ৯৬০
- হাইড়ানিক নাগিয়া সিদ্ধা হুঙ্কার ছাড়িল ।
ডাক মধ্যে হাইড়ানি আসিয়া হাজির হৈল ॥
খোলা খাপড় ঘাস জাবুরা চেছিয়া ফ্যালাইল ॥
বাইন কুচিয়াক নাগি হুঙ্কার ছাড়িল ।
ডাক মধ্যে বাইন কুচিয়া আসিয়া হাজির হইল ॥ ৯৬৫
- গাএর ঘাট দিয়া মাল্লি নেপিতে নাগিল ॥
মাইলানিক নাগিয়া সিদ্ধা হুঙ্কার ছাড়িল ।
ডাক মধ্যে মাইলানি আসিয়া খাড়া হইল ॥
কিবা কর মাইলানি নিছন্তে বসিয়া ।
আতর গুলাপ চন্দন দে তুই মারুলিত ছিটায়এণ ॥ ৯৭০
- গুরুর বাক্য মাইলানি ত্রথা না করিল ।
আতর গুলাপ চন্দন মারুলিত ছিটাইল ॥
সউক দ্যাবাগণক সিদ্ধা বিদায় করি দিল ॥
হাত মেলিল হাড়ি সিদ্ধা হাত গ্যাল আকাশ ।
পাও মেলিল হাড়ি সিদ্ধা পাও গ্যাল পাতাল ॥ ৯৭৫
- গাএর রোমা বাড়ে দিলে নাড়া তালের গাছ ।
এই রোমা জাএয়া সিদ্ধাক লক্ষ্মাএ ঠেকিল ।
এক হনুমান লৈক্খ বানর চমকিয়া উঠিল ॥ †
ছোট হনুমান বলে দাদা বড় হনুমান ভাই ।
গুরু বা ক্যানৈ তলপ কৈছে চল দ্যাথতে জাই ॥ ৯৮০
- কলা পার্কিয়া দ্যাথ মঞ্জিয়া আছে পাত ।
এক এক হনুমান খাইল পির ছয় জে সাত ॥

* পাঠান্তর—

হনুমানক নাগি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল।

ডাক মধ্যে হনুমানের আসন নড়িল ॥

লক্ষ্মাক নাগি হাড়ি সিদ্ধা হস্ত আগেয়া দিল ।

লক্খি লক্খি হনুমান হাড়ির হস্তে চড়িল ॥*

লক্ষা হইতে হনুমান মঞ্চকে নামিল ।

৯৮৫

গুরু গুরু বলিয়া তখন প্রনাম জানাইল ॥

হনুমান আসিয়া বলছে 'ওগো গুরু

আমাক ডাকছেন কি কারন—

এই কারনে হনুমান আন্সু ডাক দিয়া ।

এক দণ্ড জাও পাহাড় পর্বতক নাগিয়া ॥†

৯৯০

কত কত পসান আনিবেন বুক্খে করিয়া ।

আর কত পসান আনিবেন ন্যাজে পলটিয়া ॥

আর কত পসান আনিবেন মস্তকে করিয়া ॥

গুরুর বাক্য হনুমান ত্রথা না করিল ।

পাহাড় পর্বতক নাগি গমন করিল ॥ ‡

৯৯৫

কত কত পসান আনিলেক বুক্খে করিয়া ।

আর কত পসান নিলে ন্যাজে পলটিয়া ॥

* পাঠান্তর—

চৌদ্দ লাক হনুমান সাজিয়া বাহির হইল ।

সারা আস্ত্রাএ আইল হনুমান করি তাড়াতাড়ি ।

হাড়ির আগে ডাড়াই হএ চৌদ্দ কুড়ি ॥

সারা আস্ত্রায় আইল হনুমান গল্প সল্প করিয়া ।

হাড়ি সিদ্ধাক প্রনাম করিল টক্ করিয়া ॥

† পাঠান্তর—

রাজার ছাইলা নিদ্রা পইল বুক্খের তলে ।

বড় রৌদ্রের জালা হইয়াছে মারলির উপরে ॥

তুই পাশে বুক্খ দ্যাও নাগাইয়া ।

ছায়ার ছায়ার ধরি জাইব রাজ ত্রলালিয়া ॥

‡ পাঠান্তর—

একেনা হনু আছে টেটিয়া বজর ।

সেই উত্তর করছে হনুর বরাবর ॥

আর কত পসান নিলে মস্তকে করিয়া ।
 আর কত ফুলের গাছ নিলে উকাড়িয়া ॥
 পসান আনিয়া হনুমান গুরুর নিকট দিল ।
 আবার গোদার বন্দন সিদ্ধা খলাস করি দিল ॥

১০০০

দাদা কার ঘরে খাই আমরা কার ঘরে রহি ।
 তিন কোনার মানুষ গরু এক কোন করিতে পারি ॥
 খুদ্র হাড়ির কথায় আমরা ব্যাগার খাটি মারি ॥
 হনু বলে শুন গুরু কার প্রানে চাও ।
 খিদা তেষ্ঠা হইয়াছে আমার শরিলের ভিতর ।
 ক্যামন করি বৃক্খ আনিব পবনের নন্দন ॥
 হাড়ি বলে হায় হনু এই তোর ব্যবহার ।
 ছ ছ বলি হাড়ি ছফার ছাড়িল ।
 কলার বাগুচা ঐ থানে জম্মাইল ।
 হস্তের ঠার দিয়া কলার বাগুচা দ্যাখাইল ॥
 হাড়ি বলে হনুমান কার প্রানে চাও ।
 পাকিয়াছে কলা মঞ্জিয়া আছে পাত ।
 এক এক হনুমান খাও কলা পির ছয় সাত ॥
 জখন হনুমান বাগুচা দেখিল ।
 বাপাঝাপি লাফালাফি করি কলার বাগুচা প্রবেশ করিল ॥
 পাকিয়াছে কলা মঞ্জিয়াছে পাত ।
 এক এক হনুমান খাইলে কলা পির ছয় সাত ॥
 কলা খাইয়া হনুমানের না ভরিল প্যাট ।
 ক্রোধ হএ কামড়ায় হনুমান কলার মুড়াত ।
 সমুখের সমস্ত দাঁত হএ গ্যাল বিনাস ॥
 হাড়ি বলে হারে জাহ্নু পবনের নন্দন ।
 ক্যামন করি বৃক্খ আনিবেন আমার টে ন্যাও শুনিয়া ॥
 বৃক্খ মধ্যে আনিবেন আত্র কাঁটাল ।
 বৃক্খ মধ্যে আনিবেন শাল আর সিমল ॥
 বৃক্খ মধ্যে আনিবেন পালাস মান্দার ।
 বৃক্খ মধ্যে আনিবেন বট আর পাইকর ॥

কিবা কর আবাল গোদা নিছন্তে বসিয়া ।

পসান দিয়া ডিগির দ্যাও চা'র ঘাট বান্দিয়া ॥

বৃক্খ মধ্যে আনিবেন গুআ নারিকেল ।

ফুল মধ্যে লাগাইবেন দিতিয়া মালতি ।

তার পরে লাগাইবেন সন্কা মালতি ॥

ফুল মধ্যে লাগাইবেন চাম্পা নাকেসুসর ।

ফুল কুটি নাস করিবে রাজার কুণ্ডর ॥

নটুক পানিয়াল গাড়েন সারি সারি ।

ফুল লাগাইবেন হনুমান ফুলের না পান দিশা ।

সরেসুসতি পুজে হনুমান লইয়া জাএন কানসিসা ॥

তুই পাশে বৃক্খ দ্যাও লাগাইয়া ।

ছায়ায় ছায়ায় ধরি জাব রাজ তুলালিয়া ॥

আম্রের গাছত লাগাইবেন পান বেশআল ।

গুআর কাছে লাগাইয়া খুইবেন চুনের ভাণ্ডার ॥

মুখ গুকাইলে পান খাইবে রাজার ছাওআল ॥

জখন হনুমান এ সংবাদ শুনিল ।

রাম রাম হনুমান হৃদএ জপিল ॥

ওখানে থাকি হনুমান করি গ্যাল তাপ ।

পর্যন্তক নাগি বেটা মারিলেন এক লাফ ।

পর্যন্তের কূলে জাইয়া গাঁএ হইল বল ।

আপন আপন করি বৃক্খ নইলে ভিন্ন করিয়া ।

কোন কোন বৃক্খ নইলে ত্রাজে বান্দিয়া ॥

কোন কোন বৃক্খ নইলে মন্তকে তুলিয়া ।

আদোনের মৃত্তিক হইতেএক এক বৃক্খ নইলে তুলিয়া ॥

ওখানে থাকি হনুমানের হরসিত মন ।

মারলির কূলে জাইয়া দিল দরশন ॥

মারলির কূলে জাইয়া দরশন দিল ।

ক্রমে ক্রমে বৃক্খ গাণ্ডিতে নাগিল ॥

বৃক্খ নাগাইয়া হনুমান পাঁইয়া গ্যাল কুল ।

বিদায় হইতে জায় হাড়ির ছজুর ॥

ফুলের বাগিচা দ্যাও মারুলির বগলে নাগায়া ॥
 জখনে হাড়ি সিদ্ধা নয়নে মারুলিক দেখিল । ১০০৫
 আবাল গোদা দুই জমক বিদায় করি দিল ॥
 লক্ষাক নাগিয়া সিদ্ধা হস্ত আগেয়া দিল ।
 লক্ষি লক্ষি হনুমান হস্তে চড়িল ॥
 লক্ষাএ জাএয়া হনুমানের বুদ্ধি আলোক হৈল ॥
 ছোট হনুমান বলে দাদা বড় হনুমান ভাই । ১০১০
 হাড়িয়া একটা কে হইল উঁআয় কোন জন ।
 উঁআর লুকুমে গেনু দাদা রৌদত খাটিবার ॥ *
 রাম রতের ডোর আনিতো নিগিয়া ।
 হাড়ি শালার হাতত নাগাই বস্‌সি গিট দিয়া ॥

* পাঠান্তর —

একনা হনুমান আছে টেটিয়া বজর ।
 সেই উত্তর জানায় হাড়ির বরাবর ॥
 কার গৃহে খাই আনরা কার গৃহে রহি ।
 অন্ন কথায় আমরা হাড়িক ব্যাগার দিতে জাই ॥
 আনিবার সময় আন'লে হাড়ি মন্তরের তাপে ।
 জাবার সময় জাব আমরা কোন্ কোন্ পথে ॥
 তবুনি হনুমান আমি এ নাম পাড়াব ।
 জাবার সময় হাড়ির সঙ্গে একটি জুঁক করিব ॥
 ক্যামন আছে হাড়ি সিদ্ধা আমি পরিক্‌থা কার নব ॥
 সমস্ত আন্তাএ জায় হনুমান গল্প সল্প করিয়া ।
 হাড়ি সিদ্ধাক প্রনাম করে জোড় হস্ত করিয়া ॥
 হাড়ি বলে হারে বেটা পবনের নন্দন ।
 জে গল্প করিয়াছেন পন্তের উপর ।
 তার সংবাদ জানি পাইয়াছি বৃক্‌থের তল ॥
 আনিবার সময় আনিলাম আমি মন্তরের জোরে ।
 জাবার সময় জাও বেটা আমার শরিলের উপরে ॥

ছাওআয় ছোটায় লক্ষার নাগি তুলি টান দিয়া ॥

রাম রতের ডোর হাড়ির হস্তে নাগাইল ।

১০১৫

ছাওআয় ছোটায় হনুমানের ঘর টানিতে নাগিল ॥

একটা একটা করিয়া চড় আমার হস্তের উপর ।

হস্তে হস্তে তুলি খুব আমি পর্বতের উপর ॥

আপনার সাজন হাড়ি সাজিতে নাগিল ।

আলগৈড় মাল গৈড় তিনটা গৈড় দিল ॥

মন রাশি ধূলা শরিলে মাখিল ॥

উঠিল হাড়ি সিদ্ধা গাও মোড়া দিয়া ।

সগুণে নাগিল মস্তক ঠেকিয়া ॥

হস্ত ম্যালে হাড়ি সিদ্ধার হস্ত গ্যাল আকাশ ।

পা ম্যালে হাড়ি সিদ্ধা পা গ্যাল পাতাল ॥

রোম গ্যাল হাড়ি সিদ্ধার নাড়িয়া তালের গাছ ।

দেখিয়া হনুমানক নাগিল তরাস ॥

বড় বড় হনুমান প্রনাম করিয়া, একটা একটা করি চড়ে শবিলের উপর ।

হস্তে হস্তে তুলি রাখে পর্বতের উপর ॥

গৈড় পাড়ি ব্যাডায় মৃত্তিকার উপর ॥

হাড়ি বলে হারে বিধি মোর করমের ফল ।

কাম কাজ্য করিতে পাইছে এইটা হনুমান রসাতল ॥

এও হনুমানের বদ লাগিবে মস্তকের উপর ॥

জখন হনুমান এ কথা শুনিল ।

মনে মনে হনুমান জ্বলিয়া ক্রোধ হইল ॥

রাম রাম হনুমান হৃদএ জ্বপিল ॥

ওখানে থাকি হনুমান করিলেন তাপ ।

হাড়ির ঘাড় বলি মারিলে এক ঝাপ ॥

ঘাড়ে জাইয়া দরশন দিল ।

হাড়ির ঘাড় ধরি তিনটা দোবান দিল ॥

ত্রি কোন পৃথিবি কম্পবান হইল ।

হাড়ি না নড়িল তার জমিন খান নড়িল ॥

থাক পড়ি হাড়িক তুলিবার হাত খান নড়াইতে না পাইল ।
 সৌগ হনুমান হাড়ির হস্তত প্রনাম জানাইল ॥
 অন্তর ধিয়ানে হাড়ি সিদ্ধা জানিতে পারিল ॥
 বেটা নিকট আসিয়া ডাকায় আমাক গুরু গুরু বলিয়া । ১০২০
 লক্ষ্মাএ জাএঞা গালি দিলেন শালি বলিয়া ॥
 জা জারে হনুমান বেটা তোক দিলাম বর ।
 মুখ পোড়া বানর হৈয়া থাক শয়ালের ভিতর ॥

রাম রাম হনুমান তার শরিলে আরও জপিল ।
 আপনার সিমানাএ জাইয়া বেটার গাএ হইল বল ॥
 লম্প লম্প করি ল্যাজ বাড়াইতে নাগিল ।
 এক প্যাচ ছই প্যাচ তিন প্যাচ দিল ॥
 দিয়া হাড়িক ভিড়িয়া বাঙ্কিল ॥
 ক্রমে ক্রমে হাড়িক টানিতে নাগিল ॥
 হাড়ি বলে হারে বেটা এই তোর ব্যবহার ।
 খুদ্র হইয়া নড় বেটা আমার বরাবর ॥
 হু হু বলি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল ।
 থুরুপা বান মারিলে তুলিয়া ॥
 হনুমানের ল্যাজ হাড়ি ফ্যালাইল কাটিয়া ॥
 ছিড়া ল্যাজ নিলে হনুমান বোকনা করিয়া ।
 রাম বলিতে বলিতে চলিল হাটিয়া ॥
 হাড়ি বলে হনুমান তোক দিলাম বর ।
 মুখ পোড়া বানর হএ থাক রাজ্যের ভিতর ॥
 টিকরা ডাপ্পাইয়া নিবে ত্যালেন্দ্রা সকল ॥
 মুনির বাক্য লঙ্ঘন না জায় ।
 জং ঘড়ি শাপিল হাড়ি তং ঘড়ি পোআইল ॥

গ্রীয়াসন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই—

হনুমান বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িল ।
 কিছু কিছু বৃক্ষ মাড়াল লাগাইল ॥

টিকাত চাপড় দিয়া নিবে ত্যাগেন্দ্রা সকল ॥	
জখন হাড়ি সিদ্ধা রভিশাপ দিল ।	১০২৫
মুখ পোড়া বান্দর হৈয়া বনোতে থাকিল ॥	
লক্ষা হৈতে হস্ত হাড়ি টানিয়া নামাইল ।	
মারুলি দেখিয়া সিদ্ধা বড় সুখি হৈল ॥	
হাড়ি সিদ্ধা বলে জয় বিধি কস্মের বোঝ' ফল ।	
বড় দুস্কৈ মারুলি বান্দি নিনু ডারাইপুর সহর ॥	১০৩০
বাজ্জন্তু চাপড় * রাজাক মারে' তুলিয়া :	
জদি কালে ওঠে উআক মাএর নাম নিয়া ।	
তবে রাজাক না নিব মারুলিত হাটেয়া ॥ †	
জদি কালে ওঠে গুরু গুরু বলিয়া ।	
তবে রাজাক নিগাব মারুলিত চড়ায় ॥	১০৩৫
বাজ্জন্তু চাপড় রাজাক তুলিয়া মারিল ।	
গুরু গুরু বলিয়া রাজা কান্দিয়া উঠিল ॥	
বাম হস্ত দিয়া রাজার ডাইন হস্ত ধরিল ।	
মারুলি দেখিয়া রাজা বড় সুখি হৈল ॥ ‡	
নানা জাতি পুষ্প রাজা নয়নে দেখিল ।	১০৪০
সুবুদ্ধ ছিল রাজার কুবোধ নাগাল পাইল ।	
গুরুর তরে কটু বাক্য বলিতে নাগিল ॥	

* পাঠান্তর—'বজ্র চাপড়' ।

† পাঠান্তর—

জদি উঠে ছাইলা মাও মাও বলিয়া ।

আর কিছু দুস্ক দিব জঙ্গল বেড় দিয়া ॥

‡ পাঠান্তরে পাই—

দুই নম্বুলে রাজার কান্দে তুলিয়া দিল ভার ।

এবায় বাতাসে রাজা নাগিল হালিবার ॥

নিজিবার দিনে নিগাইস গুরু এই কিনা পথে ।	
আর গোটা চারি ফুল নিগামু রানির কারনে* ॥	
হাড়ি বলে জয় বিধি কস্মের বোঝা ফল ।	১০৪৫
বড় ছুস্কে মারুলি বান্দনু পথের উপর ॥	
একটা পুস্প নাই দেই আমি ঈশ্বরক বাড়ায়া ।	
তাতে পুস্প নিগার চালি তোর রানিক বলিয়া ॥	
থাক একেনা ছুস্ক পাঞ্জারের ভিতর ।	
একনা ছুস্ক দিম বেটাক কলিঙ্কা বন্দর ॥ †	১০৫০
এখন গুরু শিস্‌সে জাএছে পন্থ হাটিয়া ।	
হাড়ি বলে হারে জাছু রাজছুলালিয়া ॥	
মারুলি বান্দিয়া আমি বড় পাইনু দুখ ।	
বার কড়া কড়ি দে আমাক গাঞ্জা কিনিয়া খাই ॥	
গাঞ্জা কিনিয়া খাইয়া আমি গাএ করি বল ।	১০৫৫
তবে নি ধরিয়া জাইম তোক ডারাইপুর সহর ॥	
রাজা বলে শুন গুরু গুরুপা জলন্দার ।	
তোমার মহিমা আমি বুঝিবার না পারি ॥	
আমিত না জানি তোমরা অনাচারে খাও ।	
অনাচারের সঙ্গে আইম কোন জন ।	১০৬০
অনাচারের সঙ্গে আইলে অবশ্য মরন ॥	
হাড়ি বলে হারে বেটা রাজ ছুলালিয়া ।	
ডম্প কথা কইস আমার বরাবর ॥	
কতক ছুরে জায় হাড়ি কতক পন্থ পায় ।	
কড়ি কড়ি বুলিয়া ঐ হাড়ি চ্যাঁচায় ॥	১০৬৫

* পাঠান্তর—

‘ছোট রানির বাদে’।

† পাঠান্তর—

চনো রানি দিম এলায় শ্রীকলার বন্দরে ॥

রাজা বলে শুন গুরু গুরুপা জলন্দরি ।
 বার কড়া নাগে কান বার কাহন আছে ।
 এআর ভাঙ্গ ধুতিরা খাইয়া ভুলেন জ্যান শ্যাসে ॥ *
 হাড়ি সিদ্ধা বলে জয় বিধি কস্মের বোঝ ফল ।
 এর মা মএনা জ্ঞানত ডাঙ্গর ।
 বার কাহন কড়ি দিছে ঝোলঙ্গার ভিতর ॥
 এই ধন ধরিয়া বেটার গরব হৈছে বড় ।
 তেমনিয়া হাড়ি সিদ্ধা এই নাওঁ পাড়াব ।
 ঝোলার মানিক মোহর কড়ি শুণ্ঠে চালি দিব ॥

১০৭০

* গ্রীয়াস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠ—

বার কড়ার গাঞ্জা খাঁওঁ কিনিয়া ।
 তবে তোমাক লইয়া যাই ঘাড়পুরক লাগাইয়া ॥
 যেন মতে ধর্মি রাজা সম্বাদ স্থানিল ।
 রাম রাম বলিয়া কন'ত হাত দিল ॥
 এ গুলাক খান গুরু বাপ মৌ না জানৌ ।
 এমন অনাচারর সঙ্গত আইসে কোন জন ।
 অনাচারর সঙ্গত আইলে অবশ্য মরন ॥
 বার কড়ার বদলত গুরু বারো কাওন লও ।
 বান্দা ছান্দার কার্য্য নাই ফিরিয়া ঘরে যাও ॥
 ধ্যানত আছিল হাড়ি চমকিয়া উঠিল ।
 ধ্যানত হাড়ি গুরু ধ্যান করি চায় ।
 ধ্যানর মাঝত সোল কাওন কড়ী ঝোলার লাগাল পায় ।

অপর পাঠ—

কতক ছুরে জাএঞা সিদ্ধা কতক পন্থ পাইল ।
 দুধ খাবার বারো কোড়া কড়ি রাজার কাছে চাইল ॥
 জাত— মারুলি বান্দিয়া বেটা বড় পান্ন ছথ ।
 বারো কোড়া কড়ি দে মুঞি কিনিয়া খাইম দুধ ॥
 তখন হাড়ি সিদ্ধা দুধ খাবার কড়ি চাইল ।
 গুরুর সাক্ষাৎ মহারাজা গল্প করিল ॥

বার কড়া কড়ির থাকি বান্দা থুইয়া খাব ॥	১০৭৫
মহামন্ত্র গিয়ান নিলে হাড়ি রিদএ জপিয়া ।	
ঝোলার মোহর মানিক কড়ি দিলে শুশ্রুত চালিয়া ॥*	
কতেক ছুর জাইয়া হাড়ি কতেক পশু পায় ।	
কড়ি কড়ি বলিয়া ঐ হাড়ি চ্যাঁচায় ॥	
হাড়ির জিদ্দি রাজা সহবার না পারিল ।	১০৮০
আস্তব্যস্ত হইয়া রাজা ঝোলাএ হাত দিল ॥	
ঝুলিত হস্ত দিয়া রাজা পড়িয়া গ্যাল ধান্দা ।	
ঝুলির কড়ি ঝুলিত নাই গুরুবাপ এ ক্যামন কথা ॥	
উপরে আছে গিরো গাইট তলত নাই জে ভাঙ্গা ।	
ঝুলির কড়ি ঝুলিত নাই গুরুবাপ মোগ থুইয়া খা বান্দা † ॥	১০৮৫

বারো কোড়া ক্যানে গুরু বার কাওন আছে ।

মদ ভাঙ্গ খাএএগ তোরা ফালান জদি শ্যাসে ॥

* পাঠান্তর—হু হু শব্দ করিয়া হাড়ি হুকার ছাড়িল ।

বার কাহন কড়ি রাজার শুতো উড়াই দিল ॥

গ্রীয়াস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—

সোল কাওন কড়ী স্তন্নত উড়া উড়াইয়া দিল

এবং তৎপরে—

আদ মোন করিয়া এক মোন পাথর ঝোলায় সিজাইল ।

ভাত ধরিয়া ধর্ম্মরাজা ডু গিবার লাগিল ॥

দে দে কড়ি বলিয়া হাড়ি কাউসিবার লাগিল ॥

একবার ছুই বার গোশা নাগাইল পাইল ।

ঝোলঙ্গার গিরা খুলিয়া ফেলাইল ॥

ঝোলার গির খুলিয়া পড়িয়া গেল ধান্দা ।

ঝোলার কড়ি ঝোলায় নাই অচম্বিতের কথা ॥

† গ্রীয়াস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—‘কমবকতাক রাখ বান্দা’ ।

পাঠান্তরে—‘আমার লাগে চোখের ধান্দা’ এবং তৎপরে—

কড়ি দিবার না পারিলাম আমি তোমার বরাবর ।

বান্দা থুইয়া খাও আমার বন্দরের ভিতর ॥

জ্যান কালে ধম্মিরাজা বান্দার নাম নিল ।	
বসমাতাক ইস্টদ্যাবতাক প্রমান রাখিল ॥	
রইও রইও বসমাতা তুমি রইও সাক্খি ।	
রাজ পুত্র বন্দক নিল হাড়ির দোস কি ॥*	
বার গাইটা দড়ি দিয়া ভিড়িয়া বান্দিল ।	১০৯০
বান্দা বান্দা বলি সিদ্দা চ্যাঁচাইতে নাগিল ।	
কলিঙ্কার বাজার নাগি গমন করিল ॥†	
বোল্লাচাকি কলিঙ্কার বাজার গেইছে নাগিয়া ।	
ঐ হাটক নাগি গুরু শিসুসে গ্যালত চলিয়া ॥	
বান্দা বান্দা বলি হাড়ি ব্যাডায় ত চ্যাঁচাইয়া ॥	১০৯৫
বান্দা ন্যাও বান্দা ন্যাও লবনবেচি বাই ।	
বার কড়া কড়ি দ্যাও ছাইলাক বান্দা থুই ॥	
বান্দা ন্যাও বান্দা ন্যাও সুপারিবেচি বাই ।	
বার কড়া কড়ি দ্যাও ছাইলাক বান্দা থুই ॥	
বান্দা ন্যাও বান্দা ন্যাও তেইলানি হ্যার বাই ।	১১০০
বার কড়া কড়ি দ্যাও ছাইলাক বান্দা থুই ॥	
বান্দা ন্যাও বান্দা ন্যাও মাইলানি হ্যার বাই ।	
বার কড়া কড়ি দ্যাও ছাইলাক বান্দা থুই ॥	
বান্দা বান্দা বলি বাজারত চ্যাঁচাইতে নাগিল ।	
ছাইলার রূপ দেখিয়া কেউ বন্দক না নিল ॥	১১০৫

গ্রীয়াস ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—

চট করি সাক্খী থুইল হাড়ি বসমাতা মাই ।

* পাঠান্তর—চট করিয়া হাড়ি সাক্খি মানিল ।

হেরন তেরন বসমতি তোমরা রন সাক্খি ॥

আপনি মএনার ছেইলা মানিল বিক্র ॥

† গ্রীয়াস ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে :—

ধম্মি রাজাক লইল ঝোলায় ভড়িয়া ।

দারিয়াপুর সহরত গেল চলিয়া ॥

পূর্ব পশ্চিম উত্তর গলি ব্যাড়াইল যুরিয়া ।
 অবশ্যাসে গ্যাল সিদ্ধা কালাইপট্টি নাগিয়া ॥
 বান্দা ন্যাও বান্দা ন্যাও কালাইবেচি বাই ।
 বার কড়া কড়ি দ্যাও ছাইলাক বান্দা থুই ॥
 জ্যান কালে কালাইবেচি রাজাক দেখিল ।
 রাজার রূপ দেখিয়া চলিয়া পড়িল ॥ *

• পাঠান্তর—

বান্দা বান্দা বুলিয়া হাড়ি চ্যাঁচাবার নাগিল ।
 বর হইতে মুড়িআনি বাহিরা বারাল ॥
 ক্যামন চ্যালা আনছেন তোরা আমার বরাবর ।
 চ্যালা কোনা দ্যাখবার চাই মুড়িআনি ॥
 হস্ত ধরিয়া ধম্মিরাজাক দিলে দ্যাখাইয়া ।
 রাজার রূপ দেখি মুড়িআনি চলিয়া পড়িল ।
 মিনতি করিয়া কথা বলিবার নাগিল ॥
 খাল ভরিয়া দেই টাকা ঝোলা ভরিয়া ছাও ।
 বান্দা ছান্দার কাজ্য নাই এইটে ব্যাচাইয়া জাও ॥
 হাড়ি বলে আরে মুড়িআনি তোর গালে পড়ুক চওড় ।
 বান্দা ছান্দা হইলে থুইয়া জাইবার পারি ।
 আমার বাপের সাধ্য নাই, ব্যাচাইবার না পারি ॥
 মুড়িআনি বলে শুন রতিথ বাক্য মোর ন্যাও ।
 এর তুল্য তিন তোল মোহর মুঞি ছাওঁ মাপিয়া ।
 বান্দা ছান্দার কাজ্য নাই জাও ক্যানে ব্যাচাইয়া ॥
 হাড়ি বলে হায় বিধি মোর করমের ফল ।
 দস্ত কথা কইলে বেটি আমার বরাবর ॥
 জখন মুড়িআনি বেটি বাড়ি মুখে হইল ।
 সোনার ভোমরা হইয়া হাড়ি শুখে উড়িয়া গ্যাল ॥
 ছ ছ করিয়া হাড়ি হঙ্কার ছাড়িল ।
 তিন গোলা ধন কড়ি শুখে উড়িয়া গ্যাল ।
 ধন না দেখিয়া মুড়িআনি কান্দন জুড়িল ॥

কালাইর দোকান কালাইবেচি ন্যাদেয়া ফ্যালায়া ।

ধম্মিরাজার কমর ধৈল্লে মরিম বলিয়া ॥

কালাইবেচি জখন রাজার কমর ধরিল ।

জত দোকানির মাথাএ বজ্জর ভাঙ্গি পৈল ॥

১১১৫

লবনবেচি বলে দিদি কমরক ছাড়েক তুই ।

লবনের দোকান থুইয়া কমর আগে ধরছোঁ মুঞি ॥

সুপারিবেচি বলে দিদি কমরক ছাড়েক তুই ।

সুপারির দোকান থুইয়া কমর আগে ধরছোঁ মুঞি ॥

মাইলানি বলে পিশাই কমরক ছাড়েক তুই ।

১১২০

ফুলের দোকান থুইয়া কমর আগে ধরছোঁ মুঞি ॥

হলদিবেচি বলে দিদি কমরক ছাড়েক তুই ।

গুরুদেবের নাগিয়া মুড়িআনি এ দোড় করিল ।

জাইয়া মুড়িআনি গুরুদেবের চরনে পড়িল ॥

মুড়িআনির তরে হাড়ির দয়া জন্মিল ।

লক্খি লক্খি বলিয়া হাড়ি ডাকিবার নাগিল ॥

ডাক মধ্যে লক্খি মাতা দরশন দিল ॥

হাড়ি বলে লক্খি মাতা কার প্রানে চাও ।

এই ত মুড়িআনির ধন তিন ভাগ করিও ॥

এক ভাগ ধন ছাও কুবিরের বরাবর ।

এক ভাগ ধন ছাও গৃহস্থের বরাবর ।

এক ভাগ ধন ছাও মুড়িআনির বরাবর ॥

ওঠে থাকিয়া হাড়ির হরসিত মন ।

পলিস্তার বন্দরে জাইয়া দিল দরশন ॥

পলিস্তার বন্দর হাড়ি তেগারন করিয়া ।

শ্রীকলার বন্দরে হাড়ি উত্তরিল গিয়া ॥

শ্রীকলার বন্দরে মাঝে মাঝে শুন ।

থাক পড়িয়া দোকানি নিকারির কথা শোন ॥

শ্রীকলার বন্দরে হাড়ি জাইয়া দরশন দিল ।

বান্দা বান্দা বলিয়া হাড়ি চ্যাচাবার নাগিল ॥

হলদির দোকান থুইয়া কমর আগে ধরছোঁ মুখিঃ ॥
 তেইলানি বলে ওগো জ্যাঠাই কমর ছাডেক তুই ।
 ত্যালের দোকান থুইয়া কমর আগে ধরছোঁ মুখিঃ ॥ ১১২৫
 টানটানি ঘিচাঘিচি ব্যালার এক দুপর ।
 আর এক টান দিলে রাজার ছিঁড়ায় কমর ॥
 সকল দোকানি রাজাক টানিতে নাগিল ।
 অকারন করিয়া রাজা কান্দিতে নাগিল ॥
 গুরু গুরু বলি রাজা কান্দিতে নাগিল ॥ ১১৩০

বান্দা হ্রাও বান্দা হ্রাও মোলাবেচি মাই ।
 সুন্দর চ্যালা আনছি বান্দা খোবার চাই ॥
 জখন মোলাবেচি রাজাক দেখিল ।
 জত মোলা চ্যাংরার হাতে দিয়া ।
 ঐ রাজার কোমর ধৈল্লৈ মরিম বলিয়া ॥
 খাল ভরি দেই টাকা ঝোলা ভরি হ্রাও ।
 বান্দা ছান্দার কাজ্য নাই এইটে ব্যাচাইয়া জাও ॥
 ওঠে থাকিয়া হাড়ির হরসিত মন ।
 কলাবেচির কাছে গিয়া দিল দরশন ॥
 জখন কলাবেচি রাজাক দেখিল ।
 জত মোনে কলাগুলা বুড়ার হাতে দিয়া ।
 ঐ রাজার কোমর ধৈল্লৈ মরিম বলিয়া ॥
 ওঠে থাকিয়া হাড়ির হরসিত মন ।
 হলদিবেচির কাছে গিয়া দিলে দরশন ॥
 জখন হলদিবেচি রাজাক দেখিল ।
 হলদির দোকান খানা ন্যাদাইয়া ফ্যালাইয়া ।
 ঐ রাজার কোমর ধৈল্লৈ মরিম বলিয়া ॥
 ওঠে থাকিয়া হাড়ির হরসিত মন ।
 কলাইবেচির কাছে গিয়া দিল দরশন ॥
 বান্দা ন্যাও বান্দা ন্যাও কলাইবেচি মাই ।
 সুন্দর চ্যালা আনছি আমি বান্দা থুইবার চাই ॥

ওগো গুরুবাপ ! নগরের ঝগড়া বন্দরে আনিয়া ।
 বন্দরিয়া বেটি ছাওয়ায় কমর ফ্যালাইল ছিড়িয়া ॥
 রাজার কান্দন দেখিয়া গুরুর দয়া হৈল ।
 মহামন্ত্র গিয়ান নিলে রিদএ জপিয়া ।
 বাও ছঞ্চরে ইন্দ্র রাজাক আইনলো ডাকিয়া ॥
 ইন্দ্র রাজাক নাগি সিদ্দা হুঙ্কার ছাড়িল ।
 ইন্দ্ররাজা আসিয়া হাড়িক প্রনাম ।
 ক্যান ক্যান ডাকান গুরু হামার কিবা কাম ॥

১১৩৫

জখন কালাইবেচি রাজাক দেখিল ।
 কালাইর দোকান খানা দোকোনা করিয়া ।
 আপনার মহলে নাগি চলিল হাটিয়া ॥
 আপনার মহলে জাইয়া দরশন দিল ।
 ষরের সোআমিক বাপ দায় দিয়া ।
 ঐ রাজার কোমর ধৈল্লৈ মরিম বলিয়া ॥
 ষাল ভরি দেই টাকা ঝোলা ভরি ন্যাও ।
 বান্দা ছান্দার কাজ্য নাই এইঠে ব্যাচাই জাও ॥
 হাড়ি বলে হারে কালাইবেচি কার পানে চাও ।
 দক্খিনদেশি রথিত নামে ব্রহ্মচারি ।
 কখন চ্যালাক আমি ব্যাচাবার না পারি ॥
 বান্দা হইলে একবার খুইয়া জাইবার পারি ।
 আমার বাপের সাধ্য নাই ব্যাচাইবার পারি ॥
 কলাবেচি, মোলাবেচি, হলদিবেচি, কালাইবেচি
 দবার ধৈল্লৈ রাজার কোমর মরিম বলিয়া ।
 আপনা আপনি নিবার চায় আপনার বাড়ি বুলিয়া ॥
 টানাটানি করে রাজাক ব্যালার তিন পহর ।
 এর একনা টান দিলে ছিড়ে কোমর ॥
 অকাবন করিয়া রাজা কান্দন জুড়িল ।
 ক্যানে ক্যানে গুরু অধমের ছাড় দয়া ।
 বিদেশে আনিয়া আমার মিলালু ঝগড়া ।

কিবা কর ইন্দ্ররাজা নিছন্তে বসিয়া ।
 যুদ্ধানি বৈস্‌সন তুই দে আরো ছাড়িয়া ॥ ১১৪০
 নাগাও ফ্যারেস্তা ম্যাঘ হইয়া ছাড়াছাড়া ।
 কোন দিয়া জল বেরাষ্ট্রি কোন দিগে খরা ॥
 এলা হানে আইস ঝড়ি ব্যাল হ্যান পাতর ।
 তিন মুলুক ছাড়িয়া বৈস দোকানের উপর ॥
 হাড়ির বাক্য ইন্দ্ররাজা ত্রথা না করিল । ১১৪৫
 রিমিঝিমি বৈস্‌সন বস্‌সিতে নাগিল ॥

হাড়ি বলে হারে বেটা রাজজুলালিয়া ।
 রানির কথা বলছিস বেটা মোক মারলির উপর ।
 ক্যামন রানি ছাড়ি আইলু আপনার মহল ।
 দোনো রানি নে বেটা শ্রীকলার বন্দর ॥
 আর নে রানি নাগে তোর বরাবর ।
 আশ কিছু রানি দ্যাও তোর গলার উপর ॥
 অকারন করি রাজা কান্দন জুড়িল ।
 হল্‌দিবেচি আর কালাইবেচি বড় ঝগড়া নাগাইল ॥
 মোলাবেচি উঠি বলে কলাবেচি বাই ।
 ছাড়ি দেই রাজার কোমর আগেত ধছি মুক্‌রি ।
 হল্‌দিবেচি উঠি বলে কালাই বেচি বাই ।
 দন্দ ঝগড়ার কাজ্য নাই পিরতি করিয়া জাই ॥
 রাজার কান্দনে হাড়ির দয়া জরমিল ।
 ইন্দ্র রাজা বলি হাড়ি ডাকিবার নাগিল ॥

গ্রীয়াসর্ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই—

বান্দা নেও বান্দা নেও গোয়ালীনী মাই ।
 বার কড়া কড়ি থাকিয়া বান্দা খুইবার চাই ।
 বার কড়া কড়ি পাইলে গাঞ্জা খাইবার চাই ॥
 দেখি দেখি কেমন চেলা দেখিবার চাই ॥
 হাত কোনা ধরিয়া রাজাক বেইর কৈল টানিয়া ।
 ঝলমল করিয়া রাজা উঠিল জলিয়া ॥

রিমি ঝিমি বৈস্‌সন বস্‌সে ব্যাল হান পাতর ।
 আর কোনটে না পড়িল দোকানের উপর ॥
 ধুমধাম করিয়া ঝড়ি পাতর বস্‌সিতে নাগিল ।
 সব দোকানি পাতরের কোপেতে রাজার কমর দিলে ছাড়িয়া । ১১৫০
 কালাইবেচি কমর ধরছে মরিম বলিয়া ॥

গোয়ালিনী বলে গুরু করি নিবেদন ।
 স্তম্ভর রূপ দেখি রাজাক ভাতর উপর ।
 এও নাকি খাবার পারে গোয়াল লোকর ঘর ॥
 কাড়িয়া ভরিয়া টাকা দেও ঝোলা ভরিয়া নেও ।
 আমার মহল ছাড়িয়া অত্র মহল যাও ॥
 মহারাজাক লইলে তবে হস্তত ধরিয়া ।
 দোকানর গলি বেড়ায় হাঁটিয়া ॥
 বান্দা নেও বান্দা নেও চিড়া বেচি মাই ।
 যেন মতে চিড়া বেচি রাজাক দেখিল ।
 চিড়ার দোকান খান পাকেয়া ফেলিল ॥
 রাজার কমর ধল্যে মরেঁ বলিয়া ।
 অনেক করিয়া নিল ছোড়াইয়া ॥
 বান্দা নেও বান্দা নেও হলদি বেচি মাই ।
 বান্দা নেও বান্দা নেও সাক বেচি মাই ॥
 বান্দা নেও বান্দা নেও আড়ই বেচি মাই ।
 বান্দা নেও বান্দা নেও কালাই বেচি মাই ॥
 যেন মতে কালাই বেচি রাজাক দেখিল ।
 মরর শ্রামিক আইল বাপ দায় দিয়া ॥
 যেত দোকান সব ফেলাইল পাকেয়া ।
 রাজার কমর ধরিল মরিম বলিয়া ॥
 চিড়াবেচি উহিয়া বলে কালাবেচি ছত্তিয়া তুই ।
 ছাড়িয়া দে রাজার কমর আরো ধরলু মুই ॥
 রাজার কমর ধরিয়া টানিবার লাগিল ।
 অকারন করিয়া রাজা কান্দিবার লাগিল ॥

আর তো না দিব আমি রাজাক ছাড়িয়া ॥ *
 হাড়ি সিদ্ধা বলে জয় বিধি কশ্মের বোঝ' ফল ।
 সব দোকানি রাজার কমর দিলেত ছাড়িয়া ।
 ছেছড়ি বেটি কমর ধরছে মরিম বলিয়া ॥ ১১৫৫
 তেমনিয়া হাড়ি সিদ্ধা এই নাও' পাড়াব ।
 ছেছড়ি বেটির খ্যাতি বন্দরে রাখিব ॥
 কিবা কর ইন্দ্ররাজা নিছন্তে বসিয়া ।
 দশসেরি পসান দে কালাইবেচির পিঠেতে ফ্যালাইয়া ॥ †
 কোন্ধমান হইয়া ইন্দ্ররাজা কোন্ধে জলিয়া গ্যাল । ১১৬০
 দশসেরি পসান কালাইবেচির পিঠে ফ্যালাইয়া দিল ।
 মেদারা ভাঙ্গিয়া কালাইবেচির কুজ বাহির হৈল ॥
 তেমনিয়া ধম্মি রাজার কমর ছাড়িয়া দিল ॥
 বাম হস্ত দিয়া রাজার ডাইন হস্ত নিল ।
 বৈদেশ নাগিয়া গুরু শিস্বে পন্থ মেলা দিল ॥ ১১৬৫
 কালাইর দোকান কালাইবেচি নিলে জড়িয়া ।
 হেচ্কে হেচ্কে জাএছে আপনার মহলক নাগিয়া ॥

রাজার কান্দনে হাড়ির দয়া জনামল ।
 ইন্দ্র রাজাক লাগিয়া ছঙ্কার ছাড়িল ॥
 ধূম ধাম করিয়া পাথর পড়িতে লাগিল ।
 রাজার কমর ছাড়িয়া সব ঘরাঘরি গেল ॥

* পাঠান্তর—

কালাইবেচি আটিয়া খ্যাচর ।
 সিকিম করিয়া ঠৈল্লৈ রাজার কোমর ॥
 ঘরের সোআমি আনু বাপ দায় দিয়া ।
 এই রাজার কোমর মুঞি না দিম ছাড়িয়া ॥

† পাঠান্তর—

থাকিতে থাকিতে ইন্দ্রের গোসা নাগাল পাইল ।
 বাইস মন পাথর একটা কালাইবেচির কোমরে পড়িল ॥
 বাপ বাপ বলি বেটি কোমর ছাড়ি দিল ॥

কালাইব্যাচা গরু নিগায় ভিজিয়া ভিজিয়া ।
 আউগাও আউগাও বুড়া মরা দোকান নিগু আসিয়া ॥ *
 বাঙ্গালিয়া বরকন্দাজ কমর ফালাইলে ভাঙ্গিয়া ॥ ১১৭০
 হাউকদাউক করি কালাইব্যাচা দোকান আগেয়া নিল ।
 চালের খড় খসাইয়া কালাইবেচি আগুন জালাইয়া দিল ॥
 গাও কোনা সেকিয়া ঝরঝরা করিল ॥
 জলতোলা দড়ি কালাইব্যাচা আনিল তলাসিয়া ।
 কালাইবেচির হাতত নাগাইলে বসুসি গিট দিয়া ॥ ১১৭৫
 বড় ঘরের তিরত টাঙ্গাইলে ঢুলানি করিয়া ॥
 কালাইছেটা গাইন কোনা আনলে তলাসিয়া ।
 তিন ডাং ডাঙ্গাইলে আর কুজতে আসিয়া ॥ †
 এক ডাং দুই ডাং তিন ডাং দিল ।
 বাপ দায় দিয়া কালাইবেচি কান্দিতে নাগিল ॥ ১১৮০
 আর না ডাঙ্গাইস বুড়া বিস্তর করিয়া ।
 পরপুরুসের পাছত আমি না জাব চলিয়া ॥
 কালাইবেচি খাউক এখন গারস্তি করিয়া ।
 রাজাক ধরি হাড়ি সিদ্ধা জাএছে চলিয়া ॥‡

* পাঠান্তর—হুআর ছাড় হুআর ছাড় কালাইব্যাচা বোল ।

ভিজিয়া মরছেঁ। মুই বাহিরে এতকখন ॥
 কালাইবচ্যা ভাবে এলা মাথাএ হাত দিয়া ।
 এলায় গ্যাল কালাইবেচি বাপ দায় দিয়া ॥
 ঘুরি ক্যানে আইল শালির বেট মহলের নাগিয়া ॥

† এই স্থলে গ্রীয়াসন সাহেব যে পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন

তাহার কোন অর্থবোধ হয় না। তাঁহার প্রকাশিত অর্থ
 একেবারেই অযৌক্তিক । বোধ হয় তাঁহার সংগৃহীত
 পাঠে অংশ বিশেষ উল্লত হয় নাই ।

‡ পাঠান্তর—শ্রীকলার বন্দর হাড়ি ননভন করিয়া ।

হিরার মহলক নাগি চলে হাটিয়া ॥

কতেক ছুর জাএয়া সিদ্দা কতেক পন্থ পাইল ।
হালুয়া নিকট জাএয়া রূপস্থিত হৈল ॥

১১৮৫

একটি পাঠে হালুয়ার নিকট যাইবার পূর্বে এক রাখালের নিকট যাইবার
নিম্নলিখিতরূপ বিবরণ আছে,—

রাজাক ছন্দ দিলে সিদ্দা কলিঙ্কার বন্দরে নিগিয়া ।
ওঠে হইতে গ্যাল সিদ্দা আখোআলক নাগিয়া ॥
বান্দা নে বান্দা নে আখাল প্রানের ভাই ।
বার কোড়া কড়ি দে ছেইলাক বান্দা খুই ॥
জ্যান কালে রাখাল মুনি রাজাক দেখিল ।
হাড়ি সিদ্দা তরে কথা বলিতে নাগিল ॥
বার কোড়া ক্যানেরে বৈস্টব বার কাহন ন্যাও ।
আর বান্দা ছান্দার কাজ্য নাই আমার ঠে ব্যাচেয়া জাও ॥
সিদ্দা বলে শোনেক আখোআল নন্দন ।
দক্খিন দ্যাশে থাকি আমি নামে ব্রহ্মচারি ।
পরের ছাইলাক আমি ব্যাচাইতে না পারি ॥
আখাল বলে এই কোনাক চ্যাংরা জদি মুঞি আখোআল পাও
আর চাইটা পালের গরু বেশি করিয়া চরাও ॥
মুঞি আখোআল থাকিম্ আইলত বসিয়া ।
ঐ শালার হস্তে নিব খেহু খ্যাদাইয়া ॥
হাড়ি সিদ্দা বলে আখোআল,—
বান্দা নেইক বা না নেইক খেহুর পালে থাকিয়া ।
বিনা অপরাধে শালা বল্লু আমারি চাক্খসে ডাড়েয়া ॥
বেটা অহঙ্কারি তোর কাছে আর বন্দক খুইম না ।
জা জারে আখাল বেটা তোক দিলাম বর ।
চুল্লি পালাটি গরু হউক তোর পালের উপর ॥
চুল্লি পালাটি গরু হএয়া গারস্তের খাউক পাকা ধান ।
আর খোলা দিয়া মলি দেউক তোর নাক আর কান ॥
কান্দি কাটি জা'ক তোর বাপ মাওর কাছে ।
হলিয়া গুতিয়া পাঠেয়া দেউক জা গরুর পালতে ॥

বান্দা বান্দা বলি সিদ্ধা চ্যাঁচাইতে নাগিল ।*

বান্দা ঝাও বান্দা ঝাও হালুয়া প্রানের ভাই । †

বার কড়া কড়ি দ্যাও ছাইলাক বান্দা খুই ॥

জখন হালুয়া রাজাক দেখিল ।

১১৯০

রাজার রুপ্ন দেখি হালুয়া চলিয়া পড়িল ॥

হাউক দাউক করি হালুয়া হাল ছাড়িয়া দিল ।

হালের ন্যাংরা নিল হালুয়া গালাতে পাল্টায় ।

করদস্ত হৈয়া কথা দ্যাএছে বলিয়া ॥

হাতে পদ্দ, পাএ পদ্দ, কপালে রতন জলে ।

১১৯৫

গৌর বদন শরিল নাকছে জলিবারে ॥

এমন রুপ্ন দেখি নাই দ্যাবের দ্যাবস্থান ।

কি দিয়া গড়ছে দেহা নাকছে জলিবারে ॥

জ্যামন রুপ্ন আছে রাজার শরিলের উপর ।

এই কি খাটিবার পারে আমার চাসা নোকের ঘর ॥ ‡

১২০০

হাড়ি সিদ্ধা অথোআলক জখন রভিশাপ দিল ।

চুম্বি পালাটি গরু হএয়া ধেল্লর পালে থাকিল ॥

বাম হস্ত দিয়া আবার ডাইন হস্ত ধরিল ।

ঐ ঠে হতে হাড়ি সিদ্ধা পস্থ ম্যালা দিল ।

* গ্রীয়াসর্ন সাহেবের সংগ্রহীত পাঠে বিজয় হালুয়ার উল্লেখ আছে । যথা,—

ওক ছাড়িয়া গমন বিজয় হালুয়া ।

সাক্ষাত উতরিল যাইয়া ॥

† পাঠান্তরে ‘হালুয়া প্রানের ভাই’ স্থলে ‘তোরা হালুয়া সকল’; গ্রীয়াসর্ন সাহেবের সংগ্রহীত পাঠে ‘হালুয়ার ঘর’ ।

‡ পাঠান্তর —

জ্যামনতর ছাইলা দেখি ছাইলা রতন জলে ।

এই নাকি থাকতে পারে আমার চাসা লোকের ঘরে ॥

হাতে রতন পাএ রতন কপালে রতন জলে ।

বেনির উপর দুইটি তারা ডগমগ করে ॥

নাহি লাগে তামা কাসা নাহি লাগে সিন্দা ।
 কোন বিধি ঘটাইছে তনু পাওয়া না জায় দিসা ॥
 এমনি ইয়ার বাপ মায় ধরিয়া আছে হিয়া ।
 তরুন বয়সেতে দিছে তোক বোনবাস পাঠাএয়া ॥
 জ্যাগন ছাইলাক দেখি ছাইলা রতন জলে । ১২০৫
 ইয়ার জোগ্যমান আছে সেই হিরা নটির ঘরে ॥
 সেই জে হিরা নটি বড় ভাগ্যবান ।
 জোড় নাগরা * রাখিছে নটি দরজায় টাঙ্গিয়া ।
 কোন ঠাকার রাজা বাস্‌সা জদি জায় আরো সাজিয়া ॥
 এক ডাং ও দ্যায় দান্মাতে জাএয়া । ১২১০
 এক হাজার টাকা ন্যায় দরজাএ † গনিয়া ॥
 সোনালিয়া খড়ম দিবে চরনত নাগাইয়া ॥
 চামরের বাও দিয়া নিয়া জাবে হাকাইয়া ॥
 এক হাজার টাকা জে বা দিতে নাঠ পারে ।
 যাড়ে হাত দিয়া তারে চতুরার বা'র করে ॥ ১২১৫
 হালুয়ার বাক্য শুনি সিদ্দার বড় খুসি হৈল ।
 হালুয়াকে হাড়ি সিদ্দা আশিববাদ দিল ॥
 জা জারে হালুয়া বেটা তোক দিলাম বর ।
 জেখান গ্রামে থাক জাতু ঐ খান গ্রাম তোর ॥
 হালে নাড় হালে চাড় লাম পাড়াইও চাসা । ১২২০
 জত দ্যাখেন রাজা বাস্‌সা রতিত দ্যাবাগন তোমার ঘরে আসা ॥
 হালুয়াকে হাড়ি সিদ্দা আশিববাদ দিয়া ।
 হিরা নটির মহলক নাগি জাএছে চলিয়া ॥ ‡

* গ্রীয়াসর্ন সাহেবের সগংহীত পাঠে 'ষোড় ষোড় দান্মরা', পাঠান্তরে 'এক দান্মা'।

† পাঠান্তরে 'মাচিয়াত'।

‡ একটা পাঠে পাই, —

খাট খোট গুআ দ্যাখা জায় দিগল নারিকল ।

হর ময়ালে দ্যাখা জায় ওটা কার বাড়ি ঘর ॥

হাড়ি সিদ্দা বলে বিধি কস্মের বোঝঁ ফল ।	
তেমনিয়া হাড়ি সিদ্দা এই নাওঁ পাড়াব ।	১২২৫
ক্যামন হিরা নটি ভাগ্যবান নয়নে দেখিব ॥	
বাম হস্ত দিয়া সিদ্দা ডা'ন হাত ধরিল ।	
হিরা নটির মহলক নাগি পশু ম্যালা দিল ॥	
হিরা নটির দারেতে জাএয়া সিদ্দা খাড়া হৈল ।	
নকরি দেখিয়া হাড়ি নাগরা বাজাবার চায় ।	১২৩০
হাউক দাউক করিয়া রাজা দোআই ফিরায় ॥	
এক ডাং মারেন জদি নাগরাএ তুলিয়া ।	
এক হাজার টাকা নিবে নটি দরজাএ গনিয়া ॥	
কোঠে হতে টাকা দিম রাজ ছুলালিয়া ॥	
হাড়ি বলে হারে জাছু রাজ ছুলালিয়া ।	১২৩৫
ভাল ভাল নাগরা খুইছে দরজাএ তুলিয়া ।	
নাগরা বাণ্ড করি শুন রাজ ছুলালিয়া ।	
এক ডাং মা'ল্লে হাড়ি নাগরাএ তুলিয়া ।	
ছুম ছুম করিয়া পুরিটা উঠিলে কাপিয়া ॥	
নটি বলে হারে ভাড়ুয়া কার প্রানে চাও ।	১২৪০
ভৈচাল জাইছে আ'জ হরি হরি কও ॥*	

হালুয়া বলে কথা গড়িয়া বচন ।
 আগে খাও রতিখ বেটা পিছে ঘুম জাও ।
 সারা কালে খাও ভিক্ষা করিয়া ।
 হিরা নটির বাড়ি তুই না পা'স দেখিয়া ॥
 জখন হালুয়া ব্যানামুখ হইল ।
 সোনার ভোমরা করি রাজাক বোলঙ্গাএ ভরিল ॥

* পাঠান্তর :—

লকরি খসেয়া দাস্মাত ডাং বসাইল ।
 হিরা জিরা ছই বো'ন চমকিয়া উঠিল ॥
 সোনার ঝাড়ির মুখোত গামছা বান্দি ফিকাইল ॥

ফির এক ডাং মা'ল্লে হাড়ি নাগরাএ তুলিয়া ।
 শঙ্ক হইল নটির পুরি বাস্তা জানিল ।
 সোনালিয়া খড়ম হিরা বান্দিক মারিল ॥
 কোনঠাকার রাজা বাস্মা আ'চ্ছে চলিয়া । ১২৪৫
 দুই হাজার টাকা নেইস দরজাএ গনিয়া ॥
 থাকিতে থাকিতে হাড়ির গোসা নাগাল পাইল ।
 আর এক ডাং নাগরাএ মারিল ॥
 নটি বলে হারে বান্দি কার প্রানে চাও ।
 সলিয়া সরকারক ত আইস ধরিয়া । ১২৫০
 তিন হাজার টাকা থুক দপ্তরে নেথিয়া ॥
 নটি সরকার টাকা ঞাথে মহলের ভিতর ।
 হাড়ি জানিতে পাইল বাহিরে সঙ্কল ॥
 তিন হাজার টাকা নটি দপ্তরে নেখিল ।
 টুপ্পুস করিয়া এক ডাং হাড়ি নাগরাএ ডাঙ্গাইল ॥ ১২৫৫
 চাইর হাজার টাকা নটি দপ্তরে নেখিল ॥
 থাকিতে থাকিতে হাড়ির গোসা নাগাল পাইল ।
 আর এক ডাং নাগরাএ ডাঙ্গাইল ।
 পাচ হাজার টাকা সরকার দপ্তরে নেখিল ॥

কিবা কর বান্দি বেটি নিছন্তে বসিয়া ।
 কোন বা ঠাকার রাজা বাস্মা আইল চলিয়া ॥
 দশ ডাং দিলে দাস্মাত আসিয়া ।
 দশ হাজার টাকা ঞাও মাচিয়াএ গনিয়া ॥
 পিতলের ডালি নিগা বান্দি বগলে করিয়া ।
 এক দুই করি দশ হাজার টাকা নেইস আরো গনিয়া ॥
 জখন হিরা নটি লুকুম করিল ।
 পিতলের ডালি নিলে বান্দি বগলে করিয়া ।
 টাকা নিবার বাদে জাএছে বান্দি বাহেরার নাগিয়া ॥

থর থর করি হাড়ি কাপিবার নাগিল ।

১২৬০

নিদ্দাম ছয় বুড়ি ডাং নাগরাএ ডান্ধাইল ॥

হাতের কলম ভুমে থুইয়া সলেয়া সরকার টকটকি নাগিল ॥

এক দরজা, দুই দরজা, তিন দরজা গ্যাল ।

হাড়ি সিদ্দাক দেখি বান্দি চমকিয়া উঠিল ॥*

* পাঠান্তর —

নটি বলে হারে বান্দি কার প্রানে চাও ।

দুই জন হিরার বান্দি সাজিয়া ব্যারাও ॥

এক হাজার টাকা নেইস দরজাএ গনিয়া ।

সোনালি খড়ম দেইস চরনে নাগাইয়া ॥

শিষ্যগতি ধরি আয় আমার মহলক নাগিয়া ॥

জখন হিরার বান্দি সাজিয়া ব্যারাল ।

ব্যারায়্য বান্দির ঘর হাড়িক দেখিল ॥

গঞ্জিয়া গঞ্জিয়া কথা বলিবার নাগিল ॥

তুমি কি জাইবেন মোর মহলক নাগিয়া ।

এই ছাও সোনালি খড়ম চরনে নাগাইয়া ॥

এক হাজার টাকা ছাও আমার দরজাএ গনিয়া ॥

জখন হাড়ি এ কথা শুনিল ।

বান্দির তরে কথা বলিবার নাগিল ॥

গুণ্ডা নই গুণ্ডা নই রতিথের কুণ্ডর ।

ভাল চালা বান্ধা থুইম তোর হিরা নটির ঘর ॥

জখন বান্দির বেটি এ কথা শুনিল ।

জোড়হস্ত হইরা কথা বলিতে নাগিল ॥

ক্যামন চালা আনছেন আমার মার বরাবর ।

চালা কোনা বা'র কর দেখি মোরা বইন দুই জন ॥

হস্ত ধরি ধম্মি রাজাক দিলে ছাড়িয়া ।

পুল্লিমার শশির নাকান উঠিল জলিয়া ॥

রাজার রুগ্ন দেখি বান্দি পইল চলিয়া ॥

ভিতর অন্দর জাএয়া নটিক বলিতে নাগিল ।	১২৬৫
ওগো মা ! নাই আইসে রাজা বাসসা নাই আইসে সাজিয়া ।	
কোন ঠাগার বৈস্টম একটা আসছে সাজিয়া ॥	
বাওন্নি মুনি কাঁথা আনছে কমরে বান্দিয়া ।	
চাল্লিশ মুনি সোডা নিছে বগলে উঠিয়া ॥	
পঞ্চাশ মুনি টোপ নিছে মস্তকে করিয়া ।	১২৭০
নয় মুনিয়া লোহার খড়ম নিছে চরনে নাগায়া ॥	
কান দুইটা ছাখা জায় মা ঝাড়ি খেওয়া কুলা ।	
চক্খু দুটা ছাখা জাএছে জ্যান সরগের তারা ॥	
দন্তুগুলা ছাখা জায় মা—মাঘ মাসের মুলা ॥	
ওগো বান্দি জুআয় না বেটি বৈস্টম নিন্দিবার ।	১২৭৫
তবে ছাও চাউল কড়ি উপরে কাঁচা সোনা ।	
ভিক্খা দিয়া বিদায় করি ছাও চাপাই বান্দি কোনা ॥	
নটির বাক্য বান্দি দাসি ত্রথা না করিল ।	
সোনার বাটাত বান্দি ভিক্খা সাজাইল ॥	
ভিক্খা ধরি জাএছে বান্দি বাহেরার নাগিয়া ।	১২৮০
বৈস্টমের তরে কথা ছাএছে বলিয়া ॥	

দিদি!

এমন রুপ দেখি নাই ছাবের ছাবস্থানে ।
 কি দিয়া গড়ছে দেহা নাগছে জলিবারে ॥
 কোন রাগৌবরি গরবে দিছে ঠাঞি ।
 বিশকম্মাএ গড়িছে ছেইলাক থানিক খুত নাই ॥
 আমার সোমার হইলে দিদি গলাএ বান্দি নেব ।
 নগরে মাগিয়া ভিক্ বরে বইসা খাব ॥
 হাড়ি বলে হারে বান্দি কান্দ কি কারন ।
 দৌড় পাড়ে জা খবর জানাও হিরার বরাবর ॥
 বান্দা নি নবে তোমার হিরা সকল ॥
 দৌড় পাড়ে বান্দির বেটি খবর জানায় হিরার বরাবর ॥

ভিক্ষা গ্রাও ভিক্ষা গ্রাও রত্নিতের কোঙর ।	
গিরির ঘরের বউ বেটি ফিরিয়া জাই ঘর ॥	
একে একে ছুয়ে ছুয়ে তিন বার বলিল ।	
তবু আরো হাড়ি সিদ্ধা কনো না শুনিল ॥	১২৮৫
বেটাক বলি বান্দি বলিতে নাগিল ॥	
ভিক্ষা নেরে বৈস্টম বেটা রত্নিতের কোঙর ।	
গিরির ঘরের বউ বেটি ফিরিয়া জাই ঘর ॥	
জখন বান্দি দাসি বেটা বলিল ।	
তুর তুর করি হাড়ি গিজ্জিয়া উঠিল ॥	১২৯০
হিরা নটির পাট পিড়া নড়িতে নাগিল ।	
কোদ্দ হৈয়া হাড়ি সিদ্ধা বান্দিক নিন্দা করিল ॥	
দক্ষিন ছাশে থাকি বান্দি নামে ব্রহ্মচারি ।	
বান্দি লোকের ভিক্ষাত আমি লগ্গি না বের করি ॥	
বারেক জদি ভিক্ষা ছায় তোর সাইবানি সঙ্কল ।	১২৯৫
তেমনিয়া ভিক্ষা নিব রত্নিতের কোঙর ॥	
জখন হাড়ি সিদ্ধা বান্দিক নিন্দা করিল ।	
চাউল কড়ি বান্দি বেটি পাক দিয়া ফ্যালাইল ॥	
চাউল কড়ি ফ্যালাইতে বান্দি চ্যালাক দেখিল ।	
ছাইলার রুপ্ন দেখি বান্দি চলিয়া পড়িল ॥*	১৩০০

* গ্রীয়াসন সাহেবের সংহীত পাঠে পাই,—

এই কথা সুনিয়া বান্দি না থাকিল রয়া ।
হাড়ির সাক্ষাত গেল চলিয়া ॥
কেনে কেনে গুরুধন এত দূর গমন ।
সিংহাসন থাকিতে কেন মৃত্তিকায় সয়ন ॥
বাসা খোড়া নাই আমার ঝোলায় ভিতর ।
একনা চেলা আছে ঝোলাঙ্গার ভিতর ॥
বার কড়া কড়ি থাকিয়া বান্দা খুইবার চাই ।
বার কড়া কড়ি পাইলে গাঞ্জা কিনিয়া খাই ॥

ভিতর অন্তর জাএয়া নটিক বলিতে নাগিল ॥

ওগো মা জননি !

আমার হস্তে সে বৈস্টমে ভিক্খা গ্যায় না ।

বারেক জদি ভিক্খা ছান মা সাইবানি স্কল ।

তেমনিয়া ভিক্খা গ্যায় অতিতের কোঙর ॥

১৩০

ওগো মা জননি,—আর এক কথা শুইনাছ ।

জেই রাজার বাদে তপ কর এ বার বছর ।

সেই রাজা আইছে তোমার দরজার উপর ॥

জ্যামন রুপ্ন আছে তার চরনের উপর ।

এমন রুপ্ন নাই তোমার কপালের উপর ॥*

১৩১০

জ্যান কালে হিরা নটি এ কথা শুনিল ।

কোদমান হৈয়া নটি কোদে জলি গ্যাল ॥

এক দণ্ড দুই দণ্ড তিন দণ্ড হৈল ।

ভাড়ুয়ার তরে কথা বলিতে নাগিল ॥

কিবা কর ভাড়ুয়া বেটা নিছন্তে বসিয়া ।

১৩১৫

জলদি বানাতের কারোআল ঘাও আরো ঘিরিয়া ॥ †

বান্দা নাকি নিবে তোমার হিরা নটি মাই ।

দেখোঁ দেখোঁ কেমন চেলা দেখিবারে চাই ॥

হাত কোনা ধরিয়া বের করিল টানিয়া ।

ঢল মল করিয়া রাজা উঠিল জলিয়া ॥

* পাঠান্তর :—

সেই জে বৈস্টম বেটা একনা চ্যাংরা আনছে মা সঙ্গে করিয়া ।

তার পায়ের রুপ নাই মা জননি তোমার কপাল ভরিয়া ॥

† পাঠান্তর :—

নটি বলে হারে বান্দি কার প্রানে চাও ।

বাপ কালিয়া কাকই খানা জোগাও আনিয়া ।

লাস ঠ্যাংস করিয়া জাওঁ বাহিরার নাগিয়া ॥

কোঠে আইছে ধম্মিরাজা (মুঞি আইসোঁ) দেখিয়া ।

হিরা নটি জাঁও তবে বাহেরার নাগিয়া ।
 কোন্ দেশি বৈস্টম আইসছে আইসেঁা মুঞি দেখিয়া ।
 হিরা নটির বাক্য ভাড়ুয়া ত্রথা না করিল ।
 আগ দেউড়ির ভিতর আন্দর বানাতের কাওরালত ঘিরিল ॥ ১৩২০
 বানাতের কাওরাওল দিয়া জাঁএছে চলিয়া ॥
 দুই দুই আঙ্গুলি নটি তুলিয়া ফালায় পাও ।
 ঝুঁনু ঝুঁনু বুলিয়া নুপুরে ছাড়ে রাও ॥
 জখন হিরা নটি চতুরার বাহির হৈল ।
 এই বায় বাতাসে নটি হালিতে নাগিল ॥ ১৩২৫
 জেই দিয়া হিরা নটি নয়ন তুলিয়া চায় ।
 থাক্ পড়িয়া মানুস, ছাবতা ডুলিয়া জায় ॥
 দুই বান্দি নিলে নটি সঙ্গতে করিয়া ।
 চতুরার বাহির হইয়া নটি আইল চলিয়া ॥
 এক দরজা দুই দরজা তিন দরজাএ গ্যাল । ১৩৩০
 বান্দা বান্দা বলি হাড়ি সিদ্দা চাঁচাইতে নাগিল ॥
 বান্দা ছাও বান্দা ছাও হিরা নটি বাই ।
 বার কড়া কড়ি ছাও ছাইলাক বান্দা খুই ॥
 জখন হিরা নটি রাজাক দেখিল ।
 গৈড়মুণ্ড হইয়া রাজাক প্রনাম করিল ॥ ১৩৩৫
 খাল ভরি দেই মোহর ঝোলা ভরি ছাও ।*

আনিল প্যাটেরা বান্দি ঘুচাইল ঢাকনি ।

দুই নঙলে বাহির কৈল্ল নাসের কাকই খানি ॥

এইরূপ বেশভূষার বর্ণনা মূল পাঠে পরবর্ত্তী অংশে পাওয়া যায় ।

* পাঠান্তর :—

জখন হিরা নটি গুপিচন্দ্র রাজাক দেখিল ।

রাজার রুপ দেখি দুই বোন চলিয়া পড়িল ॥

বার কোড়া ক্যান বৈস্টম বার কাহন ছাও ।

বান্দা ছান্দার কাজ্য নাই এইখানে ব্যাচাইয়া জাও ॥
এই জে—দক্খিন ছাশে থাকি বৈস্টম নামে ব্রহ্মচারি ।

পরের ছাইলাক আনি * আমি ব্যাচাইতে না পারি ॥

বার কড়া কড়ি ছাও মোর হস্তের উপর ।

১৩৪০

বার বৎসরকার খত ছাওছোঁ দরজার উপর ॥

জখন হিরা নটি এ কথা শুনিল ।

তিন জনা মহাজনক † ডাকাইয়া আনিল ॥

এক কিন্ডা কাগজ আইল ধরিয়্যা ।

একটা দোয়াত কলম জোগাইল আনিয়া ॥ ‡

১৩৪৫

জখন ধর্ম্মরাজা দোয়াত কলম দেখিল ।

হাতে কলম নিয়া রাজা খত নিখিবার নাগিল ॥

সনশ্রী § ফ্যালাইলে নিখিয়া ।

নটির নাম রাজা থুইলে কাগজে নিখিয়া ।

কড়ি বার কড়া থুইলে নিখিয়া ॥

১৩৫০

তিন জন মহাজনক থুইলে সাক্খি করিয়া ।

আপনার দিলে রাজা দস্তখত করিয়া ॥

ঐ খত দিলে হাড়ির হস্তত তুলিয়া ॥

জখন হাড়ি খত হস্ততে পাইল ।

* পাঠান্তর :—

‘কখন চ্যালাক হামরা’ ।

† গ্রায়াস’ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে,—

‘বন্দরর সাউদ মহাজনক’ ।

‡ উক্ত পাঠে,—

দোয়াত খত কলম যোগাইল আনিয়া ।

§ উক্ত পাঠে,—

‘সন তারিখ স্রী’

ঐ খত নিগিয়া হাড়ি হিরা নটির হাতে দিল ॥ *
 কড়ি বার কড়া আনিয়া হিরা হাড়ির হস্তে দিল ॥
 হস্ত ধরিয়া রাজাক নটির হস্তে দিল ॥
 জখন হিরা নটি রাজাক পাইল ।
 খট্ মট্ করিয়া নটি হাসিয়া উঠিল ॥
 টুপুস্ টুপুস্ করিয়া হাড়ি মাথা দমকাইল ॥ †
 বড় রুপ্ন আছে চ্যালার শরিলের উপর ।
 তিন দিন রং তামসা হইলে জাবে জন্মের ঘর ॥
 বাও সঞ্চরে রাজার গবেব সোন্দাইল ।

* গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই—

ধর্ম্মর নামটা কাগজত লিখিল ।
 ঐ কলম ফেলাইয়া দিল হাড়ির বরাবর ॥
 যেন মতে হাড়ি সিদ্ধা হস্তত কলম পাইল ।
 রাম রাম করিয়া দস্তখৎ করিয়া দিল ॥

† পাঠান্তর —

বার কোড়া কড়ি আনেক হরিদ্রা মাখিয়া ।
 একখান ভুটুয়া কাগজ জোগাও তো আনিয়া ॥
 বার বছরি খত রাজা দেউক আরো নিখিয়া ॥
 বার কোড়া কড়ি নিলে হিরা নটি হরিদ্রা মাখিয়া ।
 একখান কাগজ জোগাইলে আনিয়া ॥
 আপনার বন্দনের খত রাজা ন্যাথে বসিয়া ॥
 আহা রে কম্বোক্তা নছিব এই ছিল কপালে ।
 ধর্ম্মি রাজার বন্দন হৈল হিরা নটির ঘরে ॥
 খত নিখি মহারাজা দাখিল করিল ।
 বার কোড়া কড়ি নিয়া গুরুর হস্তে দিল ॥
 মহামন্ত্র গিয়ান নিলে সিদ্ধা হাড়ি রিদএ জপিয়া ।
 জোড় বাঙ্গালার ছুআরে কড়ি আখিলে গাড়িয়া ॥
 মহামন্ত্র গিয়ান নিলে রিদএ জপিয়া ।
 শুন্যতে হাড়ি সিদ্ধা শুন্যত গ্যালত মিশাইয়া ॥

না তিরি না পুরুস রাজাক করাইল ।
 কাম, ক্রোধ, রতি, গায়া সকলি টুটাইল ॥ *
 জখন হিরা নটি ব্যানামুখ হইল ।
 কড়ি বার কড়া নটির দরজাএ গাড়িল ॥
 কপাল ফাড়িয়া হাড়ি ফুল বড়ি বসাইল ।
 সোনার ভোমরা হইয়া হাড়ি পাতাল ভেজি হইল ॥ †

* পাঠান্তর —

লোভ মায়া কাম কোরধ টুটিয়া ফ্যালাইল ।
 না স্ত্রী না পুরুস ঘড়িকে করাইল ॥

গ্রীয়াসর্ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই—

কাম ক্রোধ মনি ভিড়িয়া বান্ধিল ।
 না রাণী না পুরুস রাজাক করিল ॥

একটা পাঠের অতিরিক্ত অংশ —

লক্ষ্মি লক্ষ্মি বলি হাড়ি ডাকাবার নাগিল ।
 ডাক মধ্যে লক্ষ্মি মাতা দরশন দিল ॥
 হাড়ি বলে লক্ষ্মি মাতা কার প্রানে চাও ।
 রাজার ছেইলাক বান্ধা থুইলাম হিরা নটির ঘরে ।
 বার বৎসর থাক ছেইলার নাভিত বসিয়া ।
 খিদা তেসটা না হয় জাতর শরিলে আসিয়া ॥
 নিদ্রালি বালিয়া হাড়ি ডাকাবার নাগিল ।
 ডাক মধ্যে জোগমায়া নিদ্রালি দরশন দিল ॥
 নিদ্রালি আসিয়া হাড়িক প্রনাম ।
 কি কারনে ডাকান গুরু হামার কিবা কাম ॥
 হাড়ি বলে নিদ্রালি কার প্রানে চাও ।
 রাজার ছেইলাক বান্ধা থুইছোঁ হিরা নটির ঘরে ।
 বার বছর থাক ছেইলার চউকে আরপিয়া ।
 নিদ্রা জ্যান না হয় জাতর শরিলে আসিয়া ॥

† গ্রীয়াসর্ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই—

যেন মত ধর্ম্মরাজা বেনামুখ হইল ।
 সুনালী কুমড়া হইয়ে পাতাল ভেজিল ॥

চন্দ'তাল জলোত জাইয়া ধিয়ানে বসিল ।
 উড্ডা ভাবনি হাড়ির মস্তকে গাজাইল ॥
 ব্রহ্মতাল ভেদিয়া হাড়ির একটা তালের গাছ ব্যারাইল ।
 বার বৎসর হাড়ি ধিয়ানে বসিল ॥
 জখনে ধর্ম্মরাজ গুরুক না দেখিল ।
 করুনা করিয়া রাজা কান্দিতে নাগিল ॥
 মহল হৈতে আনলে গুরু বৃধ ভরসা দিয়া ।
 নটির মহলত বান্দা;থুইয়া পালাইল ছাড়িয়া ॥
 হিরা নটি বান্দিক বলিছে,—ওগো মা,
 ত্যালে খৈলে ন্যাও রাজাক ছিনান করিয়া ।
 জেটে জেখান সাজে বস্ত্র দ্যাও পরিধান করিয়া ॥
 ছিনান কৈরে ফুল চৌকিতে রাখ বসায় ॥
 নটির বাক্য বান্দি দাসি ব্রথা না করিল ।
 ত্যালে খৈলে মহারাজাক ছিনান করাইল ॥
 জেটে জেখান সাজে বস্ত্র পরিধান করায় ।
 ছিনান করায় ফুল চৌকিতে রাখে বসায় ॥
 কিবা কর বান্দি বেটি নিছন্তে বসিয়া ।
 জলদি তুই সোনার পালঙ্গ নে সাজন করিয়া ॥
 টাটির* উপর পাটি বিছাও এক বুক উচল ।
 হাউসাত থাকি বিছায়া দে তুই রিদয়ের কুম্মর ॥†
 আস গাড়ু পাশ গাড়ু বিছাও শিয়রের মছরা ।

চৌদ্দতাল জলর ভিতর যোগ আসন ধরিল ।
 বার বতসর থাকিল হাড়ি ধ্যান ধরিয়া ॥

পাঠান্তর—

সেনার কুমড়া হইল সিদ্ধা কায়া বদলিয়া ।
 বার বছর থাকিল সিদ্ধা পাতালে সোন্দাইয়া ॥

* গ্রীয়াসর্ন সাহেবের সংগৃহী পাঠ,—‘সাঁটির’ ।

† গ্রীয়াসর্ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—‘ইন্দ্র কঘল’ ।

হাউসাত থাকি বিছায়া দে তুই ছয় বুড়ি পাচেরা ॥
 নটির বাক্য বান্দি দাসি ত্রথা না করিল ।
 জোড় বাঙ্গলাত বান্দি দাসি পালঙ্ক সাজাইল ॥
 টাটির উপর পাটি বিছাইলে এক বুক উচল ।
 হাউসাত থাকি বিছায়া দিলে রিদএর কুম্মর ॥
 আস গাড়ু পাশ গাড়ু শিয়রের মহুরা ।
 হাউসাত থাকি বিছায়া দিলে ছয় বুড়ি পাচেরা ॥
 বান্দি দাসি বলে মাও পালঙ্ক হৈছে ভাল ।
 ইহার উপর বিছায় দ্যাও মা গোটা দশেক শাল ॥
 আতর গুলাপ দিলে পালঙ্কে ছিটাইয়া ।
 সোনার চালন বাতি নিলে ত ধরেয়া ॥ *
 দধি চিড়া দিলে নটি রাজাক বিস্তর করিয়া ।
 নটির জিদ্দি রাজা সইবার না পারিয়া ॥
 দধি চিড়া খায় রাজা ঐখানে বসিয়া ॥
 দধি চিড়া খাইয়া রাজার তুস্ট হইল মন ।
 কুম্মের পালঙ্কে জাইয়া রাজা করিল শয়ন ॥

* পাঠান্তর—

বাচ্চা হ'তে বিছানা ফ্যালাইতে নটি ভাল জানে ।
 আগে গিরদা পাছে গিরদা কোতক বালিস ।
 এই ঠে কোনা ধম্মি রাজা মারিবে আলিস ॥
 ইন্দ্র পুরির গুআ ডাল মহুরি পান ।
 ধম্মি রাজা গুআ করিবা ছই খান ॥
 পানের বুকত চুনের ন্যাওয়া দিয়া ।
 লঙ্গ, জায়ফল, জৈত্রিক দিলে বিস্তর করিয়া ॥
 সওআ নও গণ্ডা থিলি রাখিলে বানাইয়া ।
 পানের বাটা নিগা থুইলে শিতানে তুলিয়া ॥
 বিদারি হকার মধ্যে জল বদলাইয়া ।
 এক ছিলিম তামাক থুইলে টিকা ধরাইয়া ।
 ছেলান করিয়া ধম্মি রাজাক আইল ধরিয়া ॥

জে চিড়া ছাড়িলে রাজা থালোত ফ্যালায়া ।
 ঐ চিড়া খায় নটি বদন ভরিয়া ॥
 দধি চিড়া খাইয়া নটির হরসিত মন ।
 রাজার চরনে জাএয়া করিলে প্রনাম ॥
 জয় জোকারে নিগি রাজাক পালঞ্জে বসাইল ।
 পালঞ্জে বসিয়া রাজা বড় খুসি হৈল ।
 সাজ সাজ বলি নটি সাজিতে নাগিল ॥
 নিগাল ছোরান খানি যুচাইল ঢাকনি ।
 দুই অঙ্গুলে বাইর কৈল্ল নাসের কাকই খানি ॥
 কাকেয়া কাকেয়া নটি চুলের ভাঞ্জে জালি ।
 সিতার গোড়ে পিন্দিলে মুক্তা সারি সারি ॥
 কাকেয়া কাকেয়া নটি চুল করিল গোটা ।
 মাজ কপালে তুলিয়া পেন্দে তিলকের নওডা ফোডা ॥
 প্রথমেতে পিন্দিলে খোপা হাতে ট্যাংরা ।
 খোপার ভিতর খ্যালা খ্যালায় ছয় বুড়ি চ্যাংরা ॥
 ও খোপা পিন্দি নটি রুপের দিগে চায় ।
 মনতে না খায় খোপা আউলাইয়া ফ্যালায় ॥
 তার পাছত পিন্দে খোপা চ্যাং আর ব্যাং ।
 কোন জশ্মে দ্যাখছেন নিকি খোপার সোল ঠ্যাং* ॥
 ঐ খোপা পিন্দিয়া নটি রুপের দিগে চায় ।
 মনতে না খাইল খোপা আউলিয়া ফ্যালায় ॥

আপনার ঝারির জলে নটি রাজার ধোআয় হুই পাও ।
 মাথার ক্যাশে ধম্মি রাজার মোছায় হুই পাও ॥
 সোনালি খড়ম দিলে রাজার চরনে নাগাইয়া ।
 আপনার মহলে নাগি চলিল হাটিয়া ॥

* * * *

* পাঠান্তর—‘তিন খান ঠ্যাং’ ।

তার পছাত পিন্দে খোপা নাটি আরো নটি ।
 ঐ খোপায় ভুড়িয়া আনে ছয় বুড়ি পাইকের নাটি ॥
 ঐ খোপা পিন্দিয়া নটি রূপের দিগে চায় ।
 মনতে না খাইল খোপা আউলিয়া ফালায় ॥
 তার পছাত পিন্দে খোপা গুঞ্জরি ভোমরা ।
 সন্ধা হৈলে ভোমরা নাগায় কলহার ।#
 এক খান খোপাএ কৈলে তিন খান দুআর ॥
 এক খান দুআরে গাএতা গিত গায় ।
 আর এক খান দুআরে ব্রাহ্মনে তিত্তি চায় ।
 আর এক খান দুআরে নটুয়া নাচন পায় ॥
 ঐ খোপা পিন্দিয়া নটি রূপের দিকে চায় ।

• পাঠান্তর —

কাকিয়া কুকিয়া নটি চুল করিল গোটা ।
 মাক কপালে তুলিয়া মারে সেন্দূরের লৈক্খ ফোটা ॥
 চুলের গোড়ে গোড়ে দিলে চাম্পা গোটা গোটা ॥
 ও খোপা বান্দিয়া নটি রূপ নেহালায় ।
 মনত না নাগিল খোপা আউলিয়া ফালায় ॥
 আর এক খান খোপা বান্ধে ডাল মরুআর ডাল ।
 খোপার উপর নাগালে নানা ফুলের ঝাড় ॥
 রাইত হ'লে ফোটে ফুল জ্যান সরগের তারা ।
 খোপার ফুলে খালা করে গুঞ্জরের ভোমরা ॥
 ও খোপা বান্ধে নটি উপ নেহালায় ।
 মনত না নাগিল খোপা আউলিয়া ফালায় ॥
 এর একনা খোপা বান্ধে নাও তার ছনি ।
 খোপার ভিতর ভাসা করে বাঙ্গাল গাইয়ার টুনি ॥
 ও খোপা বান্ধে নটি আগে পাছে চায় ।
 মনত না নাগিল খোপা আউলিয়া ফালায় ॥
 আর একনা খোপা বান্ধে নাও চ্যাং ব্যাং ।
 আথছেন নাকি বাপু সকল খোপার তিন খান ঠ্যাং ॥

নটির ছাটাএ খোপার ছাটাএ এক লাগ্য পায় ॥
 মহলে থাকিয়া নটির হরসিত মন ।
 বান্দি বান্দি বলি তখন ডাকে ঘন ঘন ॥
 কি কর বান্দির বেটি কার প্রানে চাও ।
 বাপ কালিয়া কাপড়ের ঝাপা আনিয়া জোগাও ॥
 আনিলে প্যাটেরা বান্দি ঘুচা'লে ঢাকনি ।
 দুই নগুলে বাহির কৈল্ল বাঙ্গালগাইয়ার ভনি ॥
 ঐ সাড়ি পরে নটি উপ নেহালায় ।
 মনত না খাইল সাড়ি বান্দিকে বিলায় ॥
 আর একনা সাড়ি পরে নিয়র মেলানি ।
 রাইত হ'লে সাড়ি খানি থাকে নিয়রে ভিজিয়া ।
 দিন হইলে নটির সাড়ি উঠে জলিয়া ॥
 ঐ সাড়ি নিলে নটি পরিধান করিয়া ।
 সাড়ি আর নটি এখন গেইল মিলিয়া ॥ *
 কি কর বান্দির বেটি কার প্রানে চাও ।
 বাপ কালিয়া গএনার ঝাপা আনিয়া জোগাও ॥
 আনিল প্যাটেরা বান্দি ঘুচা'ল ঢাকনি ।
 দুই নগুলে বাহির কৈল্ল নাকের নতখানি ॥
 নাক মধ্যে নিলে নটি নাকের নতখানি ।
 হেট কানে পেন্দে ঢেরি উপর কানে চাকি ॥
 গালা মধ্যে তুলে দিলে শতেশ্বরি হার ।

ও খোপা বান্ধে নটি আগে পাছে চায় ।

মনত না নাগে খোপা আউলিয়া ফ্যালায় ॥

আর একনা খোপা বান্ধে নাওঁ তার ঢালা ।

ঐ খোপার উপর নাগায় নটি আলোআখোআর ম্যালা ॥

ঐ খোপাএ নটি গ্যাল মিলিয়া ।

আচ্ছা জতনে খোপা আখিলে বান্ধিয়া ॥

* পাঠান্তর—

আগুন পাটের সাড়ি নিলে পরিধান করিয়া ।

দুই বাহাএ তুলিয়া নিলে নয়শ রুপার তার ॥
 পাএর মধ্যে তুলিয়া নিলে পাএর বাগটি ।
 হিন্দের উপর তুলে দিলে সোনার কাচলি ॥
 ভোটগার ভুটলি সাজিল মেচগার মেচনি ।
 ঘর হতে ব্যারায় নটি চিতিয়া বাঘিনি ॥
 পানের খিলি নিলে নটি হস্তে করিয়া ।
 কাঙ্কিনি গাছের গুআ নিল মছরি গাছের পান ।
 এ খিলি বানায়া নটি কৈল্ল দুই খান ॥
 হেট খিলি রুপ খিলি মহর বান্দিয়া ।
 পানের খিলি নিলে নটি হস্তে করিয়া ॥
 রাজার পালঙ্ক নাগি জাএছে চলিয়া ।
 এক ভাড়ুয়া খৈল্ল মস্তকে ছত্র টাঙ্গাইয়া ॥
 এক বান্দি নিলে নটিক পাঙ্গা হাকাইয়া ।
 আর এক বান্দি নিলে নটিক চন্দন মাখাইয়া ।
 কারোআল দিয়া জাএছে নটি পালঙ্কক নাগিয়া ॥ *
 ডাইনে বাএঞ জাইয়া নটি ভিড়িয়া বসিল ।
 মধুর বচনে কথা বলিতে নাগিল ॥
 প্যাঙটা কথা কয় নটি বসি রাজার কাছে ।
 মধুর বচনে কথা কএয়া প্রান কাড়িয়া ন্যাএছে ॥
 গুআ খিলি খাও রাজা পান খিলি খাও ।
 অভাগিয়া নটির দিকে মাথা তুলে চাও ॥ †

* পাঠান্তর—হাসিয়া খেলিয়া উঠিলে নটি পালঙ্কের উপর ।

† গ্রীষ্মসর্ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই,—

যেন ধর্ম্মরাজা দুয়ারত পাও দিল ।
 কোলাত করিয়া রাজাক বিছানায় বসাইল ।
 পানর বাটা দিল হাজির করিয়া ॥
 পান খিলি খাও হে রাজা গুয়া খানি খাও ।
 এ অভাগিনী নটা আমি মাথা তুলিয়া চাও ॥

খিলি দেখিয়া * রাজার মনে হইল খুসি ।
 একেবারে তুলি দিল মুখে খিলি চারি পাচি ॥
 এক ডাবন দুই ডাবন তিন ডাবন ৭ দিল ।
 মায় জে কইছে কথা মনত পড়িল ॥ †
 তিন ডাবন দিয়া খিলি ওকোলে ফেলিল ।
 ঐটে কোনা নটির মন খাপা হইয়া গ্যাল ॥
 কি তোরা পাইলেন রাজা খিলির ভিতর ।
 ঝারিতে জল আছে মুখ পাখল করিও ।
 দোসরা খিলি মুখে তুলিয়া দিও ॥
 জতকে ধম্মরাজা সরি সরি জায় ।
 অভাগিয়া হিরা নটি *৩ও ঘেসিয়া জায় ॥ §

* গ্রীয়াস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই,—‘লং জায়ফল কপ্পুর দেখিয়া

+ গ্রীয়াস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে ‘ডাবন’ স্থলে ‘ঠাসন’ ।

‡ গ্রীয়াস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে এই স্থলে পাই,—

মাও যে করিছে বাধা মনত পড়িল ॥
 পরদেস যাইয়া যাহু পড়াও বহির্কাস ।
 আগত খাইবে গিরিলোক পশ্চাৎ তল্লাস ॥
 অতিত বৈষ্ণব দেখিয়া না করিও হেলা ।
 গড় হয়ে পরনাম জানান যার গলত মালা ॥
 ফুল গোটেক দেখিয়া ফুল না পাড়িবু ।
 পাখি গোটেক দেখিয়া ডিমা না মারিবু ॥
 পরার স্ত্রী দেখিয়া হাশ্র না করিবু ॥
 সরিসাতে সৰু ছবলাতে হিন ।
 তখনে পাবু পরদেসর চিন ॥
 মাএর কথা যেন রাজার মনত পড়িল ।
 রাম রাম বলিয়া পানর খিলি ঢালিয়া ফেলাইল ॥

§ গ্রীয়াস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠ—

কেনে কেনে পান না খাও রাজরাজেশ্বর ।
 তোরা গুনে তপ করি এ বার বৎসর ॥

মদনের জালা নটি মহিবার না পারিল ।
 রাজার সঙ্গে নটি কোঁতুক জুড়িল ॥
 গোটা চারিক নটিক কথা রাজা বলিবার নাগিল ॥
 কি তুমি নেহালাও নটি তোমার পাজায় পাজায় চুল ।
 দুই স্তন দেখি জ্যান্ত তোর ধুতুরার ফুল ॥
 উপরত দ্যাখা জায় জ্যাঁমন শান্ত মহাকালের ফল ।
 তলত ভাঙ্গিয়া দ্যাখ ছাই আর আঙ্গার ॥*

আপনা হইতে লইল পাঁচটা খিলি হস্তত করিয়া ।
 ধার্মিকরাজার মুখত দিল তুলিয়া ।
 থু থু করিয়া ফেলাইল ঢালিয়া ॥
 যেংকে ধর্মিরাজা সহরে সহরে বৈসে ।
 তেং কে হিরা নটা গাও ঘিসিয়া বৈসে ॥
 মার চন্দন রক্ত চন্দন রাজাক ছিটিবার লাগিল ।
 মা মা করিয়া রাজা নটিক ডাকিবার লাগিল ॥
 পাঠাস্তরে খিলি চিবাইবার কথা একেবারই নাই—
 হেসে হেসে পানের খিলি রাজার মুখথে তুলি দিল ।
 রাম রাম বলিয়া খিলি ওগুরিয়া ফেলিল ॥
 কি অপরাধ পাইলেন রাজা পানের উপর ।
 পাশ্শ জুতা গনিয়া মার মস্তকের উপর ॥
 রাজা বলিতেছে ওগো নটি,—
 কি অপরাধ পাব পানের উপর ।
 পুত্র বলিয়া পালন কর এ বার বছর ॥
 * গ্রীয়াস ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই—
 তোর নটীর ব্যভার দেখোঁ খেওয়া নাটর নাও ।
 ঘাটত কড়ি দিয়া আদমি হয় পার ।
 এই মত দেখি নটা তোর ছারের ব্যভার ॥

হিরা নটি বলে ওগো মহারাজ —
 নারি হৈয়া ফল দেই তোমাক পুরুস জাচিয়া ।
 এই ফল ক্যানো ফেলি দ্যান পাএ লুটিয়া ॥
 রাজা বলে শুনেক নটি আমি বলি তোরে ।
 কি প্যাঙটা কর বেওলালি দুইও স্থান ।
 ছোটতে খাছি মাএর ফল পুন্নি রোজার মন ॥
 গেইছিলাম জোড় বাঙ্গলা পশ্বে অনেক ছুর ।
 খাইয়াছিলাম নারির ফল তিতায় আর মধুর ॥
 খাইয়াছিলাম নারির ফল প্যাট নাহি ভরে ।
 এই কারনে বান্দি সকল ভেরন খাইটা মরে ॥
 জ্যামন রত্ননা রানিক ছাড়ি আইছোঁ নাট মন্দির ঘরে ।
 তার বান্দির পাএর রূপ নাই তোর কপালের মাঝারে ॥
 বান্দির পাএর রূপ নাই তোর কপাল ভরিয়া ।
 কি দিয়া ভুলিয়া রাখবু নিবুদ্দিয়া রাজা ॥
 মদনের জালা নটি সেইবার না পারিল ।
 রাজার হস্ত ধরি নটি হিন্দে তুলি দিল ॥
 মাও মাও বলি স্তন খাইবার নাগিল ॥
 নটি বলে শুন রাজা বিলাতের নাগর ।
 হাটুয়ার হেট নটি পাএর পএজার ।
 জুআয় না বোকা মড়া মাও বলিবার ॥
 ফের ঐ রাজার হাত হিন্দে তুলে দিল ।
 মাও বলি রাজা স্তন খাইবার নাগিল ॥ *

তোর নটা রূপ দেখোঁ যেন অক্ষরূপ ।

হাড়ি ডোমে ছুইয়া বাবনে পাড়ে ডুব ॥

* পাঠান্তর—জখন ধর্ম্মরাজা নটিক মিন্দা করিল ।

একে নাদাই পালঙ্গ হৈতে মিত্তিঙ্গাএ ক্যালাইল ।

পালঙ্গের খটাত নাগি রাজার দস্ত ভাঙ্গিয়া গ্যাল ॥

বুকে পাও দিয়া রাজাক নটি গুড়াইয়া ফেলিল । ৭
 বান্দি বান্দি বলে নটি ডাকিবার নাগিল ॥
 কথার নাগর বুড়া দিদি কথার নাগর বুড়া ।
 কাম কোদ নাই বেটাক ভাদাই ধানের কুড়া ॥
 এই কারনে বন্দক থুইল হিরানটির মহলক আনিয়া ॥
 জে দিছেন পোসাক আদি সব কাড়ি ন্যাও ।
 এক খান দ্যাও সিক্কা বান্ধুআ দুইটা জলের হাড়ি ।
 জল উবাইয়া ভাত খাউক ঐ হিরা নটির বাড়ি ॥
 হুকুম করিলে নটি দিনে বার ভার গঙ্গাজল ।
 বার ভার গঙ্গার জল জোগাইবে আনিয়া ।
 আট ভাডুআয় * ধরবে রাজাক চিত্র করিয়া ॥
 সোনালিয়া খড়ম দিম মুঞি চরনে নাগায়া ।
 রাজার বুকখে গাও ধুইম দোমায়া দোমায়া ॥
 দিনান্তরে জাএয়া দিবা এক খানি সিদা ।
 অকারিয়া চাউল দ্যাও বিচিয়া বাস্তকি ।
 বিচিয়া বাস্তকি দ্যাও পুড়ি খাইতে সানা ।
 তাহাতে করিয়া দ্যাও লবন তৈল্ল মানা ॥
 থাকিবার শয়ানে দ্যাও ছাগলের খুপুরি ।
 মাঘ মাসিয়া জারত দ্যাও বুড়া এক খান চটি * ॥
 ছাগলের লগ্গি দ্যাও বেটাক হরিদ্রা বরন ।

গ্রীয়াসর্ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—

ষাড়ত হস্ত দিয়া রাজাক বাহের করিয়া দিল ।

+ গ্রীয়াসর্ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—

চারি পহর গেল নটা বছাল করিয়া ।

তাহাতেও ডাকায় ধর্ম্মি রাজা নটিক মাও বলিয়া ॥

* পাঠান্তরে—‘চাইর বান্দি’ ।

• পাঠান্তর—‘সড়ি’

কোদাল চেচি মএলা পড়ুক শরিলের উপর ।
 ঝেচু পাখি ভাসা করুক মস্তকের উপর ॥
 জ্যান কালে হিরা নটি লুকুম করিল ।
 নয় সিকিয়াএ বাউঙ্কা রাজাক সাজায়া দিল ॥
 এক খান দিলে সিকিয়া বাঙ্কুয়া দুইটা জলের হাঁড়ি ।
 জল ভরিবার জায় রাজা করতোয়া নদি ॥
 নটির পরবার হইল আগুন পাটের সাড়ি ।
 অই রাজার পরিবার হইলে বার গাটি ধড়ি ॥
 থাকিবার শয়ানে দিল ছাগলের খুপুরি ।
 মাঘ মাসিয়া জারতে দিল বুড়া এক খান চটি ॥
 ছাগলের লগ্গি হইল গাও হরিদ্রা বরন ।
 কোদাল চেচি মএলা পৈল শরিলের উপর ॥
 ঝেচু পাখি বাসা কৈল মস্তকের উপর ।
 দিনান্তরে জাএছে দ্যাএছে এক খানি সিদা ।
 অকারিয়া * চাউল দিল বিচিয়া বাত্তকি ।
 বিচিয়া বাত্তকি দিল পুড়িয়া খাইতে সানা ।
 তাহাতে করিল নটি লবন তৈল মানা ॥
 জল খাইতে দিলে রাজাক হটকুড়া বাসনা ।
 নয় সিকিয়া বাউঙ্কা দিলে পিতলের নাগিরি ।
 এখন বার বছর জল ওবাইছে হিরা নটির বাড়ি ॥
 এক ভাড়ু আক * দিলে নটি সঙ্গে করিয়া ।
 কস্তোয়ার ঘাট আসিল দ্যাখায়া ॥
 জখন হিরা নটি লুকুম করিল ।
 বার বছর নটির মহলে জল জোগাইল ॥ †

* গ্রীয়াসর্ন সাহেবের পাঠে 'আকারি' ।

গ্রীয়াসর্ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে 'সাত ভাড়ুয়া' ।

† একটা পাঠে পাওয়া যায়—

তুই বান্দি তুইটা কলস কাখে কবি নিলে ।

দরিয়ার ঘাটে গিয়া দরশন দিলে ॥

বার ভার পানির মাঝত এক ভার কমি পায় ।
 জল ভারর বদলি সাত জনে কিলায় ॥
 আজি আজি কালি কালি এ বার বছর ।
 দিনে বার ভার জল জোগাইল নিজিয়া ।
 আট ভাড়ু আয় ধরল রাজাক চিত্র করিয়া ॥

জল ভরিয়া রাজার ভার সাজাই দিল ।
 জখন ধর্মি রাজা ভার কান্দে নিল ।
 ডাইন কান্দ রাজার ভাঙ্গিয়া পড়িল ॥
 বান্দির চরনে পড়িয়া রাজা মাও দায় দিল ॥
 দুই বান্দি দুইটা কলস কাখে করি নিল ।
 বাড়ির আটতে আনি রাজার ভার সাজাই দিল ॥
 কান্দিয়া কাটিয়া রাজা ভার ধরি মহলত গ্যাল ॥
 জখন হিরা নটি রাজাক দেখিল ।
 ঘর হইতে হিরা নটি বাহিরে ব্যারাইল ॥
 বৃক্ষে হাত দিয়া রাজার বৃক্ষের পরান নিল ।
 নাক মোচড়া কান মোচড়া রাজাক বিস্তর করি দিল ॥
 বান্দির তরে কথা বলিবার নাগিল ॥
 সারা ঘাটায় আনছেন কলস কাখতে করিয়া ।
 বাড়ির আটতে রাজাক দিছেন ভার সাজাইয়া ॥
 দরিয়ার ঘাটে গিয়া রাজা কান্দন জুড়িল ।
 সত্য ছিল গঙ্গা মাতা সত্য দিল ভাও ।
 নর দেহ হইয়া গঙ্গা মাতা কারে পঞ্চ রাও ॥
 গঙ্গা বলে হায় বিধি মোর করমের ফল ।
 এয়ার ঘরে পূজা থাইলাম এ বার বৎসর ।
 মএনার ছেইলার তুঙ্গ হইল হিরা নটির ঘর ॥
 জা জা রাজার পুত্র তোক দিনু বর ।
 আমার ঘাটের জল হইল সোলায় পাতল ॥
 এক ভার জল নিগাও বিরসে ভরিয়া ।
 এক বার জল নিগা দেইস বার ভার মাঁপিয়া ॥

সোনার খড়ম হিরা নটি চরনে নাগায়া ।
 রাজার বুক্খে গাও ধোএছে দোমায়া দোমায়া ॥*
 পাঞ্জারের খাটি রাজার ফালাইল ভান্দিয়া ॥
 ভিজা বস্ত্র চিপে ছায় রাজার মুখের উপর ।
 মুখ ধরিয়া কান্দে রাজা ব্যালার তিন পহর ॥
 আজি আজি কালি কালি এ বার বচ্ছর ।
 কোদাল চাচা মএলা হৈল রাজার শরিলের উপর ॥
 আ'জ মরে কা'ল মরে বাচেবার আশ্রা নাই ।
 নাক দিয়া পবন বেটা করে আসি জাই ॥
 বার বচ্ছর বাদে রাজার মনোত পড়িল ।
 দরিয়ার ঘাটে জাইয়া কান্দন জুড়িল ॥
 রত্ননা রানির কথা আমি না শুনিলাম কানে ।
 জাহান হারাইতে আইলাম বুড়া মাএর বচনে ॥
 জ্যান কালে ধম্মি রাজা রানির নাম নিল ।
 সত্যের পাসা চিহ্ন থুইছে চালত আউলাইয়া পড়িল ॥

জল ভরিয়া জাঁএক রাজ ছুলালিয়া ।
 ফিরিয়া না ছাথ আমার বলিয়া ॥
 জল ভরিয়া রাজার হরসিত মন ।
 নটির মহলক নাগি করিল গমন ॥
 জে জল নিগায় রাজা ঘাড়ত করিয়া ।
 ঐ জল দিয়া ছান করে নটি রাজার বুকত চড়িয়া ॥

* গ্রীয়াস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে 'দোমায়া দোমায়া' স্থলে 'ঠসক
 মারিয়া' এবং

ছিনান করে হিরা নটা হাসিয়া খেলিয়া ॥
 ছিনান করিয়া অঙ্গে হইল যতি ।
 ভিজা বস্ত্র ফেলাইয়া পিন্দে স্ককলা পাটর সারি ॥

রহুনা পহুনা রানি কান্দিতে নাগিল ॥*
 জে দিন বোলে সত্যের পাসা পড়িবে আউলিয়া ।
 নিচ্চয় বিদেশে প্রানপতি জাইবে মরিয়া ॥
 আইজ আরো সত্যের পাসা পড়িল আউলিয়া ।
 নিচ্চয় বিদেশে সোআমি ধন গ্যাল মরিয়া ॥
 সোআমির শোগে রানি কান্দিতে নাগিল ।
 সাইল শুআ পঞ্জি পিজিরাএ শুনিল ॥
 সার বলে শুন দাদা শুআ প্রানের ভাই ।
 মাও ক্যানে রোদন করে চল ছাথ্তে জাই ।
 ওগো মা ! তুমি কান্দ কি কারন—
 আমার দুভাইর বন্দন দ্যাও আরো ছাড়িয়া ।
 উড়াও দিয়া জাই মা বৈদেশ নাগিয়া ॥
 মরছে কি আর বাচি আছে আসিতো দেখিয়া ॥
 এলায় জদি তোমার বান্দন মুঞি ছাওঁ ছাড়িয়া ।
 বোনের পঞ্জি বোনেতে জদি জাবেন আরো চলিয়া ।
 তোমার শোগে দুই বোইন জাব মরিয়া ॥
 মা এক সত্য দুই সত্য তিন সত্য হরি ।
 জদি তোমাক ছাড়ি জাই মা প্রানে ফাটে মরি ॥

* পাঠান্তর—

মন্দিরে থাকিয়া রানির ঘরের পসা চুরি হইল ।
 রানির প্রদীপ নিবিল ॥
 অকারন করিয়া রানির ঘর কান্দন জুড়িল ॥
 বার বৎসর গ্যাল সোআমি আওদা করিয়া ।
 ত্যার বৎসর হইল সোআমি না আইল ফিরিয়া ॥
 পসার চুরি হইল আমার প্রদীপ নিবিল ।
 ল জানি আমার সোআমি বৈদেশে মরিল ॥
 অকারন করিয়া রানির ঘর কান্দন জুড়িল ।
 পিজিরা থাকিয়া সারি শুয়া জানিতে পাইল ॥

সারি শুভা পঙ্খি জখন সত্য করিল ।

কান্দি কাটি পঙ্খির বান্দন খলাস করিয়া দিল ॥*

দুধ কলা খোআইলে পঙ্খিক সন্তোস করিয়া ।

১৬০৫

ভোগ নাড়ু তিয়াস নাড়ু দিলে বাহাত বান্দিয়া ॥

জদি তোমার পিতার লাগ্য পাএন আরো খুঁজিয়া ।

তিন বাপতে জল পান খান ডাঙ্গাত বসিয়া ॥

জননির আগগা নিয়া পঙ্খি উড়ান কারাইল ।†

মাটিতে পড়িয়া পঙ্খি পাকাএ মারলে সাত ।

১৬১০

একে ব্যালাএ উড়ি গ্যাল এক ঠেঞ্জিয়ার দ্যাশ ॥

এক ঠেঞ্জিয়ার দ্যাশের কথা কহন না জায় ।

এক ঠ্যাংএ রাঙ্কে বাড়ে এক ঠ্যাংএ খায় ।‡

তাজিবা তুরুকি ঘোড়া লাগ্য নাহি পায় ॥§

* পাঠান্তর —

ঠোঁট দিয়া পিঞ্জিরার পাতি ফ্যালা'লে কাটিয়া ।

মন্দিরের উপর বানির পইল উড়াও দিয়া ॥

ইহার পর গ্রীয়াস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই —

চালর খেড় নিচিয়া কন্যার বাজুত পড়ে ।

কেনে কেনে মাও রোদন কর নাট মন্দির ঘরে ॥

কছা বলে সুন বাছা পক্ষি সকল ।

বার বৎসর গেল তোর বাবা রাওনা করিয়া ।

তের বৎসর ভার পাইল না আইল ফিরিয়া ॥

* পাঠান্তরে পাই —

সত্যের পসা দিছে রাজা হস্তে করিয়া ।

বার বছর খেলিলাম পসা সোআমির নাম লইয়া ॥

+ গ্রীয়াস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে —

জননী'র চরনত পাখী পরনাম করিল ।

দক্ষিন পাটনে পাখী উড়াও দিয়া গেল ॥

‡ পাঠান্তর — একে ঠ্যাংএ খায় ওরা একে ঠ্যাংএ জায় ॥

§ পাঠান্তর — তেজি ঘোড়ার আগত দৌড়ায় ॥

- ও কোনা দ্যাশে পঙ্খি ব্যাড়ায় তালাসিয়া । ১৬১৫
 তবু আরো পিতার লাগ্য না পায় খুঁজিয়া ॥
 মাটিতে পড়িয়া পঙ্খি পাকাত মাইল্ল সাত ।
 এক্কে কালে উড়িয়া গ্যাল কানপড়ার দ্যাশ ॥
 কানপড়ার রাজ্যের কথা কহন না জায় ।
 এক কান পাড়াইয়া জায় একে কান ওড়ে । ১৬২০
 পুস মাসি জার একে কানে সারে ॥
 ও কোনা দ্যাশে পঙ্খি ব্যাড়ায় তালাসিয়া ।
 তবু আরো পিতার লাগ্য না পায় খুঁজিয়া ॥
 ঐঠে হৈতে পঙ্খি জোড়া পাখাত মা'ল্ল সাত ।
 এক্কে কালে উড়ি গ্যাল মোশা রাজার দ্যাশ ॥ ১৬২৫
 মোশা রাজার আজ্যের কথা কহন না জায় ।
 কাউআ চিলার নাখান মোশা ভোমরিয়া ব্যাড়ায় ॥
 তিন পো ব্যালা থাকতে গিরন্ত ধুমফো নাগায় ।
 ঢোলত বাড়ি দিয়া মোশাক খ্যাদায় ॥
 সাগাই সোদর গ্যালে তাক খাইয়া ফালাইবার চায় । ১৬৩০
 দুআর ছাওয়া ঠাঙ্গা দিয়া মোশাক ডাঙ্গায় ॥
 ও কোনা ছাশে পঙ্খি ব্যাড়ায় তালাসিয়া ।
 তবু আরো পিতার লাগ্য না পাইলেন খুঁজিয়া ॥
 মাটিতে পড়িয়া পঙ্খি পাকাত মা'ল্ল সাত ।
 এক্কে কালে উড়ি গ্যাল মেচ পাড়ার ছাশ ॥ ১৬৩৫
 মেচ পাড়ার আজ্যের কথা কহন না জায় ।
 এক বেটি মেচনি আছে বাম চৌক তার ট্যার ।
 আশি হাত কাপড়া হইলে কমরের এক ব্যাড়া ॥
 তার সোআমির নাম হেমাই পান্তর ।
 মোন দশেক ধান শুগায় পিঠের উপর ॥ ১৫৪০
 তার ছোট ভাই আছে বাম ঠাংয়া গোদ ।
 হস্তি ঘোড়ায় চলি জায় গোদের না পায় বোদ ॥

- তার ছোট বইন আছে নাই তারো কোক ।
 নও হাড়ি পানতা খায় দশ হাড়ি তপত ॥
 তার ছোট বইন আছে নামে হদুমতানি । ১৬৪৫
 আশি মদে পাড়িয়া কিলায় নাই চোকোত পানি ॥
 ঐঠে হৈতে পঙ্খিগুলা উড়াও কারাইল ।
 ত্রি পাটনের ছাশে জাইয়া পঙ্খি খাড়াইল ॥
 ত্রি পাটন আজ্যের কথা কহন না জায় ।
 মদে আন্দে ভাত মাইয়ায় বসিয়া খায় । ১৬৫০
 হাকতে ভাত না পাইলে মদেদে পাড়িয়া কিলায় ॥
 কত গিলা ছাশে পঙ্খি ব্যাড়ায় ত ঘুরিয়া ।
 গয়া গঙ্গা কাশি বিন্দাবন আসে তালাসিয়া ॥
 তবু আরো পিতার লাগ্য না পাইল খুঁজিয়া ॥
 সারন উঠিয়া বলে শুআ প্রানের ভাই । ১৬৫৫
 এলাই জদি জাই মোরা মহলক নাগিয়া ।
 তিরি বদ দিবে মাও চরনে পড়িয়া ॥
 দাদা,
 শব্দে শুনিয়াছি আমরা খিলনদি সাগর ।
 উআত পড়ি মইলে পুণ্ড হয় বিস্তর ॥ ১৬৬০
 দরিয়ার রাগো বইল নেউক মোক ভক্থন করিয়া ।
 ফিরিয়া না জাইম আর মহলক নাগিয়া ॥
 উড়াও দিয়া জাইয়া পঙ্খি দরিয়া দেখিল ।
 জড়াজড়ি করিয়া পঙ্খি দরিয়াএ পড়িল ॥
 গঙ্গা মাতা বলে বিধি মোর করমের ফল । ১৬৬৫
 মএনার নাতি আসি পইল মোর দরিয়ার উপর ॥
 জে রাগো সকল ধরিয়া করিবেন বল ।
 এআর জে আই আছে মএনা গেয়ানে ডাঙ্গর ।
 বাম হস্ত দিয়া দরিয়া ফ্যালাইবে বান্ধিয়া ।
 ডা'ন হাতে দরিয়ার জল ফ্যালাইবে ছেকিয়া । ১৬৭০

তোমাক মারিবে মএনা প্যাটত পাও দিয়া ॥

সাত দিন নও আইত ভাসে দরিয়ার উপর ।

তবুত ধরিয়া না খায় রাগো সকল ॥

সাত দিন নও আইত ধরি অন্ন নাই খাই ।*

জে ঘাটে জল ভরে রাজার কুণ্ডর ।

১৬৭৫

ঐ ঘাটের উপর আছে বট আর পাকর ॥

উড়াও দিয়া জাইয়া পঞ্জি বৃক্খ ডালে পইল ।

গোটা কএক ফল পঞ্জি বদন ভ'রে খাইল ॥

বার ভার জলে রাজার এক ভার কমি আছে ।

জল ভারের বাদে রাজা এ দৌড় কারাইছে ॥†

১৬৮০

* পাঠান্তর —সার বলে শুন দাদা শূআ প্রানের ভাই ।

কত গিলা ঝাশ তিখ আসিলাম ভ্রমনিয়া ।

তবু আরো পিতার লাগ্য না পাইলাম খুজিয়া ।

এমুখ না দেখাইম জননিক নিজিয়া ॥

তুমি জাও দাদা মহলক চলিয়া আমি না জাব ।

আমার মাকে এই কথা বলি দিও ॥

তোমার পুত্র শূআ ছিল সে বা জলে ডুবিয়া মৈল ।

জড়া জড়ি করিয়া পঞ্জি দৌড়িয়া ঝাপ দিল ॥

তাহাকে গাঙ্গিক বেটি নয়নে দেখিল ।

একি চেউএ পঞ্জি জোড়াক কিরন চাপে দিল ॥

সার বলে শুন দাদা শূআ প্রানের ভাই ।

কি অপরাধ করছি দাদা মাএর বরাবর ।

এই কারনে না খায় দরিয়ার মজ্য মগর ॥

ঐঠে হইতে পঞ্জি জোড়া উড়াও কারাইল ।

কন্তোআর ঘাটের পাড়োত জাএয়া পঞ্জি খাড়া হইল ॥

† পাঠান্তরে ‘কারাইছে’ স্থলে ‘ধরিছে’ ।

গ্রীয়াস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—

পশ্চিম ঠাল হইতে পাখী পূর্ক ঠাল যায় ।

ভার ধরি ধর্ম্মিরাজা জল ভরিবার যায় ॥

সার বলে শুন দাদা শুআ প্রানের ভাই ।	
এই ভারি আইসছে জল ভরিবার ॥	
বাপের নাখান হাটে দাদা বাপের ছন্দন ।	
পিতার নাখান দেখি দাদা চুলের বান্দনা ॥*	
শুআ বলে শুন দাদা সার প্রানের ভাই ।	১৬৮৫
কোন বা ঠাগার শুড়ির ভারি আইসে জল ভরিবার ।	
ইহা কি হৈতে পারে মোর জোগ্য মার ॥	
শুআ বলে শুন দাদা আমি বলি তোরে ।	
দন ঝগড়ার কাব্য নাই ফিরতি করি গ্ৰাই ॥†	
ভারি বেটা জল ভরুক হেড্ মুণ্ড হএয়া ।	১৬৯০
উআর মাথার উপর দিয়া ব্যাড়াই উড়াও করিয়া ॥	
গুপিনাথ গুপিনাথ বলিয়া এ ডাক ডাকাই ।	
জদি কালে শুড়ির ভারি হয় তো জাইবে চলিয়া ।	
জদি আমার পিতা হয় দেখিবে ফিরিয়া ।	
জদি আমার পিতা হয় নিবেত চিনিয়া ॥	১৬৯৫
কতেক তুরে জাএয়া রাজা কতেক পশু পাইল ।	
কন্তোআর ঘাটে জাএয়া রুপস্থিত হৈল ॥	
নয়া সিকিয়া বাউজ্জা থুইল ডাঙ্গাত খসায় ।	
পিতলের ঘাড়ু নিলে হস্তে করিয়া ॥	
জল ভরে মহারাজা গঙ্গাএ ডাড়ায়া ।	১৭০০
অকালিয়া চাউল দিলে দরিয়াত ফালাইয়া ॥	

* পাঠান্তর —

বাপের নাকা ধাজা গজা বাপের নাকা রাখি ।

বাপের নাকা দেখি ঐ চুলের বান্ধনি ॥

† পাঠান্তর—

সারন উঠিয়া বলে শুআ প্রানের ভাই ।

ও কোনা কথা তোর সন্ধান না পাই ॥

দরিয়ার মাছ মগর খায় আরো ঠোকরাএয়া ।
 তার তামাসা দ্যাখে রাজা দুই নয়ন ভরিয়া ॥
 সাইল শুআ দুই ভাই উড়াও কারাইল ।
 মাথার উপার জাএয়া রাজার ঘুরিতে নাগিল ॥* ১৭০৫
 হেট মুণ্ড হইয়া রাজা জল ভরিবার নাগিল ।
 মাথার উপর সারি শুআ ভোমিবার নাগিল ॥
 পঙ্খির অব ছায়া জলত দেখিল ।
 হেট মুণ্ড ছিল রাজার উপর মুণ্ড হইল ॥
 পঙ্খি জোড়া দেখি † রাজা কান্দন জুড়িল । ১৭১০
 জখন আছিলাম আমি আজ্যের ঈশ্বর ।
 এই দাস্তি ‡ পাখি আমি পুইসাছি এক জোড় ॥
 এখন ক'লে ভগবান্ আমাক কড়াকের ভিখারি
 এই মত পাখি আমি পুসিবার না পারি ॥
 বার বছর হইলাম আমি বৈদেশে আসিয়া । ১৭১৫
 আমাক না দেখি পঙ্খি গেইছে মরিয়া ॥§
 গুপিচন্দ্র গুপিচন্দ্র বলি পঙ্খি তুলিয়া কৈল রাও ।
 চমৎকৃত হৈল তবে রাজার সবব গাও ॥

* গ্রীয়াসর্ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই—
 জলত নামিয়া দস্ত মাজ্জিবার লাগিল ।
 মাথার উপর পাখি রাজার উড়িবার লাগিল ॥

† পাঠান্তর—‘কপালে মারিয়া চড়’

‡ পাঠান্তর ‘এই মত’

§ এইখানে একটা পাঠের অতিরিক্ত অংশ এইরূপ —
 সার বলে শুন দাদা শুআ প্রানের ভাই ।
 চল দেখি ভারি বেটা জায় মহলক চলিয়া ।
 আমার ছায়া দেখি কান্দে গঙ্গাএ দাঁড়িয়া ॥

পাঠান্তরের পাওয়া যায় —

পাখি বলে শুন পিতা বলি নিবেদন ।
 তোমারি খবরে আইছি ভাই দুইজন ॥

এওখানে কেউ নাই রঙ্গের বাপ ভাই ।
 নাম ধরিয়া কে ডাকাইলি বঙ্গের গোসাঞি ॥ ১৭২০
 জ্যান কালে ধর্ম্মি রাজা পঞ্জিক দেখিল ।
 পঞ্জিক দেখিয়া রাজা বাহা আগায়ে দিল ॥
 জাদুরে—আমার নামে জদি বাহা আসছেন চলিয়া ।
 আইস আইস জাদুধন মোর বাহা পরসিয়া ॥
 তোমার চুম্বন খায়া ন্যাওঁ মুঞি বদন ভরিয়া ॥ ১৭২৫
 পঞ্জি বলে শুনেক ভাই বচন মোর হিয়া ।
 এমনি না পড়িম তোমার দুই বাহাতে জাএয়া ॥
 কে তোর মাতা কে তোর পিতা পরিচয় দে গঙ্গাএ দাড়ায়া ।
 শুনিয়া পড়িম তোর দুই বাহাতে জাএয়া ॥
 সাইল শুআ পঞ্জি জখন পরিচয় চাইল । ১৭৩০
 গঙ্গাএ দাড়ায়া রাজা পরিচয় দিল ॥
 জাদুরে— মানিকচন্দ্র রাজার স্ত্রী মএনামতি মাই ।
 মনেয়ার পুত্র আমি গুপিচন্দ্র রাজা ।
 রতুনা পতুনা রানি মোর হয় ভারজা ॥
 মাএর জোআবে আসছুঁ হাড়ি গুরুর সঙ্গে উদাসিন হৈয়া ॥ ১৭৩৫
 জ্যান কালে পঞ্জি জোড়া পারিচয় পাইল ।
 উড়াও দিয়া দোন ভাই বাহাএ * পড়িল ।
 পঞ্জির চুম্বন মহারাজা বদন ভরি খাইল ॥
 জাদুরে—মহাল হতে আনছে গুরু বুধ ভরসা দিয়া ।
 বড় দুস্ক দিছে গুরু বিদেশে আনিয়া ॥ ১৭৪০
 প্রথম দুস্ক দিছে আমাক জঙ্গল বাড়ির মাজে ।
 তার পরে দুস্ক দিছে তপত বালার মাজে ॥
 তার পরে দুস্ক দিছে কলিঙ্কার বন্দরে ।

* গ্রীষ্মার্ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে 'বাহাএ' স্থলে 'বাজুত' ।

বান্দা খুইয়া পালাইছে গুরু হিরা নটির ঘরে ॥ *	
সেই হিরার পরিতে আশুন পাটের সাড়ি ।	১৭৪৫
মোর রাজার পরিবার হইছে বার গাঠিয়া ধড়ি ॥	
পাপের বিছনা ফ্যালাওঁ মুঞিঃ পাপের গনোঁ কড়ি ॥	
সেই জে নটির কড়ি জয় মালায় গনিয়া চায় ।	
তাহার মধ্যে জদি জাতু একনা খানা পায় ।	
সাতবার কানা কড়ি আমার চক্খে ঘেসোরায়ে ॥	১৭৫০
খাকিবার শয়ন দ্যাছে আমাক ছাগলের খুপুরি ।	
মাঘ মাসিয়া জারত দ্যাছে আমাক বুড়া একখান চটি ॥	
জাতুরে ছাগলের লগ্গি গাও হএছে মোর হরিদ্রা বরন ।	
কোদাল চেছি মএলা পড়ছে শরিলের উপর ।	
ঝেচু পাখি বাসা কইছে মস্তকের উপর ॥	১৭৫৫
দিনান্তরে জাএয়া দ্যাছে একখানি সিদা ।	
অকারিয়া চাউল দ্যায় মোক বিচিয়া বাস্তকি ।	
বিচিয়া বাস্তকি দ্যায় মোক পুড়ি খাইতে সানা ।	
তাহাতে কইছে নটি লবন তৈল্ল মানা ॥	
নয়া সিকিয়া বাউন্ডা দ্যাছে পিতলের নাগিরি ।	১৭৬০
বার বছর জল উবাওঁ হিরা নটির বাড়ি ॥	
জাতুরে—বার ভার জলের মধ্যে জদি এক ভার কম পায় ।	
সাতটা মদ নাগি দিয়া সাতবার ফিলায় ॥	
জাতুরে—বার ভার গঙ্গাজল জোগাব নিজিয়া ।	
আট ভাড়ু আয় ধরে আমাক চিত্র করিয়া ॥	১৭৬৫
হিরা নটি গাও ধোয় আমার বুক্খেতে চড়িয়া ।	
দ্যাখেক জাতু পাঞ্জারের খাটি মোর ফ্যালাছে ভাঙ্গিয়া ॥	

* পাঠান্তর —

হাড়ি গুরু আনি খুইছে আমাক হিরার ঘরে বান্দা ।

আমার কপালে হইছে এই বিড়ম্বনা ॥

পিতা, খুয়েন তোমার ছুস্কের কথা এক দিক্ করিয়া ।	
ছেনান কর পিতা ঠাকুর জলপান খাই বসিয়া ॥	
ভোগ নাড়ু তেস্টা নাড়ু দিছে আমার বাজুত বান্দিয়া ।	১৭৭০
ছেনান কর তিন বাপতে নাড়ু খাই বসিয়া ॥	
এলায় জদি ধড়ি কোনা হিরা ভিজা পায় ।	
সাত পহর হিরার ভাড়ু আ আমাক কিলায় ॥	
জাহুরে—এলায় জদি গাও ধোও* ন্যাংটি ভিজিয়া ।	
পাচ জুতা মারবে নটি চালতে টাঙ্গাইয়া ॥	১৭৭৫
পাঞ্জর জিদ্দি মহারাজা সহিবার না পাইল ।	
বার গাইটা ন্যাংটি ডাঙ্গাত খসাইয়া থুইল ॥*	
একখান জিগার ছাল নিলে পরিধান করিয়া ।	
গাও ধুইছে মহারাজ গঙ্গাএ নামিয়া ॥	
চক্খু মুদি মহারাজ দৌড়িয়া ঝম্প দিল ।	১৭৮০
পাঞ্জা দিয়া জল পাখি ছেকিবার নাগিল ।	
ঠোঁট দিয়া গাএর মএলা কাটিবার নাগিল ॥	
গাএর মএলা দিয়া তিন বাগের জল ঘোলা করিল ।	
এক ডুব দুই ডুব তিন ডুব দিল ॥	
রাজার ঞ্যাংটি ধোপানি চিলাত উড়িয়া নিগ্যাল ॥†	১৭৮৫

* পাঠান্তরে—

বার গাইঠা ধড়ি শুদ্ধা রাজা সিনানে নামিল ।

† পাঠান্তর —

পুল্লিমার চন্দ্র জ্যান জলিয়া উঠিল ।

সরু সরু ছুই মানিক মুখ দিয়া পড়িল ॥

সরগের ঞ্চাবগন জয় জয় হইল ।

রাহু কেতু শনি রাজার ছাড়িয়া পালাইল ॥

রাজার ছেলানে গঙ্গা মাতার চল বাড়িয়া গ্যাল ।

বার গাঠি ধড়ি রাজার সোতে নইয়া গ্যাল ॥

উড়াও দিয়া পখি জোড়া বুক্খ ডালে পইল ।

অকারন করিয়া রাজা কান্দিতে নাগিল ॥

রাজার ঞাংটি ধোপানি চিলাত নিলেন উড়িয়া ।
 সেও ঞাংটি দিল মাজ দরিয়ায় ছাড়িয়া ॥
 আগব বোয়াইলে ন্যাংটি ফ্যালাইল গিলিয়া ।
 ন্যাংটি বুলি কান্দে রাজা গঙ্গাএ দাড়ায়া ॥
 জাতুরে পরিবার দিছে আমাক বার গাইঠা ধড়ি । ১৭৯০
 মারগে ভিজাই মারগে শুকাই আর নাই জে পরি ॥
 এই ঞাংটি নিগ্যাল মোর চিলায় উড়ায়া ।
 কি পিন্দিয়া জাব নটিক মহলক নাগিয়া ॥
 ঞাংটি বুলিয়া রাজা কান্দিতে নাগিল ।
 রাজার কান্দনে গঙ্গা মাতার দয়া জরমিল ॥ ১৭৯৫
 শশ্য করি ধবল বস্ত্র দিলেত ভাসাইয়া ।
 ঐ বস্ত্র নিলে রাজা পরিধান করিয়া ॥*
 হাসিয়া উঠিল রাজা ডাঙ্গার নাগিয়া ।
 তিনো বাপতে জল পান খান ডাঙ্গাত বসিয়া ॥
 নাড়ু খাইয়া রাজার হরসিত মন । ১৮০০
 দরিয়ার জল দিয়া রাজা করিল আচমন ॥
 নাকর পাকর † দুইটা পাত আনিল ছিড়িয়া ।
 দাদ দিয়া কলম মাঠাইলে বসিয়া ॥
 ডাইন হস্ত দিয়া রাজা বাওঁ উরাত ফাড়িল ।
 ঐ অক্ৰ দিয়া নেখন নেখিবার নাগিল ॥‡ ১৮০৫

* পাঠান্তর —রাজার কান্দন দেখি মদন গোপালের দয়া হৈল ।

বাজার নেংটি মদন গোপাল আনিয়া জোগাইল ॥

এই বস্ত্র নিলে রাজা পরিধান করিয়া ॥

† পাঠান্তরে —‘নাইকেলের পাইকোর’ ।

‡ পাঠান্তর —অক্খয় বটের পাত হুকুনা আনছে ছিড়িয়া ।

আপনার কানেয়া আঙ্গুল নিলে দস্তে ফারিয়া ॥

জত হুকু দিলেন পত্রে লিখিয়া ॥

রত্ননা রানির পত্র গ্রাথে হাসিয়া খেলিয়া ।
 আর না জাব রানি মহলক ফিরিয়া ॥
 নিচ্ছয় তুমি হিল্লা করেন ভাই খেতুয়াটে জাএয়া ॥
 জ্যামন রাজাই ছাড়িয়াছি নাট মন্দির ঘরে ।
 ত্রেগুন রাজাই পাছি আসি বৈদেশ সহরে ॥* ১৮১০
 এখন জননির পত্র গ্রাথেন কান্দিয়া কাটিয়া,—
 স্নুমাও হইলে নিবেন উদ্ধার করিয়া ।
 কুমাও হইলে থুইবেন পাপত ফ্যালায়া ॥
 ওগো মা—মহল হৈতে আনছে গুরু বুধ ভরসা দিয়া ।
 প্রথম দুস্ক দিছে আমাক জঙ্গলে ফ্যালায়া । ১৮১৫
 তার পর দুস্ক দিছে তপত বালার মাজে ।
 তাহার পর দুস্ক দিছে কলিঙ্কার বাজারে ॥
 বান্দা থুইয়া পালাইছে গুরু হিরা নটির ঘরে ॥
 সেই হিরার পরিতে হৈছে বার গাইটা ধড়ি ।
 মারগে শুকাই মারগে ভিজাই আর নাই জে পরি ॥ ১৮২০
 থাকবার শয়ানে দিছে মোক ছাগলের কুটুরি ।
 মাঘ মাসিয়া জারত দিছে মা বুড়া এক খান চটি ॥
 মা, ছাগলের লগ্গি গাও হইছে মোর হরিদ্রা বরন ।
 কোদাল চাচি মএলা পইছে মোক শরিলের উপর ।
 ঝেচু পঞ্জি বাসা কইছে মা মোর মস্তকের উপর ॥ ১৮২৫
 দিনান্তরে দ্যায় মা এক খানা সিদা ।

গ্রীয়ার্দন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে —

নাকিড়ি পাকিড়ি পাত আনিলেন ছিড়িয়া ।
 দাঁত দিয়া খাগড়ার কলম মাঠাইলে বসিয়া ॥
 কাজী অম্বুলী দিয়া বাঁও উড়াত ফাড়িল ।
 ঐ রক্ত দিয়া লেখন লিখিবার লাগিল ॥

* পাঠান্তর —

ত্ননা রাজা হছি আঁম শ্রীকলার বন্দরে ॥

অকালিয়া চাউল দ্যায় মা বিচিয়া বাস্তকি ।
 বিচিয়া বাস্তকি দ্যায় মা পুড়ি খাইতে সানা ।
 তাহাতে করিয়া দিছে লবন তৈল্ল মানা ॥
 মা,—নয়া সিকিয়া বাউঝা দিছে মোক পিতলের নাগরি । ১৮৩০
 বার বছর জল উবাইছেঁ । হিরা নটির বাড়ি ॥
 বার ভার গঙ্গার জল জোগাওঁ নিজিয়া ।
 আট ভাড়ু আয় ধরে মোক চিত্র করিয়া ॥
 হিরা নটি গা ধোয় মা মোক বুক্খতে চড়িয়া ।
 পাঞ্জারের খাটি মা মোক ফ্যালাইছে ভাঙ্গিয়া ॥ ১৮৩৫
 বার ভার জলের মধ্যে জদি এক ভার কমি পায় ।
 সাত মদক নাগি দিয়া সাত বার কিলায় ॥
 সূক্কের নেখন নিথিয়া দিলে শুআর বরাবর ।
 ছুক্কের নেখন নিথিয়া দিলে সারির বরাবর ॥*
 জখন পখি জোড়া লিখন পাইল । ১৮৪০
 পিতার চরনে পখি প্রনাম করিল ॥
 জল ধরিয়া ভারি বেটা নটির মহলক গ্যাল ।
 আট ভাড়ু আয় ধরছে রাজাক চিত্র করিয়া ।
 হিরা নটি গাও ধোয় বুক্খত চড়িয়া ॥
 মহলক নাগিয়া পখি জাএছে উড়িয়া । ১৮৪৫
 মাটিতে পড়িয়া পখি উড়াও কারাইল ।
 ফেরুসাতে জাএয়া পখি খাড়া হৈল ॥

* পাঠান্তর —

সারন উঠিয়া বলে শুয়া প্রানের ভাই ।
 কোনটা হয় হিরা নটি চল দেখিবার জাই ॥
 উড়াও দিয়া জাইয়া পখি নটির বাঙ্গলাএ পড়িল ।
 নানা শব্দে বুলি বুলিবার লাগিল ॥
 ঘর হ'তে হিরা নটি বাহেরাএ ব্যাৰাল ।
 বান্দি বান্দি বলে নটি ডাকাবার নাগিল ॥

বাঁশের চরকা নিছে মএনা বাঁশের টাকুয়া ।

শিমুলের তুলা নিছে এ পাইজ করিয়া ।

বুড়ি মএনা চরকা কাটে ছুআরে, বসিয়া ॥

১৮৫০

মুখের আগে জাএয়া, পঙ্খি লিখন ফ্যালায়া দিল ।*

পঙ্খিক দেখিয়া মএনা গাইলাইতে নাগিল ॥

কোন ভাউজের বেটি ভাউজ দিছে পঙ্খি ছাড়িয়া ।

সে ভাউজক মারুম এলায় নোআর ছড়ি দিয়া ॥

সার বলে শুন দাদা শুআ প্রানের ভাই ।

১৮৫৫

পিতার খবর ওহে দাদা আন্নু নিথিয়া ।

মাও জে মারিবার চায় নোআর ছড়ি দিয়া ॥

দ্যাখ দ্যাখ এ বুড়ি শালি তোর মুগু খান পড়িয়া ।

তার পর জাএয়া মারিস নোআর ছড়ি দিয়া ॥

কি কর বান্দির বেটি কার প্রানে চাও ।

ভাল পখি আসিয়া পইল মোর মন্দিরের পর ।

পখি ধরিয়া থোবো পিঞ্জেরার ভিতর ॥

হুগ্দ চাউল নইয়া নটি ডাকিবার নাগিল ।

উড়াও দিয়া দুই পখি নটির দুই বাহাএ পড়িল ॥

হুগ্দ চাউল খায় পখি ট্যার চক্খে চায় ।

ডা'ন হস্ত দিয়া নটি পখি ধরিবার চায় ।

বাওঁ চক্খু ধরিয়া নটির পখি উড়িয়া পালায় ॥

আইও বাবা বলিয়া নটি কান্দিতে নাগিল ।

ওঠে আসিয়া পখির হরসিত মন ।

মেচপুরের রাজ্যে গিয়া দিল দরশন ॥

মেচ পাড়া জাইয়া পখি নয়ান তুইলা চায় ।

আপনার বাড়ি ঘর থানিক ঝাথা জায় ॥

ওঠে থাকিয়া পখির হরসিত মন ।

মুন্দরির মহলে জাইয়া দিলে দরশন ॥

* গ্রীষ্মার্দন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—

চাপ ছন্দা করিয়া লেখন দিল ফেলাইয়া ।

জ্যান কালে বুড়ি মএনা একথা শুনিল ।	১৮৬০
চরকা কাটা নড়ি দিয়া লিখন টানিয়া আনিল ।	
রক্খর ধরিলে মএনা রক্খর চিনিল ॥	
চরকা টাকুতা বুড়ি মএনা কপালে ভাঙ্গিল ।*	
রানির মহলক নাগি পশ্চি উড়াও দিয়া গ্যাল ॥	
জ্যান কালে রচুনা রানি পশ্চিক দেখিল ।	১৮৬৫
রানির পত্রণ পশ্চি জোড়া রানিরে ফ্যালায়া দিল ॥	
রক্খর ধরিয়া রানি রক্খর পড়িল ।	
খটু খটু করি দোনা বইনে হাসিয়া উঠিল ॥	
দিদি আরতো না আসবে রাজা দ্যাশে চলিয়া ।	
হিল্লা করবার কএছে আমাক খেতুআর কাছে জাএয়া ॥	১৮৭০
জ্যামন বোলে রাজাই ছাড়ি গেইছে বৈদেশ নাগিয়া ।	
ত্রিগুন রাজাই পাইছে দিদি বৈদেশত জাএয়া ॥	
জ্যামন বোলে রানি ছাড়ি গেইছে নাট মন্দির ঘরে ।	
ত্রিগুন রানি পাইছে রাজা বৈদেশ সহরে ॥	
দিদি এমনি জদি দুই বইনে জাইতো মরিয়া ।	১৮৭৫
তবু খেতুক ভাত খাব না পাটতে বসিয়া ॥	
এই পথি জোড়া নিব সপ্তে করিয়া ।	
কোঠে আছে মহারাজ দেখিব আসিয়া ॥	
জে দ্যাশেতে খাইবে রাজা রাজস্ব করিয়া ।	
ঐ রানির খাইব দিদি বান্দি রুপ হৈয়া ॥	১৮৮০
ঐ দ্যাশত নাগি দিদি জাবতো চলিয়া ॥	
এক দণ্ড, দুই দণ্ড, তিন দণ্ড হৈল ।	
ক্রোদ্ধমান হৈয়া মএনা ক্রোদে জলি গ্যাল ॥	

* পাঠান্তর —

কপালে মারিয়া চড় কান্দন জুড়িল ।

+ পাঠান্তরে 'রানির পত্র' স্থলে 'স্বক্কের লেখন' ॥

আমার ছাইলাক নিগাইছে বৃধ ভরসা দিয়া ।
 এই দুস্ক ক্যান ছাএছে বিদেশে নিজিয়া ॥ ১৮৮৫

সোআরিত করিয়া জাতুক সোল কাহারে বয় ।
 তাহার শরিলে কি এত দুক্খ সয় ॥
 তেমনিয়া মএনা বুড়ি এই নাওঁ পাড়াব ।
 তিন দিনকার মধ্যে ছাইলাক আনায়া নিব ॥
 মহামন্ত্র গিয়ান মএনা হৃদএ জপিল । ১৮৯০
 কপাল ফাড়িয়া মএনা ধেয়ানত বসিল ॥
 ধেয়ানের মএনামতি ধেয়ান করি চায় ।
 ধেয়ানের মধ্যে হাড়ির পাতালে নাগাল পায় ॥
 বজ্র চাপড় হাড়িক মএনা মারিলে তুলিয়া ।
 ধেয়ানে ছিল হাড়ি উঠিল চমকিয়া ॥ ১৮৯৫
 হাড়ি বলে হয় বিধি মোর করমের ফল ।
 আমার নাকান সিদ্ধা নাই সায়ালের ভিতর ।
 তপ ভঙ্গ ক'লে কাঁয় আমাক ঘড়িকের ভিতর ॥
 ধেয়ানের হাড়ি সিদ্ধা ধেয়ান করি চায় ।
 ধিয়ানের মধ্যে হাড়ি মএনার নাগাল পায় ॥* ১৯০০
 হাড়ি বলে হয় বিধি মোর করমের ফল ।
 রাজার ছেইলাক বান্দা থুইছেঁ। হিরা নটির ঘরে ।
 মইল কি বস্তিল ছেইলা না গ্যালাম খবরে ॥

* গ্ৰীয়াসর্ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠ—

ধ্যানত ময়না বুড়ী ধ্যান করি চায় ।
 চৌদ্দ তাল জলর ভিতর হাড়ির নাগাল পায় ॥
 খরুপা জ্ঞান মাইলে তুলিয়া ।
 চাক ভাঁয় হাড়ি সিদ্ধার ফেলাইল কাটিয়া ।
 সরদি সাগর দিয়া যাছে ভাসিয়া ।
 চুল জোড়া ধরিয়া ময়না ডাঙ্গাত উঠাইল ॥

তালের গাছ খুইলে হাড়ি পৃথিমিতে গাড়িয়া ।

উঠিলে হাড়ি সিদ্ধা গাও মোড়া দিয়া ॥

১৯০৫

সাজ সাজ বলিয়া সিদ্ধা হাড়ি সাজিতে নাগিল ।

বা ওন্নমনি কাঁথা নিল কোমরে বান্দিয়া ।

আশিমনি সোড়া নিলে কপালে ডাবিয়া ॥

নয়মনিয়া খড়ম নিলে চরনে নাগায়া ।

মন পঞ্চাশে ভাস্কের গুড়া মুখের মধ্যে দিয়া ।

১৯১০

কলসি দশেক জল দিয়া ফালাইল গিলিয়া ॥

আর গৈড় মার গৈড় তিন গৈড় দিয়া ।

বজ্জর চাপড় হাড়িক কসিয়া মারিল ।

ধ্যানত আছিল হাড়ি চমকিয়া উঠিল ॥

ধ্যানত হাড়ী গুরু ধ্যান করি চায় ।

ধ্যানর মাঝত ময়নার লাগাল পায় ॥

বাঁও যাঁও দিদি রাজাক নাগিয়া ।

তোর বেটাক উদ্ধার করিলে পিছে খামু গাঞ্জা ॥

পাঠান্তর —

আগে ছেইলাক উদ্ধারিয়া পিছে গাঁজা খাব ।

ইহার পর গ্রীয়াসর্ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—

যদি কালে ছাইলার জ্ঞান অন্ন দেখিব ।

চাই ভয় করিয়া হাড়ি তোক যম ঘর পাঠাব ॥

পাঠান্তরে পাই—

বাজ্জন্তু চাপড় মিত্তিঙ্গাএ মারিল ।

পাতালেতে সিদ্ধার আসন নড়িল ॥

বট খাগরা গাওত ডাঙ্গাইতে নাগিল ।

সাজ সাজ বলি সিদ্ধা সাজিতে নাগিল ॥

দিদির ছাইলাক বন্দক খুইছি হিরা নটির বরে ।

এই কারনে ডাঙ্গায় দিদি কানে আর কপালে ॥

তেমনিয়া হাড়ি সিদ্ধা এই নাও পাড়াব ।

দিদির ছাইলাক আনি দিয়া তেমনি লজ্জা দিব ॥

পুঠি চৌদ্দ ধুলা নিলে হিরদে মাথিয়া ।
 ওঠে এলা হাড়ি সিদ্ধা গা মোড়া দিয়া ॥
 সগ্গতে ঠেঁকিল মাথা ছুটুস করিয়া ॥ ১৯১৫
 একনা পাও বাড়ায়া ফ্যালায় আশে আর পাশে ।
 আর এক পাও বাড়াইয়া ফ্যালায় বিরাশি কোশে ॥
 জেওখানে হাড়ি সিদ্ধা পাও ফ্যালায়া জায় ভারি ।
 সেওখানে হএ জায় কুমল পুকরি ॥
 ছয় মাসের আস্তা হাড়ি ছয় দণ্ডে গ্যাল । ১৯২০
 কন্তোয়ার ঘাটে জাএয়া সিদ্ধা খাড়া হৈল ॥
 মহামন্ত্র গিয়ান নিলে রিদএ জপিয়া ।
 ন্যাঙ্গা ঘাটিয়ালা হৈল কায়া বদলিয়া ॥
 বার ভার জলের মধ্যে রাজার এক ভার কমি আছে ।
 জল ভারের বাদে রাজা এ দৌড় ধরিছে ॥ ১৯২৫
 ঘাটের পর জাএয়া রুপস্থিত হৈল ।
 নয়নেক গুরুক দেখি গুরুক চিনিল ॥
 নয় সিঁকিয়া বাউন্ডা দিলে জলতে ভাসায়া ।
 পিতলের নাগিরি রাজা ডাঙ্গিয়া ভাঙ্গিল ।
 গুরুর চরনে ধরি রাজা কান্দিতে নাগিল ॥* ১৯৩৫
 রাজার কান্দন দেখি গুরুর দয়া হৈল ।
 বাও ছধরে হাড়ি সিদ্ধা রাজার গবেব সোন্দাইল ।
 পাপ অপরাধ কিছুই না পাইল ॥

* গ্ৰীষ্মার্ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—

মাথার চুল রাজা ছই অর্ধ করিল ।
 হাড়ির চরনত রাজা পড়িল ভজিয়া ॥
 ত্রৈ ধর্মি রাজাক ঝোলঙ্গায় ভড়িয়া ।
 নটীর মহলত গেল চলিয়া ॥

টোরা মাছ করিয়া রাজাক বুলিত ভরি নিল ॥ *
 হিরা নটির মহলক নাগি পশু ম্যালা দিল । ১৯৩৫
 লকুড়ি খসায়া দামাক ডাং দশেক দিল ॥ †
 হিরা জিরা ছুই বোইন চমকিয়া উঠিল ।
 ঝারির মুখের গামছা দিয়া বান্দিক ফিকাইল ॥
 জাও জাও বান্দি বেটি বাহিরাক নাগিয়া ।
 কোন দ্যাশের রাজা আইসছে আইসত দেখিয়া ॥ ১৯৪০
 নটির বাক্য বান্দি দাসি ত্রথা না করিল ।
 বাহেরাক নাগিয়া বান্দি গমন করিল ॥
 হাড়ি সিদ্দাক দেখি বান্দি চমকিয়া উঠিল ।
 ভিতর অন্তর জাএয়া নটিক বলিতে নাগিল ॥ ‡

* পাঠান্তর—

হাড়ি বলে হারে বাছা রাজ হুলালিয়া ।
 কান্দন না বাপধন কান্দন থেমা কর ।
 তোর কান্দনে আমার শরিল হইছে জরজর ॥
 কপাল ফাড়িয়া রাজার ফুলবড়ি বসাইল ।
 সোনার ভোমরা করিয়া রাজাক হাড়ি ঝোলঙ্গায় ডুবাইল ॥
 নটির মহলক নাগি জাত্রা করিল ॥

+ গ্রীয়াস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে এইখানে পাই—

নটীর মহলত যায় হাড়ি ছঙ্কার ছাড়িল ।
 ছম ছম করি পুরি নড়িবার লাগিল ॥

‡ পাঠান্তর—

হুআরের জোড় নাগরা নটির ডান্সিয়া ভাঙ্গিল ।
 দুইজনা হিরার বান্দি সাজিয়া ব্যারাইল ॥
 ব্যারাইয়া বান্দির ঘর হাড়িক দেখিল ।
 গৈড়মণ্ড হইয়া বান্দি হাড়িক প্রনাম করিল ॥
 হাড়ি বলে হারে বান্দি তোর গালে পড়ুক চড় ।
 দৌড় পাড়িয়া খবর জানাও তোর হিরার বরাবর ॥

ওগোমা,—নাই আসে রাজা বাসুনা নাই আসে সাজিয়া ।	১৯৪৫
ও খেপির বৈরাগিটা আসছে সাজিয়া ॥	
জানকালে হিরা নটি হাড়ির নাম শুনিল ।	
হাতে মাতে দোনো বইনে চমকিয়া উঠিল ॥	
বান্দির তরে কথা বলিতে নাগিল ॥	
কিবা কর বান্দি বেটি নিছন্তে বসিয়া ।	১৯৫০
পাচখানি পোসাক নে ঝাম্পাএ করিয়া ॥	
তাল খইলা নে বান্দি তুই কোটরা ভরিয়া ।	
বাইরে বাইরে জা কভোয়ার ঘাটতো নাগিয়া ॥	
তাল খইলে মহারাজাক নে ছিনান করিয়া ।	
পাচখানি পোসাক দেইস পরিধান করিয়া *	১৯৫৫
কানপাই ঘোড়াত চড়ি আন তো জলদি করিয়া ॥ †	
হিরা নটি জখন বান্দিক লুকুম করিল ।	
কানপাই ঘোড়া বান্দি সাজাইতে নাগিল ॥	
পাচখানা পোসাক নিলে ঝাম্পায় করিয়া ।	
তাল খইলা নিলে বান্দি কোটরাএ ভরিয়া ॥	১৯৬০

কড়ি বার কড়া নেউক ওর দরজায় গনিয়া ।
 আমার ঘরের সুন্দর চ্যালা দেউকতো আনিয়া ॥
 দৌড় পাড়িয়া বান্দির বেটি থবর জানাইল ।
 জেই রাজা বান্দা খুইছে হাড়ি লঙ্কেশ্বর ।
 সেই হাড়ি আইছে তোমার দরজার উপর ॥

* পাঠাস্তর—

মেহি মেহি কাপড় ন্যাও বোকনা করিয়া ।
 আচ্ছা জতনে রাজাক সেনান করাইয়া ।
 জেইঠে জেখান কাপড় শোভে সউক ন্যাও পরিয়া ॥

† পাঠাস্তর—

পাছ দয়ার দিয়া রাজাক আইস ধরিয়া ।

পাছ দেউড়ি দিয়া জাএছে ঘাটক নাগিয়া *
 নয়া সিকিয়া বাউঝা ব্যাড়াএ জলতে ভাসিয়া ॥
 পিতলের গাড়ু আছে ডাঙ্গাত গুড়া হএয়া ॥
 ইহাকে দেখিয়া বান্দি ফিরিয়া ঘরত গ্যাল ।
 হিরা জিরা দুইটা নটিক বলিতে নাগিল ॥ ১৯৬৫
 মা জে দুস্ক দিলেন রাজাক নাটমন্দির ঘরে ।
 দুস্ক পাএয়া মরি গেইছে দরিয়া মাঝারে ॥
 পিতলের গাড়ু দুটা আছে ডাঙ্গাত গুড়া হৈয়া ।
 নয়া সিকিয়া বাউঝা ব্যাড়ায় জলতে ভাসিয়া ॥
 দুস্ক পাইয়া রাজার ছাইলা গেইছে মরিয়া । ১৯৭০
 কি জব দিবেন এখন হাড়ির সাক্খাত জাএয়া ॥
 ফিরি আসি বান্দি দাসি একথা বলিল ।
 অস্তর ধিয়ানে হাড়ি জানিতে পাইল ॥
 তুর তুর বলি সিদ্ধা গিজ্জিতে নাগিল ।
 নটি,—বার কড়া কড়ি নে তোর হিসাব করিয়া । ১৯৭৫
 জনদি আমার ছেইলাক জোগাওতো আনিয়া ॥
 চালা বলি হাড়ি সিদ্ধা গিজ্জিতে নাগিল ।
 সোনার খড়ম পাএ দিয়া নটি চটকিয়া ব্যারাল ॥*

* পাঠান্তর—

পাছ দুয়ার দিয়া বান্দি গ্যাল চলিয়া ।

আগ দুয়ারে হিরা নটি ব্যারাইল সাজিয়া ॥

* গ্রীষ্মার্দন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে বান্দীর নিকট হাড়ির আগমনবার্তা

শুনিবার পর—

এই কথা সুনিয়া নটা কোন কাম করিল ।

ঘরর ভিতর নটা লুকিয়া রহিল ॥

নটা লুকাইয়া রহিল মনে আর মনে ।

হাড়ি সিদ্ধা জানিতে পাইল অস্তর ধ্যানে ॥

হাতর আসা নড়ি মারিল তুলিয়া ॥

এলায় তোমার চ্যালা আছিল পালঙ্কে বসিয়া ।
 পাশা খ্যালাৰ জন্তু গ্যাল বন্দর নাগিয়া ॥ †
 ঝোলাত থাকি ধম্মিৰাজা নড়ে আর চড়ে ।
 বাম বগল দিয়া সিদ্ধা চিপি চিপি ধরে ॥ ‡
 এক দণ্ড থাক জাহ্নু ধৈরন ধরিয়া ।

১৯৮০

তোক বলেঁ আসা নড়ি বাক্য মোর ধর ।
 হাত গলত বান্ধিয়া হিরা নটিক হাজির কর ॥
 এক আজ্ঞা পাইলে সহস্র আজ্ঞা পাইল ।
 গর্জিয়া হিবানটীর মহলত সোন্দাইল ॥
 ঢেকাইতে ঢেকাইতে নটি বাইর কৈরে আনিল ।
 বার কড়া কড়ি হাড়ী তখন উঠাইল ॥
 বার বৎসরিয়া খত নটী আনিয়া ষোঁগাইল ।
 বার কড়া কড়ী গনিয়া নটীর হাতত দিল ॥
 নটীর হাতর খতখান হাড়ীর হাতত দিল ।
 রাম রাম বলিয়া খত ফাড়িয়া ফেলাইল ॥

† পাঠান্তর

তোমার ঘরের চ্যাংরাকোন অঙ্গ বড় রসিয়া ।
 কড়ি ধরি খ্যালাবার গ্যাছে বন্দরের ভিতর ॥
 হাড়ি বলে হারে নটি তোর গালে পড়ুক চড় ।
 হয় মোর অসিয়া ছোঁড়া জোঁগাও আনিয়া ।
 কড়ি বার কড়া ন্যাও তোমার দরজাএ গনিয়া ॥
 নটি বলে হারে হাড়ি কার প্রানে চাও ।
 বড়াবড়ি কথা কইস তুই আমাব বরাবর ।
 তোমার চ্যালা আমার সঙ্গে ক'ছে নড়ানড়ি ।
 ঝুলি কাঁথা বেচাইয়া নিম তোর খরচের কড়ি ॥
 জখন ঐ হিরা নটি ডম্ফ কথা বলে ।
 ঝোলঙ্গায় থাকিয়া রাজা খচর মচর করে ॥

‡ পাঠান্তরে 'বাম বগলে' স্থলে 'বাম উরাত' ।

আর গোটা চারিক গল্প সালির মুঞি শোনে। বসিয়া ।*।
 হিরা বলে—আজকার মোনে থাক বৈস্টম ধৈরন ধরিয়া । ১৯৮৫
 কাল প্রাতকে তোমার চ্যালাক দিবতো আনিয়া ॥
 তেমনিয়া হাড়ি সিদ্দা আমি এই নাওঁ পাড়াব ।
 দিনতে ত্রলায় আত্রি আমি ঘড়িকে করাব ॥
 সরগের তারা থুইলে সিদ্দা কোথায় লুকিয়া ।
 চান সূয্য থুইল সিদ্দা দুই কানে ভরিয়া ॥ ১৯৯০
 জল কুআ হাড়ি ম্যাঘ দিলেতো নাগিয়া ॥
 আত্রি করে ঝিকি মিকি কোকিলাএ কারে রাও ।
 শেত কাউআয় বলে রাত্রি প্রোভাও প্রোভাও ॥
 আমার চ্যালাক হিরা নটি আনিয়া জোঁগাও ॥
 নটি বলে শুন গুরু করি নিবেদন ।† ১৯৯৫

* পাঠান্তরে এই সময়ে হীরার বান্দির আবির্ভাব—
 পাছ দুআর দিয়া বান্দির ঘর আইল চলিয়া ।
 হাত ইসারা করি বান্দি ডাকাছে বসিয়া ॥
 কি গল্প নাগাছিস মা গুরুর বরাবর ।
 হুক্থ দেখিয়া রাজার পুত্র গেইছে মরিয়া ॥
 দুইঠে দুইটা কলস আছে ডাঙ্গাত ভাঙ্গিয়া ।
 সিকিয়া বাঙ্কুয়া ব্যাডায় জলত ভাসিয়া ॥
 হুক্থ দেখিয়া রাজার পুত্র গেইছে মরিয়া ।
 কোন গুন! চ্যালাক দেই এখন হাজির করিয়া ॥

† পাঠান্তর—
 একদণ্ড দুইদণ্ড তিন দণ্ড হৈল ।
 রাজাক দিবার না পারিয়া সিদ্দার চরনত পড়িল ।
 টোরা মাছের নাকান রাজা ঝুলি হতে পড়িল ॥
 গুরুর তরে কথা বলিতে নাগিল ॥
 গুরু, একনা হুকুম দ্যাও গুরু আমার বরাবর ।
 এক্কেব্যালায় নটি সালিক প্যাটাও রসাতল ॥

তোমার ঘরের ছেইলা অঁয় বড় রসিয়া ।
 বিন শিকারে ভাত না খায় রাজ দুলালিয়া ॥
 শিকার করিবার গ্যাল রাজা জঙ্গলের ভিতর ।
 মইল কি বন্তিল তার না পাই খবর ॥
 জদি কালে বোনের বাঘ খাইছে ধরিয়া । ২০০০
 কোন গুনা চ্যালাক দিম এলায় হাজির করিয়া ॥
 হাড়ি বলে হারে নটি কার প্রানে চাও ।
 খাইছে খাইছে চ্যালাক বাঘে তার নাই দায় ।
 কড়ি বার কড়া ন্যাও তোমার দরজায় ॥
 বার বচ্ছরকার খত খান জোগাও আনিয়া । ২০০৫
 আশিব্বাদ করিয়া জাইম কৈল্লাস নাগিয়া ॥
 জখন হিরা নটি একথা শুনিল ।
 আস্ত ব্যস্ত করি আনি খতখান জোগাইল ॥
 জখন হাড়ি সিদ্ধা খত দেখিল ।
 কড়ি বার কড়া হাড়ি দরজায় তুলিল ॥ ২০১০
 কড়ি বার কড়া দিলে হাড়ি হিরার হস্ততে তুলিয়া ।
 বার বচ্ছরকার খত খানা দিলে নটি হাড়ির হস্তে তুলিয়া ॥

হাড়ি সিদ্ধা বলে গুনেক জাহু আমি বলি তোরে ।
 জে ছুঙ্গ দিছে নটি তোক নাটমন্দির ঘরে ।
 তার সাজা ছাওছেঁ হাড়ি সিদ্ধা ঘড়িকের ভিতরে ॥
 কিবা কর নটির ভাড়ু আ নিছন্তে বসিয়া ।
 এক ভার গঙ্গার জল জোগাও আনিয়া ॥
 হাড়ি সিদ্ধার বাক্য ভাড়ু আ প্রথা না করিল ।
 এক ভার গঙ্গার জল আনিয়া জোগাইল ॥
 আট ভাড়ু আয় ধরলো নটিক চিত্র করিয়া ।
 নটির খড়ম নিল রাজা চরনে নাগয়া ॥
 নটির বুক্খে গাও ধোঁএছে রাজা দোমায়া দোমায়া ॥

জখন হাড়ি সিদ্ধা খত হাতে পাইল ।	
হরি বোল বলিয়া হাড়ি খত খান ফাড়িয়া ফেলিল ॥	
রাধা কৃষ্ণ বল বাপু রাম রাম বল ।	২০১৫
মহারাজার খত ফাড়লে হরি হরি বল ॥	
হাড়ি বলে হারে নটি কার প্রানে চাও ।	
এক ঝারি জল আন মস্তকে করিয়া ।	
আশিববাদ করিয়া জাওঁ মুই কৈল্লাসক নাগিয়া ॥	
এক ঝারি জল নটি বিরসে ভরিয়া ।	২০২০
মস্তকে করিয়া জল দিলে আনিয়া ॥	
জখন হাড়ি সিদ্ধা জল দেখিল ।	
হাত ধরিয়া ধম্মিরাজাক বাহির করিল ॥	
হাড়ি বলে আসা নড়ি কার প্রানে চাও ।	
শিষ্য গতি হিরা নটিক ধর চিত্তর করিয়া ।	২০২৫
বার বচ্ছর গাও ধুইছে ছেইলার বুকত চড়িয়া ॥	
এক দিন ছিনান করুক ধম্মিরাজ নটির বুকত চড়িয়া ॥	
রাজার হস্ত ধরি হাড়ি সিদ্ধা নটির বুকত চড়ি দিল ।	
জেই জল আনলে নটি মস্তকে করিয়া ।	
ঐ জল দিয়া ছিনান করুক রাজা ছুলালিয়া ॥	২০৩০
রাজাক ছেনানে নটি একতিল নড়িল ।	
কমরোতে পাও দিয়া নটির ছিড়িয়া ফেলিল ॥*	

* পাঠান্তরে এই স্থলে—

আগিলে ধড় ধ'ল্লে নটির হাড়ি ঠ্যাং দি চিপিয়া ।
 পাছিল ধড় দিলে সগ'গে উড়াইয়া ॥
 জা জা হিরার পাছিল তোক দিলাম বর ।
 জেই ঠ্যাংএ গাও ধুইছিস রাজার বুকত চড়িয়া ।
 এই ঠ্যাং ঝুলিয়া রয় তোর বুক'থর নাগিয়া ॥
 জখন হাড়ি সিদ্ধা এ কথা বলিল ।
 হাড়ির চরনে পাছিল প্রনাম করিয়া ।
 বউকধুর রুপে গ্যাল শুগ্গে উড়িয়া ॥

ছিনান করি মহারাজাক মিত্তিঙ্গাএ নামাইল ।*

নটির ভাড়ু আক সিদ্দা বলিতে নাগিল ॥

ভাড়ু আ নটির হুকুমে খড়ম পিড়া জোগাইছ আনিয়া ।

২০৩৫

জা জা ভাড়ু আ বেটা তোক দিলাম বর ।

কাটগুআ হৈয়া থাক তুই জঙ্গলের ভিতর ॥

জা জা হিরার বান্দি তোক দিনু বর ।

বেশা রুপ হইয়া থাকিস বন্দরের উপর ॥ †

ওগো হিরা নটি ধনের জোরোতে চড়ছেন ছাইলার বুকখের মাঝারে ।

২০৪০

• গ্রীয়াসর্ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই—

রাম রাম বলিয়া যেন জল মস্তকত ঢালী দিল ।

যত কিছু পাপ গুনা ছুরে চলিয়া গেল ॥

ছিনান করিয়া রাজার অঙ্গত হইল যতি ।

ভিজা বস্ত্র ফেলায়া পিন্দে স্কলা পাটর ধুতি ॥

হাড়ী বলে রাজার বেটা বাক্য মোর ধর ।

বারো বৎসর তপ করে নটী মহলর ভিতর ।

কিছু বাক্য সিদ্ধ কর নটীর বরাবর ॥

† পাঠান্তর—

জা জা তোর হিরার বড় বান্দি তোক দিলাম বর ।

চামচিকা বাছর হৈয়া থাক তুই গিরাস্তের ঘর ॥

জা জা ছোট বান্দি তোক দিলাম বর ।

ম্যাড়া হৈয়া থাক তুই গিরাস্তের ঘর ॥

শনিবারে মঙ্গলবারে তোর দড়ি জাবে ডেঠিয়া ।

আঠার বছরের শনি তাক ধরিস ঠাদিয়া ॥

গ্রীয়াসর্ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই—

যা যা চাপাই বান্দি তোক দিনু বর ।

বেশা হইয়া থাক রাজ্যর ভিতর ॥

জুমান কালত খাও কামাই করিয়া ।

সেস কালত ধরেক পাইক ভাতার ।

ছলিয়া গুড়িয়া ভান্দিবে তোর বত্রিস পাঞ্জর ॥

জা জা হিরা নটি তোক দিলাম বর।

জোড় বগদুল হইয়া থাক সয়ালের ভিতর ॥*

মুক্খে খাও মুক্খে হাগ মুক্খ শস্ জাও ।

এজনমের মধ্যে নটি রক্খা নাহি পাও ॥

জা জা হিরার ধন কড়ি তোক দিলাম বর ।

২০৪৫

খোলাহাটি সহর হইয়া থাক তুই রাজ্যের ভিতর ॥†

জখন হিরা নটিক অভিশাপ করিল ।

জোড় বগদুল হৈয়া উড়াও করিল ॥

হিরার বাড়ি হাড়ি নন ভন করিয়া ।

উদ্ধারোক নাগিয়া হাড়ি চলিল হাটিয়া ॥

২০৫০

কতেক দুর জায় হাড়ি কতেক পশু পায় ।

আর কতেক দুর জাইতে হাড়ি ফম করিয়া চায় ॥

বার বছর দুস্ক হইল ছেইলার হিরা নটির ঘরে ।

কিছু গেয়ান না দিনু ছেইলার বরাবরে ॥

• গ্রীয়াসন্ সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই—

বগদুল পাখি হইয়া থাক রাজ্যর ভিতর ॥

মনি বাক্য বৃথা না হইল ।

বগদুল রূপ হইয়ে সর্গত উড়ে গেল ॥

বামহস্ত দিয়া নটিক ধরিল ।

নটিক ধরিয়া ছইখান করিল ॥

আগ ধর দিলে সর্গত উড়াইয়া ।

পাছ ধর দিল দরিয়াত ফেলাইয়া ॥

দরিয়াত পড়িয়া নটা দোহাই ফিরাইল ॥

যা যা নটা তোক দিনু বর ।

চেকা মাছ হইয়া থাক জলর ভিতর ॥

† গ্রীয়াসন্ সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—

যা যা হিরা ধন কড়ী তোক দিনু বর ।

খোলাহাটি হইয়া থাক খোলাহাটি সহর ॥

এর মাও আছে মএনা গেয়ানে ডাঙ্গর ।	২০৫৫
গেয়ান পরিক্খা নিবে এর ঘড়িকের ভিতর ॥	
হাড়ি বলে হারে জাছু রাজ ছুলালিয়া ।	
কিছু ভিক্খা করেক এই বন্দরের ভিতর ।*	
গুরু শিস্তে খাই আমরা পশ্চের উপর ॥ †	
রাজা কহে গুরু গুরুপা জলন্তরি ।	২০৬০
ক্যামন করি খুজি ভিক্খা আমি নিন্নয় না জানি ॥	
হাড়ি বলে হারে জাছু রাজ ছুলালিয়া ।	
দর্ক্খন দেশি রথিত আমরা নামে ত্রম্মচারি ।	
ভিক্খা খুজিতে আমি সরম না করি ॥	
এই তুম্বা নেরে জাছু হস্তে করিয়া ।	২০৬৫
ভিক্খা ভিক্খা করি উঠিস চাঁচাইয়া ॥	
চাউল কড়ি দিবেক তোক বিস্তর করিয়া ॥	
গুরুর বাক্য ধম্মিরাজা ত্রথা না করিল ।	
ভিক্খা মাগিবার জন্ত নগরেতে গ্যাল ॥	
হাড়ি বলে জয় বিধি কস্মের বুঝি ফল ।	২০৭০
নয়া শিস্তের মন বুঝি পশ্চের উপর ॥	

* পাঠান্তর—

হিরা নটিক ধন দিল খোলা করিয়া ।
 এই ধন রাখি দিল তেপখি রাস্তাএ ফেলিয়া ॥
 রাজাক ধরিয়া জাইছে হাড়ি সিদ্ধা আপনাক মহলক নাগিয়া ॥
 কতক ছুর জাইয়া সিদ্ধা কতক পহু পাইল ।
 —রাজার তরে কথা বালিতে নাগিল ॥
 ওরে গোপিনাথ,—তুমি একটি কস্ম কর—
 এক ডণ্ড আছি আমি পথে বসিয়া ।
 কিছু ভিক্খা মাগি আন নগরেতে জাইয়া ॥

† গ্রীয়াস'ন সাহেবের প্রকাশিত পাঠে—

‘রাঙ্কি খাই পরদা সহর’—‘পরদা সহর’ সম্ভবতঃ লিপিকর প্রমাদ ।

বড় রুপ্ন আছে জাদুর শরিলের উপর ।
 গিরির ঘরের বউ বেটি সব করিবে পাগল ॥
 ও রুপ্ন খুইলে হাড়ি একতর করিয়া ।
 ন্যাস্না * কোটাল হৈল হাড়ি সিদ্ধা কায়া বদলিয়া ॥ - ০ ৭
 রাজা নাই পৌছিতে গ্যাল অগ্রে চলিয়া ।
 বন্দরেতে হাড়ি সিদ্ধা ব্যাড়ায় চ্যাচাইয়া ॥
 ঘরে ঘরে আইসে দোহাই ফিরাইয়া ॥
 একনা চ্যাংরা আইসছে বন্দর নাগিয়া ।
 তোমার বউ বেটি নে জাবে পাগল করিয়া ॥ ২০৮০
 সবাই থাকেন দুআর নাগাইয়া ।
 একটা চ্যাংরা একটা কুত্তা দ্যান আর ছাড়িয়া ॥†
 ভিক্ষা বলে জে না উঠিবে চ্যাচাইয়া ।
 জত মোনে চ্যাংরা দিবেন কুকুর হিলিয়া ॥
 বন্দুরিয়া নোক হন নিদয়া নিঠুর । ২০৮৫
 ভিক্ষা না দ্যান রথিতক হিলিয়া দ্যান কুকুর ॥
 একথা জানাইয়া হাড়ি সিদ্ধা পন্তম্যালা দিল ।
 বাঁশের তলতে হাড়ি সিদ্ধা আপন নয়নে লক্খিকে দেখিল ॥ ‡
 লক্খির তরে কথা বলিতে নাগিল ॥
 সেই জে হাড়ি সিদ্ধা কার বা ঘরে খায় । ২০৯০
 মুক্খের জবাবে তার ছয় কাম জোগায় ॥
 আপনি মা লক্খি সিদ্ধা হাড়িক আঙ্কিয়া দিলে ভাত । §
 ছাবপুরের পাচ কণা খোআইয়া দিলে তাক ॥

* পাঠান্তরে 'হাস্না' স্থলে 'বন্দুরি' ।

† পাঠান্তর—ভিক্ষা সিদ্ধা না ছান ছান কুত্তা হেলাইয়া ।

‡ পাঠান্তর—লক্খি লক্খি বুলিয়া হাড়ি ডাকাছে বসিয়া ।

§ পাঠান্তর—জখন লক্খি মাতা একথা শুনিল ।

পাঁচথালি রন্ন নিয়া হাড়ির কাছে গ্যাল ॥

শুবচনি বাড়িয়া দ্যায় গুআ হাড়ি সিদ্ধা বসিয়া খায় ।
 মুক্খের জবাবে তিন কাম জোগায় ॥ ২০৯৫
 মা লক্খির অন্ন নিল সিদ্ধা হাড়ি তিন খান পারস করিয়া ।
 আপনার ভাগের অন্ন খাইল সিদ্ধা হাড়ি সন্তোস করিয়া ॥
 রাজার ভাগের অন্ন খুইলে জতন করিয়া ।
 আড়াই পুটি * অমর মন্ত্র দিলে রন্নত ছাড়িয়া ॥
 শিয়ান ঘ্যান্নরে চেড়াই যুগরি রন্নক দিলে ছাড়িয়া । † ২১০০
 এক মুঠ খুকেরা দিয়া রন্ন রাখিলে ঢাকিয়া ॥ ‡
 বন্দুরিয়া চ্যাংরা রাজাক কুত্তা হ্যালাইয়া দিল !
 ভিক্খা করিবার না পাইয়া রাজা ফিরিয়া আসিল ॥ §
 কান্দি কান্দি গুরুক কথা বলিতে নাগিল ॥

* মতান্তরে 'তিন পুটি' ।

† গ্রীয়াস'ন সাহেবের সংগ্হীত পাঠে—

খুক বাঙ্গার অন্নক খুইল মাথিয়া ।
 মোড়া মিসরি রস দিয়া খুইল মাথিয়া ॥
 সাইল কেলা ছরা খুইল ঢাকিয়া ।

‡ পাঠান্তর—

খুকুরা দিয়া রন্ন গুটি রাখিলে ঢাকিয়া ।

§ গ্রীয়াস'ন সাহেবের সংগ্হীত পাঠে পাই—

হাপরে ঝাপরে রাজাক হিলায় কুকুর ।
 ভিক সিক না পাইয়া গেল হাড়ীর হুজুর ॥
 গুরু ধন তোর দেসর লোক দেখিছু নিদয় নিঠুর ।
 ভিক সিক না দেয় হিলায় কুকুর ॥

পাঠান্তর—

ভিক্খা ভিক্খা বলি রাজা চ্যাচাইবার নাগিল ।
 জত মোনে চ্যাংরা গুলা কুকুর হিলিয়া দিল ॥
 কপালে চাপড়াইয়া রাজা কান্দন জুড়িল ।
 এ ছাশের লোক বাপু নিদয়া নিঠুর ।
 ভিক্খা না ছায় আমাকে হিলায় কুকুর ॥

গুরু ভারতি ভিক্ষা বলি গ্যালাম আমি বন্দর নাগিয়া । ২১০৫
 বন্দুরিয়া চ্যাংরা দিলে আমাক কুন্ডা ছালাইয়া ॥
 ভিক্ষা পাই নাই গুরু আইলাম ফিরিয়া ॥
 হাড়ি বলে শুন ভক্ত বচন মোরে হিয়া ।
 একনা ভক্ত গ্যাল আমার পন্ত হাটিয়া ।
 তাঁয় রন্ন পাকাইলে পন্তে বসিয়া ॥* ২১১০
 আমার ভাগের রন্ন জাছু খাছি বসিয়া ।
 তোদের ভাগের রন্ন জাছু খুছি জতন করিয়া ॥

রাজার কান্দনে লক্খির হইল দয়া ।
 লক্খি বলে হায় বিধি মোর করমের ফল ।
 রাজার ছেইলার দুস্ক হইল বন্দরের ভিতর ॥
 এয়ার ঘরের পূজা খাইলু এ বার বৎসর ।
 সেই রাজার দুস্ক হইল আমার বন্দরের ভিতর ॥
 কান্দ না বাপের ঘর কান্দন থেমা কর ।
 তোর কান্দনে আমার শরিল হইল জরজর ॥
 এক ঘড়ি থাক জাছ ব্যানামুক্খ হইয়া ।
 চাউল কড়ি ছাওছেঁ। তোক বিস্তর করিয়া ॥
 চাউল কড়ি ভিক্ষা দিলে রাজাক বিস্তর করিয়া ।
 ভিক্ষা ধরি ধম্মিরাজা আইসে চলিয়া ॥

পরে—

হাড়ি বলে হারে জাছু রাজহুলালিয়া ।
 এতে সিদ্ধা হইলু তুই মোর সয়ালের ভিতর ।
 কাঁয় তোক ভিক্ষা দিলে বন্দরের উপর ॥
 তোর ভিক্ষা থো জাছ একতার করিয়া ।
 এই দিয়া চলি জায় এক বিধবা বামনি ।
 গোটা চারিক অন্ন আমি তার ঠে নইলাম খুজিয়া ॥

* গ্রীয়াস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—

একনা সতীর নাগাল পান্ন পষে বসিয়া ।
 তাঁয় গুটিক অন্ন দিয়া গেইল আসিয়া ॥

থাও জাদু রত্ন গুরু শিস্তে জাই মহলক নাগিয়া ॥

জখন ধম্মিরাজ রত্নের নাম শুনিল ।

হাউক দাউক করি মহারাজা রত্নের কাছে গ্যাল ।*

২১১৫

রত্ন দেখি মহারাজা কান্দিতে নাগিল ॥

ঠ্যাং দিয়া রত্ন রাজাক দিলে ছাখাইয়া ।

কপালে চড়াইয়া কান্দে রাজু তুলালিয়া ॥ †

* মতান্তরে এই সময়ে আহ্বারের পূর্বে আর একবার স্নান ।

† একটা পাঠে এই স্থলে পাই—

রাজা বলিতেছে জগদিশ্বর হায় আমার কি কন্মে এই ছিল ।

পয়ার ধুয়া—আমার কপাল নয় ভাল । জদি গুরু পার কর

মোরে—সবারি ভাগ্যে আছে হরি, আমারে

ভাগ্যে নাই, জদি গুরু পার কর মোরে ॥

জখন ধম্মিরাজ রত্ন দেখিল ।

করুনা করি মহারাজা কান্দিতে নাগিল ॥

জখনে আছিলাম গুরু আজ্যের ঈশ্বর ।

এমন ধাস্তি রত্ন নাই খায় কুরুতা সকল ॥

এখন সিদ্ধা হাড়ি বলিতেছে—ওরে জাহ্ন ধন তুমি

কান্দ কি কারন ।

এখন রাজা বলতেছে—ওগো গুরু ভারতি

আমি জে কান্দি তাহা শুনতে চাও,

জখনে আছিলাম আমি রাজ্যের ঈশ্বর

এমন রত্ন নাহি খায় আমার কুরুতা সকল ॥

তখন সিদ্ধা বলতেছে,—বাবা জদি অন্ন না খাবে মনের গরবে

আরো কিছু দুস্ক দিব হিরা নটির ঘরে ॥

জখন মতে মহারাজা হিরার নাম শুনিল ।

রত্ন খাইতে মহারাজা রত্নের কাছে গ্যাল ॥

গুরুর বাক্য মহারাজা ব্রথা না করিল ।

পস্তুে বসিয়া রাজা রত্ন খাইল ॥

প্রথম এক গাস রত্ন মুক্খে তুলিয়া দিল ।

অমত্রে পাইয়া রত্ন গিলিয়া ফেলিল ॥

মাছি করে ঘিন ঘিন পিপড়ায় ছাড়ি জায় ।

এই মত অন্ন আমার কুন্ডায় না খায় ॥

২১২০

হাড়ি বলে হারে বেটা রাজ দুলালিয়া ।

বাম হস্তে দোনো চৌক ধর চিপিয়া ॥

ডা'ন হাতে রন্নের থুকরা ফ্যাল বাছিয়া ।

এই খালের রন্ন খা তুই রাজ দুলালিয়া ॥

ছি ছি ঘিন ঘিন করি রন্নের কাছে গ্যাল ।

২১২৫

গুরু দেবের বাক্য রাজা ত্রথা না করিল ॥

বাম হস্তে দোনো চৌক ধরিল চিপিয়া ।

ডা'ন হাতে রন্নের থুকরা ফ্যালাইলে বাছিয়া ॥

ছি ছি ঘিন ঘিন করি এগাস অন্ন খাইল ।

অমৃত মিঠা রাজার মুখত নাগিল ॥*

২১৩০

কেলনা দুবা অমরি হৈল ॥

ওগাস খাইয়া রাজা ফির গাস খাইল ।

অমিত্র পাইয়া রন্ন গিলিয়া ফেলিল ॥

লিজু জিগা অমরি হৈল ॥

* গ্রীয়াস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই—

তুরু তুরু করিয়া হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল ।

বার বৎসর খিদা সরীরত নাগাইল ॥

ছি ছি খিন খিন করিয়া এক গ্রাস খাইল ।

অমৃত মিঠা রাজা মুখত লাগিল ॥

ফির একনা গাসর বেলা হাত কোনা ধরিল ।

কাড়াকাড়ী করিয়া আড়াই গাস খাইল ।

আড়াই পুটী জ্ঞান তখনই সিখিল ॥

জ্ঞানে ধ্যানত বান্দি দিল ছলী ।

গোদা যমর মায়র সঙ্গত কৈল্ল কোলাকোলী ॥

জ্ঞানে ধ্যানত বান্দি দিল চুড়া ।

গোদা যমক করিয়া দিল খোঁড়া ॥

দুই গাস আন্ন খাইয়া ফির গাস তুলিল । ২১৩৫
 খপ করি হাড়ি জাইয়া রাজার দোনো হাত ধরিল ॥*
 কাড়াকাড়ি হুড়াহুড়ি আড়াই গাস খাইল ॥
 আড়াই গাস অন্ন খাইলে রাজ পুত্র পশ্চৈ বসিয়া ।
 আড়াই পুটি অমর মন্ত্র নিলে শিখিয়া ॥
 আধ পুটি গেয়ান হাড়ি সগুগে উড়াই দিল । ২১৪০
 সেই কাল হইতে রোজা বৈদ্য পৃথিমিতে হইল ॥
 এখন গুরু শিষ্যে জাএছে মহলে চলিয়া ।
 কতক ছুর জাএয়া সিদ্ধা কতেক পশু পাইল ।
 কতক ছুর অন্তরে সিদ্ধার বুদ্ধি আলোক হইল ॥
 জাও জাও নোনার চান দুখনির ছুলালিয়া । ২১৪৫
 এই দিয়া চলি জাইস তোর মাএর বরাবর ।
 মুঞি হাড়ি জাও এলা আপনার মহল ॥
 মহামন্ত্র গিয়ান নিলে বিদএ জপিয়া ।
 শুন্যতে হাড়ি সিদ্ধা গ্যাল শুন্যতে মিশায়া ॥†

* পাঠান্তর—

আধা গাস খাইতে সিদ্ধা হস্ত ধরিল ॥
 তুরু তুরু করিয়া হাড়ী হুঙ্কার ছাড়িল ।
 বাড়ির কথা বার্তা রাজার মনত পড়িল ॥
 বিদায় দেও বিদায় দেও গুরু ধরম তরি ।
 আলক রথে দেখি আসি ঘর ছিরি বাড়ী ॥
 হাতের আস তুলিয়া দিল রাজার হাতের উপর ।
 হাড়ীর চরনত রাজা পরনাম জানাইল ॥
 আসী মোনী আস! লইল ঘাড়ত করিয়া ।
 রাস্তা দিয়া চলিয়া যায় রাজা ছলালীয়া ॥
 হাড়ী সিদ্ধা হাসে খল খল করিয়া ।

† পাঠান্তর—

জখন ধর্ম্মরাজা হাড়িক প্রনাম জানাইল ।
 সোনার ভোমরা হইয়া হাড়ি শুভে উড়ি গ্যাল ॥

গোবাঙ্গা জনগুআর হৈল কায়া বদলিয়া ॥	২১৫০
জখনে ধর্ম্মি রাজা জনগুআর দেখিল ।	
অস্তুর ধিয়ানে রাজা জানিয়া পাইল ॥	
ইয়ার জনোআর নয় জনোআর নয় গুরু দ্যাবের চক্র ।	
মায়া করি ছলিবে গুরু পথের উপর ॥	
নয়া গুরুর মন্ত্র নিলে রিদএ জপিয়া ।	২১৫৫
মার মার বলি জনোআর নিগায় তো পিট্টিয়া ॥	
খট্ খট্ করি ত্রশ্চাচারি উঠিল হাসিয়া ।	
গুরু শিস্যে জাএছে এখন মহলক নাগিয়া ॥	
মুনিমন্ত্র গিয়ান নিলে সিদ্ধা হাড়ি রিদএ জপিয়া ।	
রাস্তাএ জাইয়া দিলে একটা দরিয়া সিরজিয়া ॥*	২১৬০
জখনে ধর্ম্মি রাজা দরিয়া দেখিল ।	
দরিয়া দেখিয়া কথা বলিতে নাগিল ॥	
জাওআর ব্যাল। গেনু আমি হাটু খানেক পানি ।	
কোন দিক্ দিয়া বরসিল দ্যাওয়া নিরলয় না জানি ॥	
দরিয়া নয় দরিয়া নয় গুরু দ্যাবের চক্র ।	২১৬৫
মায়া করি ছলবে আমাক পথের উপর ॥	
নয়া গুরুর মন্ত্র নিলে রিদএ জপিয়া । †	
সোনার ভোমরা হৈল কায়া বদলিয়া ॥	
সোনার ভোমরা হৈয়া রাজা দরিয়া পার হৈল ।	
শুন্তের দরিয়া হাড়ি সিদ্ধা শুন্তত মিশাইয়া দিল ॥	২১৭০
আপেনার ভক্তক কথা বলিতে নাগিল ॥	

* পাঠান্তর—

ছয়মাসের পথ হইতে একটা দরিয়া সিরজিল ।

† পাঠান্তর—

কপাল ফাড়িয়া রাজা ফুলবড়ি বসাইল ।

সোনার ভোমরা হইয়া রাজা শুন্তে উড়ি গ্যাল ॥

- এখন জাদু জাও তুমি মহলক চলিয়া ।
 আমি সিদ্দা হাড়ি জাইছি ফেরুসা চলিয়া ॥
- রাজাক ছাড়ি হাড়ি সিদ্দা শুন্যত গ্যালত মিশাইয়া । ২১৭৫
 একা প্রানে জাএছে রাজা মহলক নাগিয়া ॥
 কতক দুরে জাএয়া রাজা কতেক পন্থ পাইল ।
 আখোআলের নিকট জাএয়া রুপস্থিত হৈল ॥
 আখোআলের তরে কথা পুঁছিতে নাগিল ॥
 খাটো গছি গুআ ছাখ ডাব নারিকোল । ২১৮০
 ছর ময়ালে দ্যাখ ওটা কার বাড়ি ঘর ॥
 রাখাল বলে—একশালা, রাজা ছিল ডমপাইয়া বড় রাজা ।
 রত্ননা রানিক বিআও ক'ছে পুস্প সেএওরা দিয়া ।
 রত্ননা রানিক বিআও ক'ছে পত্ননা পাইছে দানে ।
 তার জত বান্দি পাইছে ব্যাবারের কারনে ॥ ২১৮৫
 পুসিবর না পেরায় শালা গেইছে উদাসিন হৈয়া ।
 উহারে রানিক জদি মুঞি আখোআল পাওঁ ।
 আরো চাইট্টা পালের গরু বেশি করি চরাওঁ ॥
 রাজার সাঙ্খাত আখোআল কটুবাক্য বলিল ।
 আউট হাতে জিউ রাজার বিছুর হৈয়া গেল ॥ ২১৯০
 রাজা অভিশাপ ছাএছেন ;—
 জা জারে আখোআল বেটা তোক দিলাম বর ।
 চুম্নি গরু হউক তোর পালের উপর ॥
 চুম্নি গরু হৈয়া খাউক গিরাস্তুর পাকা ধান ।
 খোলা দিয়া মলি দেউক তোর নাক আরো কান ॥ ২১৯৫
 কান্দি কাটি জা তোর বাপ মাওর কাছে ।
 ছলি গুতি পেঠায়া দেউক জা গরুর পালতে ॥
 আখোআলক অভিশাপ দিয়া পন্থ ম্যালা দিল ।
 হালুআর নিকট জাএয়া রাজা খাড়া হৈল ॥
 হালুআর তরে কথা বলিতে নাগিল ॥ ২২০০

হালুআরে,—খাটো গছি গুয়া ছাথ ডাব নারিকোল ।

হুর ময়ালে ছাথ ওটা কার বাড়ি ঘর ॥

জখনে হালুআ মুনি রাজাক দেখিল ।

তৎখনে হালুআ মুনি হাল ছাড়িয়া দিল ॥

হালের ঞাংড়া নিল হালুআ গালাতে পালটায় ।

২২০৫

কান্দি কাটি রাজাক কথা ছাএছে বলিয়া ॥

মহারাজ ! খাটো গছি গুয়া ছাথ ডাব নারিকোল ।

হুর ময়ালে ছাথেন রাজা তোমার বাড়ি ঘর ॥

জে দিন গেইছেন ধর্ম্মরাজ হামাক মাউরিয়া করিয়া ।

তোমার নামে বার বছর হাল বমু ডাঙ্গাত আসিয়া ॥

২২১০

মধুর বচনে হালুআ রাজাক শি সংবাদ বলিল ।

তখনে ধর্ম্ম রাজা হালুআক আশিববাদ দিল ॥

জা জারে হালুআ বেটা তোক দিলাম বর ।

জেখান গ্রামে থাক জাছু ঐখান গ্রাম তোর ॥

হালে নাড় হালে চাড় নাম পাড়াও চাসা ।

২২১৫

জত দ্যাখেন রতিত আবাগন তোমার করুক রাশা ॥

আপনার মহলক নাগি রাজা পন্থ ম্যালা দিল ।

রাজার দারে জাএয়া রুপস্থিত হৈল ॥

ওরুপ্প থুইলে রাজা একতার করিয়া ।

অদ্ভুত সন্ন্যাসি হইল কায় বদলিয়া ॥ †

২২২০

* পাঠান্তর—

নয়া গুরুর মন্ত্র নিলে রিদএ জপিয়া ।

কুড়িয়া আতুর বৈস্টম হৈল রাজা কায় বদলিয়া ॥

ডালি ডালি মাছি জাএছে পছাতে উড়িয়া ।

ঢইটা আন্দের পল্লব নিলে হস্তে করিয়া ॥

সরাপচার গোল্ডো দিলে পাছোতে ছাড়িয়া ।

মাছি খ্যাদায়ে জাএছে রাজা দরবারক নাগিয়া ॥

ইন্দ্র মুনিক নাগি রাজা হুকার ছাড়িল ।

ভিক্খা ভিক্খা বলি চ্যাচাইবার নাগিল ।

শুনিয়া রানির ঘর চমকি উঠিল ॥

কিবা কর ইন্দ্র মুনি নিছন্তে বসিয়া ।

রিমি ঝিমি করি বৈশ্বন দে আরো ছাড়িয়া ॥

রিমি ঝিমি করি বৈশ্বন বস্মিতে নাগিল ।

ভিজি টিজি মহারাজা ভিক্খা চাইল ॥

ভিক্খা দ্যাও মোক ভিক্খা ছাও মোক রত্নাহের বাই ।

তোমার ঘরের ভিক্খা পাইলে অত্র ঘরে জাই ॥

ভিক্খা ভিক্খা করি রাজা তুলি কাইল্ল রাও ।

চমাক্ত হটল জে রানির সব্ব গাও ॥

দিদি, বার বছর না আইসে রত্নিত দারতো সাজিয়া ।

আইজ কোনঠাগার বৈস্টম আস্ছে মহলক নাগিয়া ॥

চল চল জাই দিদি বাহেরাক নাগিয়া ।

আমার সোআমির গননা একনা নেই আধো গনিয়া ॥

গননা শুনবার বাদে রানি বাহেরা ব্যারাল ।

বৈস্টমের তরে কথা বলিতে নাগিল ॥

বৈস্টমেরে—পানি পড়ে ঝিমি ঝিমি ক্যানৈ বৈস্টম ভেজ ।

চালিত আছে উছল পিড়া এইঠে আসিয়া বস ॥

মোর সোআমির গননা একনা শুনান তো বসিয়া ॥

জ্যান কালে রত্না রানি গননা শুনবার চাইল ।

মাটিত ব্যাথা দিয়া গননা গনিতৈ নাগিল ॥

ওহে রানি; তোর সোআমি আমি একে গুরুর শিস্ ।

গুরু শিস্তে প্রবাস কছি এক গিরস্তের ঘরে ।

সেই জে গিবস্ত দিছে মাসকলাইর ডাইল ।

মাস কলাইর ডাইল খাইছে তোমার সোআমি সন্তোস করিয়া ।

প্যাট দাশ্বা হইয়া তোমার সোআমি গেইছে মরিয়া ॥

হাউসাতে থাকি শ্রিআস্তুট মোক দিছে ফ্যালায়া ॥

জ্যান কালে রত্না রানি রাজার শ্রিআস্তুট দেখিল ।

দোনো বইনে কথা বলিতে নাগিল ॥

বার জায়গাএ চৌকি দিলাম ত্যার জায়গাএ থানা ।

রথিত বৈস্টম আসিবার এ বাড়িঙ্ক মানা ॥

জাহা দেখিব নারি দরশন ধারি ।

২২২৫

কাটিয়া ফ্যালাব রথিত পুরুস প্রানের বৈরি ॥

কি কর বান্দির বেটি কার প্রানে চাও ।

একশত হেঙ্গলের ডারুকা দ্যাওত ছাড়িয়া ।

কোনঠাকার রথিত আছে ফেলুকত মারিয়া ॥

একশত হেঙ্গলের ডারুকা দিলেতো ছাড়িয়া ।

২২৩০

মার মার বলি হেঙ্গল গ্যালত চলিয়া ॥

সারা ঘাটাএ গ্যাল হেঙ্গল মার মার বলিয়া ।

কিসের আর মারবে হেঙ্গল কান্দে রাজার চরনে পড়িয়া ॥ *

দৌড় পাড়ি বান্দি বেটি খবর জানাইল ।

একশত হেঙ্গলের ডারুকা দিমু ছাড়িয়া ।

২২৩৫

কিসের আর মারিবে তাক কান্দে চরনে পড়িয়া ॥

রতুনা পতুনা রানি কএছে ;—

দিদি, কুকুর ভুলান গিয়ান জানে রথিতের কুণ্ডর ।

এই কারনে কুত্তা কান্দে চরনের উপর ॥

এই বৈস্টম আমি আমার সোআমিক ফ্যালাইছে মারিয়া ।

এই জে সোআমির আঙ্গুট নেইছে, কাড়িয়া ॥

আমার জে হেঙ্গল গুলা দেই আরো ছাড়িয়া ।

জেই বৈস্টম বেটাক ফ্যালাক তো মারিয়া ॥

* পাঠান্তর—

হেঙ্গলের বন্দন রানি দিলে ছাড়িয়া ।

আটার দেউড়ি আইছে হেঙ্গল মার মার বলিয়া ।

ধম্মিরাজার চরনে ধরি কান্দে বাপ বাপ বলিয়া ॥

পিতা, বারবছর গেইছেন আমাক বন্দন করিয়া ।

বারবছর থেতুআ থেমারি নাই দ্যায় পাকিয়া ॥

বাপ কালিয়া পাগলা হস্তির বন্দন দেই আরো ছাড়িয়া । * ২২৪০
 শুঁড় দিয়া পাল্টাইয়া বেটাক ফ্যালাউক মারিয়া ॥
 মদ ভাঙ্গ খোআইলে হস্তিক বিস্তর করিয়া ।
 পাগলা হস্তির বন্দন রানি দিলেতো ছাড়িয়া ॥
 আঠার দেউরি আইসে হস্তি মার মার করিয়া ।
 কিসের আর মারবে হস্তি কান্দে রাজার গলাটা ধরিয়া ॥ ২২৪৫
 দৌড় পাড়িয়া বান্দির বেটি খবর জানাইল ।
 মা সারা ঘাটাএ গ্যাল হস্তি মার মার বলিয়া ।
 কিসের মারবে কান্দে তার গলাটা ধরিয়া ॥
 দৌড় পাড়িয়া বান্দির বেটি খবর জানাইল । †

* পাঠান্তর—পাগলা হস্তির দারুকা দ্যাওত ছাড়িয়া ।

† মতান্তরে এইস্থলেই হস্তী রাজাকে লইয়া ভিতরে গেল—

পিতা বারবছর গেইছেন আমাক বন্দন করিয়া ।
 কোন দিন খেতু না দ্যায় চারা কাটিয়া ।
 শুঁড় দিয়া পাল্টায়া হস্তি রাজাক মন্তকে তুলিল ।
 পুনিমার চক্ষের নাকান রাজা জলিয়া উঠিল ॥
 জোড় বাঙ্গালার নাগি এ দৌড় ধরিল ॥
 দ্যাখে বিনা ব্রহ্মায় সত্যের অন্ন উথলিয়া পৈল ।
 দোনো বইনে কথা বলিতে নাগিল ॥
 বিনা ব্রহ্মায় সত্যের অন্ন উথলিয়া পৈল ।
 বার বছর অন্তরে পতি মহলে আসিল ॥
 রতিত নয় রতিত নয় ছুলাল ভগবান্ ।
 মায়া করি ছলিল আসে আপনার মহাল ॥
 মন্তকে করিয়া হস্তি ভিতর অন্দর গ্যাল
 এই শব্দ ডাহিনি মএনা ফেরুসাএ শুনিল ॥

গ্রীয়াসন্ সাহেবর সংগৃহীত পাঠে নিম্নরূপ—

হস্তির দারুকা কাটিয়া দেও ।
 মোর সোয়ামি নিবে চিন করিয়া ।
 বিদেশী অথীত হইলে ফেলাবে মারিয়া ॥

তলে নিলে চাউল কড়ি উপরে কাঞ্চা সোনা ।

২২৫০

ভিক্ষা ধরি ব্যারাইল তখন রত্না পত্না ॥ *

হস্তির দারুকা দিলে কাটিয়া ।

দূর হইতে আইসে হস্তি আইল চড়িয়া ॥

দূর হইতে রাজাক পরনাম করিল ।

সুঁড়ু দিয়া ধরিয়া রাজাক কান্ধত চড়াইল ॥

এক ঘড়ি থাকিলে হস্তি ধৈর্য্য ধরিয়া ।

যাবত না আইসে কত্থা ছলনা করিয়া ॥

হস্তির পিটি হইতে রাজা মৃত্তিকায় নামিল ।

হস্ত ধরি কত্থা দুইটা রাজাক মন্দীরত লইয়া গেল ।

হাসিয়া খেলিয়া কত্থা চিনা পুছা দিল ॥

কেমন গুরু তোক জ্ঞান দিল সরীরর ভিতর ।

কেমন করি যাও তোর মায়র বরাবর ॥

এই উভয় মতেই অত্না ও পত্না রাণীর বহির্গমনের পরে অনুরী দেখিয়া রাজার মিকট হস্তী প্রেরণ । একমতে হস্তীর পরে আবার 'সার শুয়া' পক্ষী প্রেরণ ।

রানি বলে হারে বান্দি তোর গালে পড়ুক চড় ।

সারশুয়া পক্ষি দুটাক দ্যাওত ছাড়িয়া ।

কোন ঠাকার রত্নিত আইছে ফেলুক মারিয়া ॥

জখন বান্দির বেটি এ কথা শুনিল ।

সারশুয়া পক্ষি দুটাক দিলেত ছাড়িয়া ।

সারা ঘাটাএ গ্যাল পক্ষি মার মার বলিয়া ।

কিসের আর মারবে তাক কান্দে গলাটা ধরিয়া ॥

* গ্রীয়াসর্ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—প্রথমে বান্ধী দিগের ভিক্ষা লইয়া আগমন, বান্ধীদিগের হস্তে ভিক্ষা লইতে অস্বীকার করায় 'সাইবানী' বা রাণী-দিগের ভিক্ষা আনয়ন ।

যেন মতে কত্থা দুইটা সম্বাদ শুনিল ।

ভিক্ষা ধরি কত্থা দুইটা খাড়া হইয়া রহিল ॥

বিন ছোড়ানি ধর্ম্মর কপাট আপনে খসিল

ভিক্ষা ধরি অত্না পত্না বাহির হইয়া আইল ॥

ভিক্ষা ন্যাও ভিক্ষা ন্যাও রথিত গৌঁসাই ।
 গিরির ঘরের বউ বেটি ফিরিয়া ঘরে জাই ॥
 রথিত বলে কথা গড়িয়া বচন ।
 পশ্চিম দেশি রথিত হামরা নামে ব্রহ্মচারি । ২২৫৫
 তিরি লোকের হাতে ভিক্ষা লইতে না পারি ॥
 বারেক জদি ভিক্ষা ছায় তোমার মাথার ছতর ।
 তবে নি ভিক্ষা নিম রতিখের কুণ্ডর ॥
 রানি বলে শুন রতিখ বাক্য আমার ন্যাও ।
 তিরি বই আর পুরুস নাই পাটের উপর । ২২৬০
 কাঁয় তোমাক ভিক্ষা দিবে রতিখের কুণ্ডর ॥
 হাতের ঠারে রানির ঘরক অঙ্গুরি দ্যাখাইল ।
 অঙ্গুরি দেখিয়া রানির ঘর ভাবিবার নাগিল ॥
 ছোট রানি আছে রাজার বুদ্ধির নাগর ।
 নিরখিয়া ছাখে রাজার হস্তের উপর ॥ ২২৬৫
 রানি কইছে হারে রথিত বাক্য আমার ন্যাও ।
 এই আঙ্গুট ছিল রাজার হস্তের উপর ।
 সেই আঙ্গুট কোঠে পাইলু তুই রতিখের কুণ্ডর ॥ *
 রথিত কয় শুন রানি বাক্য আমার ন্যাও ।
 তোমার আজা আর ছিলাম আমি এক গুরুর শিস ।
 পইল সঞ্জাতে এক বাড়িত উত্তরিলাম জাএয়া । ২২৭০
 সেও গেরস্ত দিলে বিত্রি ধানের চাউল ।
 বিত্রি ধানের চাউল দিলে ঠাকুরি কলাইএর ডাইল ॥
 তাইতে তোমার রাজা খাইছে হতস্তসি হইয়া ।

* গ্রীষ্মসর্ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—

দ্বীর আঙ্গুল দেখি তোমার হস্তর উপর ।

তোমরা হন আমার মাথার ছতর ॥

ইহার প্রথম ছত্র অর্থশূন্য বিকৃতি ।

প্যাট নামা কারিয়া তাঁয় গেইছে মরিয়া ॥*
 কাখো দিলে বুলি মাত্রা কাখো গোপাল ডাং । ২২৭৫
 ভাবোত থেকে শ্রি আঙ্গুট মোক ক'ছে দান ।†
 হয় তোমার শ্রি আঙ্গুট ঞাও চিনিয়া ॥
 বিদেশিয়া রথিত আমি জাই বৈদেশ নাগিয়া ॥
 রতুনা বলে বইন মোর পতুনা নাইওর দিদি ।
 নিশ্চয় জানো আমার সামি গেইছে মরিয়া । ২২৮০
 রেজি ছুরি নেই আমরা হস্তে করিয়া ॥
 তিরি বদ দেই রথিতের চরনে পড়িয়া ॥
 হাতে রেজি নিয়া রানির ঘর আইল চলিয়া ।
 হাতে রেজি নিয়া রানি মরিবার চায় ।
 চ্যাংরা কালের হাসি রাখন না জায় ॥ ২২৮৫
 নাকে মুখে ফাপর খাইয়া দিলে পরিচয় ॥
 জখন ধঙ্গিরাজা মহল সোন্দাইল ।
 দুআরের জোড় নাগরা বাজিয়া উঠিল ॥‡

* গ্রীয়াসন্ সাহেবের সাংগৃহীত পাঠে ‘হতন্তসি’ স্থলে
 ‘হা ছতাসী,’ ‘প্যাটনামা কারিয়া’ স্থলে ‘ভেদ বমি হইয়া’ ।

† গ্রীয়াসন্ সাহেবের সাংগৃহীত পাঠে—
 ‘কাঁহো পাইলা ডাঙ্গ মাইল্ল কাঁহো গোপাল ডাঙ্গ’ এবং

পরবর্তী ছত্রে ‘ভাগত থাকিয়া আঙ্গুট জোড়া মোক কল্যে দান’ ।

‡ গ্রীয়াসন্ সাহেবের সাংগৃহীত পাঠে রাজার রাজধারে আসিবার সময়েই এই
 নাগরার বাজনা—

তুরু তুরু করিয়া রাজা সিংনাদ বাজায় ।
 নিন্দত আছিল কণ্ঠা চেতন হয় বায় ॥
 বিন খড়ী দাঙ্গা ঘড়ি বাজিবার লাগিল ।
 বিন আগুন দুন্ধ চাউল উথলীয়া পড়িল ॥
 হাটি হাটি প্রদীপ জলিবার লাগিল ।
 সরদি সাগরত রাজা বহিবার লাগিল ॥

হস্ত ধরিয়া রানির ঘর রাজাক মন্দির ডুবাইল ।
 মন্দিরে সোন্দাইয়া রাজা ভাবিবার নাগিল ॥ ২২৯০
 গুরু আমার জাবার কইছে মাএর বরাবর ।
 মুঞি ক্যানে আসনু সুন্দরির মহল ।†
 গুরুর মন্ত্র রাজা শরিলে জপিয়া ।
 সোনার ভোমরা হইয়া গ্যাল উড়িয়া ॥
 ফেরসাতে জাএয়া রাজা রুপস্থিত হৈল । ২২৯৫
 বুড়ি মএনা চরকা কাটে দুআরত বসিয়া ।
 ধিয়ানেতে মএনার চরকাক দিলে উড়াইয়া ॥
 ও মএনা পাইছে গোরথ নাথের বর ।
 উড়িয়া জাইতে ধরিলে মএনা চরকার ছত্তর ॥‡
 ধেয়ানের মএনা মতি ধেয়ান করি চায় । ২৩০০
 ধেয়ানের মধ্যে তার ছাইলার নাগাল পায় ॥
 আয় প্রানের বাছা ব'লে মএনা ডাকাবার নাগিল ।
 ডাক মধ্যে ধম্মিরাজা দরশন দিল ॥

চৌদ্দখান মধুকর ভাসিয়া উঠিল ।
 স্ত্রীবৃন্দাবন রাজা মুখ লস হইল ।
 গর্ভবতি নারী সব প্রসব হইল ॥
 অথীত আইল রে ।
 আমার দরজার মাঝা রে ॥ ধূয়া ॥
 কোন্টে গেল বান্দী আগেয়া পান খামু ।
 কোন্ টেকার অথীত আইছে বিদায় করি দিমু ॥

ইহার পরই বান্দীর ভিক্ষা লইয়া বহির্গমন ।

* মতান্তরে রাণীদিগের নিকটে আসিবার পূর্বে ময়নামতীর নিকট গমন বর্ণিত হইয়াছে ।

† পাঠান্তর—

খপ করি বুড়ি মএনা চড়কা ধরিল ।
 চড়কা ধরতে বুড়ি মএনা পুত্রক দেখিল ॥
 ছাইলাক দেখিয়া মএনা বড় খুসি হৈল ॥

ছেইলাক কোলে নিয়া মএনা লৈক্খ চুম্ব খাইল ॥
 বাবা ভাল গেয়ান শিখা আইলু বিদেশ সহরে । ২৩০৫
 স্খথে এলা রাজ্য কর পাটের উপরে ॥
 ধরিয়া বাঙ্কিয়া তোর গলাএ ছাওঁ মালা ।
 জমগুলা করি দিম তোক এলা চরনের ঘোড়া ॥
 ধবল বস্ত্র নিলে মএনা পরিধান করিয়া ।
 হেমতালের নাটি নিলে হস্তে করিয়া ॥ ২৩১০
 রানির মহলক নাগি গ্যালত চলিয়া ।
 খেতুআর তরে কথা মএনা ছাএছে বলিয়া ॥
 খেতুরে, সহরে সহরে আইসেক এ ঢোল পিটিয়া ।
 রাজার জত দেওয়ান পাত্র আশুকু সাজিয়া ॥
 মএনার বাক্য খেতু ত্রথা না করিল । ২৩১৫
 সহর জাএয়া খেতুআ এ ঢোল পিটা'লো ॥
 রাজার জত দেওয়ান পাত্র আসিল সাজিয়া ।
 জত রাজার আইয়ত প্রজা সাজিয়া আইল ।
 সাতু গুরু বৈস্টম কত আসিয়া খাড়া হৈল ।
 কৈল্লাস নাগিয়া মএনা হুঙ্কার ছাড়িল ॥ ২৩২০
 মএনার গুরু শিব গোরেকনাথ আসিয়া হাজির হৈল ।
 ত্রিসাল কোটি ছাবগন সাজিয়া আসিল ॥
 নাপিতক আনিয়া মএনা রাজার মস্তক মুড়াইল ।
 পঞ্চজন ব্রাহ্মন আনিয়া বেদবিধি পড়াইল ॥ *

* গ্রীয়াস'ন্ সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—

মধু নাপিতক আনিল ডাকিয়া ।
 রাজা কিরা স্তদ করিবার লাগিল ।
 বামনে আসিয়া নৈবদ ভানা দিল ॥
 সংকীৰ্ত্তন রাজা করিবার লাগিল ।
 সাত গোলা ধান থয়রাত করিল ॥

দুআরের নাগরা বাজিয়া উঠিল ।

২৩২৫

জত মনে সিপাই সান্ত্রি সাজিতে নাগিল ॥

গভীর নেঙ্গুল ধরিয়া বৈতরনি হইল পার ।
 রাজার পিতা মাতা বৈকুণ্ঠে হইল পার ॥
 পঞ্চ লোটা জলে ময়না ছিনান করিয়া ।
 হাসিয়ালী ঘরত সোন্দাইল লহর দিয়া ॥
 এক ভাত পঞ্চাস ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া ।
 তিনখান লইল অম্বলে মাজিয়া ॥
 হাড়ির লাগিয়া ময়না ছঙ্কার ছাড়িল ।
 তখনি হাড়ী আসিয়া খাড়া হইল ॥
 প্রথম খাল অন্ন দিল হাড়ীর বরাবর ।
 ফির খাল অন্ন নিলে ময়না সুন্দর ।
 ফির খাল অন্ন দিলে রাজার বরাবর ॥
 হাত মুখত জল দিয়া কোন কাম করিল ।
 শ্রীকৃষ্ণট বলিয়া অন্ন মুখত তুলি দিল ।
 এক গাস দুই গাস পঞ্চ গাস খাইল ॥
 অন্ন জল খাইয়া তুষ্ট হইল মন ।
 ভিঙ্গার ঝাড়ার জলে করিল আচমন ॥
 বাঁও ঠেঙ্গ তুলিয়া রাজার মস্তকে দিল ।
 কৈলাসর হাড়ী কৈলাসত চলি গেল ॥
 রাজার পাট লইল পুস্কর করিয়া ।
 হনুমান দণ্ড ছত্র বেড়াইম সাজিয়া ।
 পাট হস্তি আইল সাজিয়া ॥
 রাজাকি পোসাক পড়িবার লাগিল ।
 সুড় দিয়া ধরিয়া রাজাক কান্ধত চড়াইল ॥
 বাইজ বাজনায় পাটত লইয়া গেল ।
 রাজার পাটত পরনাম করিল ।
 সুর দিয়া ধরি রাজাক পাটত বসাইল ॥
 দেড় বুড়ি কড়ি খাজনা সাধিবার লাগিল ।
 রাজার রাজ্যত সুখময় হইল ॥

ভাঙ্গি পইছে জোড় বাঙ্গলা উঠিয়া খাড়া হৈল ।	
চৌদ্দ খান মধুকর ভাসিয়া উঠিল ॥	
জবুনার ঘাট বহিতে নাগিল ।	
নানা শব্দ বাইচ হইতে নাগিল ॥	২৩৩০
পাট হস্তি নিলে সাজন করিয়া ।	
মার মার বলিয়া হস্তি আইলে চলিয়া ॥	
শুঁড় উঠাইয়া হস্তি রাজাক প্রনাম করিল ।	
শুঁড় দিয়া মহারাজাক পিসুঠে তুলি নিল ॥	
পাট নাগিয়া রাজাক গমন করাইল ॥	২৩৩৫
হরিধ্বনি দিয়া ফুলের পালঙ্গে বসিল ।	
লৈক্খ লৈক্খ টাকা প্রনামি পাটত বসি পাইল ॥	
বন্দুকের জয় জয় ধোঁআর অন্ধকার ।	
বাপে বেটায় চেনা না জায় ডাকাডাকি সার ॥	
রাইঅত জনে রাজা বসিল সারি সারি ।	২৩৪০
মুল্লুকের হিসাব ছায় বিরসিং ভাঙারি ॥	
বসিল ধম্মি রাজা সবার মাঝারে ।	
চতুদ্দিকে ঘিরিয়া ধরিলে বৈদ্য ত্রাশ্মনে ॥	
দরবারত থাকিয়া রাজার হরসিত মন ।	
আপনার মহলে গিয়া দিলে দরশন ॥ *	২৩৪৫

* একটা পাঠে ইহার পর—

জখন রানির ঘর রাজাক দেখিল ।
পাঁচ নোটা কুআর জলে সিনান করিল ॥
রসাই ঘরা নিলে পুস্কর করিয়া ।
এক ভাত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া ॥
সুবনের খালে রত্ন নিলে পারশিয়া ।
আইস, আইস প্রানপিয়া ভোজন কর সিয়া ॥
অস্ত ব্যাস্ত করে রাজা রনের কাছে গ্যাল ।

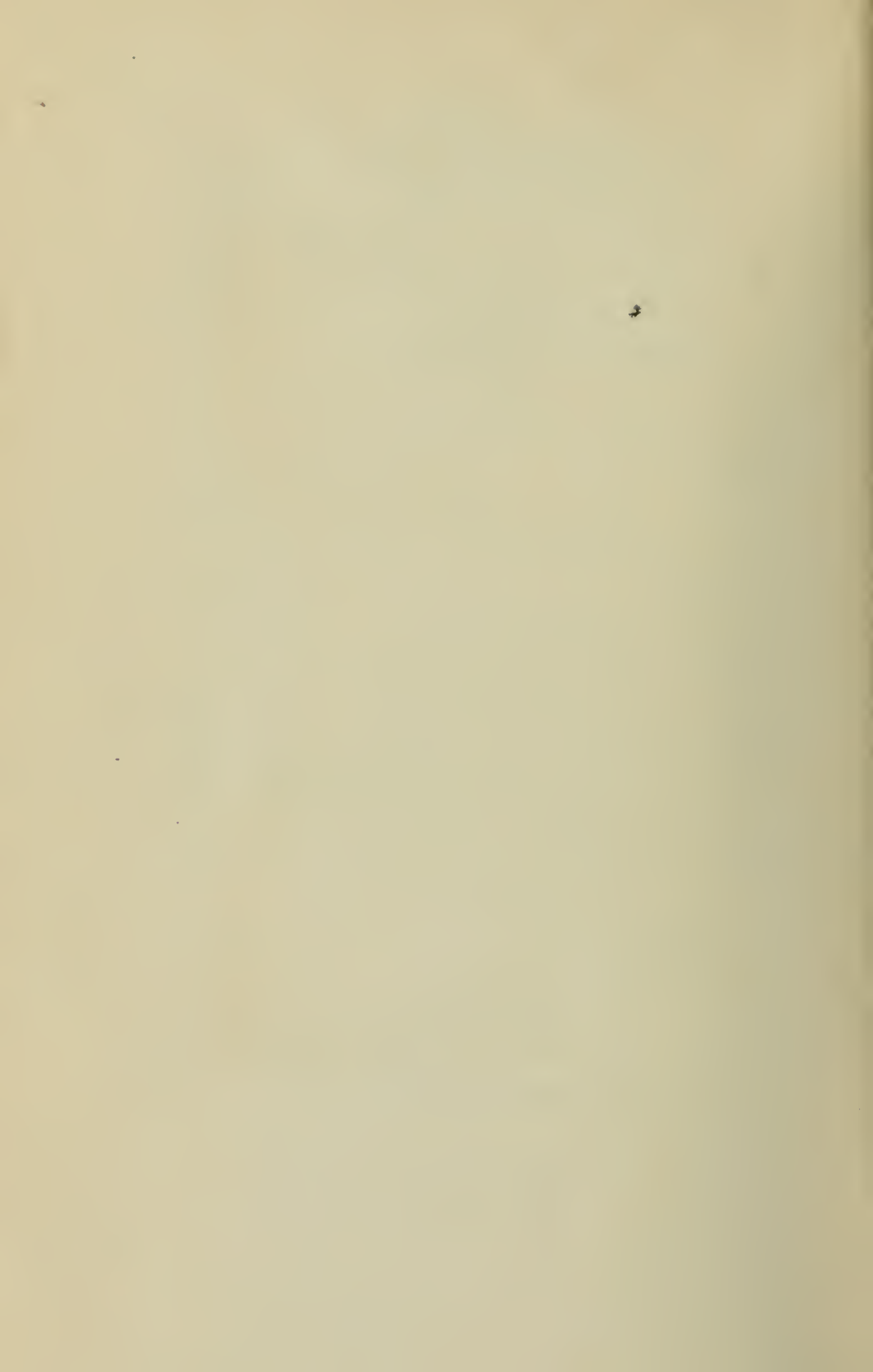
ভিত্তা ভিত্তি রাইয়ত প্রজা গ্যালত চলিয়া ।
 সাহু গুরু বৈস্টম জত গ্যাল চলিয়া ॥
 শিব গোরেকনাথ ছাবগন গ্যাল কৈলাসক নাগিয়া ।
 রাজা আপন রাজাই করুক পাটতে বসিয়া ॥*
 রাজা রানি খাউক রাজ্য করিয়া ।
 গুপিচন্দ্রের গান গ্যাল সমপ্নন হইয়া ॥

৩৩৫

রন্ন খাইয়া রাজার হরসিত মন ।
 মানিক ভিঙ্গারের জলে ক'লে আচমন ॥
 রন্ন জল খাইয়া রাজার তুস্ট হইল মন ।
 কুম্বের পালঙ্কে রাজা করিলে শয়ন ॥
 রন্ন জল খায় রানির ঘর বদন ভরিয়া ।
 রন্ন খাইয়া রানির ঘরের তুস্ট হইল মন ।
 সোআমির চরনে গিয়া করলে পরনাম ।
 পানের বাটা নিলে রানি হস্তত করিয়া ।
 হাসিয়া খেলিয়া উঠিল রানি পালঙ্কর নাগিয়া ॥

• একটা পাঠে ইহার পব

শআচক্র গদাপদ চতুর্ভূজ ধারি ।
 পরিধান পিতাম্বর মুকুন্দ মুরারি ॥
 ধর্ম্মরাজ পাটত বসল বল হরি হরি ।
 রাজ কল তৈয়ার কইরাছে কেশরী ॥



193693

LSansk.

Author [Sen, Dinesh Chandra (ed.)]

S474g

Title Gopichandra (engali text)

University of Toronto
Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
Under Pat. "Ref. Index File"
Made by LIBRARY BUREAU

